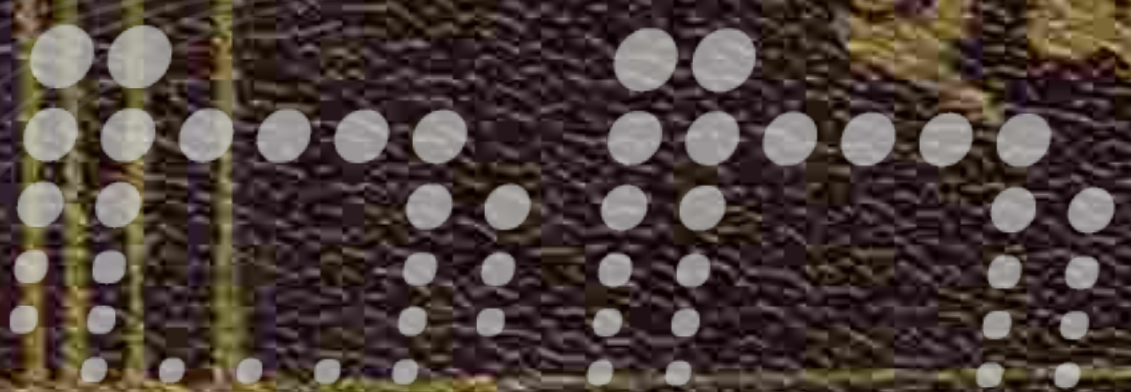




আবু দাউদ শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ (র)



বাংলা হাদিস

আবু দাউদ শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনায়

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

অধ্যাপক আবদুল মালেক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বাংলা হাদিস

আবু দাউদ শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৬৬

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৬০

ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৫৪/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪২

ISBN : 984-06-0511-9

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৯

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ ১৪১৩

রজব ১৪২৭

আগস্ট ২০০৬

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৭০.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (5th Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone : 8128068 August 2006

E-mail: info@islamicfoundation-bd.org

Website: www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 270.00 ; US Dollar : 10.00

বাংলা হাদিস

সূচীপত্র

অধ্যায় : চিকিৎসা ২৫-৪৬

১.	অনুচ্ছেদ	: রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কে -----	২৭
২.	..	: রোগীর খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা সম্পর্কে -----	২৭
৩.	..	: শিংগা লাগান সম্পর্কে -----	২৮
৪.	..	: শিংগা লাগাবার স্থান সম্পর্কে -----	২৯
৫.	..	: কোন দিন শিংগা লাগান ভাল -----	২৯
৬.	..	: শিরা কেটে রক্ত-মোক্ষণ করা ও শিংগা লাগানোর স্থান সম্পর্কে -----	৩০
৭.	..	: লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেওয়া -----	৩১
৮.	..	: নাকের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা -----	৩১
৯.	..	: শয়তানের নামের মন্ত্র পাঠের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে -----	৩১
১০.	..	: বিষের প্রতিষেধক সম্পর্কে -----	৩২
১১.	..	: গর্হিত ঔষধ সম্পর্কে -----	৩২
১২.	..	: আজওয়া খেজুর সম্পর্কে -----	৩৪
১৩.	..	: আংগুল দিয়ে গলা দাবান সম্পর্কে -----	৩৪
১৪.	..	: সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে -----	৩৫
১৫.	..	: বদ-নজর সম্পর্কে -----	৩৫
১৬.	..	: শিশুর দুধ পানের সময় স্ত্রীর সাথে সংগম না করা -----	৩৬
১৭.	..	: গলায় তাবিজ ব্যবহার সম্পর্কে -----	৩৭
১৮.	..	: ঝাঁড়-ফুক সম্পর্কে -----	৩৭
১৯.	..	: ঝাঁড়-ফুকের দু'আ সম্পর্কে -----	৩৯
২০.	..	: মোটা হওয়া সম্পর্কে -----	৪৫

অধ্যায় : ভাগ্য গণনা ও ফাল নেওয়া ৪৭-৫৬

১.	অনুচ্ছেদ	: গণক সম্পর্কে -----	৪৯
২.	..	: জ্যোতি বিজ্ঞান সম্পর্কে -----	৪৯
৩.	..	: মাটিতে দাগকাটা এবং পাখীর ডাক ও উড়ার দ্বারা যাত্রা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা--	৫০
৪.	..	: পাখীর দ্বারা শুভাশুভের ফাল নির্ধারণ সম্পর্কে -----	৫১

[চার]

অধ্যায় : দাসমুক্তি ৫৭ - ৭৬

১.	অনুচ্ছেদ	: মুকাতিব (মুক্তিপণদাতা) দান সম্পর্কে, যে তার মুক্তিপণের কিছু আদায়ের পর	
		অসামর্থ হয় অথবা মারা যায় -----	৫৯
২.	..	: মুকাতিব দাসের চুক্তিভংগ হওয়ার পর তা বিক্রি সম্পর্কে -----	৬০
৩.	..	: কোন শর্তে গোলাম আযাদ করা-----	৬৩
৪.	..	: ক্রীতদাসের মালিকানায শরীকদারদের অংশ-বিশেষ আযাদ করা -----	৬৩
৫.	..	: দাসের কিছু অংশ আযাদ হওয়ার পর, তাকে দিয়ে কাজ-কর্ম করানো সম্পর্কে-৬৪	
৬.	..	: যদি গোলামের মাল না থাকে, তবে তাকে খাটানো যাবে না -এ সম্পর্কে --	৬৬
৭.	..	: কোন নিকট আত্মীয়ের মালিক হলে -----	৬৮
৮.	..	: উম্মু ওলাদের আযাদ হওয়া সম্পর্কে -----	৬৯
৯.	..	: মুদাব্বির গোলাম বিক্রি সম্পর্কে -----	৭০
১০.	..	: যে ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করে তার সম্পর্কে -----	৭২
১১.	..	: যে ব্যক্তি কোন মালদার গোলামকে আযাদ করে -----	৭৩
১২.	..	: জারয সন্তানের মুক্তি সম্পর্কে -----	৭৩
১৩.	..	: গোলাম আযাদের ছাড়ার সম্পর্কে -----	৭৪
১৪.	..	: কিরূপ গোলাম আযাদ করা উত্তম -----	৭৪
১৫.	..	: সুস্থ অবস্থায় গোলাম আযাদ করা সম্পর্কে -----	৭৬

অধ্যায় : কুরআনের হরুফ এবং কিরাত ৭৭ - ৯০

অধ্যায় : হাম্মাম : ৯১ - ৯৬

১.	অনুচ্ছেদ	: উলংগ না হওয়া প্রসংগে -----	৯৪
২.	..	: বিবস্ত্র হওয়া প্রসংগে -----	৯৫

অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ : ৯৭ - ১৫২

১.	অনুচ্ছেদ	: নতুন কাপড় পরিধানকারীকে কি বলে সম্ভাষণ জানাবে ? -----	১০০
২.	..	: কামীস সম্পর্কে -----	১০১
৩.	..	: কাবা'- জামা সম্পর্কে -----	১০১
৪.	..	: প্রচারের জন্য অহংকারী পোশাক পরা -----	১০২
৫.	..	: রেশম ও পশমের কাপড় পরিধান সম্পর্কে -----	১০৩
৬.	..	: মোটা রেশমী বস্ত্র বা গরদ সম্পর্কে -----	১০৫
৭.	..	: রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে -----	১০৬

[পাঁচ]

৮.	অনুচ্ছেদ	:	রেশমী কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞা -----	১০৮
৯.	..	:	রেশমী সেলাই ও কারুকার্যের অনুমতি প্রসঙ্গে -----	১১১
১০.	..	:	কোন কারণবশত রেশমী কাপড় পরিধান করা -----	১১১
১১.	..	:	মহিলাদের খালিস রেশমী বস্ত্র পরিধান করা -----	১১২
১২.	..	:	হিবারা বা ইয়ামনের সবুজ ডোরাবিশিষ্ট চাদর ব্যবহার -----	১১৩
১৩.	..	:	সাদা কাপড় সম্পর্কে -----	১১৩
১৪.	..	:	কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখা -----	১১৩
১৫.	..	:	হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত করা -----	১১৪
১৬.	..	:	সবুজ রং সম্পর্কে -----	১১৫
১৭.	..	:	লাল রং সম্পর্কে -----	১১৫
১৮.	..	:	লাল রং ব্যবহারে অনুমতি -----	১১৮
১৯.	..	:	কাল রং সম্পর্কে -----	১১৮
২০.	..	:	কাপড়ের পাশে ঝালর সম্পর্কে -----	১১৯
২১.	..	:	পাগড়ী সম্পর্কে -----	১১৯
২২.	..	:	জড়িয়ে-পেঁচিয়ে কাপড় পরা -----	১২০
২৩.	..	:	জামার বুকের অংশ খোলা রাখা -----	১২১
২৪.	..	:	কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা -----	১২১
২৫.	..	:	লুংগী বা পাজামা ঝুলিয়ে পায়ের গিঁটের নীচে পরা -----	১২২
২৬.	..	:	গর্ব ও অহংকার সম্পর্কে -----	১২৭
২৭.	..	:	পাজামার সীমা সম্পর্কে -----	১২৮
২৮.	..	:	মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে -----	১২৯
২৯.	..	:	আল্লাহর বাণী- মহিলাদের চাদর ব্যবহার সম্পর্কে -----	১৩০
৩০.	..	:	মহান আল্লাহর বাণী- মহিলাদের ওড়না ব্যবহার সম্পর্কে -----	১৩০
৩১.	..	:	মহিলাদের শরীরের কোন্ অংশ খোলা রাখা জাইয -----	১৩১
৩২.	..	:	গোলামের জন্য মনিব- স্ত্রীর খোলা মস্তক দেখা -----	১৩২
৩৩.	..	:	নপুংসক ব্যক্তিদের সম্পর্কে -----	১৩২
৩৪.	..	:	আল্লাহর বাণী- “বলুন, মু’মিন স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি সংযত রাখতে -----	১৩৪
৩৫.	..	:	ওড়না কিভাবে বাঁধবে -----	১৩৫
৩৬.	..	:	মহিলাদের পাতলা কাপড় পরা -----	১৩৬
৩৭.	..	:	মহিলাদের পাজামা লম্বা করা -----	১৩৬
৩৮.	..	:	মৃত জানোয়ারের কাঁচা চামড়া সম্পর্কে -----	১৩৭
৩৯.	..	:	মৃত জানোয়ারের কাঁচা চামড়া কাজে ব্যবহার না করা -----	১৪০

[ছয়]

৪০.	অনুচ্ছেদ	:	চিতা-বাঘের চামড়া সম্পর্কে	-----	১৪১
৪১.	..	:	জুতা পরিধান সম্পর্কে	-----	১৪৩
৪২.	..	:	বিছানা সম্পর্কে	-----	১৪৫
৪৩.	..	:	রঙীন কারুকর্ম খচিত পর্দা ব্যবহার প্রসঙ্গে	-----	১৪৭
৪৪.	..	:	ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় সম্পর্কে	-----	১৪৮
৪৫.	..	:	ছবি সম্পর্কে	-----	১৪৯

অধ্যায় : চিরুনি করা : ১৫৩ - ১৭৪

১.	অনুচ্ছেদ	:	খোশবু ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৫৬
২.	..	:	চুল পরিপাটি করে রাখা	-----	১৫৭
৩.	..	:	মহিলাদের খিযাব ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৫৭
৪.	..	:	পরচুলা ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৫৮
৫.	..	:	খোশবু ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে	-----	১৬০
৬.	..	:	বাইরে যাওয়ার সময় মহিলাদের খোশবু লাগানো	-----	১৬১
৭.	..	:	পুরুষদের জাফরান রং ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৬২
৮.	..	:	মাথায় চুল রাখা সম্পর্কে	-----	১৬৪
৯.	..	:	সিঁথি কাটা প্রসঙ্গে	-----	১৬৬
১০.	..	:	মাথার চুল লম্বা রাখা সম্পর্কে	-----	১৬৬
১১.	..	:	পুরুষের চুল বাঁধা সম্পর্কে	-----	১৬৭
১২.	..	:	মাথা মুড়ানো সম্পর্কে	-----	১৬৭
১৩.	..	:	চুলের গোছা সম্পর্কে	-----	১৬৮
১৪.	..	:	চুলের গোছা রাখা সম্পর্কে	-----	১৬৮
১৫.	..	:	গোঁফ ছাঁটা সম্পর্কে	-----	১৬৯
১৬.	..	:	শাদা চুল উপড়ে ফেলা সম্পর্কে	-----	১৭০
১৭.	..	:	খিযাব সম্পর্কে	-----	১৭১
১৮.	..	:	হলুদ রঙের খিযাব সম্পর্কে	-----	১৭৩
১৯.	..	:	কালো রঙের খিযাব ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৭৩
২০.	..	:	হাতীর দাঁত ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৭৪

অধ্যায় : আংটির বিবরণ : ১৭৫ - ১৮৬

১.	অনুচ্ছেদ	:	আংটি ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৭৭
২.	..	:	আংটি ব্যবহার না করা সম্পর্কে	-----	১৭৯

৩.	অনুচ্ছেদ	:	সোনার আংটি ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৮০
৪.	..	:	লোহার আংটি ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৮০
৫.	..	:	ডান বা বাম হাতে আংটি ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৮২
৬.	..	:	পায়ে মল পরা সম্পর্কে	-----	১৮৩
৭.	..	:	সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো সম্পর্কে	-----	১৮৪
৮.	..	:	মহিলাদের সোনা ব্যবহার সম্পর্কে	-----	১৮৫

অধ্যায় : ফিতনা-ফ্যাসাদ : ১৮৭ - ২১০

১.	অনুচ্ছেদ	:	ফিতনা-ফ্যাসাদের উল্লেখ এবং এর নিদর্শনাবলী	-----	১৮৯
২.	..	:	ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করা সম্পর্কে	-----	১৯৮
৩.	..	:	মুখ বন্ধ রাখা সম্পর্কে	-----	২০৩
৪.	..	:	ফিতনা প্রকাশ পেলে জংগলে চলে যাবে	-----	২০৪
৫.	..	:	ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় যুদ্ধ বিগ্রহ না করা	-----	২০৪
৬.	..	:	মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ	-----	২০৫
৭.	..	:	নিহত হওয়ার পরও নাজাতের প্রত্যাশা	-----	২০৯

অধ্যায় : মাহদী (আ) সম্পর্কে : ২১১ - ২১৮

১.	অনুচ্ছেদ	:	ইমাম মাহদী (আ) সম্পর্কে	-----	২১৩
----	----------	---	-------------------------	-------	-----

অধ্যায় : যুদ্ধ-বিগ্রহ :

১.	অনুচ্ছেদ	:	শতাব্দীর বর্ণনা সম্পর্কে	-----	২২১
২.	..	:	রোমের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে	-----	২২১
৩.	..	:	যুদ্ধ-বিগ্রহের আলামত সম্পর্কে	-----	২২২
৪.	..	:	একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে	-----	২২৩
৫.	..	:	ইসলামের উপর অন্য জাতির বিজয় সম্পর্কে	-----	২২৪
৬.	..	:	যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ কোথায় থাকবে	-----	২২৪
৭.	..	:	যুদ্ধের সময় ফিতনা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে	-----	২২৫
৮.	..	:	তুরস্ক ও হাবশার সাথে অকারণে গোলযোগ না করা সম্পর্কে	-----	২২৫
৯.	..	:	তুর্কীর সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে	-----	২২৬
১০.	..	:	বসরা সম্পর্কে	-----	২২৭
১১.	..	:	হাবশীদের সম্পর্কে	-----	২২৯
১২.	..	:	কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে	-----	২২৯
১৩.	..	:	ফোরাত নদী থেকে সোনার খনি বের হওয়া	-----	২৩১

১৪.	অনুচ্ছেদ :	দাজ্জাল বের হওয়া সম্পর্কে -----	২৩২
১৫.	„ :	দাজ্জালের গোয়েন্দা সম্পর্কে -----	২৩৫
১৬.	„ :	ইবন সায়েদ সম্পর্কে -----	২৩৯
১৭.	„ :	আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে -----	২৪২
১৮.	„ :	কিয়ামত হওয়া সম্পর্কে -----	২৪৮

অধ্যায় : শাস্তির বিধান : ২৫১ - ৩২৩

১.	অনুচ্ছেদ :	মুরতাদের শাস্তির বিধান সম্পর্কে -----	২৫৩
২.	„ :	নবী করীম (সা)-এর মর্যাদাহানিকারী ব্যক্তি শাস্তি সম্পর্কে -----	২৫৮
৩.	„ :	আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে -----	২৬০
৪.	„ :	শরীআতের বিধান অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা সম্পর্কে --	২৬৩
৫.	„ :	হাকীমের সামনে পেশের আগে অপরাধ ক্ষমা করা প্রসঙ্গে -----	২৬৫
৬.	„ :	যথাসম্ভব শাস্তির বিধান গোপন করা -----	২৬৬
৭.	„ :	হাকীমের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করা সম্পর্কে -----	২৬৬
৮.	„ :	অপরাধীর অপরাধ স্বীকার সম্পর্কে -----	২৬৭
৯.	„ :	কোন ব্যক্তি যদি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে, কিন্তু- উহার নাম না বলে সে সম্পর্কে -----	২৬৮
১০.	„ :	মারপিট করে অন্যায় সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করা -----	২৬৯
১১.	„ :	কী পরিমাণ মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে, সে সম্পর্কে -----	২৬৯
১২.	„ :	যে সমস্ত জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যায় না- সে সম্পর্কে -----	২৭১
১৩.	„ :	ছিনতাই ও আত্মসাৎকারীর শাস্তি সম্পর্কে -----	২৭২
১৪.	„ :	সংরক্ষিত স্থান হতে মাল-চোরের শাস্তি সম্পর্কে -----	২৭৩
১৫.	„ :	কোন জিনিস ধার নিয়ে অস্বীকার করলে শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা সম্পর্কে -----	২৭৪
১৬.	„ :	পাগলের চুরি বা অন্য কোন অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে -----	২৭৬
১৭.	„ :	নাবালেগ ছেলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে -----	২৭৮
১৮.	„ :	যুদ্ধের সফরে চুরি করলে হাত কাটা যাবে কি ?-----	২৮০
১৯.	„ :	কাফন চোরের হাত কাটা সম্পর্কে -----	২৮০
২০.	„ :	যে বার বার চুরি করে, তার শাস্তি সম্পর্কে -----	২৮১
২১.	„ :	চোরের কাটা হাত তার গলায় ঝুলানো সম্পর্কে -----	২৮২
২২.	„ :	পাথর মেরে হত্যা করা সম্পর্কে -----	২৮২
২৩.	„ :	জুহায়না গোত্রের মহিলা সম্পর্কে, যাকে নবী (সা) পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন	২৯৫
২৪.	„ :	ইয়াহুদী নারী-পুরুষের রজম সম্পর্কে -----	২৯৫

[নয়]

২৫.	অনুচ্ছেদ :	যদি কোন পুরুষ- মুহরিম নারীর সাথে যিনা করে -----	৩০৫
২৬.	..	: স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করলে তার শাস্তি সম্পর্কে -----	৩০৬
২৭.	..	: সমকামিতার শাস্তি সম্পর্কে -----	৩০৮
২৮.	..	: পশুর সাথে সংগম করলে তার শাস্তি সম্পর্কে -----	৩০৮
২৯.	..	: পুরুষ যিনার কথা স্বীকার করলে এবং স্ত্রীলোক তা অস্বীকার করলে- কি হুকুম হবে ? -----	৩০৯
৩০.	..	: কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস ব্যতীত আর সব কিছু করলে এবং ধরা পড়ার আগে তাওবা করলে-এর হুকুম কি ? -----	৩১০
৩১.	..	: অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে- তার শাস্তি সম্পর্কে -----	৩১১
৩২.	..	: অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্ লাগানো সম্পর্কে -----	৩১২
৩৩.	..	: অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে -----	৩১৪
৩৪.	..	: মদ পানের শাস্তি সম্পর্কে -----	৩১৫
৩৫.	..	: বার বার মদ পানকারীর শাস্তি সম্পর্কে -----	৩১৮
৩৬.	..	: মসজিদে শাস্তি প্রদান কর সম্পর্কে -----	৩২২
৩৭.	..	: শাস্তি প্রদানের সময় মুখের উপর মারা সম্পর্কে -----	৩২২
৩৮.	..	: শাস্তি সম্পর্কে -----	৩২২

অধ্যায় : রক্তপণ : ৩২৫ - ৩৭২

১.	অনুচ্ছেদ :	হত্যার বিনিময় হত্যা করা সম্পর্কে -----	৩২৭
২.	..	: পিতা ও ভাইয়ের অপরাধে- অন্যকে শাস্তি দেয়া যাবে না -----	৩২৮
৩.	..	: রক্তপণ মারফের ব্যাপারে ইমামের নির্দেশ সম্পর্কে -----	৩২৮
৪.	..	: নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা দিয়াত নিতে চাইলে সে সম্পর্কে -----	৩৩৩
৫.	..	: দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করলে- সে সম্পর্কে -----	৩৩৪
৬.	..	: যদি কেউ কাউকে বিষাক্ত খাদ্য-পানীয় পান করায় এবং সে তাতে মারা যায়, তবে তার থেকে কিসাস নেয়া যাবে কি না -----	৩৩৫
৭.	..	: যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করে, অথবা তার কোন অংগছেদ করে, তার থেকে কি কিসাস নেওয়া হবে ? -----	৩৩৭
৮.	..	: নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর পরিচয় না পাওয়া গেলে মহল্লাবাসীদের কসম গ্রহণ সম্পর্কে -----	৩৩৯
৯.	..	: কাসামার দ্বারা কিসাস গ্রহণ না করা -----	৩৪২
১০.	..	: হত্যাকারী হতে কিসাস গ্রহণ করা সম্পর্কে -----	৩৪৪
১১.	..	: কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না -----	৩৪৫

১২.	অনুচ্ছেদ :	যদি কেউ তার স্ত্রী কাছে অন্য পুরুষকে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে ? --	৩৪৬
১৩.	..	: যাকাত আদায়কারীর হাতে কেউ যদি ভুলে আহত হয়, তবে কি করতে হবে? ৩৪৭	
১৪.	..	: মারপিটের কিসাস এবং হাকীমের নিজের থেকে কিসাস দেয়া প্রসঙ্গে ----	৩৪৮
১৫.	..	: মহিলাদের খুনীকে ক্ষমা করা সম্পর্কে -----	৩৪৯
১৬.	..	: দিয়াতের (হত্যার বিনিময়ের) পরিমাণ সম্পর্কে-----	৩৫০
১৭.	..	: অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত, ভুলবশত হত্যার দিয়াতর অনুরূপ -----	৩৫২
১৮.	..	: অংগ-প্রত্যংগের দিয়াত সম্পর্কে -----	৩৫৬
১৯.	..	: গর্ভের সন্তান দিয়াত সম্পর্কে -----	৩৬১
২০.	..	: মুকাতিবের দিয়াত সম্পর্কে -----	৩৬৬
২১.	..	: যিস্মীর দিয়াত সম্পর্কে -----	৩৬৭
২২.	..	: কোন ব্যক্তি কারো সাথে মারামারি করার সময়, তাকে প্রতিহত করা সম্পর্কে-৩৬৮	
২৩.	..	: চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করলে- তার শাস্তি সম্পর্কে -----	৩৬৮
২৪.	..	: দাঁতের কিসাস সম্পর্কে -----	৩৬৯
২৫.	..	: কোন পশু যদি পা দিয়ে লাথি মারে- সে সম্পর্কে -----	৩৭০
২৬.	..	: সে আগুন সম্পর্কে, যা ছড়িয়ে পড়ে -----	৩৭১
২৭.	..	: ফকীর মিসকীনের ছেলে অপরাধ করলে- সে সম্পর্কে -----	৩৭১
২৮.	..	: লোকের ভীড়ের চাপে পড়ে কেউ মারা গেলে- সে সম্পর্কে -----	৩৭২

অধ্যায় : সুন্নাহ : ৩৭৩ - ৪৬০

১.	অনুচ্ছেদ :	সুন্নাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে -----	৩৭৫
২.	..	: কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা ও মুতাশাবিহাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে -----	৩৭৬
৩.	..	: বিদ'আতী স্বেচ্ছাচারীদের প্রভার থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে -----	৩৭৭
৪.	..	: বিদ'আতীদের সালামের জবাব না দেয়া প্রসঙ্গে -----	৩৭৭
৫.	..	: কুরআনের মধ্যে ঝগড়া করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে -----	৩৭৮
৬.	..	: সুন্নাতের অনুসরণ করা জরুরী -----	৩৭৮
৭.	..	: সুন্নাতের অনুসরণের ফযীলত সম্পর্কে -----	৩৮৯
৮.	..	: সাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে -----	৩৯০
৯.	..	: খিলাফত সম্পর্কে -----	৩৯১
১০.	..	: নবী (সা)-এর সাহাবীগণের ফযীলত সম্পর্কে -----	৪০৩
১১.	..	: রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের মন্দ বলা নিষেধ -----	৪০৪
১২.	..	: আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের দলীল -----	৪০৫
১৩.	..	: ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় চুপ থাকা সম্পর্কে -----	৪০৭

[এগার]

১৪.	অনুচ্ছেদ	: আশিয়া (আ)-এর মধ্যে ফযীলত সম্পর্কে -----	৪০৯
১৫.	..	: মরজীয়া ফিরকার বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে -----	৪১১
১৬.	..	: ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া ও কমে যাওয়া সম্পর্কে -----	৪১৩
১৭.	..	: তাকদীর সম্পর্কে -----	৪১৬
১৮.	..	: মুশরিকের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে -----	৪২৮
১৯.	..	: জাহমীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে -----	৪৩১
২০.	..	: মহান আল্লাহ দীদার সম্পর্কে -----	৪৩৫
২১.	..	: কুরআন সম্পর্কে -----	৪৩৮
২২.	..	: কিয়ামত এবং শিংগা- ধ্বনি প্রসংগে -----	৪৪০
২৩.	..	: শাফা'আত সম্পর্কে -----	৪৪০
২৪.	..	: জান্নাত ও জাহান্নামের- সৃষ্টি সম্পর্কে -----	৪৪১
২৫.	..	: হাওয-কাওছার সম্পর্কে -----	৪৪২
২৬.	..	: কবরের প্রশ্ন ও শাস্তির বর্ণনা -----	৪৪৪
২৭.	..	: মীযান বা পাল্লা সম্পর্কে -----	৪৪৯
২৮.	..	: দাজ্জাল সম্পর্কে -----	৪৪৯
২৯.	..	: খারেজীদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে -----	৪৫০
৩০.	..	: চোরদের মুকাবিলা করা সম্পর্কে -----	৪৫৮

অধ্যায় : আদব : ৪৬১-৫৬১

১.	অনুচ্ছেদ	: সহিষ্ণুতা ও নবী (সা)-এর পূতঃ-চরিত্র সম্পর্কে -----	৪৬৩
২.	..	: আত্মসম্মান সম্পর্কে -----	৪৬৫
৩.	..	: ক্রোধ সংবরণের ফযীলত সম্পর্কে -----	৪৬৫
৪.	..	: ক্রোধের সময় কি বলবে- সে সম্পর্কে -----	৪৬৭
৫.	..	: দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা সম্পর্কে -----	৪৬৯
৬.	..	: সৎভাবে জীবন-যাপন করা সম্পর্কে -----	৪৭০
৭.	..	: হায়া বা শরম সম্পর্কে -----	৪৭২
৮.	..	: সদাচার ও সদ্যবহার সম্পর্কে -----	৪৭৩
৯.	..	: কাজ কর্মে অহংকার প্রদর্শন গর্হিত হওয়া- সম্পর্কে -----	৪৭৪
১০.	..	: তোশামোদের অপকারিতা সম্পর্কে -----	৪৭৫
১১.	..	: নরম ব্যবহার সম্পর্কে -----	৪৭৬
১২.	..	: ভাল কাজে শোকর আদায় করা সম্পর্কে -----	৪৭৮
১৩.	..	: রাস্তায় বসা সম্পর্কে -----	৪৭৯

১৪.	অনুচ্ছেদ :	প্রশস্ত স্থানে বসা সম্পর্কে-----	৪৮০
১৫.	„	: কিছু রোদ ও কিছু ছায়ার মধ্যে বসা সম্পর্কে -----	৪৮১
১৬.	„	: গোল হয়ে বসা সম্পর্কে -----	৪৮১
১৭.	„	: হালকা বা বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে বসা -----	৪৮২
১৮.	„	: যদি কেউ অন্যকে জায়গা দেয়ার জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়- সে সম্পর্কে-৪৮২	
১৯.	„	: কার সোহবতে বসা উচিত- সে সম্পর্কে -----	৪৮৩
২০.	„	: ঝগড়া-ফ্যাসাদ না করা সম্পর্কে -----	৪৮৫
২১.	„	: কিভাবে কথা বলা উচিত -----	৪৮৬
২২.	„	: বক্তৃতা সম্পর্কে -----	৪৮৭
২৩.	„	: লোকদের স্ব-স্ব মর্যাদায় সমাসীন করা -----	৪৮৭
২৪.	„	: অনুমতি ব্যতীত দু'জনের মাঝখানে বসা সম্পর্কে -----	৪৮৮
২৫.	„	: পুরুষের বসার পদ্ধতি সম্পর্কে -----	৪৮৮
২৬.	„	: দৃষ্টিকটু অবস্থায় বসা -----	৪৮৯
২৭.	„	: ঈশার সালাতের পর কথাবার্তা বলা সম্পর্কে -----	৪৯০
২৮.	„	: কানে কানে কথা বলা সম্পর্কে -----	৪৯০
২৯.	„	: নিজের স্থান পরিত্যাগের পর, আবার সেখানে ফিরে আসলে- সে সম্পর্কে --	৪৯০
৩০.	„	: কেউ কোন স্থানে বসার পর, সেখান থেকে উঠা পর্যন্ত যদি আল্লাহর যিকির না করে -এর নিন্দা সম্পর্কে -----	৪৯১
৩১.	„	: মজলিসের কাফ্যারা সম্পর্কে -----	৪৯২
৩২.	„	: কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্পর্কে -----	৪৯৩
৩৩.	„	: লোকদের থেকে সতর্ক থাকা -----	৪৯৪
৩৪.	„	: নবী করীম (সা)-এর চলন সম্পর্কে -----	৪৯৫
৩৫.	„	: এক পায়ের উপর অন্য পা রাখা সম্পর্কে -----	৪৯৬
৩৬.	„	: এক জনের কথা অপর জনকে না বলা সম্পর্কে -----	৪৯৭
৩৭.	„	: চোগলখোর সম্পর্কে -----	৪৯৮
৩৮.	„	: মুনফিক সম্পর্কে -----	৪৯৮
৩৯.	„	: গীবত বা পরনিন্দা সম্পর্কে -----	৪৯৮
৪০.	„	: কোন ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ অবলম্বন করা- সম্পর্কে -----	৫০১
৪১.	„	: যার গীবত- গীবত নয়- এ সম্পর্কে -----	৫০২
৪২.	„	: অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা সম্পর্কে -----	৫০৩
৪৩.	„	: মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা সম্পর্কে -----	৫০৪
৪৪.	„	: সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে -----	৫০৫

৪৫.	অনুচ্ছেদ	: গালি-গালাজ সম্পর্কে -----	৫০৬
৪৬.	..	: বিনয় সম্পর্কে -----	৫০৬
৪৭.	..	: প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে -----	৫০৬
৪৮.	..	: মৃতদের সম্পর্কে কটুক্তি না করা সম্পর্কে -----	৫০৮
৪৯.	..	: গুনাহ ও অহংকার না করা প্রসঙ্গে -----	৫০৯
৫০.	..	: হাসাদ বা হিংসা সম্পর্কে -----	৫১০
৫১.	..	: লা'নত ও অভিসম্পাত সম্পর্কে -----	৫১১
৫২.	..	: জালিমের উপর বদ্-দু'আ করা সম্পর্কে -----	৫১২
৫৩.	..	: ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা- সম্পর্কে -----	৫১৩
৫৪.	..	: কুধারণা পোষণ করা সম্পর্কে -----	৫১৫
৫৫.	..	: নসীহত বা সদুপদেশ সম্পর্কে -----	৫১৫
৫৬.	..	: পরস্পরের মাঝে আপোষ করা সম্পর্কে -----	৫১৬
৫৭.	..	: গান বাজনা সম্পর্কে -----	৫১৭
৫৮.	..	: গান বাজনার অপকারিতা সম্পর্কে -----	৫১৮
৫৯.	..	: নপুংসকদের হুকুম সম্পর্কে -----	৫১৮
৬০.	..	: কাপড়ের স্ত্রী পুতুল নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে -----	৫২০
৬১.	..	: দোলনায় চড়া সম্পর্কে -----	৫২১
৬২.	..	: সতরঞ্চ খেলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে -----	৫২২
৬৩.	..	: কবুতর নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে -----	৫২৩
৬৪.	..	: রহমত সম্পর্কে -----	৫২৩
৬৫.	..	: নসীহত সম্পর্কে -----	৫২৪
৬৬.	..	: মুসলমানের সাহায্য করা -----	৫২৫
৬৭.	..	: নাম পরিবর্তন করা সম্পর্কে -----	৫২৬
৬৮.	..	: খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা সম্পর্কে -----	৫২৭
৬৯.	..	: খারাপ উপাধি সম্পর্কে -----	৫৩১
৭০.	..	: আবু ঈসা কুনিয়াত বা উপনাম রাখা সম্পর্কে -----	৫৩১
৭১.	..	: অন্যের সন্তানকে- হে আমার প্রিয় পুত্র- বলা সম্পর্কে -----	৫৩২
৭২.	..	: আবুল কাসিম উপনাম রাখা সম্পর্কে -----	৫৩২
৭৩.	..	: নবী (সা)-এর নাম ও কুনিয়াত এক সাথে না রাখা সম্পর্কে -----	৫৩৩
৭৪.	..	: কুনিয়াত ও নাম এক সাথে রাখা সম্পর্কে -----	৫৩৪
৭৫.	..	: ছেলে সন্তান না থাকা সত্ত্বেও কুনিয়াত রাখা- সম্পর্কে -----	৫৩৪
৭৬.	..	: মেয়েদের কুনিয়াত রাখা সম্পর্কে -----	৫৩৫

[চৌদ্দ]

৭৭.	অনুচ্ছেদ	: ইশারা ইংগিতে কথাবার্তা বলা প্রসংগে -----	৫৩৫
৭৮.	„	: যে বলে- লোকদের ধারণা এরূপ- এ সম্পর্কে -----	৫৩৬
৭৯.	„	: যে ব্যক্তি তার বক্তৃতায় বলে : আম্মা বাদ- এ সম্পর্কে -----	৫৩৬
৮০.	„	: আংগুরকে 'কারম' না বলা এবং সাবধানে কথাবার্তা বলা- সম্পর্কে -----	৫৩৭
৮১.	„	: দাস- দাসী স্বীয় মনিবকে : হে আমার রব বলবে না- এ সম্পর্কে -----	৫৩৭
৮২.	„	: নিজের নফসকে খাবীছ না বলা সম্পর্কে -----	৫৩৮
৮৩.	„	: ঈশার সালাতকে আত্মা বলা অনুচিত -----	৫৪০
৮৪.	„	: মিথ্যা বলার ক্ষতি সম্পর্কে -----	৫৪১
৮৫.	„	: এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান সম্পর্কে -----	৫৪৩
৮৬.	„	: ভাল ধারণা পোষণ করা সম্পর্কে -----	৫৪৩
৮৭.	„	: ওয়াদা পালন সম্পর্কে -----	৫৪৪
৮৮.	„	: যে ব্যক্তি গর্ব প্রকাশের জন্য এমন কিছু বর্ণনা করে, যা তার কাছে নেই সে সম্পর্কে -----	৫৪৫
৮৯.	„	: হাসি- ঠাট্টা করা সম্পর্কে -----	৫৪৭
৯০.	„	: ঠাট্টাচ্ছিলে কোন জিনিস নেয়া- সম্পর্কে -----	৫৪৭
৯১.	„	: কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি করা সম্পর্কে -----	৫৪৮
৯২.	„	: কবিতা সম্পর্কে -----	৫৪৯
৯৩.	„	: স্বপ্ন সম্পর্কে -----	৫৫৩
৯৪.	„	: হাই তোলা সম্পর্কে -----	৫৫৬
৯৫.	„	: হাঁচি সম্পর্কে -----	৫৫৭
৯৬.	„	: কি-রূপে হাঁচির জবাব দিবে- সে সম্পর্কে -----	৫৫৭
৯৭.	„	: হাঁচির জবাব কতবার দিতে হবে- সে সম্পর্কে -----	৫৫৯
৯৮.	„	: যিম্মীর হাঁচির জবাব কিরূপে দেবে -----	৫৬০
৯৯.	„	: যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল-হামদুল্লাহ বলে না- সে সম্পর্কে -----	৫৬০

অধ্যায় : নিদ্রা সম্পর্কীয় : ৫৬৩ - ৬৩০

১.	অনুচ্ছেদ	: উঁপুড় হয়ে শোয়া সম্পর্কে -----	৫৬৫
২.	„	: এমন ছাদে শয়ন করা, যেখানে বেষ্টনী নেই -----	৫৬৬
৩.	„	: পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে -----	৫৬৬
৪.	„	: শোবার সময় কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে শোবে- সে সম্পর্কে -----	৫৬৭
৫.	„	: ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়তে হয়- সম্পর্কে -----	৫৬৭
৬.	„	: রাতের ঘুম ভেংগে গেলে কি দু'আ পড়বে- সে সম্পর্কে -----	৫৭৩

[পনের]

৭.	অনুচ্ছেদ	:	শোবার সময় তাসবীহ পাঠ - সম্পর্কে	৫৭৪
৮.	..	:	সকাল বেলা কোন দু'আ পড়বে- সে সম্পর্কে	৫৭৮
৯.	..	:	নতুন চাঁদ দেখার পর যে দু'আ পড়বে	৫৯১
১০.	..	:	ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ	৫৯১
১১.	..	:	ঘরে প্রবেশ কালে পাঠের দু'আ	৫৯২
১২.	..	:	ঝড়-বাতাসের সময় যে দু'আ পাঠ করবে	৫৯৩
১৩.	..	:	বৃষ্টি বর্ষণ সম্পর্কে	৫৯৪
১৪.	..	:	মোরগ ও অন্যান্য পশু পাখী সম্পর্কে	৫৯৫
১৫.	..	:	নব-জাতকের কানে আযান দেয়া সম্পর্কে	৫৯৬
১৬.	..	:	কোন ব্যক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে	৫৯৭
১৭.	..	:	সন্দেহ দূর করা সম্পর্কে	৫৯৮
১৮.	..	:	আপনজন বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করলে- সে সম্পর্কে	৫৯৯
১৯.	..	:	বংশ-গৌরব করা সম্পর্কে	৬০১
২০.	..	:	নাহক পক্ষপাতিত্ব করা সম্পর্কে	৬০২
২১.	..	:	যাকে ভালবাসবে, তাকে সে খবর দেবে- এ সম্পর্কে	৬০৪
২২.	..	:	কোন নেকীর কারণে কাউকে ভালবাসা	৬০৫
২৩.	..	:	পরামর্শ সম্পর্কে	৬০৫
২৪.	..	:	ভাল কাজের প্রতি উৎসাহদাতা- সম্পর্কে	৬০৬
২৫.	..	:	কু-প্রবৃত্তি সম্পর্কে	৬০৬
২৬.	..	:	শাফা'আত বা সুপারিশ সম্পর্কে	৬০৬
২৭.	..	:	চিঠি লেখার সময় প্রথমে নিজের নাম লেখা সম্পর্কে	৬০৭
২৮.	..	:	বিজাতির কাছে পত্র লেখা সম্পর্কে	৬০৭
২৯.	..	:	পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা সম্পর্কে	৬০৮
৩০.	..	:	ইয়াতীমের প্রতিপালনের মর্যাদা সম্পর্কে	৬১১
৩১.	..	:	যে ইয়াতীমের লালন পালন করে	৬১৩
৩২.	..	:	প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে	৬১৩
৩৩.	..	:	দাস-দাসীর হক সম্পর্কে	৬১৫
৩৪.	..	:	দাস-দাসী মনিবের সাথে ব্যবহার করলে- সে সম্পর্কে	৬২০
৩৫.	..	:	অন্যের গোলামকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানি দিলে- এর পরিণাম	৬২০
৩৬.	..	:	অনুমতি চাওয়া প্রসঙ্গে	৬২১
৩৭.	..	:	ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার সময় ক'বার সালাম করবে	৬২৪
৩৮.	..	:	অনুমতি চাওয়ার সময় দরজায় করাঘাত করা	৬২৮

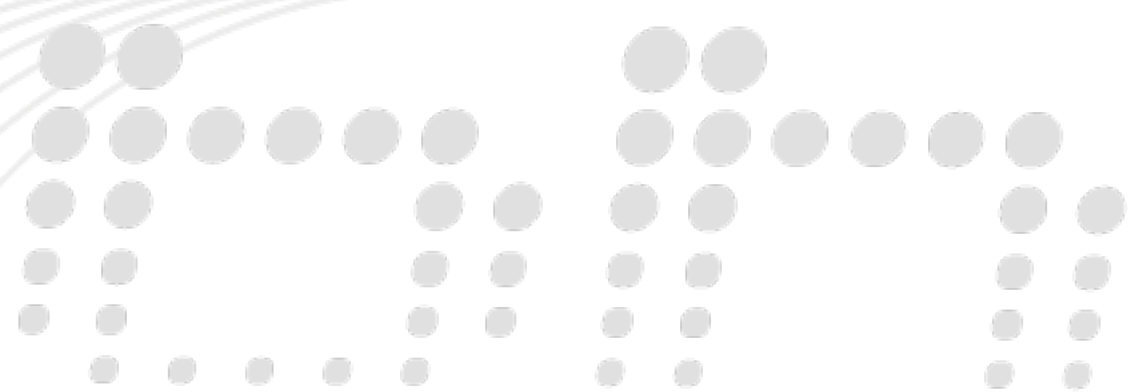
৩৯. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ ডাকার পরে যায়, তা অনুমতি নয় কি ? ----- ৬২৯
 ৪০. ,, : সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় অনুমতি প্রসঙ্গে----- ৬২৯

অধ্যায় : সালাম : ৬৩১ - ৬৬৬

১. অনুচ্ছেদ : পরস্পর সালাম করার প্রচলন সম্পর্কে ----- ৬৩৩
২. ,, : সালামের পদ্ধতি সম্পর্কে ----- ৬৩৪
৩. ,, : প্রথমে সালাম দানকারীর মর্তবা প্রসঙ্গে ----- ৬৩৫
৪. ,, : আগে কাকে সালাম করতে হবে- সে সম্পর্কে ----- ৬৩৫
৫. ,, : বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মিলিত হলে সালাম করা প্রসঙ্গে ----- ৬৩৫
৬. ,, : ছোটদের সালাম দেয়া সম্পর্কে ----- ৬৩৬
৭. ,, : মহিলাদের প্রতি সালাম করা সম্পর্কে ----- ৬৩৭
৮. ,, : যিম্মীদের প্রতি সালাম করা সম্পর্কে ----- ৬৩৭
৯. ,, : মজলিস থেকে উঠার সময় সালাম করা সম্পর্কে ----- ৬৩৮
১০. ,, : আলায়কাস-সালাম বলা অনুচিত----- ৬৩৯
১১. ,, : দলের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট ----- ৬৩৯
১২. ,, : মুসাফা (করমর্দন) করা সম্পর্কে ----- ৬৪০
১৩. ,, : মু'আনাকা (আলিঙ্গন) করা সম্পর্কে ----- ৬৪০
১৪. ,, : সম্মানের জন্য দাঁড়ান সম্পর্কে ----- ৬৪১
১৫. ,, : নিজের বাচ্চাদের চুমা দেয়া সম্পর্কে ----- ৬৪২
১৬. ,, : দু'চোখের মাঝখানে চুমা খাওয়া সম্পর্কে ----- ৬৪৩
১৭. ,, : গালে চুমা দেয়া সম্পর্কে ----- ৬৪৩
১৮. ,, : হাতে চুমা দেয়া সম্পর্কে ----- ৬৪৪
১৯. ,, : শরীরে চুমা দেয়া সম্পর্কে ----- ৬৪৪
২০. ,, : পায়ে চুমা দেয়া সম্পর্কে ----- ৬৪৫
২১. ,, : আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন- এরূপ বলা সম্পর্কে ----- ৬৪৬
২২. ,, : আল্লাহ্ তোমার চোখ শীতল রাখুন- এরূপ বলা সম্পর্কে ----- ৬৪৬
২৩. ,, : আল্লাহ্ তোমার হিফাজত করুন- এরূপ বলা সম্পর্কে ----- ৬৪৭
২৪. ,, : কোন ব্যক্তি সম্মানে দাঁড়ান সম্পর্কে ----- ৬৪৭
২৫. ,, : অন্যের সালাম পৌছান- সম্পর্কে ----- ৬৪৮
২৬. ,, : কেউ ডাকলে লাব্বায়ক" বলা সম্পর্কে ----- ৬৪৯
২৭. ,, : আল্লাহ্ তোমাকে হাসি মুখে রাখুন এরূপ বলা সম্পর্কে ----- ৬৪৯
২৮. ,, : গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে ----- ৬৫০

২৯.	অনুচ্ছেদ :	প্রাসাদ নির্মাণ প্রসংগে -----	৬৫২
৩০.	„	: কুল বৃক্ষ কাটা সম্পর্কে -----	৬৫২
৩১.	„	: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা সম্পর্কে -----	৬৫৩
৩২.	„	: রাতে আগুন নিবিয়ে রাখা- সম্পর্কে -----	৬৫৫
৩৩.	„	: সাপ মারা সম্পর্কে -----	৬৫৬
৩৪.	„	: গিরগিট মারা সম্পর্কে -----	৬৫১
৩৫.	„	: পিপড়া মারা সম্পর্কে -----	৬৬১
৩৬.	„	: বেঙ মারা সম্পর্কে -----	৬৬৩
৩৭.	„	: কংকর নিক্ষেপ করা প্রসংগে-----	৬৬৩
৩৮.	„	: খাতনা করা সম্পর্কে -----	৬৬৪
৩৯.	„	: মহিলাদের রাস্তায় চলা সম্পর্কে -----	৬৬৪
৪০.	„	: সময়কে গালি দেয়া সম্পর্কে -----	৬৬৫

-----○ ○-----



বাংলা হাদিস

আবু দাউদ শরীফ (৫ম খণ্ড) — ৩

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদে পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহূর সংকলন হচ্ছে ‘সুনানু আবু দাউদ’। এটির সংকলক ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবু দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্‌কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্‌বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্‌মে হাদীসের জগতে সুনানু আবু দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

‘সুনানু আবু দাউদ’ সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইবন আবু শায়বা (র), কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবু দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ্ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবু দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ ‘মুসলিম’-এর ভূমিকায় বলেন, আবু দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবু দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে মাখলাদ (র) বলেন, “হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।” আবু সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।”

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯৯ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



বাংলা হাদিস

অনুবাদকের কথা

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্-হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমতে সুনানু আবী দাউদ শরীফের বাংলা সংস্করণের ৫ম বা সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' বা বিশুদ্ধ ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থের অনুবাদের যে মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এটি তারই অংশবিশেষ। প্রসিদ্ধ ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে সহীহ্ বুখারী যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনিভাবে চারখানি সুনান গ্রন্থের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থখানি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে ইসলামের আইন-কানুন সম্পর্কিত হাদীছসমূহ-ই সংকলন করেছেন।

সুনানে আবু দাউদ শরীফের সংকলকের পূর্ণ নাম- আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ'আস সিজিস্তানী (র)। তিনি ইমাম আবু দাউদ নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভের জন্য কিশোর বয়স থেকেই বহুদেশ সফর করেন এবং সে সময়ের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাসমূহে 'ইল্ম হাসিল করেন। তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরামের নিকট হতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-ও ছিলেন। সুনানু আবী দাউদ শরীফ ইমাম আবু দাউদ (র)-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কিতাবখানি প্রণয়নের জন্য তিনি পাঁচ লাখ হাদীছ সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে বাছাই করে তিনি পাঁচ হাজার একশত চুরাশি হাদীছ সংকলন করেন।

সুনানু আবী দাউদের দু'টি সংস্করণ আছে : একটি উপমহাদেশীয় এবং অপরটি মিসরীয় এবং দু'টি সংস্করণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। এমন কিছু হাদীছ আছে, যা উপমহাদেশীয় সংস্করণে নেই, কিন্তু মিসরীয় সংস্করণে আছে। আবার কিছু সংখ্যক হাদীছ মিসরীয় সংস্করণে আছে, কিন্তু উপমহাদেশীয় সংস্করণে নেই। এ বাংলা অনুবাদে উল্লেখিত দু'টি সংস্করণেরই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে; ফলে হাদীছের মোট সংখ্যা হয়েছে পাঁচ হাজার একশত চুরাশি। পঞ্চম খণ্ডের হাদীছের ক্রমধারা ৩৮১৫ নম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে ৫১৮৪ নম্বরে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ দীনের খিদমতের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ প্রকাশ করায় তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর হুকুম পালন করার এবং তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুনাত তথা হাদীছের অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আমীন ! ছুম্মা আমীন !!

প্রফেসর ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা



বাংলা হাদিস

আবু দাউদ শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

كِتَابُ الطَّبِّ

অধ্যায় : চিকিৎসা

كِتَابُ الطِّبِّ অধ্যায় : চিকিৎসা

১. بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوَى

১. অনুচ্ছেদ : রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কে

৩৮১৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانَمَا عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ *

৩৮১৫। হাফস ইবন উমার (র) - - - উসামা ইবন শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট এমন সময় আসি, যখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর চারপাশে এমনভাবে বসে ছিল, যেন তাঁদের মাথার উপর পাখী বসে আছে (অর্থাৎ শান্তভাবে)। এরপর আমি সালাম করি এবং বসে পড়ি। এ সময় আরবের অন্যান্য লোকেরা এদিক-সেদিক থেকে সেখানে সমবেত হয় এবং তারা বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কি চিকিৎসা করাব ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তোমরা রোগের চিকিৎসা করাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার চিকিৎসার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা রাখেন নি; তবে বার্বক্য এমন একটি রোগ, যার কোন চিকিৎসা নেই।

২. بَابُ فِي الْحَمِيَةِ

২. অনুচ্ছেদ : রোগীর খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা সম্পর্কে

৩৮১৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَامِرٍ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي

عَامِرٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعَصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذَرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ
عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلَى نَاقَةٍ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ مَهْ
إِنَّكَ نَاقَهُ حَتَّى كَفَّ عَلِيٌّ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسَلَقًا فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ أَصِيبُ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ *

৩৮১৬। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - উম্মু মুন্যার বিন্ত কায়স আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসেন এবং সে সময় তাঁর সংগে আলী (রা)ও
ছিলেন, যিনি অসুস্থতার কারণে দুর্বল ছিলেন। আমাদের নিকট খেজুরের কাঁদি টানান ছিল।
রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তা থেকে খেজুর খেতে থাকেন। তখন আলী (রা) খেজুর খাওয়ার জন্য
দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আলী ! তুমি এখনো দুর্বল, কাজেই তুমি খেজুর খাওয়া হতে
বিরত থাক। এ কথা শুনে আলী (রা) তা খাওয়া হতে বিরত থাকেন।

উম্মু মুন্যার (রা) বলেন : এরপর আমি যব ও বীটচিনি দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁর সামনে পেশ
করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে বলেন : হে আলী ! তুমি এটা খেতে পার এটা
তোমার জন্য উপকারী।

৩. بَابُ الْحِجَامَةِ

৩. অনুচ্ছেদ : শিংগা লাগান সম্পর্কে

৩৮১৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ
خَيْرًا فَالْحِجَامَةُ *

৩৮১৭। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেছেন : তোমরা যে সমস্ত বস্তু দিয়ে চিকিৎসা কর, তার মধ্যে শিংগা লাগান উত্তম।

৩৮১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ نَا قَائِدُ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ مَوْلَاهُ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ

مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمُ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخْضِبْهُمَا *

৩৮১৮। মুহাম্মদ ইবন ওযীর দিমাশকী (র) - - - সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিচারিকা ছিলেন : তিনি বলেন : যখন কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মাথা ব্যথার কথা বলতো, তখন তিনি তাকে বলতেন : তুমি শিংগা লাগাও। আর যখন কেউ পায়ে ব্যথার কথা বলতো, তখন তিনি তাকে বলতেন : তোমার দু'পায়ে মেহেদীর রং লাগাও।

৪. بَابُ فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

৪. অনুচ্ছেদ : শিংগা লাগাবার স্থান সম্পর্কে

৩৮১৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابِرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا نَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَبْشَتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ *

৩৮১৯। আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম - - - আবু কাবশা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর মাথার সিঁথিতে এবং দুই কাঁধের মাঝখানে শিংগা লাগাতেন এবং বলতেন : যে ব্যক্তি এসব স্থান থেকে দূষিত রক্ত বের করে ফেলবে, সে কোন রোগের জন্য অন্য চিকিৎসা না করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

৩৮২০. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ ابِرَاهِيمَ نَا جَرِيرٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجِمَ ثَلَاثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ قَالَ مَعْمَرٌ احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ الْقَنْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَوَتِي وَكَانَ احْتَجِمَ عَلَى هَامَةٍ *

৩৮২০। মুসলিম ইবন ইবরাহীম - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর ঘাড় ও দুই কাঁধে তিনবার শিংগা লাগান।

মা'মার (রা) বলেন : একবার আমি শিংগা লাগাই : ফলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এ সময় সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়তাম।

৫. بَابُ مَتَى تَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ

৫. অনুচ্ছেদ : কোন দিন শিংগা লাগান ভাল

৩৮২১. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ

عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ احْتَجَمَ بِسَبْعِ
مِشْرَةٍ وَتِسْعِ عَشْرَةٍ وَاحِدَى وَعِشْرَيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ *

৩৮২১। আবু তাওবা রবী' ইবন নাফি' (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (চন্দ্র মাসের) সতের, একুশ ও উনত্রিশ তারিখে শিংগা
লাগাবে, তার তার জন্য সমস্ত প্রকার রোগ মুক্তির কারণ হবে।

২৮২২. حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَخْبَرْتَنِي عَمَّتِي كَيْسَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ
يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِّ وَفِيهِ
سَاعَةٌ لَا يَرْقَى *

৩৮২২। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তার পিতা
তার পরিবার-পরিজনদিগকে মংগলবারের দিন শিংগা লাগাতে নিষেধ করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করতেন যে, মংগলবারের দিন হলো শরীরে রক্তের ধারা পরিবর্তনের দিন
এবং এ দিনের মধ্যে এরূপ বিশেষ একটি সময় আছে, যখন রক্ত বন্ধ হয় না।

৬. بَابُ فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجَمِ

৬. অনুচ্ছেদ : শিরা কেটে রক্ত-মোক্ষণ করা ও শিংগা লাগানোর স্থান
সম্পর্কে

২৮২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي طَبِيْبٍ فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا *

৩৮২৩। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবন কা'বের নিকট এমন একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন, যিনি তার একটি শিরা
কেটে রক্ত-মোক্ষণ করেন।

২৮২৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى وَرْكِهِ مِنْ وَثِيٍّ كَانَ بِهِ *

৩৮২৪। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পায়ের নলিতে আঘাত লাগার কারণে সেখানে শিংগা লাগান।

৭. بَابُ فِي الْكَيِّ

৭. অনুচ্ছেদ : লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেওয়া

৩৮২৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَيِّ فَكَتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا *

৩৮২৫। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ লোহা গরম করে শরীরে দাগ দিতে নিষেধ করেন। তবুও আমরা দাগ দেওয়ার পর তা আমাদের কোন উপকারে আসেনি এবং কোন কাজ হয়নি।

৩৮২৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِّنْ رَّمْيَتِهِ *

৩৮২৬। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সাআদ ইব্ন মুআয (রা)-কে তাঁর কোন জখমের স্থানে লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন।

৮. بَابُ فِي السَّعْوُوطِ

৮. অনুচ্ছেদ : নাকের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা সম্পর্কে

৩৮২৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْطَأَ *

৩৮২৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাকের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করেন।

৯. بَابُ فِي النَّشْرَةِ

৯. অনুচ্ছেদ : শয়তানের নামের মন্ত্র পাঠের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

৩৮২৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَاعِبِدُ الرِّزَّاقِ نَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُلِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ *

৩৮২৮। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মন্ত্র পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : এটি শয়তানের কাজ।

১০. بَابُ فِي التَّرْيَاقِ

১০. অনুচ্ছেদ : বিষের প্রতিষেধক সম্পর্কে

৩৮২৯. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ نَا شُرْحَبِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْْنَى التَّرْيَاقَ *

৩৮২৯। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, যদি আমি বিষের প্রতিষেধক পান করি, কবজ লটকাই এবং নাফসের সন্তুষ্টির জন্য কবিতা আবৃত্তি করি, তবুও আমি এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার আশংকা করি না, অর্থাৎ তিনি এ সব করা পসন্দ করতেন না।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য খাস ছিল যে, তিনি প্রতিষেধক ব্যবহার করতেন না। তবে তিনি অন্যদেরকে প্রতিষেধক ব্যবহারে অনুমতি প্রদান করেন।

১১. بَابُ فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

১১. অনুচ্ছেদ : গর্হিত ঔষধ সম্পর্কে

৩৮৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَا وَوَابِحَرَامٌ *

৩৮৩০। মুহাম্মদ ইবন উবাদা (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ রোগ এবং ঔষধ নাযিল করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক রোগের জন্য

ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমরা ঔষধ ব্যবহার করবে, তবে হারাম জিনিষ দিয়ে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করবে না।

৩৮৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا *

৩৮৩১। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন উছমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈক চিকিৎসক বেঙকে ঔষদের মধ্যে ব্যবহার করা সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন নবী ﷺ তাকে বেঙ মারতে নিষেধ করেন।

৩৮৩২. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ *

৩৮৩২। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হারাম জিনিষ দিয়ে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৩৮৩৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَسَا سَمًا فَسَمَهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا *

৩৮৩৩। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিষ পান করবে, কিয়ামতের দিন ঐ বিষের পাত্র তার হাতে থাকবে, যা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং সে তা সেখানে অনাদিকাল পর্যন্ত পান করতে থাকবে।

৩৮৩৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُؤَيْدٍ أَوْ سُؤَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ *

৩৮৩৪। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ওয়েল ইব্ন হাজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তারিক ইব্ন সুওয়ায়েদ অথবা সুওয়ায়েদ ইব্ন তারিক নবী ﷺ -কে শরাব পান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তা পান করতে নিষেধ করেন। তখন তিনি বলেন : হে আল্লাহর নবী ! এ তো ঔষধ। তখন নবী ﷺ বলেন : না, এ তো ঔষধ নয়, বরং এটি রোগ, অর্থাৎ রোগ সৃষ্টির কারণ।

১২. بَابُ فِي تَمْرِ الْعَجْوَةِ

১২. অনুচ্ছেদ : আজওয়া খেজুর সম্পর্কে

৩৮৩৫. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِي فَوَادِي فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْتُودٌ أَتَتْ الْحَارِثَ بْنَ كَلْدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِّنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَاهُنْ بَنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيْلَدُكَ بِهِنَّ *

৩৮৩৫। ইসহাক ইবন ইসমাইল (র) - - - সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি পীড়িত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখার জন্য আসেন। এসময় তিনি তাঁর হাত আমার বুকের উপর রাখলে আমি তার শৈত্যতা আমার হৃদয়ে অনুভব করি। এরপর তিনি বলেন : তুমি হার্টের রুগী। কাজেই তুমি ছাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিছ ইবন কাল্দার নিকট যাও। কেননা, সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদীনার আজওয়া খেজুরের সাতটি খেজুর নিয়ে, তা বীচিসহ চূর্ণ করে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি বড়ি তৈরী করে দেয়।

৩৮৩৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ *

৩৮৩৬। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - সাআদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর দিয়ে নাশতা করবে, সেদিন তার উপর বিষ এবং যাদু কোন কাজ করবে না।

১৩. بَابُ فِي الْعِلَاقِ

১৩. অনুচ্ছেদ : আংগুল দিয়ে গলা দাবান সম্পর্কে

৩৮৩৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ قَدْ أَغْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَذْرَةِ فَقَالَ مَا تَدْعَرْنَ أَوْلَادَ كُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنْ

الْعَذْرَةُ وَيُلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِالْعَوْدِ الْقُسْطِ *

৩৮৩৭। মুসাদ্দাদ ও হামিদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার এক ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হই ; যার গলা (অসুখের কারণে) আমি মালিশ করেছিলাম। তখন তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলার অসুখে কেন তাদের গলা মালিশ কর ? বরং তোমাদের উচিত (এ রোগের জন্য) হিন্দুস্থানের চন্দনকাঠ ব্যবহার করা। কেননা, তাতে সাত ধরনের রোগ ভাল হয়, যার একটি হলো নিউমোনিয়া। গলা-ফুলা রোগে তা নাকের ছিদ্রে ব্যবহার করবে এবং নিউমোনিয়া হলে তা বড়ি বানিয়ে খাবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : চন্দন কাঠের অর্থ- তা চূর্ণ করে বড়ি বানিয়ে খাবে।

১৪. بَابُ فِي الْكُحْلِ

১৪. অনুচ্ছেদ : সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে

২৮২৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَ إِنْ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْأَثْمَدُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ *

৩৮৩৮। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা শাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা শাদা কাপড় দিয়ে মৃতদের দাফন করবে এবং তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইছমাদ। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে।

১৫. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

১৫. অনুচ্ছেদ : বদ নজর সম্পর্কে

২৮২৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالْعَيْنُ حَقٌّ *

৩৮৩৯। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বদ-নজর লাগা একটি সত্য ব্যাপার।

৩৮৪০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ *

৩৮৪০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তির বদ-নজর অন্যের উপর লাগতো, তাকে উযু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো। এরপর ঐ পানি দিয়ে তাকে গোসল করানো হতো, যার উপর বদ-নজর লাগতো।

১৬. بَابُ فِي الْغِيلِ

১৬. অনুচ্ছেদ : শিশুর দুধ পানের সময় স্ত্রীর সাথে সংগম না করা

৩৮৪১. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ
السَّكَنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغِيلَ
يُذْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدْعِثْرُهُ عَنْ فَرَسِهِ *

৩৮৪১। আবু তাওবা (র) - - - আসমা বিন্ত ইয়াযীদ ইবন সাকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের গোপন ভাবে হত্যা করো না। কেননা, শিশুদের দুধ পান কালীন সময় স্ত্রীদের সাথে সংগম করলে তারা দুর্বল হয়ে যায়। পরে যখন তারা (বড় হয়ে) ঘোড়ায় চড়ে, তখন তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়।

৩৮৪২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ
قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جَدَامَةِ الْأَسَدِيَّةِ
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتَّى
ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مَالِكُ الْغِيْلَةُ أَنْ
يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَرْضِعُ *

৩৮৪২। আল-কা'নাবী (র) - - - জুদামা আসদীয় (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একরূপ বলতে শুনেছেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, শিশুদের দুধ পানের সময় স্ত্রীদের সাথে সংগম করতে নিষেধ করে দেব। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে, রোম ও পারস্যের লোকেরা একরূপ করে থাকে এবং এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

ইমাম মালিক (র) বলেনঃ 'গীলা' বলা হয় - শিশুর দুধ পান কালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

১৭. بَابُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

১৭. অনুচ্ছেদ : গলায় তাবিজ ব্যবহার সম্পর্কে

৩৮৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ قُلْتُ لِمَ يَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَفْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيَنِي فَإِذَا زَقَانِي سَكَنْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسِهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اذْهَبِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ أَشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لِأَشْفَاءَ إِلَّا شِفَاءَكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا *

৩৮৪৩। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : মন্ত্র, তাবিজ ও তাওলা ^১ করা শিরক। একথা শুনে যয়নব (রা) বলেন : তুমি এ কি বলছ, আল্লাহর শপথ ! আমার চোখে ব্যথা হলে আমি একজন ইয়াহুদীর কাছে যেতাম, যে মন্ত্র পাঠের পর আমার চোখে ফুঁ দিলে ব্যথার উপশম হতো। তখন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : এতো শয়তানের অপকর্ম ছিল, যে তার হাত দিয়ে চোখে ব্যথা দিত। আর যখন ঐ ইয়াহুদী তাতে ফুঁ দিত, তখন সে বিরত থাকতো। তোমার জন্য তা-ই পাঠ করা উচিত ছিল, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতেন। আর তা হলো : ‘আজহাবিল বাসা রাব্বান নামি, ইশ্ফি আনতাশ্ শাফী, লা-শিফা ইল্লা শিফাউকা, শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাক্মান।

৩৮৪৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَرْقِيَةَ الْأَمِنْ عَيْنٍ أَوْحُمَةَ *

৩৮৪৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মন্ত্র তো কেবল বদ-নজর এবং বিষাক্ত জীবের (বিষ নষ্ট করার) জন্য।

১৮. بَابُ فِي الرُّقَى

১৮. অনুচ্ছেদ : ঝাঁড়-ফুক সম্পর্কে

১. তাওলা এক প্রকার যাদু, যা দিয়ে বেগানা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করা হয়। নিঃসন্দেহে এটি হারাম কাজ। (-অনুবাদক)

৩৮৪৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَحْمَدُ نَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدٌ بْنُ يُونُسَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ تَرَابًا مِّنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الصَّوَابُ *

৩৮৪৫। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তার অসুখের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে যান এবং এরূপ দু'আ করেন : হে মানুষের রব ! আপনি ছাবিত ইবন কায়সকে রোগমুক্ত করুন। এরপর তিনি বাতহান প্রান্তর থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে তা একটি পাত্রে রাখেন এবং পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ পাত্রে তা ঢেলে দেন। পরে সে পানি তার সমস্ত শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

৩৮৪৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَعْرِضُوا عَلَى رُقَاءِكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًَا *

৩৮৪৬। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আওফ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা জাহিলী যুগে বাঁড়-ফুক করতাম। তখন আমরা বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি একে কিরূপ মনে করেন। তখন তিনি বলেন : তোমরা তা আমার সামনে পেশ কর : কেননা, তখন মন্ত্রের মধ্যে শিরকের কিছু থাকবে না, তা করাতে কোন ক্ষতি নেই।

৩৮৪৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَمَصِيُّ نَاعِلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ الشَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتَنِيهَا الْكِتَابَةَ *

৩৮৪৭। ইবরাহীম ইবন মাহ্দী (র) - - - শিফা বিন্ত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসেন, যখন আমি হাফসা (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন : তুমি তাকে কেন নামলা (এক প্রকার রোগ সারার মন্ত্র) শিখাও না, যেমন তুমি তাকে লেখা শিখিয়েছ ?

৩৮৪৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عَثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي جَدَّتِي الزُّبَابُ قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْثَلٍ يَقُولُ مَرَرْتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَأَغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنَمَى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُرُّوا أَبَا ثَابِتٍ يُتَعَوِّذُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَالرُّقْيَ صَالِحَةٌ فَقَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدَغَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحُمَةُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ *

৩৮৪৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাহল ইবন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি এক নদী অতিক্রমকালে তাতে গোসল করি। গোসলের পর জ্বরভাব দেখা দেয়। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছেলে তিনি বলেন : তোমরা আবু ছাবিতকে শয়তান হতে (আল্লাহর নিকট) পানাহ চেয়ে বল। সে বলে, তখন আমি বলি : হে আমার নেতা ! মন্ত্র কি উপকারী ? তিনি বলেন : মন্ত্র তো কেবল বদ-নজর, সাপের দংশন ও বিছুর কামড়ের জন্য।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হুমা হলো একপ্রকার বিষধর সাপ এবং তার দংশন।

৩৮৪৯. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا شَرِيكُ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا شَرِيكُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْعَبَّاسُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ يَذْكُرُ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ *

৩৮৪৯। সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মন্ত্র তো কেবল বদ-নজর বিষধর জন্তুর দংশন ও রক্ত প্রবাহের জন্য উপকারী।

১৯. بَابُ كَيْفِ الرُّقْيِ

১৯. অনুচ্ছেদ : ঝাঁড়-ফুকের দু'আ সম্পর্কে

৩৮৫০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ يَعْنِي لِثَابِتٍ إِلَّا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَلَى قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لَا

يُغَادِرُ سَقَمًا *

৩৮৫০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) একদা ছাবিত (রা)-কে বলেন : আমি কি তোমার কাছে ঐ দু'আটি পাঠ করবো না, যা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীদের উপর দম করতেন ? তিনি বলেন : অবশ্যই। তখন আনাস (রা) নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করেন : আল্লাহুমা রাক্বান নাসি, মুজ্হিবাল বাসে, ইশ্ফে আন্তাশ শাফী, লা শাফী ইল্লা আন্তা ইশ্ফিহি শিফাআন লা ইউগাদেরু সাকামান্।

৩৮৫১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُثْمَانُ وَبِئْسَ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَازْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُّ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ *

৩৮৫১। আবদুল্লাহ কা'নাবী (র) - - - উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তার পেটের ব্যথার কথা বলেন। উছমান (রা) বলেন : ব্যথায় আমাকে অস্থির করে তুলেছে। রাবী বলেন : তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তোমার ব্যথার স্থানকে ডান হাত দিয়ে সাতবার মাসেহ কর এবং বল : আউযু বে-ইয্যাতিল্লাহে ওয়া কুদ্রাতিহি মিন শাররিমা-আজিদু।

রাবী উছমান (রা) বলেন : আমি এরূপ করার সাথে সাথেই আল্লাহ আমার কষ্ট দূর করে দেন। এরপর থেকে আমি আমার পরিবার-পরিজন ও অন্যান্যদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেই।

৩৮৫২. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقْدُسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَا نَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ *

৩৮৫২। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যদি পীড়িত হয়, অথবা তোমাদের কোন ভাই অসুখের কথা বলে, তবে বলবে : “রাব্বুনাল্লাহ্ আল্লাজী ফিস সামায়ে, তাকাদাসা ইস্মুকা, আমরুকা ফিস সামায়ে ওয়াল আরদে, কামা রাহ্মাতুকা ফিস সামায়ে, ফাজ্আল রাহ্মাতাকা ফিল আরদে, ইগ্ফির লানা হুবানা ওয়া খাতায়ানা, আন্তা রাব্বুত-তায়্যাবীন, আন্থিল রাহ্মাতাম মিন রাহ্মাতিকা ওয়া শিফায়ান মিন শিফায়েকা আলা হাজাল ওয়াজা’ই।” ফায়াব্রাউ অর্থাৎ সে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে।

৩৮৫৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعَقَلَهُ عَلَيْهِ *

৩৮৫৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আমর ইব্ন শুআয়েব (রা) তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপদের সময় এ দু’আ পড়তে বলতেন : আ’উজু বে-কালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতে মিন্ গাযাবিহি ওয়া শাররি ইব্নদিহি ওয়া মিন্ হামাযাতিশ্ শায়াতিনে ওয়া আই-ইয়াহ্ দুরুনী।”

আর আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) তাঁর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের এ দু’আ শিখিয়ে দিতেন এবং ছোট বাচ্চাদের গলায় তাবিজ বানিয়ে লটকে দিতেন।

৩৮৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْحٍ الرَّازِيُّ أَنَا مَكِّيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ فَقَالَ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَكَمَةٌ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ فَنَفَثَ فِي ثَلَاثِ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ *

৩৮৫৪। আহমদ ইব্ন আবু সুরায়হ্ (র) - - - ইয়াযীদ ইব্ন আবু উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সালমার পায়ের গোছায় একটি মারাত্মক ক্ষতচিহ্ন দেখে তার এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : এটি খয়বরের যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন, যা দেখে লোকেরা বলাবলি করছিল যে, সালমার জীবনের আশা খুবই কম। এরপর আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাযির করা হয়। তিনি তিন বার কিছু পড়ে এতে ফুঁ দেন। যারফলে, আমি এতে আজ পর্যন্ত আর কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

৩৮৫৫. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْثَنَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي التُّرَابِ تُرْبَةً أَرْضَنَا بِرِيقِهِ بَعْضُنَا يَشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا *

৩৮৫৫। যুহায়র ইবন হারব (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তি নবী ﷺ নিকট হাযির হয়ে কোন অসুখের কথা বলতো, তখন তিনি নিজের থুথু নিয়ে তাতে মাটি লাগিয়ে বলতেন : তুরবাতু আরদিনা বেরীকে বা'দেনা ইউশ্ফা সাকীমান বে-ইয়নে রাব্বিনা।”

৩৮৫৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيَّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِفًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مَوْثُوقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حَدَّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بُدَاوُونَهُ فَرَقِيَّتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطُونِي مِائَةَ شَاةٍ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ الْإِذَا هَذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَلْ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَّةً حَقًّا *

৩৮৫৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - খারিজা ইবন সালত তামীমী (রা) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তিনি সেখান থেকে ফেরার সময় এমন এক কাওমের নিকট উপস্থিত হন, যেখানে একটি পাগল শিকলে বাঁধা ছিল। তখন তার স্বজনরা তাকে বলে : আমরা শুনেছি তোমাদের এক সাথী (নবী ﷺ) অনেক ভাল জিনিস নিয়ে এসেছেন : তোমার কাছে এর কিছু আছে কি, যা দিয়ে তুমি এর চিকিৎসা করতে পার ? তখন আমি সূরা ফাতিহা পড়ে দম করায় সে ভাল হয়ে যায়। তখন তারা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে একশত বকরী প্রদান করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন : তুমি কি এ সূরাই পড়েছিলে ? রাবী মুসাদ্দাদ (র) অন্যথানে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি এ সূরা ব্যতীত অন্য কিছু পড়েছিলে ? আমি বলি : না। তখন তিনি তাঁর জীবনের শপথ দিয়ে বলেন : তুমি ইহা গ্রহণ কর, লোকেরা তো মিথ্যা মন্ত্র পাঠ করে রুজী রোজগার করে খায়, আর তুমি তো সত্য দু'আ পাঠ করে খাচ্ছ।

৩৮৫৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنْمَ حَتَّى أَصْبَحْتُ قَالَ مَاذَا قَالَ

عَقْرَبُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ *

৩৮৫৭। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - সুহায়ল ইবন আবু সালিহ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি আসলাম গোত্রে এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট বসেছিলাম। তখন তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! রাতে আমাকে কিছুতে দংশন করেছিল, ফলে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : উহা কি ছিল? সাহাবী বলেন : বিছা। তখন তিনি ﷺ বলেন : যদি তুমি সন্ধ্যার সময় এটি পাঠ করত, তবে আল্লাহ চাইলে কোন কিছু তোমার ক্ষতি করতে পারতো না। দু'আটি হলো : আউযু বি-কালিমাতিল্লাহিত তাম্মতি মিন্ শাররি মা-খালাকা।”

৩৮৫৮. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ نَا بَقِيَّةُ نَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَارِقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَدِيغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغْ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ *

৩৮৫৮। হাইওয়া ইবন শুরায়হ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হয়, যাকে বিছা দংশন করেছিল। তখন তিনি বলেন : যদি সে এ দু'আটি পাঠ করতো, তবে তাকে দংশন করতো না বা ক্ষতি করতো না। দু'আটি হলো : আউযু বি-কালিমাতিল্লাহিত তাম্মতি মিন্ শাররি মা-খালাকা।”

৩৮৫৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا فَأَنْزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ اسْتَخَفَّنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمُّ الْكِتَابِ وَيَتَفَلُّ حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّمَا انْشَطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْنَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَعَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آيْنٍ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقِيَةٌ أَحْسَنْتُمْ اقْتَسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُمْ *

৩৮৫৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ -এর একদল সাহাবী সফরে গমনকালে আরবের এক সম্প্রদায়ের নিকট অবস্থান করেন। তখন সে সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে : আমাদের নেতাকে একটি বিষাক্ত জন্তুতে দংশন করেছে, তোমাদের মধ্যে কারো কাছে এমন কিছু আছে কি ? যা আমাদের নেতার উপকারে আসে। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলেন : হাঁ, আল্লাহর শপথ ! আমি ঝাঁড়-ফুক করে থাকি। কিন্তু ব্যাপার হলো, আমরা তোমাদের মেহমান হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তাতে রাযী হওনি। কাজেই, আমি ততক্ষণ ঝাঁড়-ফুক করবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমার এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে। তখন তারা তাঁকে একপাল বকরী প্রদানের অঙ্গীকার করে। তখন তিনি সে ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন এবং দংশিত স্থানে থুথু দেন। ফলে, সে ব্যক্তি এমনই সুস্থ হয়ে উঠে, যেন সে বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। রাবী বলেন : তখন তারা যে বিনিময় নির্ধারণ করেছিল, তা আদায় করে দেয়। এ সময় সাহাবীগণ পরস্পর বলেন : এগুলো ভাগ-বন্টন করে নিন। তখন ঝাঁড়-ফুককারী সাহাবী বলেন : এখন বন্টন করবেন না, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তোমরা ঐ সূরা দিয়ে ঝাঁড়-ফুক করার উপকারিতা কিরূপে জানলে ? তোমরা খুবই ভাল কাজ করেছ। তোমরা বন্টন করে নেও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দাও।

২৮৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَآتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أَنْبَيْنَا قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنْ عِنْدَنَا مَعْتُوهَُا فِي الْقُبُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَجَاؤُوا بِمَعْتُوهُ فِي الْقُبُودِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدَوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعَ بَزَاقِي ثُمَّ أَتَفَلُّ قَالَ فَكَأَنَّمَا أَنْشَطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَعْطُونِي جُعَلًا فَقُلْتُ لَأَحْتِيَ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُّ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ *

৩৮৬০। উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) - - - খারিজা ইবন সালত তামিমী (রা) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে বিদায় নেওয়ার পর আরবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হই। তারা বলে : আরবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হই। তারা বলে : আমরা শুনেছি, তোমরা ঐ ব্যক্তির (নবী ﷺ) থেকে উত্তম কিছু নিয়ে এসেছ। তোমাদের কাছে কোন ঔষধ-পত্র বা দু'আর ব্যবস্থা আছে কি ? কেননা, আমাদের কাছে শিকলে বাধা অবস্থায় একজন পাগল আছে। রাবী বলেন, আমরা বললাম : হাঁ। রাবী বলেন : তখন তারা সে

শৃঙ্খলিত পাগল ব্যক্তিকে নিয়ে আসে। রাবী বলেন : আমি তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পড়ে, মুখে থুথু জমা করে, তার প্রতি নিক্ষেপ করি। রাবী বলেন : ফলে সে এমন সুস্থ হয়ে যায়, যেন সে বন্ধন মুক্ত হয়। রাবী বলেন : তারা আমাকে এর বিনিময় প্রদান করে। তখন আমি বলি : এখন এ গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করি। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন : তুমি তা গ্রহণ কর এবং খাও। আমার জীবনের শপথ ! লোকেরা ও মিথ্যা মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে বিনিময় গ্রহণ করে খায়, আর তুমি তো সত্য দু'আ পড়ে তার বিনিময় গ্রহণ করে খাচ্ছ।

৩৮৬১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثنا ابْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدَوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَانَ مَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَاءَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثٍ مُسَدَّدٍ *

৩৮৬১। উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) - - - খারিজা ইবন সাল্ত (রা) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তিনি তার (পাগলের) উপর তিন-দিন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পাঠ করেন এবং প্রতিবার তা পাঠের পর মুখের সঞ্চিত থুথু তার উপর নিক্ষেপ করেন। ফলে, সে ভাল হয়ে যায়, অর্থাৎ বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। তখন তারা তাকে বকরী প্রদান করে। এরপর যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। পরে রাবী মুসাদ্দাদ (রা) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

৩৮৬২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا *

৩৮৬২। কানাবী - - - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তখনই তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে স্বীয় শরীরে মুবারকে দম করতেন। এরপর যখন তাঁর অসুখ খুবই বৃদ্ধি পায়, তখন আমি তা পাঠ করে, তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীরে বরকতের উদ্দেশ্যে মাসেহ করে দিতাম।

২. بَابُ فِي السَّمْنَةِ

২০. অনুচ্ছেদ : মোটা হওয়া সম্পর্কে

৩৮৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَانُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارِنَا ابْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِدْبَتْ أُمِّي

أَنْ تُسَمِّنَنِي لِذُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِّمَّا
تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمْتَنِي الْقِثَاءُ بِالرُّطْبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمَنِ *

৩৮৬৩। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে পাঠানোর উদ্দেশ্যে, তাড়াতাড়ি মোটা করে তোলার ইচ্ছা করেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। পরে তিনি আমাকে তাজা খেজুরের সাথে শশা খাওয়াতে থাকলে আমি দ্রুত হুষ্টি-পুষ্টি হয়ে উঠি।

كِتَابُ الْكُهَّانَةِ وَالْطُّيُورِ

অধ্যায় : ভাগ্য গণনা ও ফাল নেয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْكَهَانَةِ وَالتَّطِيرِ

অধ্যায় : ভাগ্য গণনা ও ফাল নেয়া

১. بَابُ فِي الْكَهَانِ

১. অনুচ্ছেদ : গণক সম্পর্কে

৩৮৬৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمْدُ ح وَنَا مُسَدَّدُ نَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ دُبْرَهَا فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ *

৩৮৬৪। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট যায়; রাবী মুসা বলেন : আর সে ব্যক্তি তার কথায় বিশ্বাস করে; অথবা সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে। রাবী মুসাদ্দাদ (র) বলেন : অথবা সে তার স্ত্রীর পশ্চাদদ্বারে সংগম করে; সে যেন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর নাযিলকৃত দীন হতে মুক্ত (অর্থাৎ গুমরাহ) হলো।

২. بَابُ فِي النُّجُومِ

২. অনুচ্ছেদ : জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে

৩৮৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْنَسِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ *

৩৮৬৫। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করে, সে যেন যাদু বিদ্যার কিছু শিক্ষা লাভ করে। আর সে ব্যক্তি তা যত বেশী চর্চা করবে, ততই তার যাদু বিদ্যার চর্চা হবে।

৩৮৬৬। حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِي أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ *

৩৮৬৬। কা'নাবী (র) - - - যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়াতে আমাদের সংগে ফজরের সালাত আদায় করেন। তখন রাত্রিতে কিছু বৃষ্টি হওয়ার চিহ্ন বাকী ছিল। সালাত শেষে তিনি লোকদের বলেন : তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? সাহাবীগণ বলেন : এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, ফজরের সময় আমার কিছু বান্দা মু'মিন এবং কিছু সংখ্যক কাফির হয়ে গেছে। যারা এরূপ বলেছে : আমরা আল্লাহর রহমত ও বরকতে পানি পেয়েছি, তাঁরা তো আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁর প্রভাবের প্রতি অবিশ্বাসী। পক্ষান্তরে যারা এরূপ বলেছে : অমুক অমুক তাঁর প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা আমার অস্বীকারকারী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী।

৩. بَابُ فِي الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

৩. অনুচ্ছেদ : মাটিতে দাগকাটা এবং পাখীর ডাক ও উড়ার দ্বারা যাত্রা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা

৩৮৬৭। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى نَاعَوْفٌ نَا حَبَّانٌ قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ ابْنُ الْعَلَاءِ نَا قُطْنُ بْنُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعِيَاةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطُّرُقُ مِنَ الْجِبْتِ الطُّرُقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَاةُ الْخَطُّ *

৩৮৬৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - কাবীসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, জ্যোতিষীদের মাটিতে দাগ কেটে যাত্রা শুভ-অশুভ নির্ধারণের কথায় বিশ্বাস করা, ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য লটারীর ব্যবস্থা করা, কুফরী রসমরিওয়াজের

অন্তর্ভুক্ত।

৩৮৬৮. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفُ الْعِيَّافَةِ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يَخْطُ فِي الْأَرْضِ *

৩৮৬৮। ইবন বাশ্শার (র) - - - মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আওফুল-ইয়াফা' হলো- ভাল-মন্দ নির্ধারণের জন্য পাখী উড়িয়ে দেওয়া এবং 'তুরুক' হলো- জ্যোতিষীদের মাটিতে দাগ কেটে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের প্রথা।

৪. بَابُ فِي الطَّيْرِ وَالْخَطِّ

৪. অনুচ্ছেদ : পাখীর দ্বারা শুভাশুভের ফাল নির্ধারণ সম্পর্কে

৩৮৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكُ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ *

৩৮৬৯। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেন : পাখীর দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা শিরক। এ ব্যাপারে যদি কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে তা মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুলের কারণে দূর করে দেবেন।

৩৮৭০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلْمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَّا رَجَالٌ يَخْطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَلِكَ *

৩৮৭০। মুসাদ্দাদ (র) - - - মুআবিয়া ইবন হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে, যারা দাগ কেটে ফাল নির্ণয় করে থাকে, (তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?) তিনি বলেন : নবীগণের মধ্যে একজন নবী এরূপ করতেন। যার দাগ কাটা তাঁর অনুরূপ, সে সত্যের অনুসারী।

৩৮৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا هَامَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي

الرَّمْلُ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ
فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يُورَدَنَّ مُمْرَضٌ عَلَى
مُصِحٍّ قَالَ قَالَ فَرَأَجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ الْيَسَّ قَدْ حَدَّثْتَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا هَامَةٌ قَالَ لَمْ أُحَدِّثْكُمْوه قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ
حَدَّثَ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ *

৩৮৭১। মুহাম্মদ ইবন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন রোগ ছোঁয়াচে নয়, কোন বস্তুতে শুভাশুভের কোন প্রভাব নেই, না
সফর মাস অমংগলের মাস এবং না কোন মৃতের খুলিতে পেঁচার প্রভাব আছে। তখন জনৈক আরাবী
বলেন : যদি এরূপ অবস্থা হয়, তবে মরুভূমির উটদের ব্যাপার কি ? যারা হরিণের মত সুস্থ হয়, পরে
যখন তাদের সাথে কোন খোস-পাঁচড়া উট মিলিত হয়, তবে সবই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। নবী
ﷺ বলেন : তবে প্রথম উটটি কিরূপে খোস-পাঁচড়া বিশিষ্ট হয় ?

রাবী মুআম্মার (র) বলেন, ইমাম যুহরী বলেছেন : আমার নিকট এক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রা)
থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শোনেন : অসুস্থ উটকে সুস্থ উটের
সাথে পানি পান করানোর জন্য আনা যাবে না। ঐ ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে গিয়ে বলেন :
আপনি কি এ হাদীছ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন নি যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন রোগ ছোঁয়াচে
নয়, সফর মাস অমংগলের মাস নয়, আর না মৃতের খুলিতে পেঁচার প্রভাব আছে ? তিনি (আবু
হুরায়রা রা) বলেন : আমি তো এরূপ হাদীছ বর্ণনা করিনি !

ইমাম যুহরী (র) বলেন : হাদীছটি আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। অথচ হাদীছটি আবু হুরায়রা
(রা) নিজেই বর্ণনা করেন, (কিন্তু পরে তিনি তা ভুলে যান)। রাবী বলেন : আমি এ হাদীছ ছাড়া আর
কোন হাদীছ সম্পর্কে শুনি নি যে, আবু হুরায়রা (রা) ভুলে গেছেন।

২৮৭২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةٌ وَلَا نَوَاءٌ وَلَا صَفَرٌ *

৩৮৭২। কানাবী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেছেন : কোন রোগই ছোঁয়াচে নয়, না মৃতের খুলিতে পেঁচা থাকে, আর না দেউ-দানব রাস্তা ভুলিয়ে
দেয় এবং না সফর মাস অমংগলের।

২৮৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ
وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ قَالَ لَا غَوْلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ لِاصْفَرَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَفَرَ *

৩৮৭৩। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভূত-প্রেত মানুষকে কষ্ট দিতে সক্ষম নয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালিক (রা)-কে ‘না সফর মাস’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোকেরা কখনও সফর মাসকে হালাল সাব্যস্ত করতো, আবার কখনো হারাম সাব্যস্ত করতো, (নিজেদের সুবিধার জন্য)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : না, সফর এমন কোন মাস নয়, যে রূপ তোমরা ধারণা কর।

৩৮৭৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِئْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الثَّفَالُ الصَّالِحُ وَالثَّفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ *

৩৮৭৪। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন রোগ ছোঁয়াচে নয় এবং শুভাশুভ নির্ণয়ের কোন বাস্তবতা নেই। অবশ্য আমার কাছে ভাল ‘ফাল’ গ্রহণ করা ভাল মনে হয়, আর ‘নেক ফাল’ হলো সুন্দর কথা।

৩৮৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى نَا بَقِيَّةُ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَوْلُهُ هَامٌ قَالَ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدفَنُ إِلَّا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرَ قَالَ سَمِعْنَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشِئِمُونَ بِصَفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدَى فَقَالَ لَا صَفَرَ *

৩৮৭৫। মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা (র) - - - রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি মুহাম্মদ ইব্ন রাশিদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কথা ‘হাম’ শব্দের অর্থ কি? তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোকেরা এরূপ মনে করতো যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার আত্মা পেঁচার রূপ ধারণ করতো। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কথা, ‘সফর’ শব্দের অর্থ কি? তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোকেরা সফর মাসকে অমংগলের মাস হিসাবে বিবেচনা করতো, এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : না, সফর মাস এরূপ নয়।

মুহাম্মদ ইব্ন রাশিদ বলেন : আমরা শুনেছি, কোন কোন লোক এরূপ বলতো যে, সফর মাসে এক ধরনের পেটের ব্যাথা হতো, যে জন্য তারা বলতো, এটি ছোঁয়াচে রোগ। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন : না, সফর মাস এরূপ নয়, যেরূপ তোমরা ধারণা কর !

২৮৭৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ أَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فَيْكِ *

৩৮৭৬। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ এমন একটি কথা শোনেন, যা তাঁর কাছে ভাল মনে হয়। তখন তিনি বলেন : আমরা তোমার মুখ হতে তোমার 'ফাল' জানতে পেরেছি, (অর্থাৎ তোমার কথার মধ্যই মংগল নিহিত আছে)।

২৮৭৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ خَلْفٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَقُولُ نَاسُ الصَّفَرِ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُولُ نَاسُ الْهَامَةِ الَّتِي تَصْرَخُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ دَابَّةٌ *

৩৮৭৭। ইয়াহইয়া ইব্ন খালফ (র) - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (জাহিলী যুগে) লোকেরা এরূপ বলাবলি করতো যে, 'সফর' হলো পেট ব্যথা, (অর্থাৎ এ মাসে সাধারণতঃ পেট-ব্যথার অসুখ হয়।

রাবী ইব্ন জারীহ (র) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'হামা' কি ? তিনি বলেন : লোকেরা বলতো 'হামা' হলো মৃত ব্যক্তির আত্মা। কিন্তু তা মৃত ব্যক্তির আত্মা নয়, বরং তা হলো একটি প্রাণী, যাকে লোকেরা পেঁচা বলে থাকে।

২৮৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ نَا وَكِعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ قَالَ ذَكَرْتُ الطَّيْرَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ *

৩৮৭৮। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আহমদ কারাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুভাশুভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : সব চাইতে উত্তম শুভাশুভ নির্ণয়ের মাধ্যম হলো 'ফাল'। কিন্তু এর কারণে কোন মুসলমানের জন্য (নিজের কাজ থেকে) বিরত থাকা উচিত নয়। বস্তুতঃ তোমরা যখন কোন অপ্রিয় জিনিস দেখবে, তখন এ দু'আ পাঠ করবে : আল্লাহ্মা লা-যাতী বিল্ হাসানাতে ইল্লা আন্তা, ওয়ালা যাদ্ফাউস সাইয়োয়াতে ইল্লা আন্তা, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিকা।

২৮৭৯. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ

فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرَأَى بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهُ رَأَى كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ أَشْمِهَا فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرَأَى بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا رَأَى كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ *

৩৮৭৯। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - বুয়ায়দা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জিনিসের দ্বারা অশুভ নির্ণয় করতেন না। আর তিনি যখন কাউকে শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করতেন, তখন তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তিনি তার নাম শুনে সন্তুষ্ট হতেন, তখন এর চিহ্ন তাঁর চেহারা ফুটে উঠতো। আর যদি সে ব্যক্তির নাম তাঁর কাছে খারাপ মনে হতো, তবে এর নিদর্শন ও তাঁর চেহারা দেখা যেতো। তিনি যখন কোন শহরে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি ঐ শহরের নাম তাঁর পসন্দ হতো, তবে তিনি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করতেন। আর যদি সে স্থানের নাম তাঁর কাছে অপ্রিয় মনে হতো, তবে তাঁর চেহারা অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেত।

৩৮৮০। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - সা'দ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতেন : মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, কোন রোগ ছোঁয়াচে নয় এবং (কাজ কর্মে) শুভাশুভের কিছু নেই। অবশ্য শুভাশুভ যদি কোন জিনিসের মধ্যে থাকে, তবে তার অস্তিত্ব তিনটি জিনিসের মধ্যে আছে। যথা : ঘোড়া, স্ত্রী লোক এবং ঘর-বাড়ীতে।

৩৮৮১। কান্নাবী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনিই জিনিসের মধ্যে শুভাশুভ রয়েছে ; যথা : ঘোড়া, স্ত্রী লোক এবং বসবাসে ঘর-বাড়ীতে।

৩৮৮২। কান্নাবী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনিই জিনিসের মধ্যে শুভাশুভ রয়েছে ; যথা : ঘোড়া, স্ত্রী লোক এবং বসবাসে ঘর-বাড়ীতে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : একদা ইমাম মালিক (র)-কে ঘোড়া এবং গৃহের অমংগলের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : অনেক ঘর এমন আছে যেখানে লোক বসবাস করেছে, পরে ধ্বংস হয়ে গেছে; আর অন্য লোকেরা সেখানে বসবাস করার পরও ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘরের অমংগল এরূপ। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

৩৮৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَاعِبِدُ الرِّزَاقِ أَنَا وَمَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرُوءَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبِيْن هِيَ أَرْضُ رِيْفِنَا وَمَرْتِنَا وَإِنِّهَا وَبِئَةُ أَوْ قَالَ وَبَاءُهَا شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلْفُ *

৩৮৮২। মুখাল্লাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - ফারওয়া ইব্ন মুসায়ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার নিকট এক খণ্ড যমীন আছে, যা সব সময় (তৃণলতায়) আচ্ছন্ন থাকে এবং এর শিলা খুবই শক্ত। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি তা পরিত্যাগ কর; কেননা এরূপ নিরস স্থানে বসবাসকারী লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

৩৮৮৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَرُوهَا ذَمِيمَةٌ *

৩৮৮৩। হাসান ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা এমন এক গৃহে বসবাস করতাম, যেখানে আমাদের ধন-জন অধিক ছিল। পরে আমরা অন্য এক স্থানে বসবাস শুরু করায় আমাদের ধন-জন কমে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ঐ ঘর ভাল নয়, তোমরা তা পরিত্যাগ কর।

৩৮৮৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ ثِقَةٌ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ *

৩৮৮৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন একজন কুষ্ঠ-রোগীর হাত ধরে নিজের যান-বাহনের সফর সংগী করেন। এবং বলেন : তুমি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা এবং ভরসা রাখ।

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় : দাস মুক্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় : দাস মুক্তি

١. بَابُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَقْجِرُ
أَوْ يَمُوتُ

১. অনুচ্ছেদ : মুকাতিব (মুক্তিপণ-দাতা) দাস সম্পর্কে, যে তার মুক্তিপণের
কিছু আদায়ের পর অসামর্থ হয় অথবা মারা যায়।

٣٨٨٥. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا أَبُو بَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْبَةَ
اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ
دُرْهُمٌ *

৩৮৮৫। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আমর ইবন শুআয়েব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে
বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত মুকাতিব দাসের উপর তার মুক্তিপণের একটি
দিরহামও বাকী থাকবে, ততক্ষণ সে দাস-ই থাকবে।

٣٨٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَبْدُ الصَّمَدُ نَاهِمًا نَا عَبَّاسُ الْحَرِيرِيُّ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى
مِائَةِ أَوْقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ
فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَهُوَ عَبْدٌ *

৩৮৮৬। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - আমর ইবন শুআয়েব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা

করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে মুকাতিব দাস একশত আওকিয়ার বিনিময়ে মুক্তির জন্য মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, সে নব্বই আওকিয়া পরিশোধ করা সত্ত্বেও দাস-ই থাকবে। আর যে দাস একশত দীনারের বিনিময়ে মুক্তির জন্য মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, সে যদি নব্বই দীনার পরিশোধ করে, তবুও সে দাস-ই থাকবে।

৩৮৮৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مَكَاتِبٍ لَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ لَكُنْ مَكَاتِبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ *

৩৮৮৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - উম্মু সালামা (রা)-এর মুকাতিব দাস নাব্বহান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন, যখন তোমাদের কারো কোন মুকাতিব দাসের নিকট তার বিনিময়ের জন্য দেয় চুক্তির টাকা মওজুদ থাকবে, তখন তার থেকে পর্দা করবে।

২. بَابُ فِي بَيْعِ الْمَكَاتِبِ إِذَا فُسِخَتْ الْمَكَاتِبَةُ

২. অনুচ্ছেদ : মুকাতিব দাসের চুক্তিভংগ হওয়ার পর তা বিক্রি সম্পর্কে

৩৮৮৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونُ وَلَا نِكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَا نِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرْطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَثَقُ *

৩৮৮৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - উরওয়া (রা) বলেন, আইশা (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা বারীরা তাঁর (আইশার) কাছে এসে তার মুক্তিপণের টাকার জন্য সাহায্য চায়। আর তখন ও তিনি তার মুক্তির জন্য কোন টাকা আদায় করেননি। তখন আইশা (রা) তাকে বলেন : তুমি তোমার মনিবের কাছে জিজ্ঞাসা কর, যদি তিনি মানেন যে, তোমার

মুক্তিপণের টাকা পরিশোধের পর, তুমি মারা গেলে তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক আমি হব, তবে আমি তোমার দেয়া সমস্ত টাকা পরিশোধ করে দেব। তখন বারীরা (রা) তার মনিবের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে, তারা তা মানতে অস্বীকার করে এবং বলে : যদি আইশা (রা) তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করতে চান, করতে পারেন : কিন্তু তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা হবে আমাদের। তখন তিনি এব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আলোচনা করলে, তিনি বলেন : তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা, যে মুক্ত করে, দাসের পরিত্যক্ত সম্পদ তারই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন : লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এরূপ শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আর তারা যদি এরূপ শর্ত আরোপ করে, যার উল্লেখ কুরআনে নেই, তবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যদি একশতবার করা হয়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তই সত্য ও মজবুত।

৩৮৮৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ تَسْتَعِينُ فِي مَكَاتِبَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَةً فَأَعِينَنِي فَقَالَتْ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعُدَّ هَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكَ وَيَكُونَ وَلَا وَكَ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِهَا وَسَأَقِ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْرِيِّ زَادَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِهِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ يَا فَلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *

৩৮৮৯। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা বারীরা (রা) তার মুক্তিপণের টাকার সাহায্যের জন্য এসে বলে যে, আমার মনিব আমার সাথে নয় আওকিয়ার বিনিময়ে মুক্তিদানের লখ্যে এরূপ চুক্তি করেছেন যে, আমি প্রতি বছর এক আওকিয়া পরিশোধ করবে। কাজেই, এব্যাপারে আপনি আমায় সাহায্য করুন। তখন আইশা(রা) বলেন : তোমার মনিব রাযী হলে আমি তোমার দেয় সমস্ত টাকা এক সাথে পরিশোধ করে দেব, তবে শর্ত হলো- তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা হবে আমার। তখন বারীরা (রা) এব্যাপারে তার মনিবের সাথে আলোচনা করেন।

রাবী, যুহরী (র) হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং শেষে এরূপ বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : লোকদের কি হয়েছে যে, তারা অন্যকে বলে মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য, আর সে নিজেই তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা দাবী করে ! বস্তুত দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক সে, যে তাকে মুক্ত করে।

৩৮৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَعْتُ جَوِيرِيَّةً بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمٍ

ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَّاسٍ أَوْ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً
مَلَّاحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ قَالَتْ تَسْأَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كِتَابَتِهَا
فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ
قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلْ لَكَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ أُوْدِي عَنْكَ كِتَابَتُكَ وَأَتَزَوَّجُكَ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَا مَعَ يَعْنِي
النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَّةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ
السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ
أَعْظَمَ بَرَكَهَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي
الْمُصْطَلِقِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يَزَوِّجُ نَفْسَهُ *

৩৮৯০। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
জুয়ায়রিয়া বিন্ত হারিছ ইব্ন মুসতালিক, ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাম (রা), অথবা তাঁর
চাচাতো ভাইয়ের অংশে (যুদ্ধ বন্দী হিসাবে) পড়েন। তিনি নিজেকে মুকতিব দাসী হিসাবে সাবস্ত
করেন তিনি একজন সুন্দরী, সুশ্রী রমণী ছিলেন, যা প্রত্যেকের জন্য আকর্ষণীয় ছিল। আইশা (রা)
বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার মুক্তিপণের টাকার জন্য আবেদন করার উদ্দেশ্যে
আসেন। তিনি যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ান, তখন তাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগে। কেননা,
আমার মনে হচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সে সৌন্দর্য দেখবেন, যা আমি দেখেছি। তখন জুয়ায়রিয়া
বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জুয়ায়রিয়া বিন্ত হারিছ। আর আমার ব্যাপারটি আপনার কাছে
গোপন নয়। আমি (যুদ্ধ বন্দী হিসাবে) ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মামের ভাগে পড়েছি, আর আমি
তাকে মুক্তিপণ দিয়ে বন্ধনমুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এজন্য আমি আমার মুক্তিপণের টাকার
প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন
ব্যাপারে সম্মত আছো? সে বলে : তা কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বলেন : আমি তোমার পক্ষ্য হতে
তোমার যাবতীয় মুক্তিপণ আদায় করে দেব এবং তোমাকে বিয়ে করবো। তখন জুয়ায়রিয়া বলেন :
আমি এতে রাজী আছি। আইশা (রা) বলেন : লোকেরা যখন শুনলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
জুয়ায়রিয়াকে বিয়ে করেছেন, তখন তাদের হাতে বন্ মুসতালিকের যত বন্দী ছিল, সকলকে মুক্ত করে
দেয় এবং তারা বলেন : এরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শ্বশুর বংশের লোক। (আইশা (রা) বলেন :)

আমি তাঁর চাইতে ভাগ্যবতী আর কোন মহিলা দেখিনি, যার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এত উপকৃত হয়েছে ! কেননা, তাঁর জন্যই বনু মুস্তালিকের একশত বন্দী মুক্তি পায়।

৩. بَابُ فِي الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ

৩. অনুচ্ছেদ : কোন শর্তে গোলাম আযাদ করা

৩৮৯১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لَامٍ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اَعْتِقْكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عَشِيتُ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لِي عَلَى مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عَشِيتُ فَأَعْتَقْتَنِي وَاشْتَرَطْتُ عَلَى *

৩৮৯১। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মু সালামা (রা)-এর ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি বলেন : আমি তোমাকে এ শর্তে আযাদ করছি যে, তুমি আজীবন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমত করবে। তখন আমি বলি : যদি আপনি এরূপ শর্ত আরোপ নাও করেন, তবুও আমি যতদিন জীবিত থাকবো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমত হতে বিরত থাকবো না। পরে তিনি এশর্তে আমাকে আযাদ করে দেন।

৪. بَابُ فِي مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

৪. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসের মালিকানায় শরীকদারদের অংশ-বিশেষ আযাদ করা

৩৮৯২. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطِّيَالِسِيُّ قَالَ نَاهِمَامٌ ح نَامُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى قَالَ أَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصَالَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكَ زَادَ بَنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ *

৩৮৯২। আবুল ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র) - - - আবুল ওয়ালীদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি কোন এক ক্রীতদাসকে তার অংশের আযাদ ঘোষণা করেন। এরপর সে নবী ﷺ -কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন : আল্লাহর কোন শরীক নেই।

ইবন কাছীর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন : তখন নবী ﷺ সে দাসকে পূর্ণরূপে আযাদ করে দেওয়ার অনুমতি দেন।

১. অর্থাৎ সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত পর্যায়ে যে কাজ হবে, তাতে অন্যের শরীকানা যেন না থাকে-(অনুবাদ)।

৩৮৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَغَرَمَهُ بِقِيَّةٍ ثَمَنِهِ *

৩৮৯৩। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি যৌথ-গোলামের স্বীয় অংশ আযাদ করে দেয়। তখন নবী ﷺ তাকে সম্পূর্ণরূপে আযাদ করার নির্দেশ দেন এবং আযাদকারী ব্যক্তি হতে অন্য শরীকের টাকা আদায় করে দেন।

৩৮৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَامُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بَنُ سُوَيْدٍ قَالَ نَارُوحٌ قَالَا نَاشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وَهَذَا لَفْظُ بَنُ سُوَيْدٍ *

৩৮৯৪। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবু কাতাদা (র) উক্ত সনদের আলোকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি কোন যৌথ-মালিকানার দাসের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, তার উপর তাকে পূর্ণরূপে আযাদ করা কর্তব্য। এটি ইব্ন সুওয়ায়েদের বর্ণনা।

৩৮৯৫. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَامُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بَنُ سُوَيْدٍ قَالَ نَارُوحٌ قَالَا نَاهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتِقَ مِنْ مَّالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ بَنُ سُوَيْدٍ *

৩৮৯৫। ইব্ন মুছান্না (র) - - - কাতাদা (র) উক্ত সনদের আলোকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ-মালিকানার দাসের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, তার জন্য কর্তব্য যে, সে তার মাল দিয়ে তার বাকী অংশ আযাদ করে দেবে, যদি তার মাল থাকে।

৫. بَابُ مَنْ ذَكَرَ السَّعْيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

৫. অনুচ্ছেদ : দাসের কিছু অংশ আযাদ হওয়ার পর, তাকে দিয়ে কাজ-কর্ম

করানো সম্পর্কে

৩৮৯৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَا أَبَانُ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ

বাংলা হাদিস

عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ *

৩৮৯৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ-মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, তার উপর সে গোলামকে পূর্ণরূপে আযাদ করে দেওয়া কর্তব্য। অবশ্য সে যদি মালদার হয়। আর যদি সে মালদার না হয়, তবে সে গোলামকে কাজ-কর্ম করে অর্জিত মালের দ্বারা তার (মুক্তির জন্য) বাকী অংশের টাকা পরিশোধ করতে বলবে। অবশ্য এরূপ তখন করতে হবে, যখন তার কোন কষ্ট হবে না।

৩৮৯৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ ذُرَيْعٍ ح وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا لَهُ أَوْ شَقِيقًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَّاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ الْعَبْدِ قِيَمَةً عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيَمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ *

৩৮৯৭। নসর ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যৌথ-মালিকানাধীন দাসের (স্বীয় অংশ) আযাদ করবে, সে মালদার হলে, তার উপর তাকে পূর্ণরূপে আযাদ করা কর্তব্য। আর যদি তার মাল না থাকে, তবে ইনসাফের সাথে গোলামের মূল্য ধার্য করে, দাসের পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা তা পরিশোধ করতে বলতে হবে; যাতে তার কোন কষ্ট না হয়।

৩৮৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السَّعَايَةَ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلْفٍ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ يَزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَ فِيهِ لِسَعَايَةَ *

৩৮৯৮। মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - সাঈদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) রাওহ ইব্ন উবাদা, তিনি সাঈদ ইব্ন আবু উরওয়া (রা) হতে যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তাতে "السَّعَايَةُ" বা 'পরিশ্রম' শব্দটির উল্লেখ নেই।

পক্ষান্তরে জারীর ইব্ন হাযিম ও মূসা ইব্ন খালফ একত্রে আবু কাতাদা (রা) থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন যুরাফ থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে "السَّعَايَةُ" শব্দটির উল্লেখ আছে।

৬. بَابُ فِي مَنْ رَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَا يُسْتَسْفَى

৬. অনুচ্ছেদ : যদি গোলামের মাল না থাকে, তবে তাকে খাটানো যাবে না- এ সম্পর্কে

৩৮৯৯. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شُرَكَاءَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَقِيمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْأَفْقَدُ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ *

৩৮৯৯। কানাবী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যৌথ- গোলামের মালিকানায় (স্বীয় অংশ) আযাদ করে দেবে, তার উচিত গোলামের জন্য ইনসাফ ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের পর, সে ব্যক্তি তার বাকী অংশের মূল্য অন্য মালিককে পরিশোধ করে দেবে এবং নিজেই সে গোলামকে আযাদ করে দেবে। আর আযাদকারী ব্যক্তি যদি মালদার না হয়, তবে সে যতটুকু আযাদ করবে, গোলাম ততটুকু আযাদ থাকবে।

৩৯০০. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ نَاسِمُ بْنُ عِلٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فَقَدْ عَتِقَ مِنْهُ مَا عَتِقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ *

৩৯০০। মুআম্মাল (র) - - - ইব্ন উমার (রা) নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নাসি' (রা) কোন কোন সময় একরূপ বর্ণনা করতেন যে, গোলামের যতটুকু আযাদ করা হবে, সে ততটুকু আযাদ থাকবে। আর কখনো কখনো তিনি এর উল্লেখ করতেন না।

৩৯০১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَاحِمًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ شَيْئٍ قَالَهُ نَافِعٌ وَالْأَفْقَدُ عَتِقَ مِنْهُ مَا عَتِقَ *

৩৯০১। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আইয়ুব (রা) বলেন : আমি জানি না 'সে যতটুকু আযাদ করেছে, ততটুকু আযাদ থাকবে। এটি হাদীছের অংশ কিনা। আর এটি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর হাদীছ না নাসি' বর্ণনা করেছেন, তাও জানি না।

৩৯.২. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ اَنَا عِيْسَى قَالَ نَاعِبِيْدُ اللّٰهُ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا مِّنْ مَّمْلُوْكٍ لَّهِ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَّبْلُغُ ثَمَنَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيْبَهُ*

৩৯০২। ইবরাহীম ইবন মূসা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার যৌথ-মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ আযাদ করবে, তার উপর কর্তব্য হলো তার বাকী অংশও আযাদ করে দেওয়া ; যদি সে মালদার হয় এবং বাকী অংশের মূল্য পরিশোধে সক্ষম হয়। অন্যথায় তার আযাদকৃত অংশই মুক্ত থাকবে।

৩৯.৩. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوسَى *

৩৯০৩। মাখলাদ ইবন খালিদ (র) - - - ইবন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছ ইবরাহীম ইবন মূসার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৯.৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ اَسْمَاءَ قَالَ نَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ اَنْتَهَى حَدِيْثُهُ اِلَى وَاَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى مَعْنَاهُ *

৩৯০৪। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - ইবন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীছ মালিকের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে 'وَاَعْتَقَ' 'وَاِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ' অর্থাৎ 'গোলাম তাকে আযাদ করতে হবে', এর উল্লেখ আছে।

৩৯.৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ فِى عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِى مَالِهِ اِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ *

৩৯০৫। হাসান ইবন আলী (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার যৌথ-মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ) আযাদ করে দেবে, যদি সে মালদার হয়, তবে তার জন্য ঐ গোলামের বাকী অংশের অর্থ পরিশোধ করে, তাকে পূর্ণরূপে মুক্ত করা কর্তব্য।

৩৯.৬. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَاَعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَاِنْ كَانَ مُوسِرًا

يُقَوْمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ *

৩৯০৬। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সালিম (রা) আযাদ হইল বলেছেন : যখন কোন গোলাম দু'জনের মালিকানাধীন থাকবে এবং তাদের একজন তাকে আযাদ করে দেবে। আযাদকারী ব্যক্তি যদি মালদার হয়, তবে ঐ গোলামের সঠিক মূল্য ধার্য করে, যা বেশী-কম হবে না, অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে তাতে আযাদ করতে হবে।

৩৯.৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَشْرِ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ ابْنِ الثَّلَبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يَضْمَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ يَعْنِي الثَّلَبَ وَكَانَ شُعْبَةُ التَّاءُ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ التَّاءِ *

৩৯০৭। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - ইব্ন ছালাব (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা কোন এক ব্যক্তি যৌথ-মালিকানাধীন গোলামের (স্বীয় অংশ) আযাদ করে দিলে নবী সালিম (রা) আযাদ হইল তার নিকট হতে বাকী অংশের মুক্তিপণ আদায় করেন নি।

৭. بَابُ فِيمَنْ مَلَكَ ذَارِحِمٌ مُحْرَمٌ

৭. অনুচ্ছেদ : কোন নিকট আত্মীয়ের মালিক হলে

৩৯.৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَارِحِمٌ مُحْرَمٌ فَهُوَ حُرٌّ *

৩৯০৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - সামুরা (রা) নবী সালিম (রা) আযাদ হইল থেকে বর্ণনা করেন : যদি কেউ তার এমন কোন নিকটাত্মীয়ের মালিক হয়ে যায়, যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে।

৩৯.৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَارِحِمٌ مُحْرَمٌ فَهُوَ حُرٌّ *

৩৯০৯। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি কেউ তার তার এমন কোন নিকটাত্মীয়ের মালিক হয়, যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, সে আযাদ হয়ে যাবে।

৩৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ
قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَارِحِمٍ مُحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ *

৩৯১০। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তার এমন কোন নিকটাত্মীর মালিক হবে, যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, সে আযাদ হয়ে যাবে।

৩৯১১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أُسَامَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ *

৩৯১১। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - জাবির ইব্ন যায়দ ও হাসান (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

৪. بَابُ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

৮. অনুচ্ছেদ : উম্ম-ওলাদের ১ আযাদ হওয়া সম্পর্কে

৩৯১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ سُلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ
امْرَأَةٍ مِّنْ خَارِجَةِ قَيْسِ غِيلَانَ قَالَ قَدِمَ بِيْ عَمِّيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِيْ مِنَ
الْحُبَابِ بْنِ عَمْرِو أَخِيْ أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرِو فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللَّهِ تَبَاعَيْنِ فِي دَيْنِهِ فَاتَّيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ مِّنْ خَارِجَةِ قَيْسِ غِيلَانَ قَدِمَ بِيْ عَمِّيْ
الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِيْ مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرِو أَخِيْ أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرِو
فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللَّهِ تَبَاعَيْنِ فِي دَيْنِهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلَّى الْحُبَابَ قَيْلَ أَخُوهُ أَبُو الْيُسْرِ بْنِ عَمْرِو فَبَعَثَ
إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْتَقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَى فَائِتُونِيْ أَعُوْضُكُمْ مِنْهَا

১. 'উম্মে-ওলাদে' ঐ দাসীকে বলা হয়, যার গর্ভে মনিবের সন্তান জন্ম নেয়। সন্তান হওয়ার পর ঐ দাসীকে বিক্রি বা দান করা মালিকের জন্য উচিত নয়। বরং মনিব যতদিন জীবিত থাকবে, সে ততদিন তার খিদমতে নিয়োজিত থাকবে। আর মনিব মারা গেলে, সে আযাদ হয়ে যাবে। কোন সন্তানের মালিকানায যাবে না। - (অনুবাদক)।

قَالَتْ فَأَعْتَقُونِي وَقَدِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَفِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلَامًا *

৩৯১২। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র) - - - সালামা বিন্ত মা'আকাল (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি খারিজা কায়স গায়লান গোত্রের মহিলা ছিলেন। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে হুবাব ইবন আমরের (যিনি আবু ইয়াসার ইবন আমরের ভাই ছিলেন) নিকট বিক্রি করেন। আমার গর্ভে আবদুর রহমান হুবাবের একটি পুত্র জন্ম নেয়, যার নাম, আবদুর রহমান ইবন হুবাব। হুবাবের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী আমাকে বলে : আল্লাহর শপথ ! এখন তোমাকে হুবাবের দেনার জন্য বিক্রি করা হবে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি খারিজা গায়লান গোত্রের একজন মহিলা। জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে মদীনায়ে নিয়ে এসে আবু ইয়াসার ইবন আমরের ভাই, হুবাব ইবন আমরের নিকট বিক্রি করেন। আমার গর্ভে হুবাবের পুত্র আবদুর রহমান ইবন হুবাব জন্ম নিয়েছে। এখন হুবাবের স্ত্রী আমাকে বলছে : আল্লাহর শপথ ! হুবাবের দেনার জন্য এখন তোমাকে বিক্রি করা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : হুবাবের উত্তরাধিকারী কে ? বলা হয় : আবু ইয়াসার ইবন আমর। তিনি ﷺ তাকে বলেন : তুমি সালামাকে আযাদ করে দাও। আর তুমি যখন শুনবে যে, আমার কাছে দাস-দাসী এসেছে, তখন তুমি আসবে : আমি তোমাকে এর বিনিময় দিয়ে দেব। সালামা (রা) বলেন : তখন তারা আমাকে আযাদ করে দেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যখন দাস-দাসী আসে, তখন তিনি ﷺ আমার বিনিময়ে তাকে একটি গোলাম প্রদান করেন।

৩৯১৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمُرُ نَهَانَا فَأَنْتَهَيْنَا *

৩৯১৩। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর যুগে 'উম্মু-ওলাদ'-কে বিক্রি করতাম। পরে উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন।

৯. بَابُ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

৯. অনুচ্ছেদ : মুদাখির^১ গোলাম বিক্রি সম্পর্কে

৩৯১৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ

১. মুদাখির-এ গোলামকে বলা হয় যার মালিক তাকে বন্দি করে আনার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ- (অনুবাদক)

ﷺ فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةٍ أَوْ بِتِسْعِ مِائَةٍ *

৩৯১৪। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার গোলাম আযাদ হওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু ঐ গোলাম ছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন নবী ﷺ তাকে ঐ গোলাম বিক্রি করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন সে তাকে সাত শ' বা নয় শ' টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে।

৩৯১৫. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا زَادَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ *

৩৯১৫। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) উক্ত হাদীছের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেন : তুমিই এ গোলামের মূল্য গ্রহণের অধিক হকদার এবং আল্লাহ এথেকে অমুখাপেক্ষী।

৩৯১৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ فاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى ذِي رَحِمِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا *

৩৯১৬। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু মাজকুর নামক একজন আনসার, তার মৃত্যুর পর, ইয়াকুব নামক একজন আনসার, তার মৃত্যুর পর, ইয়াকুব নামক একজন গোলাম আযাদের ঘোষণা দেন। কিন্তু ঐ গোলাম ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে গোলামকে হাযির করে বলেন : একে কে খরিদ করবে? তখন নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নাহ্‌হাম তাকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন। তখন তিনি ﷺ ঐ অর্থ সে আনসার সাহাবীকে দিয়ে বলেন : তোমাদের কেউ যখন গরীব হবে, তখন সে যেন তা নিজের জন্য খরচ করা শুরু করে। নিজের প্রয়োজন শেষ হওয়ার পরও যদি সম্পদ থেকে যায়, তখন তা নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য খরচ করবে। এরপরও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তখন এভাবে, ওভাবে খরচ করবে।

১. بَابُ فِيمَنْ أَعْتَقَ عُبَيْدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ الثُّلُثُ

১০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করে- তার সম্পর্কে

৩৯১৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَا نَاحِمًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَهْلَبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبِدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً *

৩৯১৭। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় ছয়টি গোলাম আযাদ করে এবং সে ব্যক্তির কাছে ঐ ছয়টি গোলাম ব্যতীত আর কোন সম্পদ ছিল না। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি তাকে খুবই ভৎসনা করেন। এরপর তিনি সে গোলামদের একত্রিত করে তিন ভাগে বিভক্ত করেন এবং তাদের মধ্যে লটারী করে দু'জনকে আযাদ করে দেন এবং অবশিষ্ট চারজনকে গোলাম হিসাবে বহাল রাখেন।

৩৯১৮. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَاعِبِدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ نَاخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا *

৩৯১৮। আবু কামিল (র) - - - আবু কিলাবা (রা) উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে এর উল্লেখ নেই যে, অর্থাৎ 'তিনি তাকে খুবই ভৎসনা করেন।

৩৯১৯. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ *

৩৯১৯। ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়া (র) - - - আবু যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক আনসার ব্যক্তির ছয়টি গোলাম আযাদ করার প্রসঙ্গে এ হাদীছ উল্লেখ করে বলেন যে, নবী ﷺ (তার সম্পর্কে) বলেন : যদি তার দাফনের পূর্বে আমি উপস্থিত হতাম, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হতো না।

৩৯২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَاحِمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَأَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْثَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً *

৩৯২০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার ছয়টি গোলাম আযাদ করে দেয় এবং এ ছয়টি গোলাম ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌছলে, তিনি গোলামদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং দু'জনকে আযাদ করেন আর বাকী চারজনকে গোলামীতে বহাল রাখেন।

১১. بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

১১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন মালদার গোলাম আযাদ করে

৩৯২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهْيَعَةَ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ *

৩৯২১। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মালদার গোলামকে আযাদ করে দেবে, সে ঐ গোলামের মালের মালিক হবে ; যদি মালিক এরূপ শর্ত করে - তবে।

১২. بَابُ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزَّانَا

৩৭. অনুচ্ছেদ : জারয সন্তানের মুক্তি সম্পর্কে

৩৯২২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَدُ الزَّانَا شَرُُّ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَنْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زَنِيَةٍ *

৩৯২২। ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম বলেছেন : ব্যভিচারের ফলে সৃষ্ট সন্তান তিন দিক দিয়েই নিকৃষ্ট, (অর্থাৎ তার বাপ, মা ও সম্পর্ক)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন : যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় কাউকে একটা চাবুকও মারতে পারি, তবে তা আমার নিকট 'জারয সন্তানকে' আযাদ করার চাইতে উত্তম।

১৩. بَابُ فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ

১৩. অনুচ্ছেদ : গোলাম আযাদের ছওয়াব সম্পর্কে

৩৯২৩. حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ نَاضِمَةٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنْ الْعَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا تَقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ أَوْ مَصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِمْ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ عِضْوٍ مِنْهُ عِضْوًا مِنَ النَّارِ *

৩৯২৩। 'ঈসা ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আরীফ ইবন দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা অসিলা ইবন আসকা' (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, আপনি আমাদের কাছে কম-বেশী না করে একটি হাদীছ বর্ণনা করুন। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমাদের কেউ কুরআন পাঠ করে এবং কুরআন তার ঘরে শোভা পায়, তবুও এর মধ্যে কম-বেশী হয়ে যায়। আমরা বলি : আমরা আপনার কাছে এমন একটি হাদীছ শুনতে চাই, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন : একদা নবী সালাতু ওয়া সালাম -এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য হাযির হই, যে হত্যার কারণে নিজের উপর দোজখ অবধারিত করে নিয়েছে। তখন তিনি বলেন : তার তরফ থেকে একটি গোলাম আযাদ করে দাও, যার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যংগের বিনিময়ে আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যংগকে দোজখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন।

১৪. بَابُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

১৪. অনুচ্ছেদ : কিরূপ গোলাম আযাদ করা উত্তম

৩৯২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَامِعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ أَبِي

نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاضِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَصْرِ الطَّائِفِ قَالَ مُعَاذُ
 سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلُّ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ وَسَاقِ الْحَدِيثِ
 وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ
 جَاعِلٌ وَقَاءً كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا
 امْرَأَةً أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ وَقَاءً كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا
 مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩৯২৪। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - আবু নাজীহ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হয়ে তায়েফের দুর্গ অবরোধ করি। মুআদ বলেন, এ সময় আমি
 আমার পিতাকে বলতে শুনি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায়
 কাফিরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে, সে একটা মর্তবা লাভ করবে। এরূপে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরো বলতে শুনেছি : যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি
 কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করে দেয়, তবে আল্লাহ তাকে সে গোলামের বিনিময়ে, তার
 প্রত্যেক অস্থি-মজ্জাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যদি কোন মুসলিম নারী, কোন
 মুসলিম দাসীকে আযাদ করে দেয়, তবে আল্লাহ তাকে দাসীর বিনিময়ে, তার প্রত্যেক অস্থি-মজ্জাকে
 কিয়ামতের দিন দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

৩৯২৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ نَابِقِيَّةُ قَالَ نَاصِفُوَانُ بْنُ عَمْرٍو
 قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ السَّمِطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنُ
 عَبْسَةَ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ *

৩৯২৫। আবদুল ওয়াহাব ইবন নাজদা (র) - - - আমর ইবন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি
 বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন মু'মিন দাসীকে আযাদ
 করে দেবে, সে তার জন্য দোজখের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে।

৩৯২৬. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَاشِعَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ
 أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ السَّمِطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ
 حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذٍ إِلَى قَوْلِهِ وَأَيُّمَا

كِتَابُ الْحُرُوفِ وَالْقِرَآتِ

অধ্যায় : কুরআনের হরুফ এবং
কিরাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْحُرُوفِ وَالْقِرَآتِ

অধ্যায় : কুরআনের হরুফ এবং কিরাত

৩৯২৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَاخَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ نَايَحِيَّ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ وَالتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى *

৩৯২৮। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিম্নোক্ত আয়াত) এরূপে পাঠ করেন : وَالتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

৩৯২৯. حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ فُلَانًا كَأَنَّ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرْنِيهَا اللَّيْلَةُ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا *

৩৯২৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাতে সালাতের জন্য উঠে উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে। তখন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাতে আমাকে এমন কিছু আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলে যাচ্ছিলাম।

৩৯৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا خُصَيْفٌ نَا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ

يَغُلُّ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فَقَدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ *

৩৯৩০। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ আয়াত : “ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ” (অর্থাৎ কোন নবীর জন্য ইহা সম্ভব নয় যে, তিনি গনীমতের মালের মধ্যে থিয়ানত করবেন), বদর যুদ্ধে একটি লাল-চাদর হারানোর প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। যখন কেউ কেউ এরূপ বলছিল, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়েছেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন :

٣٩٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَاعِمٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ *

৩৯৩১। মুহাম্মদ ইবন ইসা (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে পানাহ চাই।

٣٩٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَأَفِدَ بَنِي الْمُؤْتَفِقِ أَوْ فِي وَقْدِ بَنِي الْمُؤْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسِبَنَّ *

৩৯৩২। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - লাকীত ইবন সাবুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বনু-মুনতাজিকের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলাম। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, তখন নবী ﷺ “ لَا تَحْسِبَنَّ ” পাঠ করেন এবং “ لَا تَحْسِبَنَّ ” পড়েন নি।

٣٩٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا سُفْيَانُ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غُذَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُذَيْمَةَ وَنَزَلَتْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُذَيْمَةُ *

৩৯৩৩। মুহাম্মদ ইবন ইসা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার মুসলিমগণ এমন এক ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, যার কাছে কিছু বকরী ছিল। সে তাদের সালাম

দেয়, তা সত্ত্বেও তারা তাকে হত্যা করে এবং সে বকরীর পাল নিয়ে আসে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “যখন কেউ তোমাদের সালাম করে, তখন তোমরা তাকে এরূপ বলো না যে, তুমি মু'মিন নও।”

তোমরা ঐ বকরীর দ্বারা পার্থিব দুনিয়ার ধন-সম্পদ অন্বেষণ করেছ ! (যা তোমাদের জন্য উচিত হয়নি)।

৩৯৩৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بَنِ زَيْدٍ بَنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ *

৩৯৩৪। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) - - - যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুবআনের এ আয়াত এরূপে পাঠ করতেন : “ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ ” (তবে কোন কোন সময় তিনি غَيْرُ ও পাঠ করতেন।)

৩৯৩৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بَنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ *

৩৯৩৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত : ‘ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ’ পাঠ করতেন।

৩৯৩৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ *

৩৯৩৬। নাসর ইব্ন আলী (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এ আয়াত এরূপে পাঠ করেন : “ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ”

৩৯৩৭. حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَعُوفٍ قَالَ قَرَأَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ فَقَالَ بَنِ ضَعْفٍ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا

* أَخَذْتُ عَلَيْكَ *

৩৯৩৭। নুফায়লী (র) - - - আতিয়া ইব্ন সা'আদ আওফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর সামনে এ আয়াত এরূপে তিলাওয়াত করলে : “**الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ**” তিনি বলেন : “**ضُعْفٍ**” পাঠ করবে।

রাবী বলেন : একদা আমি তোমার ন্যায় এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তিলাওয়াত করলে, তিনি আমার ভুল ধরেন, যেমন আমি তোমার ভুল ধরলাম।

৩৯৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ نَا عُبَيْدُ يَعْنِي بَنَ عَقِيلٍ عَنْ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ضَعْفٍ *

৩৯৩৮। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত : “**مِنْ ضَعْفٍ**” পাঠ করতেন। (অর্থাৎ তিনি ‘**ض**’ অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়তেন।)

৩৯৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقَرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ أَبِي بَنَ كَعْبٍ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا *

৩৯৩৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আব্বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উবায়্যা ইব্ন কা'আব (রা) কুরআনের এ আয়াত এরূপে পাঠ করতেন : “**وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا**”

৩৯৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا عَنِ الْمُفَيْرَةِ بَنَ سَلَمَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَعْلَجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ قَرَأَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ *

৩৯৪০। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - উবায়্যা ইব্ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ আয়াত এরূপে পাঠ করতেন : “**وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ**”

৩৯৪১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ *

৩৯৪১। মূসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ভাবে তিলাওয়াত করতে শোনেন : “ **إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ** ”

৩৯৪২. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ نَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَقَالَتْ قَرَأَهَا إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ وَمُوسَى بْنُ خَلْفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ *

৩৯৪২। আবু কামিল (র) - - - শাহর ইবন হাওশাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি কিভাবে তিলাওয়াত করতেন ? “ **إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ** ” এভাবে তিলাওয়াত করতেন কি ? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তেন : “ **إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ** ”।

৩৯৪৩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى عَنْ حَمْرَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي طَوْلَهَا حَمْرَةُ *

৩৯৪৩। ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) - - - উবায়্যা ইবন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু'আ করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য করতেন এবং বলতেন : **رَحْمَةُ اللَّهِ** অর্থাৎ আল্লাহর রহমত আমাদের উপর এবং মূসার উপর। যদি তিনি সবার করতেন, তবে তিনি তাঁর সংগী (খিযির আ) থেকে আরো আশ্চর্যজনক অনেক কিছুই দেখতে পেতেন। বরং তিনি সবার না করে বলেন : “ **إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي** ” কারী হামযা **لَدُنِّي** শব্দের নুনকে লম্বা করে পড়েন।

৩৯৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَهَا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي وَثَقَّلَهَا *

৩৯৪৪। মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - উবায়্যা ইবন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত : " قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي " এর **لَدُنِّي** শব্দের নুনকে তাশদীদ সহকারে তিলাওয়াত করতেন।

৩৯৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ نَا سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مَصْدَعِ أَبِي يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَقْرَأَنِي أَبِي بَنُ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ مُخَفَّفَةً *

৩৯৪৫। মুহাম্মদ ইবন মাসউদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উবায়্যা ইবন কা'আব (রা) আমাকে সেভাবেই পড়ান, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পড়িয়েছিলেন। যেমন এ আয়াত : " فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ " এখানে " حَمِيَّةٍ " শব্দটিকে হাল্কাভাবে পড়েন।

৩৯৪৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ نَا وَهَيْبٌ أَنَا هَارُونُ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عَلِيٍّ يُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضَيُّ الْجَنَّةُ بِوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ قَالَ وَهَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ دُرِّيٌّ مَرْفُوعَةً الدَّالِ لَأَنَّهُمْ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمًا *

৩৯৪৬। ইয়াহুইয়া (র) ইবন ফযল (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'ইল্লীন অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে : ফলে, জান্নাত তার দৃষ্টির কারণে মোতির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করবে।

রাবী বলেন : হাদীছে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। **دُرِّيٌّ** শব্দটির 'দলের' উপর পেশযুক্ত হবে। 'দালের' উপর যের বা যবর হবে না। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আবু বকর ও উমার তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, বরং তাঁরা ঐ মোতি হতেও উত্তম।

৩৯৪৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ نَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنْ فَرُوءَةَ بِنِ مُسَيْكٍ الْعُطَيْيْنِي قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَابِمَا هُوَ أَرْضٌ أَوْ امْرَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةً وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةَ مِّنَ الْعَرَبِ فَتَيَا مَن سِتَّةٌ وَتَشَاءُ مَ أَرْبَعَةٌ قَالَ عُثْمَانُ

الْغَطَفَانِيُّ مَكَانُ الْغُطَيْفِيِّ وَقَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ *

৩৯৪৭। উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)- - - ফারওয়া ইব্ন মুসায়ক গতায়ফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ নিকট আগমন করি। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন। তখন কাওমের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের 'সাবা' সম্পর্কে খবর দিন? তা কি কোন স্থানের নাম, বা কোন মহিলার নাম; তিনি ﷺ বলেন : সেটি কোন স্থান বা মহিলার নাম নয়। বরং তা আরবের এক ব্যক্তির নাম, যার দশটি পুত্র ছিল। যাদের ছয়জন ইয়ামনে বসবাস করে এবং বাকী চারজন শাম দেশের দিকে গমন করে।^১

৩৯৪৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَاسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ *

৩৯৪৮। আহমদ ইব্ন আব্দা (র) - - - আবু হুরায়রা (র) নবী ﷺ থেকে ওহীর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তখন নবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন : " حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ " অন্য কিরআতে فُزِّعَ ও বর্ণিত আছে।

৩৯৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّسَابُورِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفَرِيِّنَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَرْسَلُ الرَّبِيعِ لَمْ يَذْكُرْ أُمَّ سَلَمَةَ *

৩৯৪৯। মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' নিশাপুরী (র) - - - উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ নিম্নোক্ত আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন : قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفَرِيِّنَ

অর্থাৎ নবী ﷺ নাফসকে সম্বোধন পূর্বক স্ত্রী বাচক শব্দের সহিত তিলাওয়াত করতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাদীছটি মুরসাল। কেননা, রাবী' উম্মু সালামা (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

৩৯৫০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ نَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يُّعْنَى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَمْ أَفْهَمْ جَيِّدًا عَنْ

১। পরে এদের সন্তান-সন্ততি বহু গুণে বৃদ্ধি পায় এবং তারা একটি জাতিতে পরিণত হয়। তারা যেখানে বসবাস শুরু করে, তা-ই 'সাবা' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে, সেখানকার শাসনকর্তা ছিল বিলকিস বিন্ত শরাহ্বিল (-অনুবাদক)।

صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقْرَأُ وَنَادَوْا يَا مَلِكُ *

৩৯৫০। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - সাফওয়ান ইবন ইয়ালা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে মিম্বরের উপর একরূপ তিলাওয়াত করতে শুনেছি : "وَنَادَوْا" (এ আয়াত 'يَا مَالُ' ও পঠিত হয়ে থাকে।)

৩৯৫১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَنَا الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ *

৩৯৫১। নাসর ইবন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ আয়াতটি এ ভাবে পড়ান : " أَنِّي أَنَا الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ " উল্লেখ্য যে, এ আয়াতটি এ ভাবেও পঠিত হয় : " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ "

৩৯৫২. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُهَا فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَضْمُومَةٌ الْمِيمِ مَفْتُوحَةٌ الدَّالِ مَكْسُورَةٌ الْكَافِ *

৩৯৫২। হাফস ইবন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে তিলাওয়াত করতেন : " فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ "

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইমম অক্ষর পেশ দাল জবর এবং ك যের বিশিষ্ট।

৩৯৫৩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَاهَارُونَ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ عَنْ بَابِلِ بْنِ مَيْسِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ *

৩৯৫৩। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিম্নোক্ত আয়াতটি এভাবে পড়তে শুনেছি : " فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ " (তবে এদিক কিরাত হলো : " فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ")

৩৯৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ نَا

سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ
أَيَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ *

৩৯৫৪। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী
ﷺ এ আয়াতকে এভাবে তিলাওয়াত করতে দেখেছি : " أَيَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ "

৩৯৫৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ أَقْرَأَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ *

৩৯৫৫। হাফস ইবন উমার (র) - - - আবু কিলাবা (রা) তাঁর থেকে শ্রবণ করেন, যাকে রাসূলুল্লাহ
ﷺ এরূপ পড়ান : (অর্থাৎ তিনি " فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ " এর 'যাল' অক্ষর এবং 'يُوثِقُ' এর 'ছা' অক্ষর যবর দিয়ে তিলাওয়াত করেন।)

৩৯৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ
أَنْبَأَنِي مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ *

৩৯৫৬। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - আবু কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার
কাছে সে ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যাকে নবী ﷺ এরূপ পড়ান : " فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ " (অর্থাৎ তিনি " فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ " এর 'যাল' অক্ষরে যবর দিয়ে পড়তেন।)

৩৯৫৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي
عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا أَبُو عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ الطَّائِي عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا ذَكَرَ فِيهِ جِبْرَائِيلُ
فَقَالَ جِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ *

৩৯৫৭। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীছে বর্ণনা করেন, যাতে " جِبْرَائِيلُ وَ مِيكَائِيلُ " তিনি
বলেন : " وَ مِيكَائِيلُ وَ جِبْرَائِيلُ " এতে কয়েকটি কিরাত আছে।

৩৯৫৮. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ
ذَكَرَ كَيْفَ قَرَأَهُ جِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ عِنْدَ الْأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ
الطَّائِي عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِيكَائِيلُ *

৩৯৫৮। যায়দ ইবন আখযাম (র) - - - মুহাম্মদ ইবন হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমাশ (রা)-এর সামনে جِبْرَائِيلُ ও مِيكَائِيلُ -এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি সা'আদ তায়ী, আতিয়া আওফী, আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শিংগাধারী ফেরেশতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁর ডান দিকে জিবরাঈল ও বামদিকে ইসরাফীল (আ) অবস্থান করেন।

৩৯৫৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَعْمَرٌ وَرُبَّمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْرَأُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ مَرُوانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ *

৩৯৫৯। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআম্মার এবং কখনো ইবন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : নবী ﷺ, আবু বকর, উমার ও উছমান (রা) মালিক য়ুম দদিন পড়তেন। আর সর্ব প্রথম যিনি মালিক য়ুম দদিন পড়েন, তিনি হলেন-মারওয়ান।

৩৯৬০. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قِرَاءَتُهُ آيَةٌ *

৩৯৬০। সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফাতিহা এভাবে তিলাওয়াত করতেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *

তিনি ﷺ এভাবে বিচ্ছিন্নরূপে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন।

৩৯৬৪. حَدَّثَنَا هَنَادُ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَنْاسًا يَقْرُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ كَمَا عَلِمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَقَالَ هَيْتَ لَكَ *

৩৯৬৪। হান্নাফ (র) - - - শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইবন মাসউদ (রা)-কে বলা হয় যে, লোকেরা নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ভাবে পড়ে : وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ। তখন তিনি বলেন : আমি সেভাবেই পড়ি, যেভাবে পড়তে আমার ভাল লাগে : هَيْتَ لَكَ।

৩৯৬৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ *

৩৯৬৫। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাঈলদের এরূপ নির্দেশ দেন :

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ -

৩৯৬৬. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ *

৩৯৬৬। জা'ফর ইবন মুসাফির (র) - - - ইবন আবু ফুদায়ক (রা) হিসাম ইবন সা'আদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৯৬৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أُنْزِلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي مَخْفَفَةً حَتَّى آتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ *

৩৯৬৭। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হলে, তিনি তা আমাদের এভাবে পাঠ করে শোনান :

إِمَامُ أَبُو دَاوُدَ (ر) বলেন : তিনি فرَضْنَاهَا পড়েননি বরং হালকাভাবে فرَضْنَاهَا পড়েন।

كِتَابُ الْحَمَامِ

অধ্যায় : হাম্মাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْحَمَامِ

অধ্যায় : হাম্মাম

৩৯৬৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي عُرَّةٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوها فِي الْمَيَارِرِ *

৩৯৬৮। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উলংগ অবস্থায় হাম্মাম-খানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। পরে তিনি পুরুষদের জন্য লুংগী পরে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেন।^১

৩৯৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ نَا جَرِيرٌ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلَ بَنِي شَوْءٍ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنْ قُلْتُ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ لَعَلَّكُنْ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاءُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَرِيرُ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৩৯৬৯। মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - আবু মালীহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : শাম দেশের কতিপয় মহিলা আইশা (রা)-এর নিকট গমন করেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন : তোমাদের দেশ কোথায়? তারা বলেন : আমরা শাম দেশের অধিবাসী। আইশা (রা) বলেন : সম্ভবতঃ তোমরা সেখানকার অধিবাসী, যেখানকার মহিলারা হাম্মাম খানায় উলংগ অবস্থায় গমন করে? তারা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন : সাবধান! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে সমস্ত মহিলারা স্বীয় ঘর ছাড়া অন্য জায়গায় কাপড় খোলে, তারা নিজেদের ও আল্লাহর

১. সে সময় খোলামেলা হাম্মামে (গোসল খানায়) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একত্রে উলঙ্গ হয়ে গোসল করতো। এরূপ হাম্মামে বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করতে নিষেধ করা হয়েছে (-অনুবাদক)।

মধ্যকার পর্দা ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।

৩৯৭০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بِيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلْنَهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأَزَارِ وَأَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءَ *

৩৯৭০। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতি সত্তর তোমরা অনারব দেশের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমরা সেখানে এমন অনেক ঘর পাবে, যাকে 'হাম্মাম' বলা হয়। সেখানে পুরুষেরা লুংগী ছাড়া প্রবেশ করবে না এবং মহিলাদের সেখানে যেতে নিষেধ করবে। অবশ্য যার অসুস্থ বা প্রসূতি, তাদের কথা স্বতন্ত্র। (অর্থাৎ প্রয়োজনে তারা সেখানে যেতে পারে।)

১. بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّيِ

১. অনুচ্ছেদ : উলঙ্গ না হওয়া প্রসঙ্গে

৩৯৭১. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَّازِ فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ *

৩৯৭১। ইবন নুফায়ল (র) - - - ই'য়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে খোলা-ময়দানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে দেখেন। এরপর তিনি মিন্বরে উঠে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করার পর বলেন : মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, পর্দাকারী, তিনি শরম ও পর্দাকারীদের ভালবাসেন। আর তোমাদের কেউ যখন গোসল করে, তখন সে যেন তার সত্তর ঢেকে রাখে।

৩৯৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَوَّلُ أَتَمُّ *

৩৯৭২। মুহাম্মদ ইবন আহমদ (র) - - - ই'য়লা (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : প্রথম হাদীছটিই স্বয়ং সম্পূর্ণ।

৩৯৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَسْلَمَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرَّهَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ جَرَّهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ

أَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَنَا وَفَخَذِنِي مُنْكَشِفَةً فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ
الْفَخْذَ عَوْرَةٌ *

৩৯৭৩। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - জারহাদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন।
জারহাদ (রা) আসহাব-সুফ্যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বসেন এ সময় আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তিনি বলেন : তুমি কি
জান না, রানও সতরের অন্তর্গত ?

٣٩٧٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا تَكْشِفُ فَخْذَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ
فِيهِ نَكَارَةٌ *

৩৯৭৪। আলী ইবন সাহল রামলী (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তুমি তোমার রানকে খুলবে না এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তির রানের দিকে
তাকাবে না।

٢. بَابُ فِي التَّعَرِّيِّ

২. অনুচ্ছেদ : বিবস্ত্র হওয়া প্রসঙ্গে

٣٩٧٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ
حَجْرًا ثَقِيلًا فَبَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً *

৩৯৭৫। ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) - - - মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : একদা আমি একটি ভারী পাথর বহনকালে আমার কাপড় খুলে পড়ে। তখন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন : তুমি তোমার কাপড় কি ভাবে পরিধান কর এবং বিবস্ত্র হয়ে
চলা ফেরা করো না।

٣٩٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا أَبِي ح وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَحْوَهُ
عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَاتِي
مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ *

৩৯৭৬। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - বাহ্য ইবন হাকীম (রা) তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আমাদের সতর কাদের থেকে আবৃত রাখবো ? তিনি বলেন : তুমি তোমার সতর স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য সকলের নিকট থেবে ঢেকে রাখবে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখন লোকেরা পরস্পর মিলে-মিশে থাকবে ? তখন তিনি বলেন : যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় যে কেউ তোমার সতর দেখবে না, তবে এরূপ করবে ; যাতে তোমার সতর কেউ দেখতে না পারে। তিনি বলেন : এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যখন আমাদের কেউ নির্জনে থাকবে ? তিনি বলেন : মানুষের চাইতে আল্লাহকে বেশী লজ্জা করবে।

৩৯৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضُّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةِ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَلَا تُقْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ *

৩৯৭৭। আবদুর রহমান ইবন আবদুর রহীম (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষের সতরের দিকে না তাকায় এবং কোন স্ত্রীলোক যেন অন্য কোন স্ত্রীলোকের সতরের দিকে না তাকায়। আর না কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নীচে শয়ন করে এবং না কোন স্ত্রীলোক যেন অন্য স্ত্রীলোকের সাথে এক কাপড়ের নীচে শয়ন করে।

৩৯৭৮. حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنِ الْحَرِيرِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ قَالَ فَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيْتُهَا *

৩৯৭৮। ইবরাহীম ইবন মূসা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : না কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে এবং কোন স্ত্রীলোকের সাথে একই কাপড়ের নীচে শয়ন করে। তবে বাচ্চারা তাদের মা-বাপের সাথে এবং মা-বাপ তাদের বাচ্চাদের সাথে শয়ন করতে পারে। (অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদের সাথে মা-বাপের এক সাথে শয়নে দোষের কিছু নেই।)

كِتَابُ الْلبَّاسِ

অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ اللَّيَاسِ

অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ

৩৯৭৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كُسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَبَسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى *

৩৯৭৯। আমর ইবন আওন (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন নতুন কাপড় পড়তেন, তা জামা হোক বা পাগড়ী, তিনি তার নাম নিয়ে এ দু'আ পড়তেন : (অর্থ) হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। 'তুমি আমাকে এ পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার নিকট এর বরকত এবং যার জন্য এ নির্মিত হয়েছে, তার বরকত প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট খারাবী যার জন্য এর তৈরী হয়েছে, তার অমংগল হতে পানাহ চাচ্ছি। রাবী আবু নাযরা (র) বলেন : নবী ﷺ সাহাবীদের এর অভ্যাস এই ছিল যে, যখন তাদের কেউ নতুন কাপড় পরিধান করতো, তখন লোকেরা তাকে বলতো : তুমি এ কাপড় পরিধান করে পুরানা কর এবং আল্লাহ তোমাকে আরো নতুন কাপড় পরিধান করান!

৩৯৮০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ *

৩৯৮০। মুসাদ্দাদ (র) - জারীর (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

৩৯৮১. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْجَرِيرِيِّ بِإِسْنَادِهِ

وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৩৯৮১। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - জারীর (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবদুল ওয়াহাব ছাকাফী যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন : সেখানে হাম্মাদ ও আবু সাঈদের নাম উল্লেখ নেই। সেখানে জারীর-আলা (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৯৮২. حَدَّثَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ وَمَنْ لَبَسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ *

৩৯৮২। নাসীর ইব্ন ফারাজ (র) - - - মাআয ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাওয়ার পর এ দু'আ পাঠ করবে : (অর্থ) “সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে খাওয়াইছেন এবং আমাকে এ রিযিক দিয়েছেন, আমার চেষ্টা ও শক্তি ব্যতিরেকে।” তার জীবনে আগের পরের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

আর যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এ দু'আ পড়বে : (অর্থ) “সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে পরিয়েছেন এবং এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমার শক্তি ও চেষ্টা ছাড়া,” তার আগের ও পরের জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

১. بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

১. অনুচ্ছেদ : নতুন কাপড় পরিধানকারীকে কি বলে সম্ভাষণ জানাবে ?

৩৯৮৩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذَنِيُّ نَا أَبُو النَّضْرِ إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بَثَّتْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ بَنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَفِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنِ أَحَقُّ بِهَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ

اَيْتُونِي بِأَمْرِ خَالِدٍ فَأَتَى بِهَا فَالْبَسَهَا أَيَّاهَا ثُمَّ قَالَ أَبْلَى وَأَخْلَقِي مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِلْمٍ فِي الْخَمِيْصَةِ أَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِي كَلَامِ الْحَبْشَةِ الْحَسَنُ *

৩৯৮৩। ইসহাক ইব্ন জাবরাহ (র) - - - খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কয়েকটি কাপড় আসে, যার মধ্যে একটি ডোরা কাটা পশমী চাদরও ছিল। তখন বলেন : তোমরা কাকে এ চাদর পাওয়ার উপযুক্ত মনে কর ? তখন সকলে চুপ করে থাকলে, তিনি বলেন : তোমরা উম্মু খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন তাকে আনা হলে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সে চাদর পরিয়ে দেন এবং দু'বার এরূপ বলেন : তুমি একে পরিধান করে পুরানা করে ফেল। আর তিনি সে চাদরের লাল ও হলুদ রংয়ের ডোরার দিকে তাকিয়ে বলেন : সানাহ, সানাহ! হে উম্মু খালিদ ! উত্তম কোন বস্তুকে হাবশী ভাষায় সানাহ বলা হয়। (অর্থাৎ বেশ, বেশ, খুব সুন্দর; চমৎকার !

২. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيْصِ

২. অনুচ্ছেদ : কামীস সম্পর্কে

৩৯৮৪. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى اَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدِ الْحَنْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيْصُ *

৩৯৮৪। ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সব চাইতে পসন্দনীয় কাপড় ছিল-কামীস।

৩৯৮৫. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ كَانَتْ يَدُكُمْ قَمِيْصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ *

৩৯৮৫। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আসমা বিন্ত ইযায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জামার আঙ্গিন কজি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْبِيَةِ

৩. অনুচ্ছেদ : কাবা'-জামা সম্পর্কে

৩৯৮৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْمَعْنِيِّ أَنَّ

اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَّةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ *

৩৯৮৬। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেকগুলি কাবা (জামা) বিতরণ করেন, কিন্তু মাখরামাকে কিছু দেননি। তখন মাখরামা (রা) তার ছেলেকে বলেন : হে প্রিয় বৎস ! তুমি আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে চল। তখন আমি তার সাথে যাই। তিনি সেখানে পৌঁছে আমাকে বলেন : তুমি ভিতরে যাও এবং তাঁকে ﷺ আমার কাছে ডেকে আনো। মিসওয়্যার বলেন : তখন আমি তাঁকে ডেকে আনি। তিনি ঐ কাবা থেকে একটি জামা পরে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন : আমি তোমার জন্য এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাবী বলেন : তখন মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। নবী ﷺ বলেন : মাখরামা সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

৪. بَابُ فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

৪. অনুচ্ছেদ : প্রচারের জন্য অহংকারী পোশাক পরা

৩৯৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةِ الْبَسَةِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تَلْهَبُ فِيهِ النَّارُ *

৩৯৮৭। মুহাম্মদ ইবন ইসা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ঐ ধরনের পোশাক পরাবেন, এরপর তাতে দোজখের আগুন লাগিয়ে দেবেন।

৩৯৮৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبَ مَذْلَةٍ *

৩৯৮৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু আওয়ানা (রা)-এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অসম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন।

৩৯৮৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو نَضْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ نَاحِسَانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجَرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ *

৩৯৮৯। উসমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কাওমের (সম্প্রদায়ের) অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।^১

৫. بَابُ فِي لُبْسِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ

৫. অনুচ্ছেদ : রেশম ও পশমের কাপড় পরিধান সম্পর্কে

৩৯৯০. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمْلِيُّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِرْطٌ مِنْ شَعْرِ اسْوَدَ قَالَ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ نَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ مَدْرِكٍ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَسَانِي خِيَشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَاَنَا اَكْسَى اَصْحَابِي *

৩৯৯০। ইয়াযীদ ইবন খালিদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একখানি কালো ডোরাদার পশমী চাদর গায়ে দিয়ে বের হন, যাতে জীব-জন্তুও মানুষের ছবি ছিল।

রাবী হুসায়ন (রা) উত্বা ইবন আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কাপড় চাইলে তিনি আমাকে পশমী কাতানের দু'খানি কাপড় প্রদান করেন; যা পরার পর অন্যদের থেকে আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

১। অর্থাৎ এমন অনুসরণ ও অনুকরণ করা, যাতে কাফির ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি তাদের দলভুক্ত হিসাবে পরিগণিত হবে যাদের সে অনুসরণ করবে। যেমন বর্তমানে অনেক ফ্যাসিন-পূজারীদের দেখা যায়, যারা দাঁড়ি লম্বা-লম্বা গোঁফ রাখে ; যার ফলে তারা কাফির, মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। অনেকে হিন্দু, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মত কাপড়ও পরিধান করে, যা তাদের অনুকরণের ফলশ্রুতি। নবী (সা.) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন (-অনুবাদক।)।

৩৯৯১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَى لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَصَابَتَنَا السَّمَاءُ حَسِبْتُ أَنَّا رِيحُنَا رِيحُ الضَّانِ *

৩৯৯১। আমার ইবন আওন (র) - - - আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা আমার পিতা আমাকে সম্বোধন করে বলেন : হে আমার প্রিয় পুত্র! যদি তুমি আমাদের সে সময় দেখতে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে বৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করতাম, তবে তোমার মনে হত যে, আমাদের শরীর থেকে বকরীর গন্ধ বের হচ্ছে।

৩৯৯২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا عَمَّارَةُ بْنُ زَادَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلَاثِ وَثَلَاثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا *

৩৯৯২। আমার ইবন আওন (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা যী-য়াযান বাদশাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য এক জোড়া কাপড় হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন, যা তিনি তেত্রিশটি উট বা উষ্ট্রের বিনিময়ে খরিদ করেন। তিনি তা কবুল করেন।

৩৯৯৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى حُلَّةً بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ قُلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ *

৩৯৯৩। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ ইবন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ যী-য়াযান বাদশাহর জন্য বিশ থেকে অধিক উষ্ট্রের বিনিময়ে একজোড়া কাপড় খরিদ করে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন।

৩৯৯৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ وَنَا مُوسَى نَاسِلِيمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ الْمُعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءٌ مِّنَ التِّيِّ يُسَمُّونَهَا الْمَلْبُدَةَ فَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ *

৩৯৯৪। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমি আইশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি একখানি মোটা কাপড়ের লুংগী এবং একটি কব্বল, যাকে 'মুলাব্বাদা' বলা হয়, আমাকে দেখিয়ে শপথ করে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেন।

৩৯৯৫. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ نَاعِزُ بْنُ عَمَّارٍ نَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجْتَ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ أَتَيْتَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَلَبِستُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلْلِ الْيَمَنِ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهِيرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتَيْتُهُمْ فَقَالُوا مَرَحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلْلِ *

৩৯৯৫। ইবরাহীম ইবন খালিদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন হারুরী গোত্রের লোকেরা (আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) বের হয়, তখন আমি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি বলেন : তুমি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাও। তখন আমি ইয়ামনের তৈরী উত্তম পোশাক পরে বের হই। রাবী আবু যুমায়ল (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) সুন্দর ও সুশ্রী ব্যক্তি ছিলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : যখন আমি তাদের কাছে পৌছাই, তখন তারা বলে : হে ইবন আব্বাস ! তোমার জন্য মুবারকবাদ। তুমি এ কী পরেছ ? তিনি বলেন : তোমরা এ পোশাক পরার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করছো ! আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাইতে উত্তম পোশাক ও পরিধান করতে দেখেছি।

৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَزْرِ

৬. অনুচ্ছেদ : মোটা রেশমী বস্ত্র বা গরদ সম্পর্কে

৩৯৯৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ نَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَا عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ خَرٌّ سَوْدَاءَ فَقَالَ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِهِ *

৩৯৯৬। উসমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন সাআদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি বুখারাতে কাল রেশমী পাগড়ী পরিহিত, শাদা রংয়ের গাধার উপর উপবিষ্ট, এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই। যিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পাগড়ী পরিয়ে দেন।

৩৯৯৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ نَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ

حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ وَاللَّهُ يَمِينُ أُخْرَى مَا كَذَبَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزْ وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كَلَامًا قَالَ يُمَسَخُ مِنْهُمْ آخِرِينَ قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৯৯৭। আবদুল ওয়াহাব ইব্ন নাজ্জদা (র) - - - আবু আমির বা আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শোনে : আমার উম্মতের মধ্যে (পরবর্তীকালে) এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা রেশম মিশ্রিত বা শুধু রেশমের তৈরী কাপড় (ব্যবহার করাকে) হালাল মনে করবে। এরপর তিনি ﷺ অন্য কিছু বর্ণনা করার পর বলেন : এদের কিছু লোক কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হবে।

৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

৭. অনুচ্ছেদ : রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে

৩৯৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تَبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَأَخْلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عِطَارٍ دَمَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَالَهُ مُشْرِكًا *

৩৯৯৮। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার নিকট এক জোড়া রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি যদি এ খরিদ করে জুমুআর দিন, আর যখন বিভিন্ন গোত্রের অধিপতিরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে, তখন পরিধান করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ সব কাপড় তো তারাই ব্যবহার করে, যাদের আখিরাতে কিছুই প্রাপ্য নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ জাতীয় কিছু কাপড় আসলে, তিনি উমার (রা)-কে এর একজোড়া কাপড় দেন। তখন উমার (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমাকে এর এক জোড়া প্রদান করলেন, অথচ আপনি উতারিদ ইব্ন হাজিব (এক ব্যক্তির নাম) এর কাপড় জোড়া সম্পর্কে এরূপ বিরূপ মন্তব্য

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাকে এ কাপড় জোড়া পরার জন্য দেয়নি। তখন উমার (রা) ঐ কাপড় জোড়া তার এক মুশরিক ভাই (উছমান ইবন হাকীম)-কে দিয়ে দেন।

৩৯৯৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ حُلَّةٌ اسْتَبْرَقَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ يُحِبُّهُ دَيْبَاجٍ وَقَالَ تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ *

৩৯৯৯। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ঐ কাপড়ের জোড়া এক ধরনের রেশমের তৈরী ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এক জোড়া রেশমী কাপড় প্রেরণ করে বলেন : তুমি এটি বিক্রি করে তোমার প্রয়োজন পূরণ কর।

৪০০০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاحِمَادُ نَاعَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا اصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً *

৪০০০। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু উছমান নাহদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার (রা) উতবা ইবন ফারকাদ (রা)-কে লেখেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই, তিন বা চার আংগুল পরিমাণ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই।

৪০০১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى فَلْبِسْتُهَا فَاتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْسِلْ بِهَا لِتَلْبَسَهَا فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي *

৪০০১। সুলায়মান ইবন হার্ব (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার হাদিয়া স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এক জোড়া রেশমী কাপড় আসলে, তিনি তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, আমি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখতে পাই। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি এটা তোমার পরিধান করার জন্য পাঠায়নি। পরে তিনি আমার নির্দেশ দিলে, তা আমি আমার স্ত্রীদের মাঝে বিতরণ করে দেই।

৪. بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

৮. অনুচ্ছেদ : রেশমী কাপড় পরিধানে নিষেধজ্ঞা

৪.০২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابِرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفَرِ وَعَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

৪০০২। কানাবী (র) - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (পুরুষদের জন্য) রেশমী বস্ত্র, কুসুম রংয়ের কাপড়, সোনার আংটি ও রুকুতে কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

৪.০৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابِرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ *

৪০০৩। আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) নবী ﷺ থেকে একপ বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ রুকু ও সিজদার মধ্যে কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

৪.০৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ ابِرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا زَادَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ *

৪০০৪। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - ইব্রাহীম ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে একপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, “আমি বলছি না যে, তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন।”

৪.০৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَقَّةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَانَتْهُ أَنْظَرُ إِلَى يَدَيْهِ تَذْبِذْبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبِسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِيِّ *

৪০০৫। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

রোমের বাদশাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য হাদিয়া স্বরূপ একটি রেশমী-চোগা (এক ধরনের জামা) প্রেরণ করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরিধান করেন, যা পরিধানের পর তাঁর হাত হেলানোর দৃশ্য এখন ও আমার চোখে উদ্ভাসিত। পরে তিনি তা জা'ফর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তা পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বলেন : আমি এটা তোমার পরার জন্য দেয়নি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তবে আমি এটা কি করবো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি এটা তোমার ভাই নাজাশীর নিকট পাঠিয়ে দাও।

৬.৪০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا رَوْحُ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا أَرْكَبُ الْأَرْجُؤَانَ وَلَا الْبَسُ الْمُعْصَفَرَ وَلَا الْبَسُ الْقَمِيصَ الْمَكْفَفَ بِالْحَرِيرِ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ قَالَ وَقَالَ الْآ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنٌ لَهُ قَالَ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَأَرْيَحُ لَهُ قَالَ سَعِيدٌ أَرَاهُ قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطِيبْ بِمَا شَاءَتْ *

৪০০৬। মাখলাদ ইবন খালিদ (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি লাল রংয়ের জীনের উপর আরোহণ করি না, কুসুম রংয়ের কাপড় পরিধান করি না এবং এমন জামা ব্যবহার করি না যার সাথে রেশম মিশ্রিত থাকে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : পুরুষের খোশবু হলো এমন, যাতে সুগন্ধি থাকবে, কিন্তু রং থাকবে না এবং মহিলাদের খোশবু হবে রং বিশিষ্ট, তবে সুগন্ধহীন। রাবী সাঈদ (রা) বলেন : মহিলাদের জন্য এ নির্দেশ তখন, যখন তারা বাইরে বের হবে। কিন্তু যখন তারা স্বামীর সাথে থাকবে, তখন তারা খুশীমত যে কোন খোশবু ব্যবহার করতে পারবে।

৭.৪০০. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ أَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فُضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَقِيٍّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِّنَ الْمُعَافِرِ لِيُصَلِّيَ بِأَيْلِيَا وَكَانَ قَاصِّهِمْ رَجُلٌ مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصُّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَذْرَكْتَ قِصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةَ فَرَجُلٍ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةَ الْمَرَأَةَ الْمَرَأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ

الرَّجُلُ فِي اسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ حَرِيرًا
مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النُّهْبَا وَرَكُوبِ النُّمُورِ وَلِبُؤْسِ الْخَاتَمِ الْأَلَذِيِّ سُلْطَانِ *

৪০০৭। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - আবুল হুসায়ন হায়ছাম ইব্ন শাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার সংগীর সাথে, যার কুনিয়াত ছিল আবু আমির এবং সে ছিল মুআফির গোত্রের লোক; বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করি। তখন আযদ গোত্রের আবু রায়হারা (রা) নামী এক সাহাবী সেখানকার ওয়ায-নসীহতকারী ছিল।

রাবী আবুল হুসায়ন (রা) বলেন : আমার সাথী প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে, তারপর আমি করি এবং তার পাশে গিয়ে বসি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি আবু রায়হানা (রা)-এর বক্তৃতা শুনেছ? আমি বলি : না তখন তিনি বলেন : আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো : ১। দাঁত ধারালো করতে, ২। চামড়ার উপর সূচ দিয়ে খোদাই করতে, ৩। চুল উপড়াতে, ৪। দু'জন পুরুষের বিবস্ত্র অবস্থায় একই চাদরের নীচে শয়ন করতে, ৫। দু'জন স্ত্রীলোকের বিবস্ত্র অবস্থায় একই চাদরের নীচে শুতে, ৬। অনারবদের মত কোন ব্যক্তিকে নিজের কাপড়ের নীচে রেশম লাগাতে, ৭। আজমীদের মত কাঁধে রেশম লাগাতে, ৮। লুট-তরাজ করতে, ৯। হিংস্র জন্তুর চামড়ার উপর সওয়ার হতে এবং ১০। বাদশাহ ব্যতীত অন্যদের আংটি পরিধান করতে।

৪০০৮। ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রংয়ের জিন-পোশ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৪০০৯। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি ও রেশম বস্ত্র পরিধান করতে লাল রংয়ের জিন-পোশের উপর সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

৪০১০। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি ও রেশম বস্ত্র পরিধান করতে লাল রংয়ের জিন-পোশের উপর সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

৪০১১। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি ও রেশম বস্ত্র পরিধান করতে লাল রংয়ের জিন-পোশের উপর সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

حَذِيفَةُ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ *

৪০১০। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নকশাওয়ালা চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করেন, যার কারুকার্যের প্রতি দৃষ্টি তাঁর আকৃষ্ট হয়। সালাত শেষে তিনি বলেন : তোমরা আমার এ চাদরটি নিয়ে জাহ্মের নিকট যাও এবং তার নিকট হতে একটি সাদা চাদর আনো; কেননা, এর কারুকার্য আমার সালাতের মধ্যে অমনোযোগিতার সৃষ্টি করেছে।

৯. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعِلْمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

৯. অনুচ্ছেদ : রেশমী সেলাই ও কারুকার্যের অনুমতি প্রসঙ্গে

৪.১১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ بَنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَاتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَا وَلِيِّنِي جُبَّةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسِيَّةً مَكْفُوفَةً الْجَيْبِ وَالْكُمَيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالذِّبَاجِ *

৪০১১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আবু উমার (রা), যিনি আসমা বিনত আবু বকর (রা)-এর দাসী ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি ইব্ন উমার (রা)-কে বাজার থেকে একখানি শাল খরিদ করতে দেখি। তিনি তাতে একটি লাল রংয়ের রেশমী সূতা দেখে তা ফিরিয়ে দেন। তা দেখে আমি আসমা (রা)-এর নিকট এসে এ সম্পর্কে বর্ণনা করলে, তিনি বলেন : হে দাসী! তুমি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুব্বাটি (জামাটি) আনো। তখন সে একটি কম কারুকার্য খচিত জুব্বা আনে, যার পকেট, আন্তীন এবং সামনে পেছনে রেশমের কাজ করা ছিল।

৪.১২. حَدَّثَنَا ابْنُ نَفَيْلٍ نَا زُهَيْرٌ نَا خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصَمَّتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعِلْمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ *

৪০১২। ইব্ন নুফায়ল (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিস রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে যে বস্ত্রের বুটি বা তার তানা রেশমের, তা ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই।

১০. بَابُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

১০. অনুচ্ছেদ : কোন কারণবশত রেশমী কাপড় পরিধান করা

১২. ৪. (১). حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَاعِيْسِي يَعْنِي ابْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمْصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا *

৪০১২ (ক)। নুফায়লী (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবন আওফ এবং যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-কে কোন এক সফরে, তাদের পাঁচড়া হওয়ার কারণে, রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দেন।

১১. بَابُ فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

১১. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের খালিস রেশমী বস্ত্র পরিধান করা

১৩. ৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَالِثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي *

৪০১৩। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার ডান-হাতে রেশমী বস্ত্র এবং বাম-হাতে সোনা নিয়ে বলেন : এ দু'টি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।

১৪. ৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ نَا بَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدًا سِيرَاءً قَالَ وَالسَّيْرَاءُ الْمُضْلَعُ بِالْقَرِّ *

৪০১৪। আমর ইবন উছমান (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মু কুলছুম বিন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রেশমী পাড়ওয়ালা চাদর ব্যবহার করতে দেখেছি।

১৫. ৪. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْدِيُّ نَامِعَمَرُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنْ الْغُلَمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي قَالَ مَسَعُ فَسَأَلْتُ عَمْرٍو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ *

৪০১৫। নাসর ইবন আলী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ছেলেদের থেকে রেশমী কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে মেয়েদের পরতে দিতাম। রাবী মিসআর (রা) বলেন : আমি এ ব্যাপারে আমর ইবন দীনার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তিনি এ সম্পর্কে কিছু অবহিত নন।

১২. بَابُ فِي لُبْسِ الْحَبْرَةِ

১২. অনুচ্ছেদ : হিবারা বা ইয়ামনের সবুজ ডোরাবিশিষ্ট চাদর ব্যবহার

৪.১৬. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْنَا لَانَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ أَيْ اللَّبَّاسِ كَا أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَبْرَةُ *

৪০১৬। হুদ্বা ইব্ন খালিদ (র) - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা। আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : নবী ﷺ কোন ধরনের পোশাক অধিক প্রিয় ছিল? অথবা তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ধরনের পোশাক অধিক পসন্দ করতেন? তিনি বলেন : 'হিবারা', অর্থাৎ ইয়ামনের তৈরী সবুজ ডোরা বিশিষ্ট চাদর।

১৩. بَابُ فِي الْبَيَاضِ

১৩. অনুচ্ছেদ : সাদা কাপড় সম্পর্কে

৪.১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَإِنْ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْأَثْمَدُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيَنْبُتُ الشَّعْرُ *

৪০১৭। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় ব্যবহার করবে; কেননা তা উত্তম কাপড় এবং মৃতদের কাফন শাদা কাপড়ে দিয়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো 'ইছমাদ', যা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এর তার দ্বারা পলকের পশম উৎপন্ন হয়।

১৪. بَابُ فِي الْخُلُقَانِ وَفِي غَسْلِ الثُّوبِ

১৪. অনুচ্ছেদ : কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখা

৪.১৮. حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مِسْكِينٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا شَعْنًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ

فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ
وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ *

৪০১৮। নুফায়লী (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে এক ব্যক্তির মাথার চুল আলু খালু দেখ বলেন : এ ব্যক্তির কি চুল আঁচড়ানোর মত কিছু নেই? অপর এক ব্যক্তির পরিধানে ময়লা কাপড় দেখে বলেন : সে কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য পানি পায় না?

১৯. ৪. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَازَهَيْرٌ نَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ أَلَك مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ
قَالَ قَدْ أَتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا
فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ *

৪০১৯। নুফায়লী (র) - - - আবুল আহওয়্যাস (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদিন আমি নবী ﷺ-এর নিকট ময়লা কাপড় পরে গেলে, তিনি বলেন : তুমি কি মালদার নও? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কোন ধরনের মালের অধিকারী? জবাবে তিনি বলেন : মহান আল্লাহ আমাকে উট, বকরী, ঘোড়ার পাল গোলাম দান করেছেন। তিনি ﷺ বলেন : যখন আল্লাহ তোমাকে মালদার করেছেন, তখন তাঁর নিয়ামত ও কারামতের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশ পাওয়া উচিত!

১৫. بَابُ فِي الْمَصْبُوغِ بِالصُّفْرَةِ

১৫. অনুচ্ছেদ : হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত করা

২০. ৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ نَاعَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ
عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي بَنَ اسْلَمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبِغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِي
ثِيَابَهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَصْبِغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا
حَتَّى عِمَامَتِهِ *

৪০২০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমার (রা) হলুদ রং দিয়ে তাঁর দাড়ি রঞ্জিত করতেন, যার ফলে তাঁর কাপড়-চোপড় হলুদ বর্ণ ধারণ

করতো। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় : আপনি কেন এভাবে রঞ্জিত করেন ? তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে এ দিয়ে রঙীন করতে দেখেছি। আর এ রং তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রং দিয়ে নিজের সমস্ত কাপড়-চোপড়, এমনকি পাগড়ী ও রঞ্জিত করতেন।

১৬. بَابُ فِي الْخُضْرَةِ

১৬. অনুচ্ছেদ : সবুজ রং সম্পর্কে

৪.২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَيَادٍ نَا أَيَادُ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ *

৪০২১। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবুল রাম্ছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমি আমার পিতার সাথে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে দু'টি সবুজ রংয়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই।

১৭. بَابُ فِي الْحُمْرَةِ

১৭. অনুচ্ছেদ : লাল রং সম্পর্কে

৪.২২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا هِشَامُ بْنُ الْغَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَى رِبْطَةٍ مُضْرَجَةٍ بِالْعُصْفَرِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الرِّبْطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَاتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُدُونَ تَنُورًا لَّهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلْتَ الرِّبْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَفَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ *

৪০২২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে একটি টিলা থেকে অবতরণকালে, তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করেন। এসময় আমার গায়ে একটি কুসুম রংয়ের চাদর ছিল। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি এ কি ধরনের চাদর পরেছ ? আমি তাঁর কথার মধ্যে নারাজীর আভাস পাই। আমি সে সময় ঘরে ফিরি, যখন গৃহবাসীরা চুলা জ্বালিয়ে (রান্না-বান্না) করছিল ; তখন আমি সেটি আগুনে নিক্ষেপ করি। পরদিন আমি যখন তাঁর কাছে হাযির হই, তখন তিনি বলেন : হে আবদুল্লাহ! তুমি সে চাদরটি কি করেছ ? আমি তাঁকে এব্যাপারে খবর দিলে, তিনি বলেন : তুমি এটা তোমার

স্ত্রীকে কেন দিলেনা ? কেননা, এটি ব্যবহারে মহিলাদের কোন ক্ষতি নেই।

৪.২৩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ نَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ الْمُضَرِّجَةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُسْبَعَةٍ وَلَا بِمُورَدَةٍ *

৪০২৩। আমর ইব্ন উছমান (র) - - - হিশাম ইব্ন গায় (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ (রা) যে চাদর পরে ছিলেন, তা অধিক লাল বা সম্পূর্ণ গোলাপী রংয়ের ছিল না ; বরং তা ছিল এ দুয়ের মাঝামাঝি রংয়ের।

৪.২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شَفْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ أَرَاهُ عَلَى ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِعَصْفَرٍ مُورَدًا فَقَالَ مَا هَذَا فَاَنْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدٍ فَقَالَ مُورَدٌ وَطَاوُسٌ قَالَ مُعْصِفَرٌ *

৪০২৪। মুহাম্মদ ইব্ন উছমান দিমাশকী (র) - - - আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখেন। আবুল আলী (রা) বলেন : তাকে দেখেন এ অবস্থায় যে, তাঁর পরনে কুসুম রংয়ের একটি কাপড় ছিল। তখন তিনি ﷺ বলেন : এটা কি ? আমি ফিরে গিয়ে তা আগুনে ভস্মীভূত করে ফেলি। এরপর তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তোমার কাপড়টি কি করেছ ? আমি বলি : তা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি ﷺ বলেন : তুমি এটি তোমার কোন স্ত্রীকে কেন দিলে না ?

ইমাম আবু দাউদ (রা) বলেন : ছাওর (রা) খালিদ থেকে শব্দে 'মুওরদ' এবং তাউস (রা) 'মু' শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৪.২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَزَّابَةَ نَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ *

৪০২৫। মুহাম্মদ ইব্ন খাযাবা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার জনৈক ব্যক্তি দু'টি লাল রংয়ের কাপড় পরে নবী ﷺ -এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে সালাম করেন। কিন্তু নবী ﷺ তার সালামের জবাব দেননি।

৪.২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَارِثَةَ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ رَوَاحِلَنَا وَعَلَى ابِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خِيُوطٌ عِهْنٍ مَُّمَرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمُرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَّ بَعْضُ ابِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا *

৪০২৬। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে বের হই, এ সময় তিনি আমাদের উটের পালানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, যার উপর পশমের তৈরী লাল রংয়ের দাগ বিশিষ্ট জীনপোশ ছিল। তা দেখে তিনি বলেন : আমি কি তোমাদের উপর লাল রংয়ের প্রাধান্য দেখছি না? আমরা তাঁর ﷺ এ কথা শুনে এত দ্রুত দাঁড়িয়ে যাই যে, তাতে কোন কোন উট ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর আমরা জীন-পোশ পালান থেকে সরিয়ে ফেলি।

৪.২৭. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي صَمُضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأَبَجِ السُّلَيْمِيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَصْبِغُ ثِيَابًا لَّهَا بِمَغْرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلْتُ فَأَخَذْتُ فَغَسَلْتُ ثِيَابَهَا وَوَارِثُ كُلِّ حُمْرَةٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ فَاطَّلَعَ وَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ *

৪০২৭। ইবন আওফ তায়ী (র) - - - হুরায়ছ ইবন আবাজ সুলায়হী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসাদ গোত্রের জনৈকা মহিলা বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী যয়নব (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম, আর আমরা তাঁর কাপড় গেরুয়া রঙে রঙীন করে দিতাম। আমরা এ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তিনি ﷺ গেরুয়া রং দেখে ফিরে যান। যয়নব (রা) এ অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন যে, তিনি যা করেছেন, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাখোশ হয়েছেন। তখন তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে সে লাল রং ধুয়ে ফেলেন। পরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে যখন দেখেন যে, ঐ রংয়ের কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করেন।

১৮. بَابُ فِي الرُّخَصَةِ

১৮. অনুচ্ছেদ : লাল রং ব্যবহারে অনুমতি

৪.২৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ *

৪০২৮। হাফস ইবন উমার (র) - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চুল কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং আমি কাউকে তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর দেখিনি!

৪.২৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَنْى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلَى أَمَامِهِ يُعْبَرُ عَنْهُ *

৪০২৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - হিলাল ইবন আমির (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মিনাতে খচ্চরের পিঠ হতে খুতবা দেওয়ার সময়, তাঁর গায়ে একটি লাল রঙের চাদর দেখি। এ সময় আলী (রা) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তা লোকদের কাছে পৌছে দিচ্ছিলেন।

১৯. بَابُ فِي السَّوَادِ

১৯. অনুচ্ছেদ : কাল রং সম্পর্কে

৪.৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَبَغْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَدْزَ فَهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبُ *

৪০৩০। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য আমি একটি চাদর কাল রঙে রাঙিয়ে দেই, তিনি তা পরিধান করেন। পরে ঘামে ভিজ়ে তা থেকে পশমের গন্ধ বের হওয়ায়, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দেন।

রাবী বলেন : নবী ﷺ -এর নিকট খোশরু খুবই প্রিয় ছিল।

২০. بَابُ فِي الْهُدْبِ

২০. অনুচ্ছেদ : কাপড়ের পাশে ঝালর সম্পর্কে

৪.৩১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْجُهَيْمِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبِي بِشِمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ *

৪০৩১। উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি একটি চাদর জড়িয়ে আছেন এবং এর ঝালর তাঁর দু'পায়ের উপর পড়েছে।

২১. بَابُ فِي الْعَمَائِمِ

২১. অনুচ্ছেদ : পাগড়ী সম্পর্কে

৪.৩২. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطِّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ *

৪০৩২। আবু ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বিজয়ের বছর যখন মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কাল পাগড়ী ছিল।

৪.৩৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرَخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ *

৪০৩৩। হাসান ইবন আলী (র) - - - আমর ইবন হুরায়ছ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ -কে মিন্বরের উপর দেখি এ সময় তিনি কাল পাগড়ী পরিধান করেন; যার পার্শ্বদেশ তা দু'কাধের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

৪.৩৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ نَا أَبُو الْحَسَنِ

الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فَرَقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ *

৪০৩৪। কুতায়বা ইবন সাজিদ (র) - - - মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন রুকানা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রুকানা একদিন নবী ﷺ -এর সংগে কুস্তি লড়লে, তিনি ﷺ তাকে পরাস্ত করেন।

রাবী রুকানা (রা) আরো বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য এই যে, আমরা টুপির উপর পাগড়ী ব্যবহার করি এবং তারা তা করে না।

৪.৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ نَا عُثْمَانُ الْغَطْفَانِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْبُوذَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ عَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي *

৪০৩৫। মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় পাগড়ী বেধে দেন, যার প্রান্তভাগকে তিনি সামনের ও পেছনের দিকে ঝুলিয়ে দেন।

২২. بَابُ فِي لُبْسِ الصَّمَاءِ

২২. অনুচ্ছেদ : জড়িয়ে-পেঁচিয়ে কাপড় পরা

৪.৩৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاجِرِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبْسُتَيْنِ أَنْ يُحْتَبَى الرَّجُلُ مَفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَاحِدٌ جَانِبِيهِ خَارِجٌ وَيُلْقَى ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ *

৪০৩৬। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ভাবে কাপড় জড়িয়ে-পেঁচিয়ে পরতে নিষেধ করেছেন : (এক) এভাবে, যাতে তার লজ্জাস্থান আসমান পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে যায়, (দুই) যাতে তার শরীরের একাংশ খোলা থাকে এবং কাপড় তার কাঁধে জড়ানো থাকে।

৪.৩৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاحِمَاءُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّمَاءِ وَعَنِ الْأَحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ *

৪০৩৭। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} একই কাপড়ে 'সাম্মা' ও 'ইহতিবা'^১ থেকে নিষেধ করেছেন।

২৩. بَابُ فِي حَلِّ الْأَزْرَارِ

২৩. অনুচ্ছেদ : জামার বুকের অংশ খোলা রাখা

৪.৩৮. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ زُهَيْرٌ عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نَفِيلٍ ابْنُ قُشَيْرٍ أَبُو مَهْلٍ الْجُعْفِيُّ نَا مُعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةَ نَا أَبِي قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مَزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنْ قَمِيصَهُ لَمْ يُطْلَقِ الْأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ ادْخَلْتُ يَدِي فِي قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ قَطُّ إِلَّا مُطْلَقِي أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ وَلَا يُزَرَّرَانِ أَزْرَادُهُمَا أَبَدًا *

৪০৩৮। নুফায়লী (র) - - - মুআবিয়া ইবন কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুয়াযনা গোত্রের এক দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর নিকট আসি। এ সময় আমরা তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করি, আর এ সময় তাঁর জামার বুকের অংশ খোলা ছিল। রাবী বলেন : আমি তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের পর, তাঁর জামার বুকের দিকের খোলা অংশের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে “মোহরে-নবুওয়াত” স্পর্শ করি।

রাবী উরওয়া (রা) বলেন : আমি মুআবিয়া (রা) এবং তাঁর ছেলেকে শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ই তাদের জামার বুকের অংশ খুলে রাখতে দেখেছি এবং উভয়ই তাদের জামায় বোতাম ব্যবহার করতেন না।

২৪. بَابُ فِي التَّقَنُّعِ

২৪. অনুচ্ছেদ : কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা

৪.৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ بَيْنَنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِهَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكَرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا

১. 'সাম্মা' বলা হয়-এমনভাবে চাদর গায়ে জড়ানকে, যাতে হাত চাদরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এতে হঠাৎ কাপড় খুলে গিয়ে সতর অনাবৃত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

আর 'ইহতিবা' বলা হয়-একই কাপড়ে শরীর ঢেকে বসাকে। যাতে সতর উন্মুক্ত যাওয়ার আশংকা থাকে খুবই বেশী। তাই নবী (সা.) এ দু'ভাবে বসতে নিষেধ করেছেন- (অনুবাদক)।

فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَاذَانَ فَأَذِنَ لَهُ فَدْخَلَ *

৪০৩৯। মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমি দুপুরের দিকে (আমার পিতার ঘরে) বসে ছিলাম। এ সময় জনৈক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে বলেনঃ এই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর তিনি এ সময় তাঁর চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে আমার নিকট আসেন। সাধারণতঃ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আমাদের নিকট আসতেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে অনুমতি চাইলে আবু বকর (রা) তাঁকে অনুমতি দেন। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করেন।

২৫. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْأَزَارِ

২৫. অনুচ্ছেদ : লুংগী পাজামা ঝুলিয়ে পায়ে গিঁঠের নীচে পরা

৪.৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ أَبِي غِفَارٍ نَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ ظَرَفُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي جَرِيٍّ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَدِّرُ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرْفٌ فَدَعْوَتُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةً فَدَعْوَتُهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتُ بِأَرْضٍ قَفَرٍ أَوْ فُلَاةٍ فَضَلَّتْ رَأْسُكَ فَدَعْوَتُهُ أَدَا هَا عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ أَعْهَدُ إِلَيْكَ قَالَ لَا تَسْبُنْ أَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَّيْتُ بَعْدَهُ حُرًا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَالِى الْكَعْبَيْنِ وَأَيَّاكَ وَإِسْبَالِ الْأَزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ *

৪০৪০। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইব্ন সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি এমন এক লোককে দেখতে পাই, তিনি যা বলতেন লোকেরা কবুল করতো। আমি জিজ্ঞাসা করি : এ ব্যক্তি কে? তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন আমি তাঁকে দু'বার বলি : আলায়কাস সালাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : আলায়কাস সালাম' বলো না; কেননা মৃতদের এভাবে

সালাম করা হয়। তুমি বল : আস্-সালামু আলায়কা। আমি জিজ্ঞাসা করি : আপনি কি আল্লাহর রাসূল ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি বিপদের সময় তুমি দু'আ করলে তোমার বিপদ দূর করে দেন এবং তোমার উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হলে, তোমার দু'আর বরকতে তিনি খাদ্য-শস্য ও তৃণলতা পয়দা করেন। আর যখন তুমি এমন কোন স্থানে থাক, যার বিজন মরুভূমিতে তোমার উট হারিয়ে যায়, তখন তোমার দু'আর ফলে তিনি তা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন। রাবী বলেন, তখন আমি বলি : আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলেন : তুমি কখনো কাউকে গালি দেবে না।

রাবী জাবির (র) বলেন : এরপর থেকে আমি কোন দিন কোন স্বাধীন ব্যক্তি, গোলাম, উট এবং বকরীকে গালি দেইনি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : তুমি কখনো কোন উত্তম বস্তুকে অধম মনে করবে না, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় হাসিমুখে কথা বল, এটাও একটা ভাল কাজ। আর তুমি তোমার লুংগী ও পাজামাকে পায়ের গোছার উপর রাখবে, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে পায়ের গিঁট পর্যন্ত রাখবে। সাবধান, তুমি লুংগী বা পাজামাকে পায়ের গিঁটের নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করবে না। কেননা, এতে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায় এবং মহান আল্লাহ গর্বকারীকে পসন্দ করেন না। আর যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় এবং তোমার গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তুমি তার গোপন দোষ-ত্রুটি যা জান, তা প্রকাশ করবে না। কেননা, তার কৃতকর্মের ফল সে ভোগ করবে।

৪.৪১. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرِخِي إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَسْتُ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ *

৪০৪১। নুফায়লী (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের গর্ব-অহংকার প্রকাশের জন্য নিজের কাপড় (পায়ের গিঁটের নীচে) ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

তখন আবু বকর (রা) বলেন : আমার লুংগীর প্রান্তভাগ ঝুলে থাকে, আর এটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তাদের মাধ্যে নও, যারা গর্বভরে একপ করে থাকে।

৪.৪২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ

مُسْبِلُ إِزَارِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ *

৩০৪২। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি তার লুঙ্গী পায়ের গিঠের নীচে ঝুলিয়ে সালাত আদায় করাকালে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি যাও এবং উযু কর। সে ব্যক্তি উযু করে আসলে, তিনি আবার বলেন : যাও, উযু কর। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনার কী হয়েছে, আপনি তাকে উযু করতে বলছেন ; আর সে উযু করার পর আপনি নীরব থাকছেন ? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ ব্যক্তি লুঙ্গী ঝুলিয়ে সালাত আদায় করে, অথচ যে এভাবে সালাত আদায় করে, আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না।

৪.৪৩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ الْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ أَوِ الْفَاجِرِ *

৪০৪৩। হাফস ইবন আমর (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, আর না তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভূদ শাস্তি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : এরা কারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যারা বরবাদী ও ধ্বংসের শিকার হবে ? তিনি বলেন : যারা গর্বভরে কাপড় পায়ের গিঠের নীচে ঝুলিয়ে পরে, উপকার করে খোঁটা দেয় এবং যে সব ব্যবসায়ী মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে।

৪.৪৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَالْأَوَّلُ أَمْ قَالَ الْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ *

৪০৪৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই বলেছেন। তবে প্রথমে বর্ণিত হাদীছটি অধিক সম্পূর্ণ। তিনি বলেন : ‘মান্নান’ হলো সে, যে কাউকে কিছু দেয়ার পর খোঁটা দেয়।

৪.৪৫. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو

هشامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ نَضْرٍ التُّغْلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مُّتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلَوةٌ فَإِذَا أَفْرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلُهُ قَالَ فَمَرَّبْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْرَأَيْتُنَا حِينَ التَّقِينَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ فَقَالَ خُذُوا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرُ فَقَالَ مَا أَرَى بِذَلِكَ بَاسًا فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا بَاسَ أَنْ يُوجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ فَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُ نَعَمْ فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى أَنَّى لَا قَوْلٌ لِّيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَمَرَّبْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهُمَا ثُمَّ مَرَّبْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ نَتَفَعُّنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ الرَّجُلُ خَرِيمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْ لَا طَوْلُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ أَزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خَرِيمًا فَجَعَلَ فَآخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ أَزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَّبْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ حَتَّى تَكُونُوا كَالشَّامَةِ فِي النَّاسِ *

৪০৪৫। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - কায়স ইব্ন নাসর তাগলিবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, যিনি আবু দারদা (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেন : দামিশ শহরে ইব্ন হান্জালিয়া (রা) নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একজন সাহাবী বাস করতেন। তিনি একাকী থাকতে পসন্দ করতেন এবং লোকদের সাথে মেলামেশা করতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় সালাতে রত থাকতেন এবং অবশিষ্ট সময় তাসবীহ ও তাকবীর পাঠে রত থাকতেন, এরপর নিজের ঘরে ফিরে যেতেন। রাবী বলেন : একদা তিনি ঘরে ফেরার সময় আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমরা আবু দারদা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আবু দারদা (রা) তাঁকে বলেন : আপনি আমাদের এমন কিছু বলুন, যা আমাদের উপকারে আসে এবং আপনার কোন ক্ষতি না হয়।

তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের জন্য একদল সৈন্য পাঠান। তারা ফিরে আসে এবং তাদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে বসতেন, সেখানে গিয়ে বসে পড়ে এবং তার পাশের লোককে সম্বোধন করে বলে : যদি তোমরা আমাদের দেখতে, যখন আমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত ছিলাম। তখন আমাদের অমুক ব্যক্তি বল্লম উচিয়ে বলেছিল : আমার এ আঘাত গ্রহণ কর এবং আমি গিফার গোত্রের লোক। তুমি তার এ কথাকে কিরূপ মনে কর ? তখন সে ব্যক্তি বলে : আমার বিবেচনায় তার ছওয়ার বিনষ্ট হয়েছে। তার এ কথা শুনে অপর এক ব্যক্তি বলে : আমার মতে এরূপ বলাতে কোন ক্ষতি হয়নি। তারা ঝগড়া শুরু করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে বলেন : সুব্হানাল্লাহ ! এতে ক্ষতির কি আছে, যদি যে ছওয়ার পায় এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে ?

রাবী বলেন : তখন আমি দেখতে পাই যে, আবু দারদা (রা) তা শুনে খুব বেশী হয়েছেন। তিনি তাঁর মাথা উঁচু করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি কি ইহা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন : হ্যাঁ। রাবী বলেন : এরপর আবু দারদা (রা) বারবার প্রশ্ন করতে করতে সে ব্যক্তির এত নিকটবর্তী হল যে, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তাঁর কাঁধের উপর চেপে বসবেন।

(রাবী বিশর বলেন :) আরেক দিন সে ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে গমনকালে আবু দারদা (রা) তাঁকে বলেন : এমন কিছু বলেন, যাতে আমাদের উপকার হয় এবং আপনার কোন ক্ষতি না হয়। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন : ঘোড়ার জন্য যে ব্যক্তি খরচ করে, তার তুলনা এরূপ, যে মুক্ত হস্তে দান করে এবং তা থেকে বিরত হয় না।

এরপর সে ব্যক্তি পুনরায় একদিন আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু দারদা (রা) তাঁকে বলেন : আমাদের কিছু উপকারী কথা বলুন : যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন : খুরায়ম আস্দী কি উত্তম ব্যক্তি ! তবে যদি তার চুল লম্বা না হতো এবং লুংগী ঝুলিয়ে না পরতো! এ খবর খুরায়ম (রা)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এক খানি ছুরি নিয়ে তার চুল কেটে ছোট করেন এবং নিজের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছা পর্যন্ত উঠান।

পরে আরো একদিন সে ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে গমনকালে আবু দারদা (রা) তাঁকে বলেন : আপনি আমাদের এমন কিছু শোনান, যাতে আমাদের উপকার হয় এবং আপনার কোন ক্ষতি না হয়। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : এখন তোমরা তোমাদের ভাইদের

সাথে মিলিত হতে চলেছ, কাজেই তোমরা তোমাদের যানবাহনকে ঠিক কর এবং তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার কর, যাতে তারা সহজে তোমাদের চিনতে পারে। জেনে রাখ ! মহান আল্লাহ্ বেহুদা কথোপকথনকারী এবং ময়লা-অপরিষ্কার থাকা ব্যক্তিকে ভালবাসেন না। যাতে তোমরা লোকদের মাঝে অপয়া হও। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু নুআয়ম (র) হিশাম (রা) থেকে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এমনকি তোমরা লোকদের মাঝে অপয়া হও।

২৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبَرِ

২৬. অনুচ্ছেদ : গর্ব ও অহংকার সম্পর্কে

৪.৬৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ ح وَنَا هَنَادُ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ مُوسَى عَنْ سَلْمَانَ الْأَعْرِي وَقَالَ هَنَادُ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَادُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِذَا رِئِي فَمَنْ نَارَ عَنِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ *

৪০৪৬। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - হান্নাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, “অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুংগী স্বরূপ। তাই, যে ব্যক্তি এ দু’টি জিনিসে আমার শরীক হতে চায়, আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করবো।”

৪.৬৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْقَسَمَلِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ *

৪০৪৭। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষার-দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে। আর সে ব্যক্তি দোজখে যাবে না, যার অন্তরে সরিষার-দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে।

৪.৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَأَعْطَيْتُ مِنْهُ مَا تَرَاهُ حَتَّى مَا أُحِبُّ

أَنْ يُفَوِّقَنِي أَحَدٌ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِي وَإِمَّا قَالَ بِشِيعِ نَعْلِي أَفَمِنْ الْكِبَرِ ذَلِكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقُّ وَغَمَطَ النَّاسُ *

৪০৪৮। মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈক সুশ্রী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাযির হয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি সৌন্দর্যকে পসন্দ করি এবং আমাকে তা দেওয়া হয়েছে, যেমন আপনি দেখছেন। আমি পসন্দ করি যে, সৌন্দর্যে কেউ যেন আমার জুতার ফিতার সমতুল্যও না হতে পারে। এরূপ বলা কি অহংকার ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : না। বরং অহংকার হলো-সত্যকে মিথ্যা করা এবং লোকদের হেয় প্রতিপন্ন করা।

২৭. بَابُ فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْأَزَارِ

২৭. অনুচ্ছেদ : পাজামার সীমা সম্পর্কে

৪.৪৭. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْأَزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْزُهُ الْمُسْلِمُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا كَانَ اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ مِنَ النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ *

৪০৪৯। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আবদুর রহমান (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে পাজামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : আপনি একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট প্রশ্ন করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন মুসলমানের পাজামা পায়ের গোছার অর্ধেক হয়ে থাকে, তবে তা পায়ের গিরা পর্যন্ত হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই এবং গুনাহ নেই। অবশ্য এর নীচ পর্যন্ত হলে সে দোজখে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে নিজের পাজামা ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

৪.৫. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا الْجُعْفَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَسْبَالُ فِي الْأَزَارِ وَالْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ وَمَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪০৫০। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেনঃ পাজামা, জামা ও পাগড়ীর মধ্যে ‘ইস্বাল’ বা মাত্রাধিক্যতা আছে। কাজেই, যে ব্যক্তি এসব ব্যবহারের সময় সীমালংঘন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না।

৪.৫১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا بَنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سُمَيْةٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ *

৪০৫১। হান্নাদ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু পাজামা সম্পর্কে বলেছেন, তা জামার ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

৪.৫২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لَمْ تَأْتِرْ هَذِهِ الْأَزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْتِرُهَا *

৪০৫২। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে এমনভাবে লুংগী পরতে দেখেন, যাতে তার সামনের অংশ পায়ের পাতার উপর গিয়ে পড়ে এবং পেছনের দিক উপরে উঠে যায়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : আপনি এভাবে কেন লুংগী পরেন ? তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে লুংগী পরতে দেখেছি।

২৮. بَابُ فِي لِبَاسِ النِّسَاءِ

২৮. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে

৪.৫৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَاسٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ *

৪০৫৩। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পুরুষদের অনুসরণকারী মহিলাদের এবং মহিলাদের অনুকরণকারী পুরুষদের উপর লা'নত করেছেন।

৪.৫৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ *

৪০৫৪। যুহায়র ইবন হার্ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের পোশাক পরিধানকারিণী স্ত্রীলোকদের উপর লানত করেছেন।

৪.৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُؤَيْنَ وَبَعْضُهُ قَرَأَتْ عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النُّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ *

৪০৫৫। মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি আইশা (রা)-কে (পুরুষের জুতা পরিধানকারিণী এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলাদের উপর লানত করেছেন।

২৯. بَابُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

২৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী-“মহিলাদের চাদর ব্যবহার সম্পর্কে”

৪.৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدُنَ إِلَى حَجُورٍ أَوْ حَجُورٍ شَكَّ أَبُو كَامِلٍ فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُنَّ خُمُرًا *

৪০৫৬। আবু কামিল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আনসার মহিলাদের প্রশংসা করে বলেন : যখন সূরা নূরে পর্দার আয়াত নাযিল হয়, তখন তারা তাদের তহবন্দ বা পর্দার কাপড় ছিঁড়ে চাদর তৈরী করেন।

৪.৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَانَّ عَلَى رُؤُسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ *

৪০৫৭। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন এ আয়াত নাযিল হয়- “মহিলারা যেন তাদের দেহকে চাদর দিয়ে আবৃত করে,” তখন আনসার মহিলারা কালো কাপড়ে শরীর আবৃত করে এমনভাবে বের হত যে, মনে হত যেন তাদের মাথার উপর কাক বসে আছে।

৩০. بَابُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"

৩০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী- “মহিলাদের ওড়না ব্যবহার সম্পর্কে”

৪.৫৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوا أَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ أَكْثَفَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ مُرُوطِهِنَّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهَا *

৪০৫৮। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ প্রথম দিকে হিজরতকারিণী মহিলাদের উপর রহম করুন। কেননা, আল্লাহ যখন এ আয়াত নাযিল করেন : (অর্থ) “আর তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ ওড়না দিয়ে আবৃত করে।” তখন তারা তাদের পর্দার কাপড় ছিঁড়ে ওড়না তৈরী করে নেয়।

৩১. بَابُ فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا

৩১. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা জাইয

৪.৫৯. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ فَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ لَهَا أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ *

৪০৫৯। ইয়াকুব ইব্ন কাআব (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাতলা কাপড় পরে হাযির হলে, তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন : হে আসমা ! যখন মেয়েরা সাবালিকা হয়, তখন তাদের

এমন পাতলা কাপড় পরা উচিত নয়, যাতে তাদের শরীর দেখা যায়। তবে তিনি ইশারা করে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কজা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ মুরসাল। কেননা, রাবী খালিদ ইব্ন দুরায়ক (র) আইশা (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

৩২. بَابُ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ

৩২. অনুচ্ছেদ : গোলামের জন্য মনিব-স্বীর খোলা মস্তক দেখা

৬.৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَيزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمَ *

৪০৬০। কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট শিংগা লাগাবার জন্য অনুমতি চান। তখন তিনি আবু তায়বা (রা)-কে শিংগা লাগাবার জন্য নির্দেশ দেন।

রাবী বলেন : আমার ধারণা আবু তায়বা (রা) উম্মু সালামা (রা)-এর দুধ ভাই ছিলেন, অথবা তিনি তখন নাবালক ছিলেন। (যে জন্য তার নিকট পর্দার প্রয়োজন ছিল না।

৬.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا أَبُو جَمِيعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بَعْبُدِ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلَقَّى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ *

৪০৬১। মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ একটি গোলাম নিয়ে, যাকে তিনি ফাতিমা (রা)-কে দান করেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হন। এ সময় ফাতিমা (রা)-এর পরিধানে এমন কাপড় ছিল, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা অনাবৃত হয়ে যায় এবং পা ঢাকলে মাথা অনাবৃত হয়ে যায়। নবী ﷺ তাঁর এ অবস্থা দেখে বলেন : এতে তোমার দোষের কিছু নেই; কেননা, তোমার সামনে তোমার পিতা এবং তোমার গোলাম আছে।

৩৩. بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ

৩৩. অনুচ্ছেদ : নপুংসক ব্যক্তিদের সম্পর্কে

৬২.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعْدُونَهُ مِنْ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً وَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلْتُ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَذْبَرَتْ أَذْبَرْتُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكَ هَذَا فَحَجَبُوهُ *

৪০৬২। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর বিবিগণের নিকট একজন নপুংসক ব্যক্তি যাতায়াত করতো এবং তাঁরা তাকে "غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَةِ" অর্থাৎ "পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ" বলে ধারণা করতেন। একদিন নবী ﷺ যখন আমাদের নিকট আসেন, তখন সে হিজড়া তাঁর কোন বিবির নিকট বসে অন্য এক মহিলার প্রশংসা করে বলছিল : যখন সে সামনের দিকে আসে, তখন তার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়। আর যখন সে পেছনের দিকে যায়, তখন তার পেটের দু'দিকে আটটি ভাঁজ দেখা যায়। তখন নবী ﷺ বলেন : এ ব্যক্তি ও মহিলাদের সম্পর্কে জ্ঞাত। কাজেই, আর যেন সে তোমাদের কাছে না আসে। এরপর থেকে নবী ﷺ -এর বিবিগণ তার থেকে পর্দা করতেন।

৬৩.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ *

৪০৬৩। মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র) - - - আইশা (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আইশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, নবী ﷺ তাকে "বায়দা" নামক প্রান্তরে পাঠিয়ে দেন। প্রতি শুক্রবারে খাদ্যের সন্ধানে সে শহরে আসতো।

৬৪.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ إِذَا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعَ *

৪০৬৪। মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - আওয়াঈ (রা) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : (যখন সে হিজড়াকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়), তখন বলা হয় : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সে তো না খেয়ে মারা যাবে। তখন তিনি তাকে সপ্তাহে দু'দিন শহরে আসার অনুমতি দেন, যাতে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে ফিরে যেতে পারে।

৩৪. بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

৩৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী- “বলুন, মু'মিন স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি সংযত রাখতে”

৪.৬৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْآيَةَ فَنُسِخَ وَأَسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا الْآيَةَ *

৪০৬৫। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (অর্থ) “আপনি মু'মিন নারীদের বলুন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে” এ আয়াতের হুকুম পরবর্তী আয়াত : (অর্থ) “বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না” দ্বারা বাতিল হয়ে যাওয়ায় এসব মহিলারা বাদ পড়েন, যাদের বিবাহের যোগ্যতা নেই।

৪.৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نُبَهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِ *

৪০৬৬। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি এবং মায়মূনা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) আসেন। আর এটি ছিল পর্দার আয়াত নাযিলের পর। তখন তিনি বলেন : তোমরা দু'জন এর থেকে পর্দা কর। তখন আমরা বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো

আমাদের দেখতে পায়না, চিনতেও পারে না। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমরাও কি অন্ধ, তোমরা দু'জন কি তাকে দেখছো না ?

৬৭. ৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَيْمُونِ نَا الْوَلِيدُ نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَوْجٌ أَحَدَكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا *

৪০৬৭। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - আমর ইব্ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার গোলামের বিয়ে দাসীর সাথে দেবে, তখন ঐ দাসীর সতরের দিকে তাকাবে না।

৬৮. ৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَوْجٌ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ وَأَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَ إِلَى مَا دُونِ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ صَوَابُهُ سَوَّادُ بْنُ دَاوُدَ وَهُمْ فِيهِ وَكِيعٌ *

৪০৬৮। যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) - - - আমর ইব্ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার দাসীর বিয়ে কোন গোলামের সাথে বা অন্য কোন কর্মচারীর সাথে দেবে, তখন তার জন্য ঐ দাসীর নাভীর নীচ থেকে হাঁটুর উপরের অংশ দেখা বৈধ নয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : সঠিক নাম হলো সাওয়াদ ইব্ন দাউদ। ওকী' এ ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হয়েছে।

৩৫. بَابُ كَيْفِ الْإِخْتِمَارِ

৩৫. অনুচ্ছেদ : ওড়না কিরূপে বাঁধবে ?

৬৯. ৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيْتَنِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَيْتَنِي لَا لَيْتَنِي يَقُولُ لَا تَعْتَمُ مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تَكَرِّرُهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ *

৪০৬৯। যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী

তার নিকট এমন সময় আসেন, যখন তার মাথায় দো-পাট্টা (ওড়না) বাঁধা ছিল। তিনি বলেন : একবার পেঁচানোই যথেষ্ট, দু'বারের প্রয়োজন নেই।

৩৬. بَابُ فِي لُبْسِ الْقُبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

৩৬. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের পাতলা কাপড় পরা

৪.৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَمْدَانِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ سِ حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ دِحْيَتِ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبَاطِيٍّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قِبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس *

৪০৭০। আহমদ ইবন আমর (র) - - - দেহিয়া ইবন খালীফা কালবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট (মিসর থেকে) কিছু পাতলা কাপড় আসলে, তিনি তা থেকে আমাকে একটি কাপড় দেন এবং বলেন : তুমি একে দু' টুকরা কর। এক টুকরা দিয়ে জামা বানাও এবং অন্য টুকরাটি তোমার স্ত্রীকে দিয়ে দাও, যা দিয়ে সে ওড়না বানাবে।

(রাবী বলেন :) দেহিয়া (রা) যখন পশ্চাদগমন করে, তখন তিনি বলেন : তোমার স্ত্রীকে এর নীচে অন্য কাপড় লাগিয়ে নিতে বলবে, যাতে তার শরীর দেখা না যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইয়াহইয়া ইবন আইউব (র) বলেন : আব্বাস ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আব্বাস।

৩৭. بَابُ فِي الذَّيْلِ

৩৭. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের পাজামা লম্বা করা

৪.৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرَأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِي شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ *

৪০৭১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্. ﷺ -এর নিকট পাজামা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! মহিলারা পাজামা কতটুকু লম্বা করবে ? তিনি বলেন : তারা পায়ের গোছা থেকে এক বিঘত লম্বা করবে, তখন উম্মু সালামা (রা) বলেন : এতে তো মহিলাদের সতর খোলা থাকবে। তিনি ﷺ বলেন : তবে এক হাত লম্বা করবে, এর অধিক নয়।

৪.৭২. حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ إِسْحَقَ وَيُؤَبُّ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ *

৪০৭২। ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইব্ন ইসহাক এবং আইউব ইব্ন মুসা (রা) নাফি' (র) থেকে, তিনি সুফিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪.৭৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ الْعَمَى عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذَرُهُنَّ ذِرَاعًا *

৪০৭৩। মুসাদ্দাদ (র) - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্. ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পাজামাকে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা (গোছা থেকে) করার অনুমতি দেন। এরপর তিনি এর উপর আরো এক বিঘত বাড়াবার অনুমতি দেন, যখন তাঁরা বৃদ্ধির অনুমতি চায়। নবী ﷺ -এর বিবিগণ তাঁদের কাপড় আমাদের কাছে পাঠাতেন, আমরা হাত দিয়ে তা মেপে দিতাম।

২৮. بَابُ فِي أَهْبِ الْمَيْتَةِ

৩৮. অনুচ্ছেদ : মৃত জানোয়ারের কাঁচা চামড়া সম্পর্কে

৪.৭৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَدَّدٌ وَوَهْبٌ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أَهْدَى لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَلَا دَبَغْتُمْ أَهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهُ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا *

৪০৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের জনৈক আযাদকৃত দাসীর জন্য একটি বকরী হাদিয়া স্বরূপ আসে, কিন্তু সেটি মারা যায়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন : তুমি এর চামড়াকে দাবাগত (পাকা) করে তোমার প্রয়োজনে কেন ব্যবহার করছো না ? তারা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এটা তো মৃত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এর গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে (এর চামড়া নয়)।

৪.৭৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ قَالَ فَقَالَ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ *

৪০৭৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - যুহরী (র) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সনদের উল্লেখ করেছেন, তাতে মায়মূনার নাম উল্লেখ নেই। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি এর চামড়াকে তোমার প্রয়োজনে কেন ব্যবহার করছো না ? এরপর তিনি ঐ হাদীছের উল্লেখ করেন, যেখানে দাবাদাতের কথা উল্লেখ নেই।

৪.৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَوْزَاعِيُّ وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الدِّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدِّبَاغَ *

৪০৭৬। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - মুআম্মার (র) বলেন : যুহরী (র) চামড়ার দাবাগত করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তা দিয়ে সব ধরনের প্রয়োজন মিটানো যায়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আওয়াঈ, ইউনুস ও আকীল (র) যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে দাবাগতের কথা উল্লেখ করেন নি। পক্ষান্তরে যুবায়েদী, সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয এবং হাফস ইব্ন ওয়ালীদ দাবাগতের কথা বলেছেন।

৪.৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْأَهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ *

৪০৭৭। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, যখন চামড়া দাবাগত করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।

৪.৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ *

৪০৭৮। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - নবী ﷺ-এর স্ত্রী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগতের পর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

৪.৭৯. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قَرِيبَةٌ مُحَلَّقَةٌ فَسَالَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دَبَاغُهَا طَهُورُهَا *

৪০৭৯। হাফস ইবন উমার (র) - - - সালামা ইবন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ঘরে আসেন, যেখানে একটি (পানি ভর্তি) মশক ঝুলান ছিল। তিনি পানি চাইলে, লোকেরা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এতো মৃত জন্তুর চামড়া। তিনি বলেন : দাবাগতের ফলে এটি পবিত্র হয়ে গেছে।

৪.৮০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنَمٌ بِأَحَدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتَ جُلُودَهَا فَاثْتَفَعْتَ بِهَا فَقَالَتْ أَوْ بَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِحَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلُ الْحِمَارِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ *

৪০৮০। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আলীয়া বিন্ত সুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উহুদ পাহাড়ের উপর আমার একটি বকরীর পাল ছিল, তারা মড়কে মারা যাচ্ছিল। তখন আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করি। তখন মায়মূনা (রা) আমাকে বলেন : যদি তুমি এদের চামড়া খুলে নিতে, তবে উপকৃত হতে। আমি জিজ্ঞাসা করি : মৃত জন্তুর চামড়া দিয়ে উপকার নেওয়া কি উচিত? তিনি বলেন : হ্যাঁ। একদা

কুরায়শদের কিছু লোক একটি মৃত বকরীকে গাধার মত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা যদি এর চামড়া খুলে নিতে, তবে ভাল হতো। তারা বলেন : এটি তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পানি এবং কারায (সলম পতা) দিয়ে চামড়া পরিষ্কার করলে তা পাক হয়ে যায়।

৩৯. بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَتَنَفَّعُ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ

৩৯. অনুচ্ছেদ : মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়া কাজে ব্যবহার না করা

৪.৮১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ *

৪০৮১। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জুহায়না নামক স্থানে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশ পাঠ করে শোনান হয়: আর এ সময় আমি যুবক ছিলাম। তাতে লেখা ছিল : তোমরা মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়া এবং এর পাছাকে কাজে ব্যবহার করবে না,- (দাবাগত করা ব্যতীত)।

৪.৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَأَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عُكَيْمٍ رَجُلٍ مِّنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَتَنَفَّعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنَا وَقَرِيبَةً *

৪০৮২। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র) - - - হাকাম ইব্ন উয়ায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার তিনি কিছু লোকের সাথে আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়মের নিকট যান, যিনি জুহায়না গোত্রের লোক ছিলেন।

রাবী হাকাম (র) বলেন : সব লোক ভেতরে প্রবেশ করলে আমি দরজার উপর বসে পড়ি।

তারা আমার কাছে এসে বলে, আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়ম (রা) তাদের বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তার ইনতিকালের আগে জুহায়না গোত্রের নিকট এ মর্মে একটি নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন মৃত জন্তুর চামড়া এবং তার পাছা কোন কাজে ব্যবহার না করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : নযর ইব্ন শুমায়ল (র) বলেছেন যে, চামড়া যতক্ষণ দাবাগত না করা হয়, তাকে 'ইহাব' বলা হয়। দাবাগতের পর তাকে 'ইহাব' বলা হয় না, বরং তাকে 'শান্' ও 'কিব্বা' বলা হয়।

৪. . بَابُ فِي جُلُودِ النَّمُورِ

৪০. অনুচ্ছেদ : চিতা বাঘের চামড়া সম্পর্কে

৪.৮২. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا الْيَمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتُّهُمْ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪০৮৩। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রেশমের তৈরী জিন ও চিতা-বাঘের চামড়ার তৈরী জিনের উপর আরোহণ করবে না।

রাবী বলেন : মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছ বর্ণনায় আদৌ দোষী ছিলেন না।

৪.৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ *

৪০৮৪। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ফেরেশতারা ঐ সব লোকের কাছে যায় না, যাদের কাছে চিতা-বাঘের চামড়া থাকে। (কেননা, এর ব্যবহারে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায়)।

৪.৮৫. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمَصِيُّ نَا بَقِيَّةٌ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَقَدْ أَلْمَقْدَامُ بْنُ الْمَعْدِيكَرَبِ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِي أَسَدٍ مِّنْ أَهْلِ قَنِسَرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمَقْدَامِ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوْفِيَ فَدَجَّعَ الْمَقْدَامُ فَقَالَ لَهُ فَلَنْ أَتُودَّهَا مُصِيبَةً فَقَالَ وَلَمْ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَرِهِ وَقَالَ هَذَا

مِنْنِي وَحُسَيْنٌ مِّنْ عَلِيٍّ فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةً أَطْفَأَهَا اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ
 أَمَّا أَنَا فَلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغِيْظَكَ وَأَسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ
 أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي وَإِن أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي قَالَ أَفَعَلُ قَالَ فَأَنْشِدُكَ بِاللَّهِ
 هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشِدُكَ
 بِاللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشِدُكَ
 بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ
 عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ
 مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْكَ يَا مِقْدَامُ قَالَ خَالِدٌ فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا
 لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبِيهِ وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمَتْنِ فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ
 قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِّمَّا أَخَذَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَمَّا
 الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْأَمْسَاكِ لَشَيْئِهِ *

৪০৮৫। আমর ইবন উছমান (র) - - - খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা মিকদাম ইবন সা'দী কারাব (রা), আমর ইবন আসওয়াদ ও কিন্সিরীন বংশোদ্ভূত আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একত্রে মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা)-এর নিকট যান। তখন মুআবিয়া (রা) মিকদাম (রা)-কে বলেন : তুমি কি জান, হাসান ইবন আলী (রা) ইনতিকাল করেছেন? তখন মিকদাম (রা) “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন” পড়েন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে : আপনি কি এটা মসীবত মনে করেন? তিনি বলেন : আমি কেন একে মসীবত মনে করবো না? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (হাসান) কোলে নিয়ে বলতেন : হাসান আমার এবং হুসায়ন আলীর।

তখন আসাদ গোত্রের লোকটি বলে : তিনি তো এক টুকরা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ ছিলেন, যাকে আল্লাহ নিবিয়ে দিয়েছেন।

এরপর মিকদাম (রা) বলেন : আজ আমি আপনাকে নারায় ও অসন্তুষ্ট না করে ছাড়বো না। পরে তিনি বলেন, হে মুআবিয়া! যদি আমি সত্য বলি, তবে আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন। তখন মুআবিয়া (রা) বলেন : আমি এরূপই করবো।

মিকদাম (রা) বলেন : আমি আপনাকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সোনার জিনিস ব্যবহারে নিষেধ করতে শুনেছেন? তিনি বলেন : হ্যাঁ। এরপর তিনি বলেন : আমি আপনাকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী-বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তারপর

তিনি বলেন : আমি আপনাকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন ?
তিনি বলেন : হ্যাঁ।

তখন মিকদাম (রা) বলেন : হে মুআবিয়া ! আল্লাহর শপথ ! এ সবই তো আমি আপনার ঘরে দেখতে পাচ্ছি ! মুআবিয়া (রা) বলেন : আমি জানি, আমি তোমার হাত থেকে রেহাই পাব না।

রাবী খালিদ (র) বলেন : এরপর মুআবিয়া (রা) মিকদাম (রা)-কে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ প্রদানের নির্দেশ দেন, যা তাঁর অন্য সংগীদ্বয়ের জন্য দেননি এবং তাঁর পুত্রের জন্যও দুইশত দীনার প্রদান করেন। তখন মিকদাম (রা) তাঁর সাথীদের মাঝে সব সম্পদ বণ্টন করে দেন এবং আসাদ গোত্রের লোকটি কাউকে কিছু দেয়নি। এ খবর মুআবিয়া (রা) -এর কাছে পৌছলে, তিনি বলেন : মিকদাম (রা), সে তো তার সম্পদকে উত্তমরূপে আগলে রাখে।

৪.৮৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَاهُمُ
الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ *

৪০৮৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু মালীহ ইবন উসামা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,
বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৪১. بَابُ فِي الْأَنْتِعَالِ

৪১. অনুচ্ছেদ : জুতা পরিধান সম্পর্কে

৪.৮৭. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ
كَانَ لَهَا قِبَالَانِ *

৪০৮৭। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ
-এর জুতায় দু'টি ফিতা লাগানো ছিল।

৪.৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ
نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا *

৪০৮৮। মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান না করে।

৪.৮৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ لِيَنْتَعِلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا *

৪০৮৯। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেই যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা না করে। হয়তো দু'টি জুতাই পরবে, নয়তো দু'টিই খুলে রাখবে।

৪.৯০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطِّيَالِسِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ *

৪০৯০। আবু ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো জুতার ফিতা যখন ছিঁড়ে যাবে, তখন সে যেন একটি জুতা পরে চলাফেরা না করে, যতক্ষণ না সে অন্যটি ঠিক করে নেয়। আর তোমাদের কেউ যেন একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে এবং বাম হাতে না খায়।

৪.৯১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي نَهَيْكٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بِجَنْبِهِ *

৪০৯১। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুন্নত হলো-যখন কেউ কোথাও বসবে, তখন সে তার জুতা খুলে পাশে রাখবে।

৪.৯২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوْلَهَا تَنْعَلُ وَأُخْرَاهُمَا تُنْزَعُ *

৪০৯২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে, তখন সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে। আর যখন কেউ জুতা খুলবে, তখন সে যেন বাম পা থেকে শুরু করে। তাহলে ডান পা পরার সময় আগে থাকবে এবং খোলার সময় শেষে থাকবে।

৪.৯৩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَاشِعَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ
 بَنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ
 التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ
 وَسِوَاكَهْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ
 يَذْكُرْ سِوَاكَهْ *

৪০৯৩। হাফস ইবন উমার (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধ্যমত তাঁর সব কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পসন্দ করতেন। যেমন-উষ্য করার সময়, চিরুনি করার সময় এবং জুতা পরার সময়ও। মুসলিম (র) বলেন : মিস্ওয়াব করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করতেন। তিনি “তাঁর সাধ্যমত” কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এটি মুআয (র) শূবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি সেখানে মিস্ওয়াব করার কথা উল্লেখ করেননি।

৪.৯৪. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِمِيَامِنِكُمْ *

৪০৯৪৪। নুফায়লী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কাপড় পরবে এবং উষ্য করবে, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।

৪২. بَابُ فِي الْفُرْشِ

৪২. অনুচ্ছেদ : বিছানা সম্পর্কে

৪.৯৫. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ نَابَنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِيٍّ عَنْ
 أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 الْفُرْشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ
 الشَّيْطَانُ *

৪০৯৫। ইয়াযীদ ইবন খালিদ (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানা প্রসঙ্গে বলেন : একটি বিছানা নিজের জন্য, অপরটি স্ত্রীর জন্য

এবং আরো একটি মেহমানের জন্য হওয়া দরকার। আর চতুর্থ বিছানাটি শয়তানের জন্য; (কাজেই এর প্রয়োজন নেই।

৪.৯৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ ح وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيضًا عَلَى يَسَارِهِ *

৪০৯৬। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পাই যে, তিনি একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ইবন জাররাহ (র) বলেন : তিনি ﷺ তাঁর বাম দিকে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইসহাক ইবন মানসুর (র) ইসরাঈল (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার বাম পাশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।

৪.৯৭. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْآدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهَ رُفْقَةٍ كَانُوا بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَؤُلَاءِ *

৪০৯৭। হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি তাঁর ইয়ামনের কয়েকজন সফর সংগীর বিছানা দেখেন যে, তা চামড়ার তৈরী। তখন তিনি বলেন : যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের ন্যায় সফর-সংগী দেখতে চায়, তারা যেন এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

৪.৯৮. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنْتَى لَنَا الْأَنْمَاطُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ *

৪০৯৮। ইবন সারহ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কি তোশক বানিয়েছ? আমি বলি : আমরা কিরূপে তোশক

বানাবো! (অর্থাৎ আমাদের তো সে সাধ্য নেই)। তখন তিনি সাহাবা ও
আনসারি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আতালিহ বলেন : অচিরেই তোমরা
তোশকের মালিক হয়ে যাবে।

৪০৯৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي
يَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ مِنْ أَدَمٍ حَشَوُ هَالِيفٌ *

৪০৯৯। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাহাবা ও
আনসারি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আতালিহ -এর বালিশ যা মাথায় দিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতে, তা দাবাগত করা চামড়ার
তৈরী ছিল এবং তাতে খেজুরের পাতা ভরা ছিল।

৪১০০. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ حَشَوُ هَالِيفٌ *

৪১০০। আবু তাওবা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাহাবা ও
আনসারি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আতালিহ -এর
বিছানা চামড়ার তৈরী ছিল। যাতে খেজুরের পাতা ভরা ছিল।

৪১০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَيْنَبِ
بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪১০১। মুসাদ্দাদ (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর বিছানা নবী
সাহাবা ও
আনসারি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আতালিহ -এর জায়-নামাষের সামনে ছিল।

৪২. بَابُ فِي اتِّخَاذِ السُّتُورِ

৪৩. অনুচ্ছেদ : রঙীন কারুকার্য খচিত পর্দা ব্যবহার সম্পর্কে

৪১০২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ نَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا
سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقُلْ مَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بِدَابِهَا فَجَاءَ عَلَى فِرَاشِهَا مُهْتَمَّةٌ
فَقَالَ مَا لَكَ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا أَنَا وَالْأُنْثَى

وَمَا أَنَا وَالرَّقْمُ فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ وَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ
قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا تَأْمُرْنِي بِهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فَلَانٍ *

৪১০২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর দরজায় একটি কারুকর্ম খচিত পর্দা ঝুলতে দেখেন, যে কারণে তিনি ভেতরে প্রবেশ না করে ফিরে আসেন। কদাচিৎ এরূপ হতো যে, নবী ﷺ ভেতরে প্রবেশের আগে ফাতিমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। এ সময় আলী (রা) ঘরে ফিরে ফাতিমা (রা)-কে চিন্তাযুক্ত দেখে জিজ্ঞাসা করেন : ব্যাপার কি, তোমার কী হয়েছে ? তিনি বলেন : আমার কাছে নবী ﷺ এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করেননি। তখন আলী (রা) তাঁর কাছে গিয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি ফাতিমার নিকট গিয়ে ঘরে প্রবেশ না করায় তিনি খুবই মর্মান্বিত হয়েছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক, কারুকর্মের সাথে আমার কী সম্পর্ক ? এরপর তিনি ফাতিমার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্তব্য শুনালে, তিনি বলেন : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে বলুন, তিনি এ ব্যাপারে আমাকে কি করতে বলেন। তখন নবী ﷺ বলেন : তাকে বল, সে যেন তা অমুক লোকের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

৪১.৩. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ نَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا
الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مُوشِيًا *

৪১০৩। ওয়াসেল ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - ইব্ন ফুযায়ল (র) তাঁর পিতা থেকে এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : ঐ চাদরটি কারুকর্ম খচিত ছিল।

৪৪. بَابُ فِي الصُّلَيْبِ فِي الثُّوبِ

৪৪. অনুচ্ছেদ : ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় সম্পর্কে

৪১.৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ يَا يَحْيَى نَا عِمْرَانُ بْنُ حَطَّانَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيْبٌ إِلَّا
قَضَبَهُ *

৪১০৪। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে এমন কোন বস্তু-যাতে ক্রুশ চিহ্ন বা অন্য কিছুর ছবি থাকতো, তা কেটে ফেলা বা ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্ত

ক্ষান্ত হতেন না।

৪৫. بَابُ فِي الصُّورِ

৪৫. অনুচ্ছেদ : ছবি সম্পর্কে

৪১.৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ *

৪১০৫। হাফস ইবন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যে ঘরে কোন ছবি, কুকুর ও অপবিত্র মানুষ থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

৪১.৬. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ نَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمَثَالٌ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَسْأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَانْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ سَأَحْدِثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحِيَّنُ قَفُولَهُ فَاخَذْتُ نَمَطًا كَانَ فَسْتَرْتُهُ عَلَى الْعَرْضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَغَزَكَ وَآكَرَمَكَ فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَاتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقْنَا أَنْ نَكْسُوا الْحِجَارَةَ وَاللَّبْنَ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وَسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيَفَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ *

৪১০৬। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - আবু তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি

নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেনা।

রাবী যায়দ ইব্ন খালিদ (র) সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (রা)-কে তার সংগে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য যেতে অনুরোধ করেন। রাবী বলেন : আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বলি : হে উম্মুল মু'মিনীন! আবু তাল্হা (রা) আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আপনি কি নবী ﷺ থেকে এ ধরনের কোন হাদীছ শুনেছেন? তিনি বলেন : না, তবে আমি তোমাদের কাছে আমার চোখে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করব, যা তিনি করেন।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধে গেলে, আমি তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় আমি একটি পর্দা নিয়ে দরজায় বুলিয়ে দেই। তিনি ফিরে আসলে, আমি তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আপনাকে সম্মানিত ও মহিমাবিত্ত করেছেন। তিনি ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে, আমার সালামের কোন জবাব দিলেন না এবং আমি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখতে পাই। এরপর তিনি ﷺ পর্দার কাছে গিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে এরূপ নির্দেশ দেননি যে, আমি তাঁর প্রদত্ত রিযিক থেকে ইট-পাথরকে কাপড় পরিধান করাই। আইশা (রা) বলেন : আমি সেটি দুই টুকরা করে, তার মধ্যে খেজুরের পাতা ভরে দু'টি বালিশ তৈরী করি; এতে তিনি ﷺ কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি।

৪১.৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ فذكر مثله قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهُ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقَالَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ *

৪১০৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - সাহল (রা) থেকে এ হাদীছ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। যাতে তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন।

রাবী আরো বলেন : সাঈদ ইব্ন ইয়াসার নাজ্জার গোত্রের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।

৪১.৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَا لَهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِي رَبِّيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ

يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ *
 ৪১০৮। কুতায়বা ইব্ন সাদ্দ (র) - - - আবু তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঘরে জীব-জন্তুর ছবি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ
 করে না।

রাবী বুসর (র) বলেন : যায়দ অসুস্থ হলে আমার তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর কাছে
 গিয়ে, তাঁর ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত পর্দা দেখতে পাই। তখন আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানীকে, যিনি
 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর বংশের লোক ছিলেন, বলি : যায়দ কি আমাদের প্রথমে
 ছবির সম্পর্কে খবর দেননি? তখন উবায়দুল্লাহ (র) বলেন : তোমরা কি তাঁর থেকে এ-ও শোননি,
 যখন তিনি বলেন যে, তবে পর্দার নিম্প্রাণ বৃক্ষের ছবিতে কোন দোষ নেই।

৪১.৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ
 قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهٍ عَنْ جَابِرٍ
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبِطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ
 الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيتْ كُلُّ
 صُورَةٍ فِيهَا *

৪১০৯। হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের
 দিন, যখন তিনি 'বাত্হা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে
 এমর্মে নির্দেশ দেন যে, তুমি কা'বা ঘরে যাও এবং সেখানে যত ছবি আছে, তা সব মুছে ফেল।
 আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে ততক্ষণ প্রবেশ করেননি, যতক্ষণ না সেখানকার সব ছবি নিশ্চিহ্ন করে
 ফেলা হয়।

৪১.১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 ابْنِ السَّبَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ
 النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يُلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ
 يُلْقِنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْؤُكْلَبٍ تَحْتَ بَسَاطٍ لَنَا فَأَمْرَبِهِ فَأَخْرَجَ ثُمَّ أَخَذَ
 بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّا لَأَنْدَخُلُ

بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَضْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لِيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَبِتَرْكِ كَلْبِ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ *

৪১১০। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেন : আজ রাতে জিবরাঈল (আ) আমার সংগে দেখা করেননি। এরপর তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুরের ছানা আছে। তখন তিনি ﷺ তাকে বের করে ফেলার নির্দেশ দেন এবং নিজের হাতে পানি নিয়ে সেখানে ছিটিয়ে দেন। এরপর জিবরাঈল (আ) তাঁর সংগে দেখা করে বলেন : আমি সে ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে কুকুর এবং ছবি থাকে। এরপর নবী ﷺ সকালে কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দেন। এমন কি তিনি ﷺ ছোট বাগানের সংরক্ষণকারী কুকুর ও হত্যার নির্দেশ দেন এবং বড় বাগানের কুকুরকে হত্যা করা হতে অব্যাহতি দেন।

٤١١١. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى نَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ لِي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاطِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاطِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمَرَّ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يَقْطَعُ قَصِيرٌ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمَرَّ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعُ فَلْيَجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ مَنبُودَتَيْنِ تُوْطَّانِ وَمَرَّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرِجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضْدٍ لَهُمْ فَأَمَرَبِهِ فَأَخْرَجَ *

৪১১১। আবু সালিহ মাহবুব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলেন, আমি গতরাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু ঘরের দরজায় ছবি, কারুকার্য খচিত রঙীন কাপড়ের পর্দা এবং কুকুরের কারণে আমি বাধাপ্রাপ্ত হই। অতএব, আপনি ঘরের মধ্যে যে ছবিগুলো আছে, তাদের মাথা কেটে ফেলতে বলুন, যাতে তা গাছের ন্যায় অবশিষ্ট থাকে। আর আপনি পর্দা ছিড়ে দু'টি বালিশ বানাতে বলুন, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন এবং ঘর থেকে কুকুর বের করার নির্দেশ দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেরূপ করেন। এ সময় হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর চৌকির নীচে যে কুকুর শুয়ে ছিল, নবী ﷺ -এর হুকুমে তা বের করা হয়।

كِتَابُ التَّرْجُلِ

অধ্যায় : চিরুনি করা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ التَّرَجُّلِ

অধ্যায় : চিরুনি করা

৪১১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَسَّانٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا *

৪১১২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দিন বাদ না দিয়ে প্রত্যহ চিরুনি করতে নিষেধ করেছেন।

৪১১৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ الثَّمَالِيُّ أَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ رَحَلَ إِلَى فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمِ اتَّكَ زَائِرًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ قَالَ مَا هُوَ قَالَ كَذًا وَكَذَا وَمَالِي أَرَاكَ شَعِيثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَرْفَاهِ قَالَ فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا *

৪১১৩। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী ফুযালা ইব্ন উবায়দ (রা)-এর নিকট যান। আর এ সময় তিনি

মিসরে ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বলেন : আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, বরং আমি এবং আপনি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীছ শুনেছিলাম, আমি মনে করি, আপনি তা আমার চাইতে অধিক স্মরণে রেখেছেন। তিনি বলেন : সেটি কোন হাদীছ ? তিনি বলেন : অমুক, অমুক হাদীছ।

এরপর ঐ সাহাবী ফুযালা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি তো এখানকার শাসনকর্তা, অথচ আমি আপনাকে আলু-থালু বেশে দেখছি কেন ? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক আরাম-আয়েশ করতে নিষেধ করেছেন।

এরপর ঐ সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করেন : আমি আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন ? তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে মাঝে খালি পায়ে থাকারও নির্দেশ দিতেন।

৪১১৪. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ يَعْنِي التَّقْلُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ *

৪১১৪। নুফায়লী (র) - - - আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কি শোন না! তোমরা কি শোন না! সরলভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করাই ঈমানের চিহ্ন। সরলভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করাই ঈমানের দলীল।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইনি হলেন আবু উমামা ইবন ছা'লাবা আনসারী (রা)।

১. بَابُ فِي اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

১. অনুচ্ছেদ : খোশবু ব্যবহার সম্পর্কে

৪১১৫. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ غَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا *

৪১১৫। নাসর ইবন আলী (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এক ধরনের মিশ্রিত খোশবু ছিল, যা তিনি সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন।

২. بَابُ فِي إِصْلَاحِ الشُّعْرِ

২. অনুচ্ছেদ : চুল পরিপাটি করে রাখা

৪১১৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ *

৪১১৬। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার মাথায় চুল থাকে, সে যেন তার পরিচর্যা করে।

৩. بَابُ فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

৩. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের খিযাব ব্যবহার সম্পর্কে

৪১১৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِضَابِ الْحِنَاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكْرَهُهُ رِيحَهُ *

৪১১৭। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার (র) - - - কারীমা বিন্ত হাম্মাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন জনৈকা মহিলা আইশা (রা)-এর নিকট মেহেদীর খিযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : এতে কোন দোষ নেই। তবে আমি তা অপসন্দ করি। কেননা, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গন্ধকে অপসন্দ করতেন।

৪১১৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنِي غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرِو الْمُجَاشِعِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنِي عَمَّتِي أُمُّ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِإِيعَانِي قَالَ لَا أَبَايُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفِّكَ كَانَهُمَا كَفًّا سَبْعَ *

৪১১৮। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হিন্দা বিন্ত উৎবা (রা) নবী ﷺ -কে বলেন : হে আল্লাহর নবী ! আপনি আমাকে বায়আত করুন। তিনি বলেন : আমি তোমাকে ততক্ষণ বায়আত করাব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার দু'হাতের তালুকে পরিবর্তন করবে। কেননা, তোমার দু'হাতের তালু হিংস্র জন্তুর তালুর মত।

৪১১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوْرِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا مَطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَصَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوَمَاتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَذْرِي أَيْدِ رَجُلٍ أَمْ يَدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدِ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ يَعْنِي بِالْحِنَاءِ *

৪১১৭। মুহাম্মদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একজন মহিলা পর্দার পেছন থেকে ইশারা করেন, যার হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে লেখা একটি চিঠি ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত টেনে নেন এবং বলেন : আমি জানি না, এটি কি কোন পুরুষের হাত, না মহিলার হাত ? সে মহিলা বলে : এটি মহিলার হাত। তখন তিনি বলেন : যদি তুমি মহিলা হতে, তবে অবশ্যই তুমি তোমার নখকে মোহেদীর রঙে রঙীন করতে।

৪. بَابُ فِي صِلَةِ الشَّعْرِ

৪. অনুচ্ছেদ : পরচুলা ব্যবহার সম্পর্কে

৪১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَتَنَاولَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرْسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّ مَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ *

৪১২০। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা)-কে হজ্জের বছর, মিম্বরে থাকাবস্থায় একজন গোলামের হাত থেকে এক গোছা চুল নিয়ে বলতে শোনেন : হে মদীনাবাসী ! তোমাদের আলিমরা কোথায় ? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ধরনের চুল সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি ﷺ বলেন : যখন বনু ইসরাঈলের মহিলারা এ ধরনের পরচুলা ব্যবহার শুরু করে, তখন তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

৪১২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَ نَافِعُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ *

৪১২১। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ

ما رواه
ابن ماجه
عن ابيه

পরচুলা তৈরীকারিণী ও ব্যবহার-কারিণীকে এবং শরীরে সুই দিয়ে ছিদ্রকারিণী ও যে ছিদ্র-করায় এমন মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

৪১২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى
الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ
وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَنِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ
فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ
الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَاتَّهَتْ فَقَالَتْ بَلَّغْنِي عَنْكَ إِنَّكَ لَعَذْتَ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَصِلَاتِ قَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا
وَالْمُتَفَنِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُغِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ وَمَالِي لَا أَلْعَنُ
مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ
لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَحَدَّثَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ
قَرَأَ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى بَعْضَ
هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ فَقَالَ فَادْخُلِي فَأَنْظُرِي فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ
وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا *

৪১২২। মুহাম্মদ ইব্ন ইসা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
মহান আল্লাহ্ উলকীকারী ও যে উলকী করায়-এরূপ মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন : পরচুলা তৈরীকারিণীর উপরও লা'নত; রাবী উছমান (র) বলেন :
মাথার চুল যে উপড়ায়, তার উপরও লা'নত। এরপর উভয় রাবী বলেন : আল্লাহ্ তাদের উপর
লা'নত করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁতে শান দিয়ে আল্লাহ্র সৃষ্টি পদার্থকে পরিবর্তন করে।

রাবী বলেন : এখবর আসাদ গোত্রের জনৈক মহিলার কাছে পৌঁছায়, যাকে উম্মু ইয়াকুব বলা
হতো এবং তিনি কুরআন পড়তেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর উপস্থিত হয়ে বলেন :
আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি তাদের লা'নত করেছেন,-যারা উলকী করে এবং করায়, পরচুলা
তৈরীকারী, চুল উপড়ায় এবং দাঁত ধারালকারী-মহিলাদের উপর, যারা এভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে
পরিবর্তন সাধন করে। তখন তিনি বলেন : আমি কেন তাদের লা'নত করবো না, যাদের উপর
রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন এবং তারা কুরআনের দৃষ্টিতেও অভিশপ্ত? তখন সে মহিলা বলে :
কই, আমি তো কুরআনে এরূপ কিছু পাইনি!

তখন ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন : তুমি যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পড়তে, তাহলে অবশ্যই তুমি পেতে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) “রাসূল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর; আর তিনি যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।” (৫৯ঃ৭)

তখন সে মহিলা বলে : আমি তো এসব থেকে তোমার স্ত্রীকেও কিছু কিছু করতে দেখি। তখন তিনি বলেন : তুমি ভেতরে যাও এবং দেখে এসো। এরপর সে ভেতরে গিয়ে ফিরে এসে বলে : আমি তো (এ সবার) কিছুই দেখলাম না। তখন ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : যদি এ সব থাকতো, তবে আমাদের সংগে থাকতে পারতো না।

৬১২৩. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ يَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ أَبَانَ بْنِ مَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ عَبْرٍ دَاءٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرْقَهُ الْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي يَجْعَلُ الْخَيْلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَيْدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ لِأَبَسَ بِالْقِرَامِلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ يَقُولُ الْقِرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ *

৪১২৩। ইব্ন সারহ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ওয়র ব্যতীত- মাথার পরচুলা তৈরীকারী ও ব্যবহারকারী, মাথার চুল উৎপাদনকারী, যে উলকী করা ও করায়- এসব মহিলার উপর লানত করা হয়েছে।

৫. يَابُ فِي رَدِّ الطَّيِّبِ

৫. অনুচ্ছেদ : খোশবু ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে

৬১২৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفَرِّقِي حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ

طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ طِيبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ *

৪১২৪। হাসান ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকে খোশবু দেওয়া হবে, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, সুগন্ধি-দ্রব্য-হালকা বোঝা স্বরূপ। (অর্থাৎ ইহা অন্যের বড় ইহসান নয়, যার প্রতিদান দেওয়া যায় না।)

৬. بَابُ فِي طِيبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ

৬. অনুচ্ছেদ : বাইরে যাওয়ার সময় মহিলাদের খোশবু লাগানো

৪১২৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى أَنَا ثَابِتُ بْنُ عَمَّادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى

الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا *

৪১২৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন মহিলা খোশবু লাগিয়ে পুরুষদের মাঝে যায়, যাতে তারা তার খোশবুর ঘ্রাণ গ্রহণ করে, তবে সে একরূপ, একরূপ! তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জঘন্য ধরনের মন্তব্য করেন। (অর্থাৎ সে যেন ব্যভিচারিণী!)

৪১২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ

مَوْلَى أَبِي رَهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ

وَلَذِيْلَهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ

وَتَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حَبِيَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ

صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ *

৪১২৬। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার সাথে এমন এক মহিলার দেখা হয়, যার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল এবং তার (পাতলা) কাপড়ও বাতাসে উড়ছিল। তখন আমি তাকে বলি : হে বেহায়া মহিলা ! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো ? সে বলে : হ্যাঁ। তিনি বলেন : তুমি কি খোশবু ব্যবহার করেছ ? সে বলে : হ্যাঁ। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে মহিলা খোশবু লাগিয়ে এ মসজিদে আসে, তার সালাত কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে ফিরে গিয়ে নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে। (অর্থাৎ উত্তমরূপে গোসল করে, যাতে তার দেহে কোন সুগন্ধির চিহ্ন না থাকে)।

৪১২৭. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو

عَلَقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ
 قَالَ ابْنُ نَفِيلٍ الْآخِرَةُ *

৪১২৭। নুফায়লী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মহিলা লোবান ইত্যাদি দিয়ে খোশবু ব্যবহার করবে, সে যেন আমাদের সাথে ঈশার সালাত আদায়ের জন্য হাযির না হয়।

৭. بَابُ فِي الْخُلُوقِ لِلرِّجَالِ

৭. অনুচ্ছেদ : পুরুষদের জাফরান রং ব্যবহার সম্পর্কে

৪১২৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمْدٌ أَنَا عَطَاءُ الْخَرَّاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى
 بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ
 فَحَلَقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ
 يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَاغْسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ
 عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا
 عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَاغْسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ إِنَّ
 الْمَلِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّخِ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبِ
 وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ *

৪১২৮। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে দু'হাত ফাটা অবস্থায় আমি আমার পরিবারের কাছে হাযির হলে, তারা আমার দু'হাত জাফরান রঙের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলে, তিনি আমার সালামের সালাম দেননি এবং মারহাবা ও বলেননি বরং তিনি বলেন : তুমি ফিরে যাও এবং একে ধুয়ে ফেল। আমি তা ধুয়ে পুনরায় তাঁর নিকট হাযির হই, কিন্তু সে রঙের কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল। এরপর আমি তাঁকে সালাম দিলে, তিনি আমার সালামের জবাব দেননি এবং মারহাবাও বলেননি। তিনি বলেন : তুমি ফিরে যাও এবং হাত থেকে এ রং ধুয়ে ফেল। আমি ফিরে গিয়ে তা ধুয়ে ফেলে আবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করি। তখন তিনি আমার সালামের জবাব দেন এবং মারহাবা বলেন। তারপর তিনি বলেন : ফেরেশতারা কাফিরের জানাযায়, জাফরান রং ব্যবহারকারী ও অপবিত্র লোকদের নিকট আসে না। তবে তিনি নাপাক অবস্থায় উঠে কবর পর পানাহার করতে ও নিদ্রা যেতে অনুমতি দিয়েছেন।

৪১২৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ
الْعَطَاءِ ابْنِ أَبِي الْخَوَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ
عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى سَمِيَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَنَسِيَ عُمَرُ اسْمَهُ أَنَّ
عَمَّارًا قَالَ تَحَلَّقْتُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَثِيرٍ فِيهِ ذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ قُلْتُ
لِعُمَرَ وَهُمْ حُرْمٌ قَالَ لَا الْقَوْمُ مُقِيمُونَ *

৪১২৯। নাসর ইবন আলী (র) - - - জনৈক ব্যক্তি আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে প্রথম বর্ণনাটি সম্পূর্ণ।

ইবন জুবায়জ (র) বলেন : আমি আমার ইবন ইয়াহইয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : লোকেরা কি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিল ? তিনি বলেন : না, বরং সব লোকেরা তখন তখন মুকীম ছিল।

৪১৩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ
أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ
اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِّنْ خُلُوقٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ *

৪১৩০। যুহায়র ইবন হার্ব (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সে ব্যক্তির সালাত কবুল করেন না, যার দেহে জাফরান রঙের কিছু থাকে।

৪১৩১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمَا عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّزَعُّفِ
لِلرِّجَالِ وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ يَتَزَعَّفُ الرَّجُلُ *

৪১৩১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জাফরান রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৪১৩২. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ
بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ
وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْحُلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ *

৪১৩২। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না : ১। কাফির মূর্দার নিকট,

২। জাফরান রং ব্যবহারকারী ব্যক্তির নিকট এবং ৩। অপবিত্র ব্যক্তির নিকট তবে কোন কারণ-বশতঃ অপবিত্র ব্যক্তি গোসলের পরিবর্তে উষু করলে, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

৪১২৩. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ الْوَالِيدِ بْنِ عَقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصَبِيَّانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَاتِ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ قَالَ فَجِئْتُ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَحَلِّ الْخُلُوقِ *

৪১৩৩। আইউব ইবন মুহাম্মদ (র) - - - ওয়ালীদ ইবন উক্বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন নবী ﷺ মক্কা জয় করেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হতে থাকলে তিনি তাদের বরকতের জন্য দু'আ করেন এবং তাদের মাথায় হাত রেখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন।

রাবী বলেন : পরে আমাকে তাঁর নিকট হাযির করা হলে, তিনি আমার মাথায় হাত বুলান নি: কেননা, আমার হাতে জাফরান রং লাগানো ছিল।

৪১২৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا سَلَمُ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلَّ مَا يُوَاجِهُهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِشْيٌ يُكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ *

৪১৩৪। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এমন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়, যার হাতে হলুদ চিহ্ন ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তিনি কদাচিৎ কোন ব্যক্তির সামনে তার ঐ বিষয়ের উল্লেখ করতেন, যা তাঁর নিকট অপসন্দনীয় হতো। সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর তিনি বলেন : তোমরা যদি তার হাতের রং ধুয়ে ফেলতে বল, তবে খুবই ভাল হবে।

৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّعْرِ

৮. অনুচ্ছেদ : মাথার চুল রাখা সম্পর্কে

৪১৩৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْإِنْبَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لَمَّةٍ أَحْسَنَ

فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَادَ مُحَمَّدٌ لَهُ شَعْرٌ تَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ يَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ وَقَالَ شُعْبَةُ يَبْلُغُ أُذُنَيْهِ *

৪১৩৫। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কোন ব্যক্তিকে কান পর্যন্ত বাবরীধারী, লাল ইয়ামনী চাদরের আবরণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক সুন্দর দেখিনি।

রাবী মুহাম্মদ (র) অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তাঁর চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইসরাঈল আবু ইসহাক (র) সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল।

রাবী শূ'বা (র) বলেন : তাঁর চুল কানের লতি পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল।

৪১৩৬। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ *

৪১৩৬। মাখলাদ ইবন খালিদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৪১৩৭। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ نَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ *

৪১৩৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুল তাঁর দুই কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৪১৩৮। حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفْرَةِ دُونَ الْجُمَّةِ *

৪১৩৮। ইবন নুফায়ল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুল ঘাড়ের উপর এবং কানের নীচ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৪১৩৯। حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ *

৪১৩৯। হাফস ইবন উমার (র) - - - বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

৯. অনুচ্ছেদ : সিঁথি কাটা প্রসঙ্গে

৪১৪০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَعْنِي يَسُدُّونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَوْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ *

৪১৪০। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আহলে কিতাবরা (ইয়াহুদ ও নাসারা) তাদের চুল ছেড়ে দিয়ে রাখত এবং মুশরিকরা সিঁথি কাটতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত, আহলে-কিতাবদের অনুসরণ করতে পসন্দ করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল কপালের দিকে ঝুলিয়ে দিতেন এবং সিঁথি কাটতেন।

৪১৪১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفَرِّقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ *

৪১৪১। ইয়াহইয়া ইবন খাল্ফ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় সিঁথি কাটার ইচ্ছা করতাম, তখন আমি তাঁর চুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করতাম এবং কপালের চুলকে নাক বরাবর তাঁর চোখের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিতাম।

১০. بَابُ فِي تَطْوِيلِ الْجُمَةِ

১০. অনুচ্ছেদ : মাথার চুল লম্বা রাখা সম্পর্কে

৪১৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَّائِيُّ وَحُمَيْدُ بْنُ خُوَارٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ مِّنْ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ قَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْبِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ *

৪১৪২। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, আর এ সময় আমার মাথার চুল খুবই লম্বা ছিল। তিনি আমাকে দেখে বলেন : অশুভ ! অমংগলজনক ! তিনি বলেন : তখন আমি ফিরে আসি এবং চুল কেটে ফেলি। পরদিন আমি যখন তাঁর কাছে আসি, তখন তিনি বলেন : আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি, ইহাই উত্তম।

১১. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُضْفِرُ شَعْرَهُ

১১. অনুচ্ছেদ : পুরুষের চুল বাঁধা সম্পর্কে

٤١٤٣: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِي عَقَائِصَ *

৪১৪৩। নুফায়লী (র) - - - মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মু হানী (রা) বলেছেন : নবী ﷺ মক্কায় আসেন, এ সময় তাঁর চুল চার-ভাগে বাঁধা ছিল।

১২. بَابُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

১২. অনুচ্ছেদ : মাথা মুড়ানো সম্পর্কে

٤١٤٤: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا نَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِئْتُ بِنَا كَانْنَا أَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَّقَ رُؤُوسَنَا *

৪১৪৪। উক্বা ইবন মুকাররম (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জা'ফর (রা)-এর পরিবারকে (তাঁর শাহাদতের পর) তিন দিন শোক প্রকাশের জন্য সময় দেন। এরপর তিনি সেখানে গিয়ে বলেন : আজ থেকে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদবে না। পরে তিনি বলেন : আমার ভাইয়ের সন্তানদের আমার সামনে আনো। তখন আমরা চড়ুই শাবকের মত (আলু-থালু কে) তাঁর সামনে হাযির হলে, তিনি বলেন : আমার কাছে একজন নাপিতকে ডেকে আনো। তিনি তাকে হুকুম দিলে, সে আমাদের মাথার চুল মুড়িয়ে দেয়।

১৩. بَابُ فِي الصَّبِيِّ لَهُ ذُوَابَةٌ

১৩. অনুচ্ছেদ : চুলের গোছা সম্পর্কে

৪১৪৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا عُمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ *

৪১৪৫। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কায'ঈ' থেকে নিষেধ করেছেন। আর 'কায'ঈ' হলো- বাচ্চাদের মস্তক মুগনের পর মাথার উপরিভাগে কিছু লম্বা চুল রাখা।

৪১৪৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ أَيْوُبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ ذُوَابَةٌ *

৪১৪৬। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ 'কায'ঈ' থেকে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো- বাচ্চাদের মস্তক মুগনের পর সেখানে কিছু চুলের গোছা অবশিষ্ট রাখা।

৪১৪৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَا هُمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ *

৪১৪৭। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ একটি বাচ্চাকে এ অবস্থায় দেখেন, যার মাথার কিছু চুল মুগন করা হয়েছে এবং কিছু অবশিষ্ট আছে। তিনি তাদের এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন : হয়তো সব চুল মুগন করবে, নয়তো সব রেখে দেবে।

১৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ

১৪. অনুচ্ছেদ : চুলের গোছা রাখা সম্পর্কে

৪১৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَالِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِي ذُوَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجْزُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْذُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا *

৪১৪৮। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মাথায় চুলের খোঁপা ছিল। আমার মা আমাকে বলেন : আমি তা কাটবো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ধরে লম্বা করতেন এবং কাছে টেনে নিতেন।

৪১৪৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَبَّانٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قَصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قَصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ *

৪১৪৯। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - হাজ্জাজ ইব্ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা আনাস (রা)-এর নিকট হাযির হই এবং এ সময় আমার বোন মুগীরা বলেন : তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন তোমার মাথায় দু'টি চুলের গোছা অথবা খোঁপা ছিল। তিনি (আনাস (রা)) এ সময় তোমার মাথা স্পর্শ করে বরকতের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন : তোমরা এ দু'টি গোছা বা খোঁপা মুড়িয়ে ফেল। কেননা, ইহা ইয়াহুদীদের রীতি-নীতি।

১৫. بَابُ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ

১৫. অনুচ্ছেদ : গৌফ ছাঁটা সম্পর্কে

৪১৫০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْفِطْرَةَ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْأَسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْأَبِيطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ *

৪১৫০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : পাঁচ জিনিস স্বভাবগত। তা হলো : ১। খাতনা করা, ২। নাতীর নীচের চুল সাফ করা, ৩। বোগলের চুল উপড়ে ফেলা, ৪। নখ কাটা এবং ৫। গৌপ ছোট করে ছাটা।

৪১৫১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِعْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ *

৪১৫১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৌফ ছাঁটতে এবং দাঁড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৪১৫২. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا صَدَقَةُ الدَّفِيقِيُّ نَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ الْعَانَةَ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ
 وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتَفَ الْأَبِطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ
 سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقَّتْ لَنَا *

৪১৫২। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য চল্লিশ দিন পর-পর নাভীর নীচের চুল সাফ করার নখ কাটার, গোঁফ ছাঁটার এবং বোগলের পশম উঠিয়ে ফেলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : জা'ফর ইবন সুলায়মান (র) আবু ইমরান হতে, তিনি আনাস (রা) থেকে যে সনদ বর্ণনা করেছেন। তাতে নবী ﷺ -এর নাম উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন : আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪১৫৩. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا زُهَيْرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ
 وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا
 نُعْفَى السِّبَالِ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَسْتِحْدَادُ حَلَقَ الْعَانَةَ *

৪১৫৩। ইবন নুফায়ল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হাজ্জ ও উমরা ব্যতীত সব সময় দাঁড়ি লম্বা রাখতাম।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : 'ইসতিহাদ' শব্দের অর্থ হলোঃ নাভীর নীচের চুল মুগুন করা।

১৬. بَابُ فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

১৬. অনুচ্ছেদ : শাদা চুল উপড়ে ফেলা সম্পর্কে

৪১৫৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى ح وَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ الْمَعْنِيُّ عَنْ ابْنِ
 عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا
 كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا
 حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ *

৪১৫৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আমর ইবন শু'আয়েব (রা) তাঁর দাদা ও পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা শাদা চুল উপড়াবে না। কেননা, যে মুসলমানের

চুল ইসলামের উপর শাদা হয় : সুফয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর স্বরূপ হবে।

রাবী ইয়াহইয়ার বর্ণনায় আছে যে, তা ঐ শাদা চুলের বিনিময়ে একটি নেকী লেখা হবে এবং তার একটি গুনাহ মার্ফ হয়ে যাবে।

১৭. بَابُ فِي الْخِضَابِ

১৭. অনুচ্ছেদ : খিযাব সম্পর্কে

৪১৫৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ *

৪১৫৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারারা খিযাব ব্যবহার করে না। কাজেই, তোমরা তাদের বিপরীত কাজ করবে। (অর্থাৎ চুল, দাঁড়িতে খিযাব ব্যবহার করবে।)

৪১৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بَابِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالنَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَأَجْتَنِبُوا السَّوَادَ *

৪১৫৬। আহমদ ইবন আমর (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন যখন আবু কুহাফা (রা) আসেন, তখন তাঁর মাথার চুল ও দাঁড়ি 'ছাগামা' (এক প্রকার শাদা ঘাস)-এর মত শাদা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একে কালো রং ব্যতীত অন্য যে কোন রঙে রঞ্জিত কর।

৪১৫৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحْسَنْتَ مَا غَيْرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ *

৪১৫৭। হাসান ইবন আলী (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাদা চুলকে রঞ্জিত করার জন্য উত্তম বস্তু হলো- মেন্দা এবং কাতামা। (এক প্রকার গাছ, দিয়ে খিযাব তৈরী করা হয়।)

৪১৫৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفَرَةٍ بِهَا رَدْعٌ حِنَاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ *

৪১৫৮। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি আমার পিতার সাথে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর চুল কান পর্যন্ত লম্বা এবং তা মেহেদী রঙে রঞ্জিত ছিল ; আর তিনি সবুজ রঙের দু'টি চাদর পরেছিলেন।

৪১৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْحُرِّ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَرِنِي هَذَا الَّذِي بَظَهَرَكَ فَإِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ قَالَ اللَّهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَقِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا *

৪১৫৯। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আবু রিমছা (রা) এ হাদীছে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা নবী ﷺ-কে বলেন : আমি একজন ডাক্তার, আপনার পিঠে কি হয়েছে তা আমাকে দেখান। তখন তিনি ﷺ বলেন : ডাক্তার তো আল্লাহ-ই। তুমি বরং রোগীর একজন বন্ধু। (তিনি আরো বলেন :) আসল ডাক্তার তো তিনিই, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন।

৪১৬০. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَبِي فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَبِيهِ مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِي قَالَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَاءِ *

৪১৬০। ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি এবং আমার পিতা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে অথবা তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন : এ কে ? তিনি বলেন : আমার পুত্র। তখন তিনি ﷺ বলেন : সে (কিয়ামতের দিন) তোমার বোঝা উঠাবে না।

(রাবী বলেন :) এ সময় তিনি তাঁর দাঁড়িতে মেহেদী রং লাগিয়েছিলেন।

৪১৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلَكِنْ قَدْ خَضِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا *

৪১৬১। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তাঁকে নবী ﷺ-এর খিযাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন : নবী ﷺ খিযাব ব্যবহার করেননি। তবু আবু বকর ও উমার (রা) অবশ্যই খিযাব ব্যবহার করেন।

১৮. بَابُ فِي خِضَابِ الصُّفْرَةِ

১৮. অনুচ্ছেদ : হলুদ রঙের খিযাব সম্পর্কে

৪১৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ نَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَيَصْفُرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرَسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

৪১৬২। আবদুর রহীম ইবন মুতাররিফ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পশম ছাড়া জুতা ব্যবহার করতেন এবং তাঁর দাঁড়ি 'ওরস' (এক জাতীয় ঘাস) ও 'জাফরান' দিয়ে রঞ্জিত করতেন। আর ইবন উমার (রা) ও এরূপ করতেন।

৪১৬৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا قَالَ فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَاءِ وَالْكُتْمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ *

৪১৬৩। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করে নবী ﷺ-এর সামনে দিয়ে গেলে, তিনি বলেন : ইহা কি উত্তম ! তিনি (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন : এরপর অপর ব্যক্তি মেহেদী ও কাতাম (এক প্রকার ঘাস)-এর তৈরী খিযাব ব্যবহার করে তাঁর সামনে দিয়ে গেলে, তিনি বলেন : ইহা উহা হতে উত্তম। তিনি বলেন : তারপর আর এক ব্যক্তি হলুদ রঙের খিযাব ব্যবহার করে তাঁর সামনে দিয়ে গেলে, তিনি বলেন : ইহা সব চাইতে উত্তম।

১৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ السُّوَادِ

১৯. অনুচ্ছেদ : কালো রঙের খিযাব ব্যবহার প্রসঙ্গে

৪১৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسُّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَّامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ *

৪১৬৪। আবু তাওবা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ

كِتَابُ الْخَاتَمِ

অধ্যায় : আংটির বিবরণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْخَاتَمِ

অধ্যায় : আংটির বিবরণ

১. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

১. অনুচ্ছেদ : আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

৪১৬৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ نَا عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ
إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ
رَّسُولُ اللَّهِ *

৪১৬৬। আবদুর রহীম ইবন মুতাররিফ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন অনারব দেশের শাসনকর্তাদের নিকট চিঠি লেখার ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে বলা হয় : তারা মোহরাংকিত ছাড়া কোন চিঠিই পড়ে না। তখন তিনি ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করে নেন এবং তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” খোদাই করে নেন।

৪১৬৭. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنَى
حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى
قُبِضَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بَيْتٍ إِذْ سَقَطَ
فِي الْبَيْتِ فَأَمَرَ بِهَا فَتُزِحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ *

৪১৬৭। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - আনাস (রা) ঈসা ইবন ইউনুসের হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, এ আংটিটি নবী ﷺ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তা তাঁর হাতে ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর সেটি আবু বকর (রা)-এর হাতে ছিল।

তাঁর ইনতিকালের পর সেটি উমার (রা)-এর হাতে ছিল এবং তাঁর ইনতিকালের পর সেটি উছমান (রা)-এর হাতে ছিল। একদা তিনি একটি কূপের পাশে বসে থাকার সময় সেটি কূপের মধ্যে পড়ে যায়। তাঁর নির্দেশে সে কূপের সমুদয় পানি সেচে ফেলা হয়, কিন্তু সে আংটি আর পাওয়া যায়নি।

৪১৬৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ كَانَ خَتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرَقٍ فَصَّهُ مِنْ خَبَشِيٍّ *

৪১৬৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - অনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর আংটিটি ছিল রূপার তৈরী এবং উহার পাথর ছিল হাবশ দেশের আকীক পাথরের।

৪১৬৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْوُ نَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصَّهُ مِنْهُ *

৪১৬৯। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - অনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর আংটি সম্পূর্ণ রূপার তৈরী ছিল এবং তার নাগীনা (মোহরাংকিত অংশ)ও ছিল রূপার।

৪১৭. حَدَّثَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمْيَ بِهِ وَقَالَ لَا الْبِسَةَ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ فِي بَيْتِ أَرِيْسٍ *

৪১৭০। নাসীর ইবন ফারাজ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরী করেন এবং তিনি তার নাগীনা (মোহরাংকিত অংশ) হাতের ভিতরের দিক রাখতেন, আর তাতে খোদাই করেন “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”! এরপর লোকের সোনার আংটি ব্যবহার শুরু করলে, তিনি তা দেখে নিজের আংটি খুলে ফেলেন এবং বলেন : আমি এটি আর কখনো পরবো না। এরপর তিনি ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরী করেন এবং তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” খোদাই করে নেন। তাঁর ইনতিকালের পর সেটি আবু বকর (রা) পরিধান করেন, তারপর উমার (রা) এবং তারপর উছমান (রা) সেটি পরিধান করেন। আর সেটি আরীস নামক কূপে পড়ার আগ পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল।

৪১৭১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ

مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْقَشُ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِي هَذَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ *

৪১৭১। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন উমার (রা) এ হাদীছে নবী ﷺ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”! খোদাই করে নেন এবং বলেন : আমার এ আংটিতে যেমন নকশা আছে, এরূপ নকশা যেন কেউ না করে। এভাবে পূর্ণ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤١٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَالْتَمِسُوهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَاتَّخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا وَلَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَكَانَ يَخْتَمُ بِهِ أَوْ يَتَخْتَمُ بِهِ *

৪১৭২। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - ইব্ন উমার (রা) এ হাদীছ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সেটি তালাশ করেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাননি। এরপর উছমান (রা) একটি আংটি তৈরী করান এবং তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”! খোদাই করে নেন। তিনি তা পরিধান করতেন এবং তা দিয়ে সীল দিতেন।

٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْخَاتَمِ

২. অনুচ্ছেদ : আংটি ব্যবহার না করা সম্পর্কে

٤١٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوهُ وَطَارَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ مَسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَرَقٍ *

৪১৭৩। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী ﷺ-এর হাতে একটি রূপার আংটি দেখতে পান। তখন লোকেরা তা দেখে আংটি তৈরী করে পরতে শুরু করে। আর নবী ﷺ সে আংটি খুলে ফেললে, অন্য লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে।

আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ যুহরী (র) থেকে যিয়াদ ইব্ন সাআদ ও শুআয়ব ইব্ন মুসাফির (র) বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সবাই “مِنْ وَرَقٍ” শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

৩. অনুচ্ছেদ : সোনার আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

৪১৭৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خَلَالِ الصُّفْرَةِ يَعْنِي الْخُلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْأَزَارِ وَالتَّخْتُمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّتَرُّحَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالرُّفْيَ إِلَّا بِالْمُعَرَّذَاتِ وَعَقْدَ النِّمَائِمِ وَعَزَلَ الْمَاءَ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرَّمِهِ *

৪১৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ দশটি জিনিস অপসন্দ করতেন। তা হলো : ১। হলুদ রং ব্যবহার করতে, ২। শাদা চুল পরিবর্তন করতে, ৩। লুংগী বা পাজামা পায়ের নীচে ঝুলিয়ে পরতে, ৪। সোনার আংটি পরতে, ৫। স্ত্রী লোকদের পর পুরুষের সামনে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে, ৬। পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করতে, ৭। সূরা নাস ও ফালাক ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তদবির করতে, ৮। তাবিজ ব্যবহার করতে, (যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কালাম দিয়ে লেখা হয়), ৯। মনি বা বীর্ষ উহার স্থান ব্যতীত অন্যখানে নিক্ষেপ করতে এবং ১০। দুধ পানের সময় বাচ্চার মায়ের সাথে সংগম করতে; (কেননা, এতে সন্তান দুর্বল হয়ে যায়, তবে ইহা হারাম নয়।

৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ

৪. অনুচ্ছেদ : লোহার আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

৪১৭৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمُعَنَّى أَنَّ زَيْدَ الْحُبَابِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي طَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ شَبِّهِ فَقَالَ لَهُ مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَى شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ أَتَّخِذُهُ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُتِمِّمَهُ مِثْقَالًا وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلْ الْحَسَنُ السُّلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ *

অধ্যায় : আংটির বিবরণ

৪১৭৫। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর নিকট আসলে তিনি তাকে বলেন : ব্যাপার কি, আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন ? একথা শুনে সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দেয়। এরপর সে ব্যক্তি একটি লোহার আংটি পরে আসলে, তিনি তাকে বলে : আমি তোমাকে জাহান্নামীদের অলংকার পরা অবস্থায় দেখছি ! তখন সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দেয় এবং বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি কি ধরনের আংটি ব্যবহার করবো ? তিনি ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেন : এক ‘মিছকাল’ ওয়নের কম রূপা দিয়ে আংটি তৈরী করে তা ব্যবহার কর।

٤١٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا نَا سُهَيْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ قَالَ نَا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيَّاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِبِ وَجَدَهُ مِنْ قَبْلِ أُمِّهِ أَبُو ذُبَابٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثٍ مَلَّوِيٍّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪১৭৬। ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবু জুবাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী পাঠ্য
আলাহুদ্বি
২য় সাক্ষর -এর
আংটি রূপা মিশ্রিত লোহা দিয়ে তৈরী ছিল।

রাবী বলেন : এটি কোন কোন সময় তাঁর হাতে থাকতো এবং কখনো কখনো তা নবী -এর আংটির সংরক্ষক মুআয়কীব (রা)-এর কাছে থাকতো ।

٤١٧٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَاعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَادْكُرْ بِالْهَدَايَةِ
هَدَايَةَ الطَّرِيقِ وَادْكُرْ بِالسِّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ
فِي هَذِهِ أَوْفَى هَذِهِ السَّبَايَةِ وَالْوُسْطَى شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِي عَنِ الْقَسِيَّةِ
وَالْمِثْرَةِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَقُلْنَا الْعَلِيُّ مَا الْقَسِيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ
أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الْأَتْرُجِ قَالَ وَالْمِثْرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْمَعُهُ
النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ *

৪১৭৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু বুরদা (রা) আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} আমাকে বলেন : তুমি বল, ইয়া আল্লাহ ! আমাকে হিদায়ত দিন এবং দীনের উপর দৃঢ় রাখুন।

হিদায়াতের অর্থ হলো : সরল-সঠিক রাস্তার উপর চলা এবং দৃঢ়তার অর্থ হলো : তীর তৈরী

অথবা তা চালানোর দক্ষতা অর্জন করা। আলী (রা) বলেন : তিনি পালাজাঃ আলহাদিঃ উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ আংগুল এবং এ আংগুলে আংটি পরতে নিষেধ করেন, অর্থাৎ বৃদ্ধ ও মধ্যমায়।

রাবী আসিম (র) এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং বলেন : তিনি আমাকে 'কিসীয়া' ও 'মীছারা' কাপড় পরতে নিষেধ করেন। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে 'কিসীয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তা এক প্রকার ডোরাদার কাপড়, যা শাম বা মিসর থেকে আমাদের দেশে আসে এবং তাতে রঙীন ছবি অংকিত থাকে। আর 'মীছারা' হলো সে রেশমী কাপড়, যা স্ত্রী লোকেরা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরী করে থাকে।

৫. بَابُ مَا جَادَ فِي التَّخْتُمِ فِي الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

৫. অনুচ্ছেদ : ডান বা বাম হাতে আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

৪১৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي نَمْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَرِيكَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ *

৪১৭৮। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী পালাজাঃ আলহাদিঃ উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৪১৭৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي أَبِي نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ فِي يَمِينِهِ *

৪১৭৯। নসর ইবন আলী (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী পালাজাঃ আলহাদিঃ উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম হাতে আংটি পরতেন এবং তার নাগীনা (মোহরাংকিত অংশ) নিজের হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

আবু দাউদ (র) বলেন : ইবন ইসহাক ও উসামা এ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি পালাজাঃ আলহাদিঃ উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে আংটি পরতেন।

৪১৮০. حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى *

৪১৮০। হানাদ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি পালাজাঃ আলহাদিঃ উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতে আংটি পরতেন।

৪১৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِي خَنْصَرِهِ الْيُمْنَى فَقُلْتُ مَا هَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ وَلَا وَلَا يُخَالِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا قَدْ كَانَ يَزْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ *

৪১৮২। আবদুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি সাল্ত ইবন আবদুল্লাহ ইবন নাওফল ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর ডান হাতের অনামিকা আংগুলে আংটি দেখে জিজ্ঞাসা করে : ইহা কি ? তিনি বলেন : আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে এভাবে আংটি পরতে দেখেছি এবং তিনি তার আংটির পাথর হাতের উপরের দিকে রাখতেন। তিনি আরো বলেন : তুমি মনে করো না যে, ইবন আব্বাস (রা) কেবল এভাবে আংটি পরতেন, বরং তিনি বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর আংটি এভাবে পরিধান করতেন।

৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

১১৪. অনুচ্ছেদ : পায়ে মল পরা সম্পর্কে

৪১৮৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ نَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَى بَنٍ سَهْلٍ بَنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رَجُلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَّاسٍ شَيْطَانٌ *

৪১৮৩। আলী ইবন সাহল (র) - - - আলী ইবন সাহল ইবন যুবায়র (র) বলেন : একদা তার একটি আযাদকৃত দাসী তার এক শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে উমার ইবন খাত্তাব (রা)-এর নিকট যায়, যার দু'পায়ে মল ছিল। তখন উমার (রা) তা কেটে ফেলে দেন এবং বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক ঘণ্টার সাথে শয়তান থাকে।

৪১৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا رَوْحٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ هَنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا بَجَارِيَةٌ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلٌ يَصُوتُنَّ فَقَالَتْ لَا بَوْخُلْنَهَا عَلَى إِلَّا أَنْ تَقَطَّعُوا جَلَاحِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلِكَةُ بَيْتًا فِيهِ

جَرَسُ *

৪১৮৪। মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার কাছে এমন একটি মেয়ে আসে, যার পায়ের মল ছিল, যা শব্দ করছিল। তখন আইশা (রা) বলেন : তার পায়ের মল না কেটে ফেলে তাকে আমার কাছে আনবে না। তিনি আরো বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে ঘণ্টা থাকে, সেখানে ফেরেশতা (রহমতের) প্রবেশ করে না।

৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي رِبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

১১৫. অনুচ্ছেদ : সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো সম্পর্কে

৪১৮৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ الْمَعْنَى قَالَ نَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَا أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَانْتَنَ عَلَيْهِ فَامْرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَّخَذَا أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ *

৪১৮৫। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবদুর রহমান ইবন তুরফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিলাবের যুদ্ধের সময় তার দাদা আরফাজা ইবন আসআদ (রা)-এর নাক কাটা যায়। তিনি একটি রূপর নাক তৈরী করে নিলে, তা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। তখন তিনি নবী ﷺ -এর নির্দেশে একটি সোনার নাক তৈরী করে নেন।

৪১৮৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَ نَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِأَبِي الْأَشْهَبِ ادْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طُرْفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ *

৪১৮৬। হাসান ইবন আলী (র) - - - আরফাজা ইবন আসআদ (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াযীদ (র) বলেন : আমি আশহাব (র)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, আবদুর রহমান ইবন তুরফা (র)-এর, তার দাদা আরফাজা (রা)-এর সাথে কি দেখা হয়েছিল? তিনি বলেন : হ্যাঁ।

৪১৮৭. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ *

৪১৮৬। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন তুরফা (র) আরফাজা ইব্ন আস'আদ (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

৮. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সোনা ব্যবহার সম্পর্কে

৪১৮৭. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلِيَةً مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحْلِي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ *

৪১৮৭। ইব্ন নুফায়ল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ -এর নিকট কিছু গহনা-পত্র আসে, যা নাজ্জাশী তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন। আর তার মধ্যে সোনার একটি আংটি ছিল, যার উপর হাবশার পাথর খোদিত ছিল। তিনি বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটি একটি কাঠ দিয়ে, অথবা তাঁর একটি আংগুল দিয়ে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি উমামা বিন্ত আবুল আস (রা), যিনি যয়নব (রা)-এর দৌহিত্রী ছিলেন, কে ডেকে-তাকে তা দিয়ে দেন। আর বলেন : হে প্রিয় দৌহিত্রী ! তুমি এটা পরিধান কর।

৪১৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَّارٍ فَلْيَحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوِّقًا مِنْ نَّارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوِّقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سَوَّارًا مِنْ نَّارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سَوَّارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُّوا بِهَا *

৪১৮৮। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ তার প্রিয়-পাত্রকে আগুনের বালা পরাতে চায়, সে যেন তাকে সোনার বালা পরায়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয় পাত্রকে আগুনের হার পরাতে চায়, সে যেন তাকে সোনার হার পরায়। এবং যে ব্যক্তি তার প্রিয় পাত্রকে আগুনের কাঁকন পরাতে চায়, সে যেন তাকে সোনার কাঁকন পরায়। অবশ্য তোমাদের জন্য রূপা ব্যবহার করা বৈধ, তোমরা এটা (সীমিত ভাবে) ব্যবহার করতে পার।

৪১৮৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتٍ لِحَذِيفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تُحَلِّينَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلِّيُ ذَهَبًا تَظْهَرُ بِهِ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ *

৪১৮৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুজায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে মহিলারা ! তোমাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা রূপা দিয়ে গহনা তৈরী করবে ? (জেনে রাখ) তোমাদের মধ্যে যে সব মহিলা গর্ব ও অহংকার দেখাবার জন্য সোনার অলংকার পরবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ অলংকার দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

৪১৯০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ نَا يَحْيَى أَنْ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقْلَدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خَرِصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

৪১৯০। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মহিলা সোনার হার পরবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ধরনের আগুনের হার পরানো হবে। আর যে মহিলা তার কানে সোনার-বালা পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ধরনের আগুনের বালা পরানো হবে।

৪১৯১. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ نَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونِ الْقَبَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مَقْطَعًا *

৪১৯১। হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চিতা-বাঘের চামড়ার উপর বসতে এবং সোনার অলংকার ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন : তবে অল্প পরিমাণ সোনা মহিলারা ব্যবহার করতে পারে। (গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য হলে, তা মহিলাদের জন্যও ব্যবহার করা জাইয নয়।)

كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায় : ফিতনা-ফ্যাসাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায় : ফিতনা-ফ্যাসাদ

১. بَابُ ذِكْرِ الْفِتَنِ وَدَلَالِهَا

১. অনুচ্ছেদ : ফিতনা-ফ্যাসাদের উল্লেখ এবং এর নিদর্শনাবলী

৪১৯২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاجِرِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مِنْ حَفِظَتِهِ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَاذْكُرْهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ *

৪১৯২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, সে সব ঘটনার বর্ণনা দেন। যারা তা হিফাজত করেছে, তারা উত্তম কাজ করেছে; আর যারা তা ভুলে গেছে, তারা ভুলেই গেছে। আমার সাথীগণ তা জানে এবং চিনে। যখন তাদের সামনে ঐ ধরনের কিছু সংঘটিত হয়, তখন তাদের তা ঐরূপ স্মরণ আসে, যে রূপ কোন পরিচিত ব্যক্তি বহুদিন অনুপস্থিত থাকার পর, তাকে দেখা মাত্রই চিনে ফেলে।

৪১৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا ابْنُ فَرْوُخٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَقْبَيْصَةَ بْنُ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللَّهِ مَا أَدْرَى أَنْسَى أَصْحَابِي

أَمْ تَنَاسَوْا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَائِدٍ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَأَسْمَ أَبِيهِ وَأَسْمَ قَبِيلَتِهِ *

৪১৯৩। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, আমার সাথীরা ভুলে গেছে কিনা? অথবা তারা জেনে-শুনে ভুলে আছে কিনা?

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত ফিতনা সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে বাদ দেননি, যাদের সংখ্যা হবে তিন শ'রও বেশী। তিনি তাদের নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের গোত্রের নাম আমাদের নিকট উল্লেখ করেন।

৪১৯৪. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ بَدْرِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ شَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ *

৪১৯৪। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : এ উম্মতের মধ্যে চারটি বড় ধরনের ফিতনা সৃষ্টি হবে, এরপর কিয়ামত হবে।

৪১৯৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمَصِيُّ نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيٍّ الْعَنْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ قَالَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخْنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِي رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَايَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوْرِكَ عَلَى ضِلْعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ الْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطُ إِيمَانٍ لِإِنْفَاقٍ فِيهِ وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَالِكُمُ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ *

৪১৯৫। ইয়াহুইয়া ইবন উছমান (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি ফিতনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন : এমন কি তিনি 'ইহ্লাসের' ফিতনার কথাও উল্লেখ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! 'ইহ্লাসের' ফিতনাটা কিরূপ ? তিনি বলেন : তা হলো-পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি সারা' ফিতনার কথা উল্লেখ করে বলেন : তা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হবে, যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে, কিন্তু আসলে সে আমার বংশের লোক হবে না। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব তো মুত্তাকী লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না।)

এরপর চরম ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিতনার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, সকালে যে মু'মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলমানরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু'মিন লোক থাকবে না। তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে-ঐ দিন থেকেই বা পরের দিন।

৪১৯৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سُمَيْعِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْكُوفَةَ زَمَنٍ فَتَحَتْ تَسْتُرُ أَجْلِبُ مِنْهَا بِغَالًا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدَعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَبَّازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوا أَمَا تَعْرِفُ هَذَا هَذَا حُذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حُذِيفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَأَحَدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ إِنِّي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أَعْطَانَا اللَّهُ تَعَالَى أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ السَّيْفُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا يَكُونُ قَالَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالِكَ فَاطْعَهُ وَالْأَفْمُتُ وَأَنْتَ عَاضٌ بِجَذْلِ شَجَرَةٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجِبَ أَجْرُهُ وَحُطُّ وَزَرُهُ

وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وَزُرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ هِيَ
قِيَامُ السَّاعَةِ *

৪১৯৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - সুমায়' ইব্ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন 'তাস্তুর' নামক স্থান বিজিত হয়, তখন একটি খচ্চর কেনার জন্য কূফায় গমন করি। তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে কিছু লোককে বসে থাকতে দেখি। আর সেখানে এমন একজনকে বসা দেখতে পাই, যাকে দেখে আমার মনে হয়, লোকটি হিজায়ের অধিবাসী। তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করি, ইনি কে ? এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে বলে : তুমি এ ব্যক্তিকে চিন না ? ইনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবী হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)।

তখন হুযায়ফা (রা) বলেন : লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কল্যাণ ও মংগলের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো এবং আমি তাঁর নিকট অকল্যাণের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। এ কথা শুনে লোকেরা তাঁর প্রতি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলে, তিনি বলেন : আমার কথা যারা খারাপ মনে করে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি বলেন, একদা আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মহান আল্লাহ আমাদের যে কল্যাণ ও মংগল দান করেছেন, এরপর কি আবার খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হবে, যেমন আগে ছিল ? তিনি বলেন : হ্যাঁ। আমি বলি : এর থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কি ? তিনি বলেন : তরবারি। আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এরপর কি হবে ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ সময় পৃথিবীতে যদি আল্লাহর কোন প্রতিনিধি থাকে এবং সে জুলুম করে তোমার পিঠ ভেঙ্গে দেয়, তোমার ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য করবে। আর যদি এরূপ কেউ না থাকে, তবে তুমি জংগলে চলে যাবে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে খেতে মরে যাবে।

আমি আরো জিজ্ঞাসা করি : এরপর কি হবে ? তিনি বলেন : এরপর দাজ্জাল বের হবে, যার সাথে নহর ও আগুন থাকবে। যে তার আগুনে নিষ্কিপ্ত হবে, সে অবশ্যই ছওয়াব পাবে এবং তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে তার নহরে নিষ্কিপ্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহ্‌গার হবে এবং তার নেকী বরবাদ হবে।

রাবী বলেন : আমি বললাম : এরপর কি হবে ? তিনি বললেন : এরপর কিয়ামত হবে।

৪১৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخْنٍ ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَقْذَاءٍ يَقُولُ عَلَى قَذَى وَهُدْنَةٌ يَقُولُ صَلَحٌ عَلَى دَخْنٍ عَلَى ضَغَائِنَ *

৪১৯৭। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - খালিদ ইব্ন খালিদ ইয়াশকুরী (র) থেকে বর্ণিত।

রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করি : তরবারির পরে কি অবস্থা হবে ? (অর্থাৎ তরবারি দিয়ে কাফির মুশরিকদের ধ্বংসের পর কি হবে?) তিনি ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেন : এমন লোক অবশিষ্ট থাকবে, যাদের অন্তর ফিতনা-ফ্যাসাদে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন : কাতাদা (র) এ ফিতনাকে ঐ সময়ের ঘটনারূপে উল্লেখ করেন, যা আবু বকর (রা)-এর সময় ধর্মত্যাগীদের সাথে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ রিদ্দার যুদ্ধ।

৪১৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ نَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ جُنَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْنَا بَنُو اللَّيْثِ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثٍ حُذِيفَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فِتْنَةٌ وَشَرٌّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ يَأْخُذُفَةُ تَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ هُدْنَةٌ عَلَى ذَخْنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْدَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخْنِ مَا هِيَ قَالَ لَا تَرْجِعْ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فِتْنَةٌ عَمِيَاءُ صُمَاءُ عَلَيْهَا دَعَاءُ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَضُمْتُ يَأْخُذُفَةَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذَلٍ خَيْرُكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ *

৪১৯৮। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - নাসর ইবন আসিম লায়ছী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা লায়ছ-গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে ইয়াশ্কুরী (র)-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কারা ? আমরা বলি : আমরা লায়ছ গোত্রের লোক। আমরা আপনার কাছে হুযায়ফা (রা)-এর হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। তিনি হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ভাল অবস্থার পর কি খারাপ অবস্থাল সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন : ফিতনার সৃষ্টি হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ফিতনা-ফ্যাসাদের পর পুনরায় কি ভাল অবস্থার সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন : হে হুযায়ফা ! আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জন কর এবং এতে যা আছে তার অনুসরণ কর। তিনি তিনবার একথা বলেন।

রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ খারাপ অবস্থার পর কি আবার ভাল অবস্থার সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন : " هُدْنَةٌ عَلَى الدَّخْنِ " -আর এরা হবে এমন এক জামাআত, যাদের দিল অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে।

রাবী বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করি : ” هَذَنهُ عَلَى الدَّخَنِ ” এর অর্থ কি ? ইয়া রাসূলুল্লাহ !
তিনি বলেন : মানুষের অন্তর বা দিল যে অবস্থায় থাকবে, তা থেকে পরিবর্তিত হবে না।

রাবী বলেন : তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ভাল অবস্থার পর কি আবার খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হবে ? তিনি বলেন : এরপর সর্বত্রাসী ফিতনার সৃষ্টি হবে, তখন লোকদের আগুনের দরজার দিকে আহ্বান করা হবে। অতএব হে হুযায়ফা ! যদি তুমি সে সময় পাও, তবে তাদের কারো আনুগত্য করার চাইতে, তোমার জন্য উচিত হবে জংগলে গিয়ে গাছের শিকড়, ফল-মূল ইত্যাদি খেতে খেতে মারা যাওয়া।

৪১৯৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا أَبُو الثِّيَّاحِ عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرِ الْعَجَلِيِّ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْحُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاهْرَبْ حَتَّى تَمُوتَ فَإِنْ تَمَتَّ وَأَنْتَ عَاصٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَتَجَ فَرَسًا لَمْ تَنْتَجِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ *

৪১৯৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যদি তুমি সে ফিতনার যুগে কোন খলীফা না পাও, তবে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে : যতক্ষণ না তুমি মারা যাবে, ততক্ষণ জংগলে গিয়ে ফল-মূল খেয়ে জীবন-ধারণ করবে।

রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন : এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি : (ইয়া রাসূলুল্লাহ !) তারপর কি হবে ? তিনি বলেন : এ সময় যদি কেউ তার ঘোড়ার-বাচ্চা প্রসব করাতে চায়, তবে সে ব্যক্তি সে সময়ও পাবে না, বরং এর মধ্যেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

৪২০০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَادَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخِرِ قُلْتُ سَمِعْتُ هَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي قُلْتُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ قَالَ أَطِعهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَأَعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ *

৪২০০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ইমামের নিকট বায়আত গ্রহণ করে, তার উচিত, সাধ্যমত তার আনুগত্য করা। এ সময় যদি অন্য কোন নেতা এসে তাঁর সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়, তবে তাকে হত্যা করবে।

রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন : তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : তুমি কি ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে শুনেছ ? তিনি বলেন : অবশ্যই, আমার দু'টি কান তা শ্রবণ করেছে এবং আমার অন্তর তা হিফাজত করেছে।

রাবী বলেন, আমি বলি : তোমার এই চাচার ছেলে মুআবিয়া আমাদের এরূপ-এরূপ করতে বলে ? (অর্থাৎ সে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে।) তিনি বলেন : সে যেখানে আল্লাহর আনুগত্য করে, সেখানে তার আনুগত্য করবে এবং সে যেখানে আল্লাহর নাফরমানী করে, সেখানে তার আনুগত্য করবে না।

৪২.১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ نَاجِرِيُّ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصِرُوا الْمَدِينَةَ حَتَّى يَكُونُ أَبْعَدَ مَسَاحِهِمْ سَلَاخٌ *

৪২০১। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আরবের ঐ ফিতনার প্রতি আফসোস! যা খুবই নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি নিজের হাতকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখবে, সে নাজাত পাবে।^১

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইব্ন ওয়াহাব, জারীর, উবায়দুল্লাহ নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে সময় অতি নিকটবর্তী, যখন মুসলমানদের মদীনাতে ঘিরে ফেলা হবে, এমনকি সব চাইতে দূরে, সালাহ নামক স্থানে, তাদের পতাকাবাহী নেতা হবে।^২

৪২.২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنَبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَلَاخٌ قَرِيبٌ مِّنْ خَيْبَرَ *

৪২০২। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাহ হলো- খায়বরের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

৪২.৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

১. সম্ভবত : এ হাদীছে উছমান (রা) আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর সময়ের ফিতনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা নবী (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পর-পরই অনুষ্ঠিত হয় -(অনুবাদক)।

২. 'সালাহ' খায়বরের নিকট অবস্থিত একটি স্থানের নাম। সম্ভবতঃ এ অবস্থা হবে দাজ্জাল প্রকাশের সময়। -(অনুবাদক)।

أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَى لِيَ الْأَرْضَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَأَرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مَلِكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زَوَى لِيَ مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي تَعَالَى لِأُمَّتِي أَنْ لَا يَهْلِكَهَا بِسَنَةِ عَامَّةٍ وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بِيَضَّتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ وَلَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةِ عَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بِيَضَّتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَيَكُونُ بَعْضُهُمْ يُسَبِّى بَعْضًا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ قَالَ ابْنُ عِيسَى ظَاهِرَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقَا لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى *

৪২০৩। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) - - - ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য যমীনকে সংকুচিত করে দেন। অথবা তিনি বলেন : মহান আল্লাহ যমীনকে আমার জন্য ছোট করে দেন। আর এ সময় আমাকে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দিক দেখানো হয়। আমার উম্মতের হুকুমত অবশ্যই সে পর্যন্ত পৌঁছবে, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। আর আমাকে দু'টি ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে, -লাল এবং শাদা অর্থাৎ সোনা ও রূপা। আমি আমার মহান রবের নিকট এরূপ দু'আ করি, তিনি যেন আমার উম্মতকে এক সাথে ধ্বংস না করেন এবং তাদের উপর এমন কোন শত্রুকে বিজয়ী না করেন, যে তাদের সমূলে ধ্বংস করবে।

আমার রব আমাকে বলেন : হে মুহাম্মদ ! আমি যখন কোন হুকুম জারি করে, তখন তা রদ হয় না। তবে আমি তোমার উম্মতকে একই দুর্ভিক্ষের বছর এক সাথে ধ্বংস করবো না এবং তাদের উপর এমন কোন শত্রুকে বিজয় প্রদান করবো না, যে তাদের সমূলে ধ্বংস করবে ; তবে তোমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা একে অন্যকে ধ্বংস ও বন্দী করবে।

তিনি আরো বলেন : আমার উম্মতের মধ্যে মধ্যকার গুমরাহকারী নেতাদের ব্যাপারে

খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত। যখন আমার উম্মতের লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবে, তখন তা কিয়ামত পর্যন্ত নিরস্ত হবে না। আর কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের সমস্ত গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলে যাবে এবং মূর্তি পূজায় লিপ্ত হবে।

তিনি সাহাবাহু
আলাহিদি
৩ মা সাদ্দাহ বলেন : আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেককে নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করবে। অথচ আমি-ই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। বস্তুত আমার উম্মতের এক জামা'আত সব সময় সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের বিরোধীপক্ষ তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এ অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে।

৪২.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ
ابْنُ عَوْفٍ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمُضٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي
مَالِكٍ يُعْنَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَجَازُكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ
خِلَالٍ أَنْ لَا يَدْعُوا عَلَيْكُمْ نَبِيِّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ
عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ *

৪২০৪। মুহাম্মদ ইব্ন আওফ (র) - - - আবু মালিক আশআরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাহাবাহু
আলাহিদি
৩ মা সাদ্দাহ বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের তিন ধরনের ফিতনা থেকে বাঁচিয়েছেন। যথা : ১। তোমাদের নবী তোমাদের জন্য বদ-দু'আ করবেন না, যাতে তোমরা সবাই এক সাথে হালাক হয়ে যাবে; ২। বাতিলের অনুসারীরা কখনই হকের অনুসারীদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, এবং ৩। তোমরা সবাই এক সাথে গুম্রাহ হবে না।

৪২.৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ مَنصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حِرَاشٍ عَنِ الْبَرَاءِ نَا جِيَّةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَوْ
سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ
سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قُلْتُ مِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ مِمَّا مَضَى *

৪২০৫। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাহাবাহু
আলাহিদি
৩ মা সাদ্দাহ বলেছেন : ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ বা সাইত্রিশ বছর আবর্তিত হবে। এ সময় যদি তারা ধ্বংস হয়, তবে তাদের রাস্তা হবে পূর্ববর্তীদের রাস্তার ন্যায়। আর এ সময় যদি তাদের দীন কায়েম হয়, তবে তা তাদের জন্য সত্তর বছর কায়েম থাকবে।

রাবী বলেন : এ সময় আমি তাঁকে সাহাবাহু
আলাহিদি
৩ মা সাদ্দাহ কে জিজ্ঞাসা করি : এ গণনার শুরু কি অতীত কাল

হতে শুরু হবে, না সামনে থেকে ? তিনি বলেন : এ হিসাবের শুরু অতীত থেকে হবে।^১

৪২.৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشَّعْ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةٌ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ *

৪২০৬। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ততই কম হবে এবং ফিতনা প্রকাশ পাবে, লোকজন অধিক কৃপণ হবে এবং 'হারাজ' বৃদ্ধি পাবে। তখন বলা হয় : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! হারাজ কি ? তিনি ﷺ হত্যা, আর হত্যা।^২

২. بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ

২. অনুচ্ছেদ : ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি না করা সম্পর্কে

৪২.৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِّنَ الْمَجَالِسِ وَالْمَجَالِسُ خَيْرًا مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرًا مِّنَ السَّاعِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِاِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِاَرْضِهِ قَالَ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَعْمِدْ اِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحِدِّهِ عَلَى جَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ *

৪২০৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - মুসলিম (র) তার পিতা আবু বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি ফিতনা প্রকাশ পাবে, যখন শায়িত ব্যক্তি - উপবেশনকারীর চাইতে, উপবেশনকারী - দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি - পথচারীর চাইতে উত্তম হবে।

১. এ সময়টি - হিজরত থেকে শুরু করে উছমান (রা)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত সীমিত। যার পরিমাণ রাসূলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করেন। - (অনুবাদক।)

২. অর্থাৎ কিয়ামতের আগে দুনিয়াতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারা-মারি, কাটাকাটি, হত্যা-সন্ত্রাস অধিক হারে বৃদ্ধি পাবে - (অনুবাদক।)

তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি সে সময়ে আমাদের কি করার নির্দেশ দেন ? তিনি বলেন : সে সময় যার কাছে উট থাকবে, সে যেন তার উটের সাথে গিয়ে মিশে; যার কাছে বকরী থাকবে, সে যেন তার বকরীর সাথে গিয়ে মিশে এবং যার কোন ক্ষেত থাকবে, সে যেন সেদিকে মনোসংযোগ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। তিনি সাহাবাহু
আলোহাদিস
উমা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেন : যার এ সবের কিছুই থাকবে না, তার উচিত হবে, তার তরবারির ধার পাথরের উপর আঘাত করে নষ্ট করে ফেলা এবং যথাসম্ভব সে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা।

৪২.৮. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيِّ نَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عِيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ
دَخَلَ عَلَى بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْ كَخَيْرِ
ابْنِي آدَمَ وَتَلَا يَزِيدُ لَنْ بَسَطَتْ إِلَى يَدِكَ لَتَقْتُلَنِي الْآيَةَ *

৪২০৮। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - সাঈদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) এ হাদীছ নবী সাহাবাহু
আলোহাদিস
উমা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তখন যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে আমাকে হত্যা করতে চায়, তখন আমি কি করবো ?

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ সাহাবাহু
আলোহাদিস
উমা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি আদমের উত্তম সন্তান (হাবিল)-এর মত হবে। এরপর ইয়াযীদ (র) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : " لَنْ بَسَطَتْ إِلَى يَدِكَ " " لَتَقْتُلَنِي الْآيَةَ " অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে হত্যার জন্য তোমার হাত আমার দিকে সম্প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বিস্তার করবো না।

৪২.৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا أَبِي نَا شِهَابُ بْنُ حِرَاشٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
غَزْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ
الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَابِصَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ
بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَتَلَاهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ قَالَ فِيهِ قُلْتُ مَتَى ذَاكَ يَا
ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرَجِ حَيْثُ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ قُلْتُ فَمَا
تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكْفُ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُونُ حَلِيسًا مِّنْ
أَحْلَاسِ بَيْتِكَ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِي مَطَارَةً فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ
فَلَقِيتُ حُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ *

৪২০৯। আমর ইবন উছমান (রা) - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ বলতে শুনেছি। এরপর তিনি আবু বাক্রা (রা) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ ফিতনায় যারা মারা যাবে, তারা জাহান্নামে যাবে।

রাবী বলেন : তখন আমি ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : এ অবস্থার সৃষ্টি কখন হবে? তিনি বলেন : যখন ব্যাপক হত্যা শুরু হবে, এমনকি বন্ধু ও বন্ধুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আমি বলি : যদি আমি সে সময় পাই, তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বলেন : তুমি তোমার হাত ও মুখকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং নিজ ঘরে জড়-পদার্থের ন্যায় অবস্থান করবে।

এরপর উছমান (রা)-কে যখন শহীদ করা হয়, তখন আমার ধারণা হয় যে, সে ফিতনা শুরু হয়েছে। তখন আমি আমার বাহনে সওয়ার হয়ে দামিশকে চলে যাই এবং সেখানে হুরায়ম ইবন ফাতিক (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর কাছে এ হাদীছ বর্ণনা করি। তখন তিনি আল্লাহর নামে শপথ করেন, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং বলেন : আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শুনেছি, যে রূপ তুমি ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করলে।

৪২১০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَّادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِرُوا قَسِيَكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَأَضْرِبُوا سِيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دَخَلَ عَلَى عَهْدِ مَنَّاكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ بَنِي آدَمَ *

৪২১০। মুসাদ্দাদ (রা) - - - আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের আগে ফিতনা এরূপ ধারণ করবে, যে রূপ রাতের গভীর আধার। সে সময় লোক সকালে মু'মিন হলে, সন্ধ্যায় কাফিরে পরিণত হবে এবং সন্ধ্যায় মু'মিন হলে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। এ সময় উপবেশনকারী -দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে এবং পদচারী - দ্রুতগামী ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। এ ফিতনার সময় তোমরা তোমাদের তীর-ধনুক ভেঙে ফেলবে এবং তরবারি পাথরের উপর আঘাত করে ভোতা করে ফেলবে। এরপরও যদি কেউ তোমাদের উপর হামলা করতে চায়, তবে সে যেন আদমের উত্তম সন্তান (হাবিল)-এর মত হয়।

৪২১১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رُفَيْةَ بْنِ مُصْقَلَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي

طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنصُوبٍ فَقَالَ شَقِيٌّ قَاتِلُ هَذَا فَلَمَّا مَضَى قَالَ وَمَا أَرَى هَذَا إِلَّا قَدْ شَقِيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَقَالَ هُوَ فِي كِتَابِي ابْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوا سَمُرَةَ وَقَالُوا سُمَيْرَةَ هَذَا كَلَامُ أَبِي الْوَلِيدِ *

৪২১১। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি মদীনার এক রাস্তায় ইবন উমার (রা)-এর হাত ধরে ছিলাম। এ সময় ঝুলন্ত একটা মাথা দেখে তিনি বলেন : এ ব্যক্তির হস্তা চরম হতভাগ্য ! সে স্থান অতিক্রম করার পর তিনি বলেন : আমি তো তাকে হতভাগ্য বলে মনে করি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার কোন উম্মতের কাছে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে যায়, আর সে এরূপ বলে, তবে হত্যাকারী জাহান্নামী হবে এবং নিহত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪২১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوَلِيِّ عَنْ الْمُشْعَثِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يُكُونُ الْمَبِيتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَقَالَ مَا خَادَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ تَلْزِمُ بَيْتَكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِي قَالَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَالِقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُشْعَثُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ

* حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ *

৪২১২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : হে আবু যার ! আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আপনার খিদমতে হাযির। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, হে আবু যার ! যখন (মড়কের কারণে) বহু লোক মারা যাবে এবং (লোক না থাকার কারণে) একটি গোলামের বিনিময়ে একটি বাড়ী পাওয়া যাবে, তখন তুমি কি করবে ? আমি বলি : এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অভিজ্ঞ ; বা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাকে যা নির্দেশ দেন, (আমি তাই করবো)। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে সময় তুমি সবর করবে, অথবা তিনি বলেন : তুমি সবর কর।

এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আবু যার ! আমি বলি : আমি আপনার খিদমতে হাযির। তিনি বলেন : যখন তুমি আহযার-যায়ত' নামক স্থানটিকে রক্ত-প্লাবিত দেখবে, তখন কি করবে ? আমি বলি : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাকে যা বলেন, আমি তাই করবো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন তুমি নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবে।

রাবী বলেন : এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে সময় আমি তরবারি নিয়ে তা কি কাঁধে ঝুলিয়ে রাখবো না ? তিনি বলেন : তবে তো তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

রাবী বলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : সে সময় আপনি আমাকে কি করতে বলেন ? তিনি বলেন : তুমি তোমার ঘরে অবস্থান করবে। আমি বলি : তখন যদি হামলা করার জন্য কেউ সেখানে প্রবেশ করে ? তিনি বলেন : যদি তুমি আক্রমণের আশংকা কর, তবে তোমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নেবে (এবং নিহত হয়ে যাবে); ফলে, সে হত্যাকারী তার ও তোমার সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : 'মুশআছ'-কে এ হাদীছে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেননি।

৪২১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِكُمْ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُونُوا أَحْلَاسَ بَيُوتِكُمْ *

৪২১৩। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের সামনে রাতের গভীর অন্ধকারের ন্যায় ফিতনা-ফ্যাসাদ

সংঘটিত হবে। সে সময় একজন সকালে মুসলমান হবে, সন্ধ্যায় কাফিরে পরিণত হবে এবং সে সময় উপবেশনকারী - দণ্ডায়মান ব্যক্তি হতে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি- চলাফেরাকারী ব্যক্তি হতে এবং চলমান ব্যক্তি - দৌড়াদৌড়িকারী ব্যক্তি হতে উত্তম হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : সে সময় আপনি আমাদের কি করতে বলেন? তিনি সাহাবা ও
আলোহাদি
ও চা সাহাবা বলেন : তখন তোমরা তোমাদের ঘরের বিছানার ন্যায় (নির্জীব) হয়ে যাবে।

৪২১৪. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِصِيُّ قَالَ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ يَيْمُ اللَّهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا *

৪২১৪। ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ ! অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাহাবা ও
আলোহাদি
ও চা সাহাবা -কে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তি নেককার, যে ফিতনা থেকে দূরে থাকে ; ঐ ব্যক্তি নেককার, যে ফিতনা থেকে দূরে থাকে, ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে ফিতনা থেকে দূরে থাকে। আর যে ব্যক্তি ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার পর সবর করবে, সে খুবই ভাগ্যবান।

৩. بَابُ فِي كَفِّ اللِّسَانِ

৩. অনুচ্ছেদ : মুখ বন্ধ রাখা সম্পর্কে

৪২১৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَاءُ بِكَمَاءٍ عَمِيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَ لَهُ وَأَشْرَفُ اللِّسَانِ فِيهَا كُوقُوعُ السَّيْفِ *

৪২১৫। আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাহাবা ও
আলোহাদি
ও চা সাহাবা বলেছেন : অচিরেই মুক, বধির ও অন্ধরূপ ফিতনা প্রকাশ পাবে। যে ব্যক্তি তা দেখবে, সে ফিতনা তার নিকটবর্তী হবে। আর এ সময় মুখ খোলা, তারবারি চালনার ন্যায় হবে, (অর্থাৎ তা বিপদের কারণ হবে।)

৪২১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ

رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْطِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقُوعِ السَّيْفِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْأَعْجَمِ *

৪২১৬। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই এমন এক ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রকাশ পাবে, যা গোটা আরবকে ঘিরে ফেলবে। আর এ সময় যারা নিহত হবে, তারা জাহান্নামী। এ সময় মুখ খোলা (বেহুদা কথাবার্তা বলা), তরবারির আঘাতের চাইতেও নিকৃষ্ট হবে।

٤٢١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقَدُّوسِ قَالَ زِيَادٌ سَمِعْتُ كُوشًا *

৪২১৭। মুহাম্মদ ইবন ইসা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আবদুল কুদ্দূস (র) থেকে বর্ণিত। যিয়াদ (র) তাঁর কান শাদা থাকার কারণে 'সামীনু-কুশন' বলে তাকে আখ্যায়িত করতো।

٤. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّبَدُّيِّ فِي الْفِتْنَةِ

৪. অনুচ্ছেদ : ফিতনা প্রকাশ পেলে জংগলে চলে যাবে

٤٢١٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْمَطَرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ *

৪২১৮। উবায়দুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হবে ঐ বকরীসমূহ, যাদের চরানোর জন্য তারা পর্বতের চূড়ায় ও পানির স্থানসমূহে থাকবে এবং এভাবে তারা দীন রক্ষার জন্য ফিতনা থেকে পালিয়ে যাবে।

٥. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ

৫. অনুচ্ছেদ : ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ না করা

٤٢١٩. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَيُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ

الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ يَعْنِي فِي الْقِتَالِ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ
فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ
بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا
بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *

৪২১৯। আবু কামিল (র) - - - আহনাফ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি
যুদ্ধের নিয়তে (আলী (রা)-এর পক্ষে) বের হলে, আমার সাথে আবু বাক্রা (রা)-এর দেখা হয়।
তিনি বলেন : তুমি ফিরে যাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন দু'জন
মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে, একজন অপরজনকে মারতে প্রস্তুত হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত
ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! হত্যাকারী তো জাহান্নামে যাবে, কিন্তু নিহত
ব্যক্তির অপরাধ কি ? তিনি ﷺ বলেন : এ জন্য যে, সেও তো তার ভাইকে হত্যা করার ইচ্ছা
করেছিল।

৪২২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ
أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا *

৪২২০। মুহাম্মদ ইবন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - হাসান (রা) থেকে সংক্ষিপ্তভাবে এ হাদীছ বর্ণিত
হয়েছে।

৬. بَابُ فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

৬. অনুচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ

৪২২১. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ
دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذَلْقِيَّةَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ
فَلَسْطِينَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ يَقَالُ لَهُ هَانِيُّ بْنُ كَلْثُومِ بْنِ
شَرِيكِ الْكِنَانِيِّ فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ
لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكْرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ سَمِعْتُ
أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ
إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقَالَ هَانِيُّ بْنُ كَلْثُومِ
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَكْرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنَقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَغَ وَحَدَّثَ هَانِيُّ بْنُ كَلْثُومٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً *

৪২২১। মুহাম্মাল ইব্ন ফযল (র) - - - খালিদ ইব্ন দিহকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন কুস্তুনতুনিয়ার যুদ্ধে 'যালকা' নামক স্থানে ছিলাম, তখন ফিলিস্তিনের একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি, যাকে সকলে চিনতো এবং তার নাম ছিল 'হানী ইব্ন কুলছুম ইব্ন শারীক কিনানী'। তিনি এসে আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যাকরিয়া (রা)-কে সালাম করেন, যার মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। রাবী বলেন : খালিদ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যাকরিয়া (র) আমাকে বলেছেন : আমি উম্মু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, যিনি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শোনে : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেন : মহান আল্লাহ মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি এবং যে মু'মিন অন্য মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, এরা ব্যতীত অন্য সকলের গুনাহ মাফ করবেন।

এরপর হানী ইব্ন কুলছুম (র) বলেন : আমি মাহমূদ ইব্ন রাবী' (র)-কে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে এবং তাকে হত্যা করে খুশী হবে, তার কোন ফরয এবং নফল ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

রাবী বলেন : এরপর খালিদ আমাদের বলেন, ইব্ন আবু যাকরিয়া (র) আবু দারদা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেন : যতক্ষণ কোন মু'মিন অকারণে কাউকে হত্যা করে না, ততক্ষণ সে নিশ্চিত ও নেক্কার থাকে। কিন্তু যখন সে কাউকে হত্যা করে, তখন সে নির্ভীক ও জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়।

হানী ইব্ন কুলছুম (র) মাহমূদ ইব্ন রাবী' (র) থেকে, তিনি উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২২২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَارَكٍ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ يَهْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِي عَنْ قَوْلِهِ اِغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ قَالَ قَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدَهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى فَلَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي مِنْ ذَلِكَ *

৪২২২। আবদুর রহমান ইবন আমর (র) - - - খালিদ ইবন দিহকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া গাসসানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, "اعْتَبَطَ" "এ শব্দের অর্থ কি ?

তিনি বলেন : এর অর্থ হলো - যারা ফিতনার যুগে পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি করে এবং তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করার পর এরূপ মনে করে যে, সে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ! আর সে ঐ হত্যার পর তাওবা ইস্তিগ্ফারও করে না !

৪২২৩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا حَمَّادُ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بَعْدَ التِّي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ *

৪২২৩। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - খারিজা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে এ স্থানে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : এ আয়াত : "وَمَنْ" "অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম যেখানে সে চিরস্থায়ী হবে", সূরা ফুরকানের এ আয়াত : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ -

অর্থঃ "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কিছু শরীক করে না এবং আল্লাহ যাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের হত্যা করে না -তবে হক ব্যতীত", -এর ছয় মাস পর নাযিল হয়।

৪২২৪. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَوْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ بَنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ التِّي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ مُشْرِكُونَا أَهْلُ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَهَذِهِ لَوْلَاكَ قَالَ فَأَمَّا التِّي فِي النِّسَاءِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ

الْآيَةُ قَالَ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ
جَهَنَّمُ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ فَذَكَرْتُ هَذَا الْمُجَاهِدِ فَقَالَ الْإِمَامُ مَنْ نَدِمَ *

৪২২৪। ইউসুফ ইবন মুসা (র) - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : যখন সূরা ফুরকানের এ আয়াত : যারা আল্লাহর সাথে অন্য কিছু শরীক করে না এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না"-নাযিল হয়, তখন মক্কার (নও-মুসলিম) মুশরিকরা এরূপ বলতে থাকে যে, "আমর তো আল্লাহর সাথে শরীক করেছি, অন্যায়ভাবে হত্যাও করেছি; এ ছাড়া আমরা আরো অনেক গুনাহ করেছি, (এমতাবস্থায় আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা কি ?) তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : "আর যে তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে নেকীতে পরিবর্তিত করে দেবেন।"

আর সূরা নিসার এ আয়াত : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে", ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়, যে ইসলামী শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এবং তার তাওবা কবুল হবে না।

রাবী সাঈদ (র) বলেন : আমি এ সম্পর্কে মুজাহিদ (র)-এর সাথে আলোচনা করলে, তিনি বলেন : তবে কেউ যদি যথার্থ-লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, তবে তা কবুল হবে।

৪২২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَاحِجًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قَالَ أَهْلُ الشِّرْكِ قَالَ وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ *

৪২২৫। আহমদ ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ আয়াত : "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ" অর্থাৎ "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কিছু শরীক করে না - - -" এর অর্থ এসব লোক, যারা শিরক করেছে এবং শিরক করা অবস্থায় অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে; তাদের গুনাহ ঈমান আনার পর এবং তাওবা করার পর মাফ হয়ে যাবে। এর দলীল হলো এ আয়াত : "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ" "বলুন : হে আমার বান্দাগণ ! যারা তাদের নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে....।

৪২২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْئٌ *

৪২২৬। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ আয়াত " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে...." অন্য কোন আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি।

৪২২৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ قَالَ هِيَ جَزَاءُهَا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ *

৪২২৭। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবু মাজলায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ আয়াত : "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম", -এর অর্থ : জাহান্নাম-ই তার প্রাপ্য। তবে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

৭. بَابُ مَا يُرْجَى فِي الْقَتْلِ

৭. অনুচ্ছেদ : নিহত হওয়ার পরও নাজাতের প্রত্যাশা

৪২২৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامٌ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتَنَا هَذِهِ مِنْهُ مَلِكُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا إِنْ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتَ الْحَوَانِي قُتِلُوا *

৪২২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তিনি ভয়াবহ একটি ফিতনার কথা উল্লেখ করেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যদি আমরা এ সময় জীবিত থাকি, তবে কি তা আমাদের তা ধ্বংস করে দেবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : না, এরূপ নয় ; বরং সে সময় তোমরা নিহত হলে, তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

রাবী সাঈদ (র) বলেন : এরপর আমি আমার ভাইদের (সে ফিতনায়) নিহত হতে দেখি। (অর্থাৎ নবী ﷺ উদ্বেগ ও সিসফীনের যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করেন।)

৪২২৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمْتُي

هَذِهِ أُمَّةٌ مَّرْحُومَةٌ لَيْسَ لَهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ وَعَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ
وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ *

৪২২৯। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার এ উম্মতের উপর আল্লাহর রহমত আছে। আখিরাতে তারা
(স্থায়ী) আযাব ভোগ করবে না। বরং তাদের কাফ্যারা এভাবে হবে যে, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি
হবে-ফিতনা, ভূমিকম্প এবং হত্যা।

كِتَابُ الْمَهْدِيِّ

অধ্যায় : মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْمَهْدِيِّ অধ্যায় : মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে

১. بَابُ الْمَهْدِيِّ

১. অনুচ্ছেদ : ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে

৪২৩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا يَقُولُ قَالَ كُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ *

৪২৩০। আমর ইব্ন উছমান (র) - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, এ দীন ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের উপর সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত বার জন খলীফা (নিযুক্ত) হয়।

(রাবী বলেন :) এরপর আমি নবী ﷺ -কে আরো কিছু বলতে শুনি, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি ﷺ কি বলেছেন? তিনি বলেন : এ সমস্ত খলীফা কুরায়শ বংশ থেকে হবে।

৪২৩১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى

عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ *

৪২৩১। মুসা ইব্ন ইসামাঈল (র) - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, “বার জন খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এ দীন ‘ইযযতের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাবী বলেন : একথা শুনে সাহাবীগণ তাকবীর দেন এবং চিৎকার করেন। এরপর তিনি ﷺ আস্তে আস্তে কিছু বলেন, (যা আমি শুনে না পাওয়ায়) আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি : হে আমার প্রিয় পিতা ! তিনি ﷺ কি বলেছেন ? তিনি বলেন : সে সব খলীফা কুরায়শ বংশ থেকে হবে।

৪২৩২. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا زُهَيْرٌ نَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ نَا الْأَسْوَادُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرَجُ *

৪২৩২। ইব্ন নুফায়ল (র) - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো অতিরিক্ত উল্লেখ করেন যে, এরপর তিনি ﷺ তাঁর ঘরে ফিরে কুরায়শগণ এসে জিজ্ঞাসা করেন : এরপর কি হবে ? তিনি ﷺ বলেন : তারপর ‘হারাজ’ অর্থাৎ হত্যা ও খুন-খারাবী শুরু হবে।

৪২৩৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو بَكْرٍ يَغْنَى ابْنُ عِيَّاشٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرِ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ عَادٍ عَنْ زُرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمًا قَالَ زَائِدَةُ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلًا مِّنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِي أَسْمُهُ اسْمِي وَأَسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأْتَ ظُلُمًا وَجَوْرًا وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ لَا تَذْهَبُ أَوْ لَا تَنْقُضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِي أَسْمُهُ اسْمِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَفْظُ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ *

৪২৩৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন :

যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও বাকী থাকে, তবুও আল্লাহ সেদিনকে এত দীর্ঘ করে দেবেন যে, তাতে আমার থেকে অথবা আমার আহলে-বায়ত থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পয়দা করবেন, যার নাম হবে আমার নামের মত এবং তার পিতার নাম হবে – আমার পিতার নামের মত।

রাবী ফিতর (র)-এর হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, ‘সে ব্যক্তি যমীনকে আদল ও ইনসাফে পূর্ণ করবে, যে রূপ তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ হয়েছিল।’

রাবী সুফিয়ান (র)-এর হাদীছে আছে যে, (নবী সিআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :) দুনিয়া ততক্ষণ ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না আমার বংশ থেকে একজন আরবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। যার নাম হবে আমার নামের মত।

৪২৩৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا فِطْرٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمًا لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَاهَا عَدْلًا كَمَا مَلِيتُ جَوْرًا *

৪২৩৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সিআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি আকাশের একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তবুও মহান আল্লাহ আমার আহলে-বায়ত থেকে এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন, যিনি পৃথিবীকে ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করবেন, যেমন তা জুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল।

৪২৩৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرُّقِيِّ ثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِترَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُثْنِي عَلَى عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلَاحًا *

৪২৩৫। আহমদ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সিআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, “মাহ্দী আমার ঔরসজাত ফাতিমার বংশ থেকে হবে।”

৪২৩৬. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ بْنُ بُزَيْعٍ نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلِيتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ *

৪২৩৬। সাহুল ইবন তাম্মাম (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাহদী আমার বংশোদ্ভূত হবে, যার ললাট প্রশস্ত ও নাক উঁচু হবে। যিনি পৃথিবীকে আদল-ইনসাফ দ্বারা এরূপ পূর্ণ করবেন, যে রূপ তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন।

৪২৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيُخْرِجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ وَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخَسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَوُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ أَخَوَالَهُ كُلِّبٌ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثٌ كُلِّبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَّمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كُلِّبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيُلْقَى الْإِسْلَامُ بِجَجْرَايَةِ إِلَى الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعَ سِنِينَ *

৪২৩৭। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন খলীফার মৃত্যুর সময় মতানৈক্য দেখা দিলে এবং সে সময় মদীনা থেকে এক ব্যক্তি পালিয়ে মক্কায় আসলে, সেখানকার অধিবাসিগণ তার পাশে সমবেত হবে এবং তাকে ইমামতি করার জন্য সামনে পাঠাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে। এরপর লোকেরা তার হাতে ‘হাজরে- আসওয়াদ’ ও ‘মাকামে-ইবরাহীমের’ মাঝে বায়আত গ্রহণ করবে। সে সময় শামদেশ থেকে তার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হবে, যারা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত ‘বায়দা’ নামক স্থানে মাটিতে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। লোকেরা যখন এ অবস্থা দেখবে, তখন শাম ও ইরাকের ওলী-আবদালগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে, ‘হাজরে-আসওয়াদ’ ও ‘মাকামে-ইবরাহীমের’ মাঝে বায়আত গ্রহণ করবে। এরপর কুরায়শ বংশে এমন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবে। যার মা হবে ‘কালব’ গোত্রের। যারা তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে এবং এ যুদ্ধে তারা বিজয়ী হবে। এরা ‘কালব’ গোত্রের সেই সৈন্য, যারা মাহদীর সৈন্যদের হাতে পরাজিত হবে। এ সময় যারা কালব গোত্রের গণীমতের মালের অংশ গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হবে না, তাদের জন্য আফসোস ! এরপর মাহদী (আ) গণীমতের মাল লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে, নবী ﷺ -এর সুনুত

পুনরুজ্জীবিত করবেন। সে সময় সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বছর জীবিত থাকার পর ইনতিকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার সালাত আদায় করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : কোন কোন বর্ণনাকারী হিশাম (র) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নয় বছর জীবিত থাকবেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন : সাত বছর।

৪২৩৮. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِينَ *

৪২৩৮। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - কাতাদা (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : মাহ্দী (আ) নয় বছর জীবিত থাকবেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : রাবী মুআয (র)-এর বর্ণনা ব্যতীত, হিশাম (র)-এর বর্ণনাতেও নয় বছরের উল্লেখ আছে।

৪২৩৯. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ نَا أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَتَمُّ *

৪২৩৯। ইবন মুছান্না (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তবে মুআয (রা)-এর হাদীছ সম্পূর্ণ।

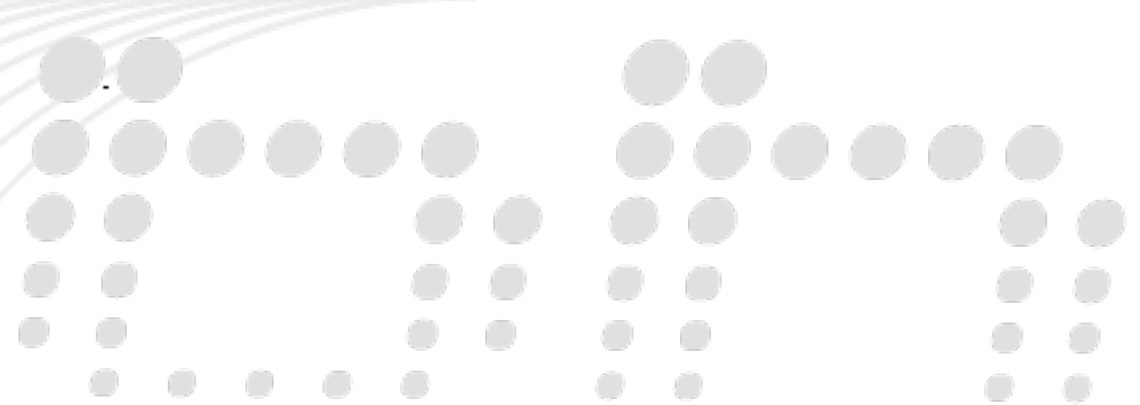
৪২৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَبْطِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسْفِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَا قَالَ يُخَسَفُ بِهِمْ وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى نِيَّتِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثْتُ عَنْ هَارُونِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَالَ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ عَلَى وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ ﷺ يُشَبِّهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشَبِّهُهُ فِي الْخُلُقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّيفِ بْنِ طَرَفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا

كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ
الْحَارِثُ بْنُ حَرَاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُؤْطَى أَوْ يُمَكَّنُ لِأَلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنْتَ قُرَيْشٌ لِّرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نُّصْرُهُ أَوْ
قَالَ أَجَابَتُهُ *

৪২৪০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে ‘যমীনে-ধসে
যাওয়া’ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তার কি
অবস্থা হবে, যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করবে ? তিনি বলেন : সেও তাদের সাথে যমীনে
ধসে মারা যাবে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে তার নিয়তের উপর উঠানো হবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) হারুন ইবন মুগীরা থেকে, তিনি আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন
যে, একদা আলী (রা) তাঁর পুত্র হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন : আমার এ ছেলে জান্নাতের
যুবদের সর্দার, যেমন নবী ﷺ বলেছেন : তিনি ﷺ আরো বলেন : অতি সত্তর তার বংশে
এমন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর অনুরূপ। স্বভাব-চরিত্রে তিনি
তাঁরই মত হবেন, তবে আকৃতিতে নয়। এরপর আলী (রা) বলেন : তিনি পৃথিবীকে
আদল-ইনসাফে পরিপূর্ণ করবেন।

হারুন (র) - - - আমর ইবন কায়স (র) থেকে, তিনি হিলাল ইবন আমর (র) সূত্রে
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ
বলেছেন : ‘অরাইন্-নাহার’ থেকে এমন এক ব্যক্তি বের হবে, যার নাম হবে ‘হারিছ ইবন
হাররাছ’ এবং তার আগে অপর এক ব্যক্তি বের হবে, যাকে লোকেরা ‘মানসূর’ বলবে। তিনি
মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনদের তেমনি ভাবে আশ্রয় দেবেন, যেমনি ভাবে কুরায়শগণ
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আশ্রয় দিয়েছিল। প্রত্যেক মু’মিনের উচিত হবে তাঁকে সাহায্য করা এবং তাঁর
আহ্বানে সাড়া দেওয়া।



كِتَابُ الْمَلَحِمِ

অধ্যায় : যুদ্ধ-বিগ্রহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْمَلَاهِمِ

অধ্যায় : যুদ্ধ-বিগ্রহ

١. بَابُ مَا يَذْكُرُ فِي قَرْنِ الْمِائَةِ

১. অনুচ্ছেদ : শতাব্দীর বর্ণনা সম্পর্কে

٤٢٤١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْدِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَاظِرِيِّ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مِّنْ يُحَدِّدُ لَهَا دِينَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا ابْنُ شُرَيْحٍ الْأَسْكَندَرَانِيُّ لَمْ يُجْزِبْهُ شَرَّاحِيلُ *

৪২৪১। সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দীনের 'তাজ্জীদ' বা সংস্কার সাধন করবেন।

٢. بَابُ مَا يَذْكُرُ مِنْ مَّلَاحِمِ الرُّومِ

২. অনুচ্ছেদ : রোমের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে

٤٢٤٢. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ الْأَوْزَعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ مَالَ مَكْحُولٍ وَابْنُ أَبِي ذَكْرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمَلْتُ مَعَهُمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ

جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلَقُ بِنَا إِلَى ذِي مَخْبَرٍ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ فَاتَيْنَا فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صَلَاحًا أَمِنًا فَتَفْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوٌّ أَمِنٌ وَرَأَيْتُكُمْ
فَتَنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ
فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النُّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ
رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْقُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ وَتَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ *

৪২৪২। নুফায়লী (র) - - - জুবায়র ইবন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জুবায়র (র) বলেন : আমার সাথে নবী ﷺ -এর এক সাহাবী 'মিখবার' (রা)-এর কাছে চलो। আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, জুবায়র (র) তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, “তোমরা অচিরেই রোমের সাথে সন্ধি করবে।” এরপর তোমরা ও তারা সম্মিলিতভাবে অন্য এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাতে বিজয়ী হয়ে গণীমতের মাল হাসিল করবে। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসবে এবং এমন এক ময়দানে অবতরণ করবে, যা টিলাময় হবে। তখন নাসারাদের জনৈক ব্যক্তি ক্রুশ উঁচু করে বলবে : এ যুদ্ধে ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। তখন মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে তাকে মেরে ফেলবে। সে সময় রোমের বাসিন্দারা সন্ধি ভংগ করে, একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৪২৪৩. حَدَّثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ قَالَ نَا أَبُو عَمْرٍو
عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ هَذَا الْحَدِيثُ وَزَادَ فِيهِ وَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ
فَيَقْتُلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ بِالشَّهَادَةِ إِلَّا أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ
ذِي مَخْبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ وَبِشْرُ
بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَمَا قَالَ عَيْسَى *

৪২৪৩। মুআম্মাল ইবন ফযল (র) - - - হাসসান ইবন আতিয়া (র) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, সে সময় মুসলিম সৈন্যগণ দ্রুত তাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন আল্লাহ তাদেরকে শহীদ হওয়ার কারণে সম্মানিত করবেন।

ওয়ালীদ (র) - - - জুবায়র ও মিখবার (রা) থেকে। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩. بَابُ فِي أَمَارَاتِ الْمَلَا حِم

৩. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ-বিগ্রহের আলামত সম্পর্কে

৪২৪৪. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ
 بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامُرٍ عَنْ
 مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِمْرَانُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ خَرَابٌ يَثْرِبُ
 وَخَرَابٌ يَثْرِبُ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ وَفَتْحُ
 قُسْطُنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ
 ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَهُنَا كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ *

৪২৪৪। আব্বাস আশ্বারী (র) - - - মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বায়তুল মুকাদ্দিসের প্রতিষ্ঠা মদীনার অমংগলের কারণ হবে। আর
 মদীনার খারাবী ফিতনা সৃষ্টির কারণ হবে। বস্তুত ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি কুস্তুন্তুনিয়া বিজয়ের
 কারণ হবে এবং কুস্তুন্তুনিয়ার বিজয়-দাজ্জাল বের হওয়ার কারণ হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ
 তাঁর হাত মুআয (রা)-এর কাঁধে বা হাঁটুতে মেরে বলেন : এ সবই সত্য, যেমন তুমি এখানে আছো
 - তা সত্য; যেমন তুমি বসে আছো- তা সত্য।

৪. بَابُ فِي تَوَاتُرِ الْمَلَا حِم

৪. অনুচ্ছেদ : একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে

৪২৪৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
 بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبٍ السُّكُونِيِّ
 عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى
 وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ *

৪২৪৫। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভয়াবহ ফিতনা, কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় এবং দাজ্জাল বের হওয়া - সাত
 মাসের মধ্যে ঘটবে।

৪২৪৬. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمَصِيُّ نَا بَقِيَّةٌ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ
 أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ
 الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا
 أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عِيْسَى *

৪২৪৬। হাইওয়া ইবন শুরায়হ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুস্তুনতুনিয়া শহর বিজয় এবং ভয়াবহ ফিতনা বের হওয়ার মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান থাকবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জাল বের হবে।

৫. بَابُ فِي تَدَاعَى الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلَامِ

৫. অনুচ্ছেদ : ইসলামের উপর অন্য জাতির বিজয় সম্পর্কে

৪২৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابِرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ نَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَفَخَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِلَنَّ عَنِ اللَّهِ مِنْ صُدُورٍ عَدُوَّكُمْ الْمَهَابَةِ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ *

৪২৪৭। আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) - - - ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : আমাদের সংখ্যা কি কম হবে ? তিনি বলেন : না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে অলসতার সৃষ্টি করে দেবেন। তখন জনৈক সাহাবী বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অলসতার সৃষ্টি কেন হবে ? তিনি বলেন : দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যু ভয়ের জন্য।

৬. بَابُ فِي الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَا حِمِ

৬. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ কোথায় থাকবে ?

৪২৪৮. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ نَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نَفِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْفُؤْطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونُ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاَحٌ *

৪২৪৮। হিশান ইব্ন আশ্মার (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের আবির্ভাবকালে ভয়াবহ যুদ্ধের সময় মুসলমানদের দুর্গ দামিশক শহরের এক পাশে অবস্থিত 'গুতা' নামক স্থানে হবে, যা শামের (সিরিয়ার) একটি উত্তম শহর।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইব্ন ওয়াহাব (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে মদীনার মুসলমানদের ঘিরে ফেলা হবে, এমনকি তাদের দূরবর্তী সীমানা হবে 'সালাহ' নামক স্থান।

٤٢٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنَمَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَسَلَاَحٌ قَرِيبٌ مِّنْ خَيْبَرَ *

৪২৪৯। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - ইমাম যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'সালাহ' নামক স্থানটি খায়বরের নিকট অবস্থিত।

٧. بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ مِنَ الْمَلَاَحِمِ

৭. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় ফিতনা হওয়া সম্পর্কে

٤٢٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ سَوْدٍ نَا إِسْمَاعِيلُ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِي قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيِّفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِّنْ عَدُوِّهَا *

৪২৫০। আবদুল ওয়াহাব ইব্ন নাজ্জদা (র) - - - আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ এ উম্মতের উপর এক সাথে দু'টি বিপদ একত্রিত করবেন না যে, তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকবে এবং শত্রু ও তাদের উপর হামলা করবে।

٨. بَابُ فِي النُّهْيِ عَنْ تَهْيِجِ الثُّرَاكِ وَالْحَبْشَةِ

৮. অনুচ্ছেদ : তুরস্ক ও হাবশার সাথে অকারণে গোলযোগ না করা সম্পর্কে

٤٢٥١. حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ نَا ضَمْرَةَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي

سُكَيْنَةُ رَجُلٍ مِّنَ الْمُحَرَّرِينَ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْحَبْشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرُكَ مَا تَرَكُوكُمْ *

৪২৫১। ঈসা ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবু সাকীনা (রা) নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যতদিন হাবশের জনগণ তোমাদের সাথে কোনরূপ ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়, ততদিন তোমরা তাদের সাথে ঝগড়া করবে না এবং তুর্কীর জনগণ যতদিন তোমাদের সাথে গোলযোগ না করে, তোমরাও করবে না।

৯. بَابُ فِي قِتَالِ التُّرُكِ

৯. অনুচ্ছেদ : তুর্কীর সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে

৪২৫২। حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا يَعْقُوبُ الْآ سَكَنَدَرَانِي عَنْ سُهَيْلِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرُكَ قَوْمًا وَجُوهَهُمْ كَالْمَجَانِ الْمَطْرَقَةِ يَلْبِسُونَ الشُّعْرَ *

৪২৫২। কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত ততদিন অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন না মুসলিমগণ তুর্কী (কাফিরদের) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুর্কীরা এমন এক জাতি, যাদের চেহারা তালের মত এবং তারা পশমের জুতা ব্যবহার করবে।

৪২৫৩। حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ السَّرْحِ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْأَنْوَافِ كَانَ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ *

৪২৫৩। কুতায়বা এবং ইবন সারহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত ততদিন অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন না তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যারা পশম-যুক্ত জুতা ব্যবহার করে। আর তোমরা তুর্কীদের সাথে লড়াই করবে, যাদের চোখ ছোট হবে এবং নাক চেপটা হবে, আর তাদের চেহারা হবে তালের মত।

৪২৫৪। حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى نَا بِشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْأَعْيُنِ يَعْزِي التُّرُكَ قَالَ تَسُوقُونَهُمْ ثَلَاثَ مَرَارٍ حَتَّى تُلْحَقُوهُمْ

بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الْأُولَىٰ فَيَنْجُوا مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوا بَعْضٌ وَيُهْلِكُ بَعْضٌ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُونَ أَوْ كَمَا قَالَ *

৪২৫৪। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - বুয়ায়দা (রা) তার পিতা হতে তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তুর্কীর একটি ছোট চোখ বিশিষ্ট কাওম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তিনি আরো বলেন : তোমরা তিনবার তাদের পরাস্ত করবে, এমন কি তোমরা তাদের আরব উপদ্বীপের সাথে মিলিয়ে দেবে। তাদের মধ্যে যারা প্রথমবার পালাবে, তারা মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের সময় কিছু লোক ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক নাজাত পাবে। আর তৃতীয়বার যুদ্ধের সময় তারা সমূলে ধ্বংস হবে, অথবা তিনি ﷺ এ ধরনের কিছু বলেছেন।

১. بَابُ فِي ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

১০. অনুচ্ছেদ : বসরা সম্পর্কে

৪২৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي نَا سَعِيدُ بْنُ جُمَهَانَ قَالَ نَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي بِغَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرِ يُقَالُ لَهُ دَجْلَةٌ يَكُونُ عَلَيْهَا جَسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ ابْنُ يَحْيَىٰ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ وَيَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورًا عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ حَتَّىٰ يَنْزِلُوا عَلَى شَطْرِ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرَبَةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لَانْفُسَهُمْ وَكَفَرُوا فِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمْ الشُّهَدَاءُ *

৪২৫৫। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের কিছু লোক নীচু যমীনে অবতরণ করবে, যাকে বসরা বলা হয়, যা এক নদীর পাশে অবস্থিত হবে, যার নাম হলো- দাজলা। সে নদীর উপর একটা পুল হবে। সেটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হবে এবং তা মুহাজিরদের শহরে পরিণত হবে।

রাবী ইবন ইয়াহইয়া (র) বলেন, আবু মুআম্মার (রা) বলেছেন : শহরটি মুসলমানদের শহরে পরিণত হবে। শেষ যুগে ‘কানতুরার’ বংশধরগণ, যারা চওড়া চেহারা এবং ছোট চোখ বিশিষ্ট হবে, তারা নদীর তীরে অবতরণ করে তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের একদল গরুর লেজের ব্যবসা এবং কৃষিকাজে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হবে, দ্বিতীয় দল তাদের জান-বাঁচিয়ে কাফির হয়ে যাবে এবং তৃতীয় দলটি তাদের বাচ্চাদের পেছনে রেখে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাবে।^১

৪২৫৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ نَا مُوسَى الْخَيَّاطُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمْصِرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ أَوْ الْبُصَيْرَةُ فَإِنَّ أَنْتَ مَرَوْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسَبَاخَهَا وَكَلَاهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَا حَيْثُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ *

৪২৫৬। আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, হে আনাস ! লোকরা কিছু শহর তৈরী করবে, যার একটি শহরের নাম হবে বসরা বা বুসরা। যদি তুমি সেখানে যাও এবং সেখানে প্রবেশ কর, তবে তুমি তার লবণাক্ত ভূমি, সবুজ তৃণভূমি, বাজার এবং আমীর-উমারাদের থেকে দূরে থাকবে। বরং তুমি সেখানকার জংগলে বসবাস করবে। কেননা, সেখানকার যমীন ধসে যাবে, পাথর বর্ষিত হবে এবং ভূমিকম্প হবে। আর সেখানকার কিছু অধিবাসী এরূপ হবে যে, তারা রাতযাপনের পর সকালে শূকর ও বানরে রূপান্তরিত হবে।

৪২৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي هَيْمٍ بْنُ صَالِحٍ بْنُ دِرْهَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْآبِلَةُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعِشَارِ رَكَعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعِشَارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ *

৪২৫৭। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - সালিহ ইবন দিরহাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি হজ্জ করতে গেলে, জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়।

১। উল্লেখিত ঘটনাটি আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে সংঘটিত হয়। - (অনুবাদক।)

তিনি আমাদের বলেন : তোমাদের ওদিকে আবলা' নামক একটি বস্তি আছে না ? আমরা বলি : হাঁ। তখন তিনি বলেন : তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমার তরফ থেকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে ঈশার মসজিদে (যা ফুরাত নদীর পাশে অবস্থিত) হাযির হয়ে, দুই বা চার রাকাত সালাত আদায়ের পর এরূপ দুআ করবে যে, 'ইহা আবু হুরায়রা (রা)-এর জন্য।'

(কেননা, তিনি বলেন :) আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম সাহাবা ও আলাইদ্বি ওয়া পাকরা -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঈশার মসজিদ থেকে এমন শহীদদের উঠাবেন, যারা বদর যুদ্ধের শহীদদের সাথে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : 'ঈশার' মসজিদটি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত, আর এখানকার শহীদ হলেন - কারবালার শহীদগণ।

১১. بَابُ ذِكْرِ الْحَبْشَةِ

১১. অনুচ্ছেদ : হাবশীদের সম্পর্কে

৪২৫৮. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ نَابُوَ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتْرَكُوا الْحَبْشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ *

৪২৫৮। কাসিম ইবন আহমদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাহাবা ও আলাইদ্বি ওয়া পাকরা বলেছেন : তোমরা হাবশীদের ছেড়ে দাও, যতদিন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। কেননা, কা'বা ঘরের সম্পদ তো সে ক্ষুদ্র পায়ের গোছা বিশিষ্ট হাবশী লোকটি বের করে নেবে।^১

১২. بَابُ إِمَارَاتِ السَّاعَةِ

১২. অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে

৪২৫৯. حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا الدَّجَالُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ

১। কিয়ামত নিকটবর্তী হলে, হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়াতে অবতরণের পর সম্ভবতঃ এরূপ ঘটনা ঘটবে।
(-অনুবাদক)।

مُغْرِبِهَا أَوْ الدُّبَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحَىٰ فَآيَتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْآخَرَىٰ عَلَىٰ أَثَرِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَأَظُنُّ أَوَّلَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا *

৪২৫৯। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) - - - আবু যুরআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার মদীনাতে মারওয়ানের কাছে একটি প্রতিনিধি দল আসে। তখন তারা মারওয়ানকে এরূপ বর্ণন। করতে শোনে যে, কিয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত হলো দাজ্জাল বের হওয়া।

রাবী বলেন : এরপর আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ হাদীছ বর্ণনা করলে, তিনি বলেন : সে তো কিছুই বলেনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি : কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো 'দাববাতুল আরদ' (এক ধরনের বিশেষ প্রাণী)-এর বের হওয়া। এ দু'টি নিদর্শনের যে কোন একটি আগে প্রকাশ পেলো, দ্বিতীয়টি এর সাথে সাথেই প্রকাশ পাবে।

আবদুল্লাহ (রা), যিনি তাওরাত যাবুর ঐশীগ্রন্থ পাঠ করতেন, তিনি বলেন : আমার ধারণা এই যে, এ দু'টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথমে নিদর্শন হবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া।

৪২৬০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَهَنَادُ الْمَعْنَى قَالَ مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ نَا فُرَاتُ الْقَرَّازُ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ وَقَالَ هَنَادٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْ قُعُودًا لَتَحْدُثُ فِي ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ تَكُونَ أَوْلَنْ تَقُومَ حَتَّى تَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ وَخُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَالْجَّالِ وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَالْدُّخَانِ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ خَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ *

৪২৬০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ছায়াফা ইব্ন উসায়দ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের ছায়ায় বসে ছিলাম। আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ সময় আমাদের কণ্ঠস্বর চড়ে গেলে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামত কখনো হবে না, অথবা কিয়ামত ততক্ষণ কয়েম হবে না, যতক্ষণ না তার পূর্বে দশটি আলামত প্রকাশ পায়। তাহলো : ১। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে; ২। দাববাতুল আরদ বের হবে; ৩। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে; ৪। দাজ্জাল বের হবে; ৫। ঈসা ইব্ন মারয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবে; ৬। ধোঁয়া প্রকাশ পাবে; ৭। তিনটি স্থান ধসে যাবে- পশ্চিমে; ৮। পূর্বে; ৯। আরব উপদ্বীপ এবং ১০।

সবশেষে ইয়ামনের আদন প্রান্তর হতে আগুন বের হবে, যা লোকদের সিরিয়ার 'মাহ্শার' নামক স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

৪২৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَمِنْ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِثٌّ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا الْآيَةُ *

৪২৬১। আহমদ ইবন আবু শুআয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। লোকেরা যখন তা উদিত হতে দেখবে, তখন ঈমান আনলে আর কোন উপকার হবে না, যদি না সে এর আগে ঈমান আনে, অথবা ঈমান থাকাবস্থায় নেকী অর্জন না করে।

১২. بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ

১৩. অনুচ্ছেদ : ফোরাতে নদী থেকে সোনার খনি বের হওয়া

৪২৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السُّكُونِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَجْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا *

৪২৬২। আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ফোরাতে নদী থেকে সোনার খনি বের হবে। সেখানে যে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তা থেকে কিছু না নেয়।

৪২৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَجْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا *

৪২৬৩। আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এরূপ বলেছেন : তবে তিনি তাতে এরূপ ও বলেছেন যে, সেখানে সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে।

১৪. بَابُ خُرُوجِ الدَّجَالِ

১৪. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল বের হওয়া সম্পর্কে

৪২৬২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ قَالَ حُذَيْفَةُ لَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءٌ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪২৬৪। হাসান ইবন আমর (র) - - - রিব'ঈ ইবন হিরাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হুযায়ফা এবং আবু মাসউদ (রা) একত্রিত হলে, হুযায়ফা (রা) বলেন : দাজ্জালের সাথে যা থাকবে, সে সম্পর্কে আমি খুবই জ্ঞাত। তার সাথে একটি পানির সাগর এবং আগুনের নহর থাকবে। তোমরা যাকে আগুন মনে করবে, তা হবে পানি।

রাবী আবু মাসউদ বদরী (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি।

৪২৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ الْأَوَّارَ وَأَنَّ أَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرًا *

৪২৬৫। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যত নবী এসেছেন, তারা সবাই তাদের উম্মতকে কানা ও মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। জেনে রাখ ! সে হবে কানা। আর তোমাদের মহান রব কানা নন এবং তার দু' চোখের মাঝখানে " কافر " 'কাফির' শব্দ লেখা থাকবে।

৪২৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ك ف ر *

৪২৬৬। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - শূবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার কপালে ক ফ র (অর্থাৎ কাফির) লেখা থাকবে।

৪২৬৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقْرَاهُ كُلُّ مُسْلِمٍ *

৪২৬৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জালের কপালে লেখা 'কাফির' শব্দটি প্রত্যেক মুসলমান পড়তে পারবে।

৪২৬৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاجِرِيُّ نَاحُمِيدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ بِالْذِّجَالِ فَلَيْنًا عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ فَمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ هَكَذَا قَالَ *

৪২৬৮। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর শপথ ! যে ব্যক্তি তার কাছে যাবে, সে তাকে মু'মিন মনে করে, তার অনুসারী হয়ে যাবে। কেননা, তার কাছে সন্দেহে নিক্ষেপকারী বস্তু থাকবে।

৪২৬৯. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ نَاقِيَةُ حَدَّثَنِي بُحَيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جَنَازَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدِّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا أَنَّ الْمَسِيحَ الدِّجَالَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرٌ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِيَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنَّ الْبِيسَ عَلَيْكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَمَرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَلِيَ الْقَضَاءَ *

৪২৬৯। হায়ওয়া ইব্ন শুরায়হ (র) - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছি, এতদসত্ত্বেও আমার ভয় হয়, তোমরা তাকে চিনতে পারবে না। (জেনে রাখ !) মাসীহ দাজ্জাল হবে বেঁটে, তার পদক্ষেপ হবে দীর্ঘ, মাথার চুল হবে কুঞ্চিত, আর সে হবে কানা। তার চোখ হবে সমতল, যা উপরে উঠে থাকবে না এবং নীচে থাকবে না। এরপরও যদি তোমরা সন্দীহান হও, তবে জেনে রাখ! তোমাদের রব কানা নন।

আবু দাউদ (র) বলেন : আমার ইব্ন আসওয়াদ (র) কাযী ছিলেন।

৪২৭০. حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ نَا الْوَلِيدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكَلَابِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّجَالَ فَقَالَ أَنِّي يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيحُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرٌ حَجِيحٌ

نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاحِشِ
سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جَوَارِكُكُمْ مِنْ فِتْلَتِهِ قُلْنَا وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ
يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشْهَرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ فَقُلْنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِيهَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا
أَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ
شَرْقِيٍّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابٍ لَدُنْ فَيَقْتُلُهُ *

৪২৭০। সাফওয়ান ইবন সালিহ (র) - - - নাওয়াস ইবন সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : আমি যদি তোমাদের মধ্যে থাকাকালে সে বের হয়, তবে আমি তার প্রতি দোষারূপ করবো তোমাদের আগে। আর আমি যখন তোমাদের সাথে থাকবো না, সে যদি তখন বের হয়, তখন তোমাদের উচিত হবে তার প্রতি দোষারূপ করা। আর আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার খলীফা স্বরূপ হবেন, (অর্থাৎ তিনি তাদের দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করবেন।) এরপর তোমরা যারা তার দেখা পাবে, তার উচিত হবে, তার সামনে সূরা কাহাফের প্রথম দিকের আয়াতগুলি পাঠ করা। কেননা, তা পাঠ করলে, তোমরা তার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি : সে পৃথিবীতে কত দিন থাকবে ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : চল্লিশ দিন। যার একদিন হবে এক বছরের সমান, আরেক দিন হবে - এক মাসের সমান, অপর দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনের সমান। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সেদিন আমরা এক দিন ও রাতে যত ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, সেরূপ সালাত আদায় করলে যথেষ্ট হবে কি ? তিনি বলেন : না। বরং তোমরা ঐ দিনের মধ্য হতে, তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় নিরূপণ করে নেবে, (এবং সে হিসাবে সালাত আদায় করবে)। এরপর ঈসা ইবন মারযাম (আ) দামিশক শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত শাদা-মিনারের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করবেন। তিনি তাকে 'লুদ' নামক স্থানে পাবেন এবং সেখানে তাকে হত্যা করবেন।

٤٢٧١. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ نَا ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ مِثْلُ مَعْنَاهُ *

৪২৭১। ঈসা ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সালাত আদায়ের কথা এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

٤٢٧٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ نَا سَالِمٌ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ

مُعَدَّانَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَقَالَ شُعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ *

৪২৭২। হাফস ইবন উমার (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।

আবু দাউদ (র) বলেন : হিশাম দাসতাওয়াযী (র) কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে। 'শুবা (র) বলেছেন : সূরা কাহাফের শেষ অংশ, (যার মুখস্থ থাকবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।)

٤٢٧٣. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَعْنِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَذُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهَ فِي زَمَانِهِ الْمَلَأَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ *

৪২৭৩। হুদ্বা ইবন খালিদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার এবং ঈসা (আ)-এর মাঝে কোন নবী আসবে না। অবশ্য তিনি (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে, তখন তাঁকে এভাবে চিনবে যে, 'তিনি হবেন মধ্যম আকৃতির, তাঁর দেহের রং হবে লাল-সাদা মিশ্রিত, তাঁর পরিধানের কাপড় হবে হালকা হলুদ রং বিশিষ্ট দু'খানি চাদর এবং তাঁর মাথার চুল ভিজে না থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরতে থাকবে। তিনি ইসলামের জন্য লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর নিধন করবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সময়ে ইসলাম ব্যতীত আর সব মতবাদকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি-ই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর জীবিত থাকার পর ইনতিকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার সালাত আদায় করবেন।

১৫. بَابُ خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

১৫. অনুচ্ছেদ : দাজ্জালের গোয়েন্দা সম্পর্কে

৪২৭৪. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثُكَ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمُ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِّنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ نَجْرُ شَعْرَهَا قَالَتْ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ أَذْهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَاتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجْرُ شَعْرَهُ مَسْلُوسٌ فِي الْأَغْلَالِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتِ فَقَالَ أَنَا الدَّجَالُ أَخْبَرَكَ نَبِيُّ الْأَمِّيِّينَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ قُلْتُ بَلْ أَطَاعُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ *

৪২৭৪। নুফায়লী (র) - - - ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈশার সালাত আদায়ে বিলম্ব করেন। এরপর তিনি বের হয়ে বলেন : তামীম দারীর বর্ণিত ঘটনা শুনতে গিয়ে আমার দেরী হয়ে গেছে। তা হলো : জনৈক ব্যক্তি জাহাজ যোগে ভ্রমণকালে, তুফানের ফলে সেটি সমুদ্রের কোন এক উপকূলে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে এক মহিলার দেখা পায়, যে তার নিজের মাথার চুল ধরে টানছিল। এ অবস্থা দেখে সে ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করে : তুমি কে? সে বলে : আমি একজন গোয়েন্দা। তুমি এ প্রাসাদের দিকে চল। তখন আমি সেখানে গিয়ে দেখি যে, আসমান ও যমীনের মাঝখানে, শিকলে আবদ্ধ একটি লোক, যে তার নিজের চুল ধরে টেনে ছিঁড়ছে।

৪২৭৫. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يَعْقُوبَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بُرَيْدَةَ نَا عَامِرُ بْنُ شَرَّاحِيلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ لِيَلْزَمَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُّصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلَا رَغْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنْ تَمِيماً الدَّارِي كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافِقَ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بِحَرِيَّةٍ مَّعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِّنْ لُّحْمٍ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ فَأَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ

فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةَ الشَّعْرِ قَالُوا وَيْلَكَ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمِعَتْ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدَّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدَّاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَلَّاهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زَعْرٍ وَعَنْ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ قَالَ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَأَنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ يَمَنِ لَا بَلَّ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا هُوَ مَرَّتَيْنِ وَأَوْ مَا بِيَدِهِ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْمَشْرِقِ قَالَتْ حَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৪২৭৫। হাজ্জাজ ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাআয্যিন-কে বলতে শুনি, 'সালাত একত্রকারী: (অর্থাৎ সালাতের জন্য একত্রিত হও।) এরপর আমি বের হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে সালাত আদায় করি। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসি মুখে মিস্বরের উপর আরোহণ করে বলেন : সবাই নিজ-নিজ স্থানে বসে থাক। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কি জান, কি জন্য আমি তোমাদের একত্রিত করেছি? তাঁরা বলেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে অধিক অবগত। তিনি বলেন : এখন আমি তোমাদের দীনের কাজে উৎসাহিত ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করিনি, বরং আমি তোমাদের (একটি ঘটনা শুনার জন্য) একত্রিত করেছি।

তাহলো : তামীমদারী খৃষ্টান ছিল, সে এসে বায়আত হয়ে ইসলাম কবুল করেছে। আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছি, সে বলেছে : একবার সে 'লাখাম' ও 'জুযাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সাথে জাহাজ যোগে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়। এক মাস সমুদ্রে চলার পর তাদের জাহাজটি একটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়, আর তখন ছিল সন্ধ্যা সমাগত। তখন তারা ছোট-ছোট নৌকা যোগে দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তারা লম্বা চুল বিশিষ্ট একটি আশ্চর্য ধরনের প্রাণীর সাক্ষাৎ পায়। তারা তাকে বলে : তুমি ধ্বংস হও, তুমি কে? তখন সে বলে : আমি একজন গোয়েন্দা। তোমরা এই প্রাসাদে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছে চলো: কেননা, সে তোমাদের খবরের জন্য খুবই উদগ্রীব।

রাবী বলেন : যখন সে আমাদের কাছে সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে, তখন আমরা সে প্রাণী সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়ি যে, হয়তো সে শয়তান! আমরা সেখান থেকে দ্রুত চলে যাই এবং উক্ত প্রাসাদে প্রবেশ করি এবং সেখানে বিশাল আকৃতির এমন এক ব্যক্তিকে দেখি, যার মত আর কাউকে এর আগে দেখিনি। সে শিকলে বাঁধা ছিল এবং তার দু'হাত ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ ছিল। এরপর

পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

এরপর সে তাদের কাছে 'বায়সান' নামক স্থানের খেজুর, 'যাআর' নামক কৃপ এবং উম্মী-নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সে বলে : আমি মাসীহ দাজ্জাল। অতি সত্বর আমাকে বের হওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দাজ্জাল শাম অথবা ইয়ামনের সমুদ্রে অবস্থিত একটি দ্বীপে বন্দী অবস্থায় আছে। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : না, বরং সে পূর্বের দিকে আছে, আর তিনি তাঁর হাত দিয়ে সে দিকে দু'বার ইশারা করেন। ফাতিমা (রা) বলেন : আমি এ হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি এবং মনে রেখেছি।

৪২৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدْرَانَ نَا الْمُعْتَمِرُ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمَنْبَرَ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَيْذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ صَدْرَانَ بِصَرِيٍّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مِسُورٍ لَمْ يُسَلِّمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ *

৪২৭৬। মুহাম্মদ ইবন সাদরান (র) - - - ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের সালাত আদায় শেষে মিসরের উপর আরোহণ করেন। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগে কোন দিন জুমু'আর দিন ছাড়া মিসরে আরোহণ করেননি। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীছ বর্ণনা করেন।

৪২৭৭. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمَنْبَرِ إِنَّهُ بَيْنَمَا أَنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنَفَذَا طَعَامَهُمْ فَرَفَعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةً فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمْ الْجَسَّاسَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَجْرُ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسُهَا قَالَتْ فِي هَذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَالَ عَنْ نَحْلٍ بَيْسَانَ وَ عَنْ عَيْنٍ زَعَرَ قَالَ هُوَ الْمَسِيحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ هَذَا فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُهُ قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَائِدٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدَّمَاتٍ قَالَ وَإِنْ مَاتَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ قَالَ وَإِنْ أَسْلَمَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ *

৪২৭৭। ওয়াসিল ইব্ন আবদুল 'আলা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসরের উপর আরোহণ করেন, তারপর বলেন : কিছু লোক সমুদ্রে ভ্রমণকালে তাদের খাবার ফুরিয়ে যায়। তখন তারা খাদ্যের অন্বেষণে এক দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হলে, তাদের সাথে এক গোয়েন্দা রমণীর দেখা হয়।

রাবী ওয়ালীদ (র) বলেন : আমি তখন আবু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে : ঐ গোয়েন্দা রমণী কে ছিল ? তিনি বলেন : সে এমন এক মহিলা ছিল, যে তার দেহের ও মাথার চুল টেনে ছিঁড়ছিল। সে মহিলা (তাদের) বলে : তোমরা এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তখন সে (দাজ্জাল) 'বায়সান' নামক স্থানের খেজুর ও যাআর নামক কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

রাবী বলেন : সে-ই দাজ্জাল। আবু সালামা (রা) আমাকে বলেন, জাবির (রা) এ হাদীছ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বর্ণনা করেন, যা আমার মনে নেই।

জাবির (রা) বলেন : দাজ্জাল হলো ইব্ন সাঈদ, (যে মদীনার লোক ছিল এবং নবী ﷺ ও তাকে দেখেছিলেন)। তখন আমি বলি : সে তো মারা গেছে ? তিনি বলেন : যদিও সে মারা গেছে ! আমি বলি : সে তো ইসলাম কবুল করেছিল ? তিনি বলেন : যদিও সে ইসলাম কবুল করেছিল ! আমি বলি : সে তো মাদীনাতে প্রবেশ করেছিল ? তিনি বলেন : যদিও সে মদীনাতে প্রবেশ করেছিল !

১৬. بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

১৬. অনুচ্ছেদ : ইব্ন সায়েদ সম্পর্কে

৬২৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ خَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أَطْمِ بْنِ مَغَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَائِدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَأْتِيكَ قَالَ يَأْتِيَنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَلَطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبِيئَةً وَخَبَالُهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْسَأْ

فَلَنْ تَعْدُ وَقَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَاضْرِبْ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ اِنْ يَكُنْ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ يَعْزِي الدَّجَالُ وَاِنْ لَا يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ
فِي قَتْلِهِ *

৪২৭৮। আবু আসিম খাশীশ ইবন আস্রাম (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে একদা
নবী <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> একদল সাহাবীর সাথে, যার মধ্যে উমার ইবন খাত্তাব (রা) ও ছিলেন, ইবন সাঈদ-এর
কাছে যান। তখন সে বনু মুগালার দুর্গের পাশে বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিল, আর সে সময় সে
নিজেও ছোট ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> তার পিঠে হাত রাখার আগে সে জানতে পারিনি এবং
তাকে চিনতেও পারিনি। এরপর তিনি <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
আপনি উম্মীদের রাসূল। তখন নবী <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> তাকে বলেন : আমি আল্লাহ ও তার রাসূলদের উপর
ঈমান রাখি। এরপর নবী <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কাছে কি আসে? তখন সে বলে :
আমার কাছে সত্য এবং মিথ্যা উভয় ধরনের খবর আসে। তখন নবী <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> তাকে বলেন : তোমার
কাজ সন্দেহপূর্ণ। এরপর রাসূলুল্লাহ <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> বলেন : তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন রেখেছি, আর
তা হলো-‘যেদিন আসমার হতে স্পষ্ট ধোঁয়া বের হবে, (অর্থাৎ সে সময় দাজ্জাল বের হবে)। তখন
ইবন সাঈদ বলে : গোপন বিষয়টি হলো ‘দুখ, অর্থাৎ ধোঁয়া।

তখন রাসূলুল্লাহ <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> বলেন : তুই দূর-হ : তুই তোর ধারণার বেশী কিছুই করতে পারবি না। এ
সময় উমার (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আবার তাকে হত্যার অনুমতি দিন। তখন
রাসূলুল্লাহ <sup>সালাতু ও
আলাইহি ওয়া
আল্লাম</sup> বলেন : যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করায় কোন লাভ নেই।

৪২৭৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى
بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْكُ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ
ابْنُ صَيَّادٍ *

৪২৭৯। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর
শপথ! আমার এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, মাসীহ দাজ্জাল হলো - ইবন সাইয়াদ।

৪২৮০. حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَالَ
فَقُلْتُ تَخْلِفُ بِاللَّهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪২৮০। ইবন মুআয (র) - - - মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি
জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে আল্লাহর নামে এরূপ শপথ করতে দেখেছি যে, ইবন সাইয়াদ-ই

প্রকৃত দাজ্জাল তখন আমি তাঁকে বলি : আপনি কি এ কথার উপর আল্লাহর শপথ করেন ? তিনি বলেন : আমি উমার (রা)-কে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট শপথ করতে শুনেছি। অথচ তিনি তা অস্বীকার করেননি।

৪২৮১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَقَدْ نَا ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ *

৪২৮১। আহমদ ইবন ইবরাহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাররার ঘটনার দিন থেকে (অর্থাৎ ইয়াযীদের সৈন্যদল যেদিন মদীনা প্রবেশ করে); ইবন সাইয়াদ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

৪২৮২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَالًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى *

৪২৮২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশ জন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তারা সবাই মনে করবে যে, সে আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

৪২৮৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا دَجَالًا كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ *

৪২৮৩। উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তারা সবাই আল্লাহ এবং তার রাসূলকে অস্বীকার করবে।

৪২৮৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتَرَى هَذَا مِنْهُمْ يَعْنِي الْمُخْتَارَ قَالَ عُبَيْدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّؤُسِ *

৪২৮৪। আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (র) - - - ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উবায়দা সালমানী (রা) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি সালমানী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : আপনি কি মনে করেন, মুখতার দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন : সে তো তাদের নেতা!

১৭. بَابُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

১৭. অনুচ্ছেদ : আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে

৪২৮৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا يُونُسُ رَاشِدٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْقُونِ ثُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا أَوْ لَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا *

৪২৮৫। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্ব প্রথম বনু ইসরাঈলদের মাঝে খারাবী এভাবে সৃষ্টি হয় যে, যখন তাদের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো, তখন বলতো : আল্লাহকে ভয় কর এবং খারাপ কাজ পরিহার কর। কেননা তোমার জন্য এরূপ করা উচিত নয়। এরপর সে ব্যক্তি পরদিন তার সাথে মিলিত হতো, কখন সে তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে না বলে বরং সে তার খাদ্য-পানীয় ও বৈঠকে শরীক হতো। যখন তারা এরূপ করলো, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করে দেন। এরপর তিনি ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন : মহান আল্লাহ বনু-ইসরাঈলদের মাঝে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর দাউদ ও ঈসা (আ)-এর যবানীতে লানত করেছেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন : তোমরা সৎ-কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তোমরা অত্যাচারীর দু'হাত ধরে তাকে জুলুম থেকে সত্যের প্রতি সেরূপ ফিরিয়ে দেবে, যে রূপ ফিরিয়ে দেওয়া উচিত এবং তাদেরকে সত্যের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে।

৪২৮৬. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ نَا أَبُو شَهَابٍ الْحَنَاطُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَنَحَوْهُ زَادَ وَلَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبٍ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ

عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ خَالِدُ الطَّحَّانُ عَنْ الْعَلَاءِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ *

৪২৮৬। খাল্ফ ইব্ন হিশাম (র) - - - ইব্ন মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন : তবে এ হাদীছে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে মিলিয়ে দেবেন এবং তিনি তাদের উপর লা'নত করার মত - তোমাদের উপরও লা'নত করবেন।

৪২৮৭. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنَا
هُشَيْمُ الْمَعْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ
وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ
مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَأَنَا
سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ
أَوْشَكَ وَأَنَّ يَعْصِيَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ وَقَالَ عَمْرُو وَعَنْ هُشَيْمٍ وَأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا
ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرُوا إِلَّا يَوْشِكُ أَنْ يَعْصِيَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ كَمَا قَالَ
خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ فِيهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي
هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ *

৪২৮৭। ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়া (র) - - - আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসার পর বলেন : হে লোক সকল ! তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর, কিন্তু তোমরা একে অ-স্থানে প্রয়োগ কর। তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, তোমাদের মাঝে যারা গুমরাহ হবে, তাবা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো-যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

রাবী খালিদ (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা জালিমের হাত ধরে তাকে জুলুম করা থেকে বিরত না রাখবে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করবেন।

রাবী আমর ইব্ন হুশায়ম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে কাওম এরূপ হবে যে, তারা যখন গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন তা প্রতিরোধ করার মত কিছু লোক থাকা সত্ত্বেও যদি তারা প্রতিকার না করে, তখন আল্লাহ তা'আলা সকলকে আযাবে গ্রেফতার করবেন।

রাবী শূ'বা (র) বলেন : যে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তাদের সকলকে আযাবে নিপতিত করবেন।

৪২৮৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَتَعَمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا *

৪২৮৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি, কোন কাওমের মধ্যে গুনাহে লিপ্ত হয় এবং তারা সে ব্যক্তিকে সে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে না ; আল্লাহ তাদের মৃত্যুর পূর্বে, তাদের উপর আযাব প্রেরণ করেন।

৪২৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَاشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَقَطَعَ هَنَادُ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَمَرْفُئِهِ ابْنُ الْعَلَاءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ *

৪২৮৯। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি কাউকে কোনরূপ শরীআত বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখবে, তখন যদি শক্তি থাকে, তবে তাকে হাত দিয়ে (শক্তি দিয়ে) ঐ অপকর্ম থেকে বিরত রাখবে। যদি তার হাত দিয়ে প্রতিহত করার মত ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখের দ্বারা বাঁধা দেবে এবং তার পক্ষে যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তর দিয়ে (তার কাজকে) ঘৃণা করবে এবং ইহাই দুর্বলতম ঈমানের অংশ।

৪২৯০. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمِّيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ انْتَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مَطَاعًا وَهُوَ مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَأَعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْزِي بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالَ وَزَادَنِي غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ *

৪২৯০। আবু রাবী' (র) - - - আবু উমাইয়া শা'বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু ছা'লাবা খুশানী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, হে আবু ছা'লাবা ! এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ ! তুমি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করেছে। একদা আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তুমি তোমার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পর তোমার দায়িত্ব হলো - সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। একাজ তুমি ততক্ষণ করবে, যতক্ষণ না তুমি লোকদের কৃপণতার অনুসারী এবং স্বীয় খাহেশের অনুগামী দেখবে। আর দুনিয়াকে দীনের উপর প্রাধান্য দিতে থাকে এবং প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি নিজের মতামতের অনুসরণকারী হয়। এমতাবস্থায় তুমি তোমার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সাধারণের কথা পরিত্যাগ করবে। কেননা, এর পরেই সবারের সময়। আর সে সময় সবার করা এরূপ, যেন জ্বলন্ত আগুন হাতে রাখা। সে সময় যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পঞ্চাশ জনের সমান ছাওয়াব পাবে। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তাদের মাঝের পঞ্চাশ জনের নেকীর অনুরূপ নেকী সে পাবে ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের ছাওয়াবের অনুরূপ ছাওয়াব সে পাবে।

৪২৯১. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ حَازِمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ أَوْيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُغْرِبُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَةً تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهودُهُمْ وَأَمَّا نَتَهُمْ وَأَخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتَقْبَلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّاتِكُمْ *

৪২৯১। কা'নাবী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সে সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে ? অথবা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : অচিরেই সে সময় আসছে, যখন ভাল লোকদের ছিনিয়ে নেওয়া হবে- (মারা যাবে) এবং খারাপ

লোকেরা জীবিত থাকবে। সে সময় তারা তাদের আমানত ও ওয়াদা পূরণ করবে না, বরং তারা দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'হাতের আংগুল মিশ্রিত করার পর বিচ্ছিন্ন করে দেখান। তখন সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সময় আমরা কি করবো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন তোমরা যা ভাল বলে বিবেচনা করবে, তা করবে এবং যা খারাপ মনে করবে, তা পরিত্যাগ করবে। বিশেষতঃ সে সময় তোমরা সকলের চিন্তা না করে, নিজেদের ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে।

৪২৯২. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا يُونُسَ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُبَابٍ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ ذُكِرَ الْفِتْنَةُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عَنْهُمْ وَحَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ وَقَالَ الزَّمْ بَيْتَكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تَكْرُرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ *

৪২৯২। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমার ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে সমবেত ছিলাম। সে সময় তিনি একটি ফিতনার বিষয় উল্লেখ করে বলেন : যখন তোমরা লোকদের আমানতে খিয়ানত, ওয়াদা খেলাফী এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখবে : -এ সময় তিনি তাঁর হাতের আংগুল একত্রিত করার পর বিচ্ছিন্ন করেন।

রাবী বলেন : এ সময় আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি : তখন আমাদের করণীয় কি? আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে সময় তুমি তোমার ঘরে অবস্থান করবে। নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখবে, তোমার বিবেচনায় যা ভাল মনে করবে, তা-ই করবে এবং যা খারাপ মনে করবে, তা পরিহার করবে। সে সময় তুমি সকলের কথা চিন্তা না করে, নিজের চিন্তাই করবে।

৪২৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونِ أَنَا إِسْرَائِيلُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجَّادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ *

৪২৯৩। মুহাম্মদ ইব্ন উবাদা (র) - - - আবু সাদ্দ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম জিহাদ হলো - জালিম বাদশাহ অথবা হাকিমের সামনে ন্যায় ও
ইনসাফের কথা বলা।

৪২৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ نَا الْمُؤَصِّلِيُّ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ الْعُرْسِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ
كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَّرَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا
فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا *

৪২৯৪। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - উমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন
যমীদের উপর কোন গুনাহের কাজ অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা দেখে যে খারাপ মনে করে অথবা ঘৃণা
করে; সে ব্যক্তি এরূপ, যেন সে গুনাহের কাজ দেখে নাই, পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ
নিজে প্রত্যক্ষ করে না, অথচ সে গুনাহের কাজ অনুষ্ঠিত হলে খুশী হয় : সে ব্যক্তি এরূপ, যেন সে
নিজেই তা প্রত্যক্ষ করে।

৪২৯৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَدِيِّ
بْنِ عَدِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَّرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا *

৪২৯৫। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আদী ইব্ন আদী (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, যেরূপ
উরস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যে ব্যক্তি
গুনাহের কাজ দেখে খারাপ মনে করবে, সে যেন তা দেখলো না।

৪২৯৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ
سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى
يَعْذَرُوا أَوْ يُعْذَرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ *

৪২৯৬। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) - - - আবুল বাখ্তারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার
কাছে ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন।

রাবী সুলায়মান (র) বলেন : আমার নিকট নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে,
মানুষেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না তাদের গুনাহ এত অধিক হবে যে, যার জন্য ওয়ার
পেশের কোন সুযোগ থাকবে না।

১৮. بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

১৮. অনুচ্ছেদ : কিয়ামত হওয়া সম্পর্কে

৪২৯৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي أُخْرِحَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهْلَ النَّاسِ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخَرِمَ هَذَا الْقَرْنُ *

৪২৯৭। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জীবনের শেষ পর্যায়ে একদা আমাদের সাথে ঈশাব সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি দাঁড়ান এবং বলেন : তোমরা আজ যে রাসূলকে দেখছো, এ রাতে যত লোক পৃথিবীতে জীবিত আছে, একশো বছর পর এদের কেউ-ই অবশিষ্ট থাকবে না।

ইবন উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ বক্তৃতা শুনে লোকেরা ভুলের মধ্যে আপতিত হয়। কেননা, তারা এ হাদীছের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করতো যে, কিয়ামত একশো বছর পরে অনুষ্ঠিত হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন যে, বর্তমানে যে সব লোক পৃথিবীতে বেঁচে আছে, এদের কেউ-ই একশো বছর পর বেঁচে থাকবে না এবং এই যুগের (সাহাবীদের) পরিসমাপ্তি ঘটবে।

৪২৯৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ ابِرَاهِيمَ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَعْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ *

৪২৯৮। মুসা ইবন সাহল (র) - - - আবু ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে (কিয়ামতের দিনের) অর্ধেক দিনের চাইতে কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস করবেন না।

৪২৯৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ نَا صَفْوَانُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي

عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ قَلِيلٍ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةٍ
سَنَةٍ *

৪২৯৯। আমরা ইবন উছমান (র) - - - সাআদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : আমি আশা করি, আমার উম্মত এত কষ্টকর হবে না যে, আল্লাহ তাদের অর্ধেক দিনের ও (কিয়ামতের) সুযোগ দেবেন না। তখন সাআদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় : “ঐ দিনের অর্ধেক-এর অর্থ কি ? তিনি বলেন : এর অর্থ পাঁচশত বছর।”^১

১. কেননা, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছরের অনুরূপ হবে। যেমন আল্লাহর বাণী : **وَأَنَّ يَوْمًا** “নিশ্চয়ই সেদিন (কিয়ামতের) তোমাদের রবের নিকট এক হাজার বছরের অনুরূপ হবে।” কাজেই এর অর্ধেক সময় হলো পাঁচশো বছর। - (অনুবাদক)।

كِتَابُ الْحُدُودِ

অধ্যায় : শাস্তির বিধান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْحُدُودِ

অধ্যায় : শাস্তির বিধান

১. بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ ارْتَدَّ

১. অনুচ্ছেদ : মুরতাদের শাস্তির বিধান

৪৩০০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ *

৪৩০০। আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - ইকরাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) ঐ সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন, যারা মুরতাদ হয়েছিল। এ সংবাদ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌছলে, তিনি বলেন : যদি আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি তাদের আগুনে জ্বালাতে দিতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির (বস্তু) দ্বারা কাউকে শাস্তি দেবে না। অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করতাম। কেননা, তিনি ﷺ বলেছেন : যদি কেউ দীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আলী (রা) ইবন আব্বাস (রা)-এর এ নির্দেশ শুনে বলেন : ওয়াহ্ ! ওয়াহ্ ! ইবন আব্বাস (রা) সত্য বলেছেন। আর ইহাই নবী ﷺ -এর নির্দেশ।^১

১। আলী (রা) সম্ভবত : বিশেষ কোন কারণে মুরতাদদের জ্বালিয়ে দেন। আর এ ও হতে পারে যে, এ সময় পর্যন্ত তিনি নবী (সা)-এর এই হদীছের খবর জানতে পারেননি। (অনুবাদক।)

৪৩.১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ *

৪৩০১। আমরা ইবন আওন (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : ঐ মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।” তবে তিনটি কারণে কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল : (১) যদি কোন বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করে ; (২) যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তবে এর বিনিময়ে হত্যা করা এবং (৩) যে ব্যক্তি দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলমানের জামাআত থেকে বেরিয়ে যায়।

৪৩.২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الْبَاهِلِيُّ نَا ابْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي أَحَدٍ ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ احْتِصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا *

৪৩০২। মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, “তবে তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে তার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল : (১) যদি কেউ বিবাহ করার পর যিনা করে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে; (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবে, তাকে হত্যা করা হবে, অথবা শুলী দণ্ড দেওয়া হবে, অথবা দেশ থেকে বের করা হবে এবং (৩) যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, তার জীবনের বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে।

৪৩.৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ نَا أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكَلَاهُمَا سَالَا الْعَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَاكِتٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا

شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سَوَاكِمْ تَحْتَ شُفْتَيْهِ قَلَصْتُ
 قَالَ لَنْ نُسْتَعْمَلَ أَوْ لَا نُسْتَعْمَلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا
 مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ
 فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ أَنْزِلْ وَالْقَى لَهُ وَسَادَةً فَإِذَا رَاجُلٌ عِنْدَهُ مَوْثُقٌ قَالَ مَا
 هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ السُّوءَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى
 يُقْتَلَ قَضَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّارٍ فَأَمَرِيهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكُرًا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ
 بْنُ جَبَلٍ أَمَّا أَنَا فَانَامُ وَأَقُومُ أَوْ أَقُومُ وَأَنَا وَأَرَجُؤَا فِي نَوْمَتِي مَا أَرَجُؤَا فِي
 قَوْمَتِي *

৪৩০৩। আহমদ ইব্ন হাম্মাল (র) - - - আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন : একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট আগমন করি, যখন আমার সাথে আশআর গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন আমার ডানদিকে এবং অপরজন বামদিকে ছিল। তারা উভয়ই কর্মচারী নিযুক্ত হতে চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকেন। এরপর তিনি বলেন : হে আবু মূসা, অথবা হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! তুমি কি বল? তখন আমি বলি : ঐ জাত-পাকের কুসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এই দুই ব্যক্তি তাদের মনের গোপন ইচ্ছা আমাকে অবহিত করেনি এবং আমি জানতাম না যে, তারা চাকরীর জন্য দরখাস্ত করবে।

আবু মূসা (রা) বলেন : সে সময় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মিস্ওয়াকের দিকে তাকাচ্ছিলাম, যা তাঁর ঠোঁটের নীচে ছিল এবং এ কারণে তাঁর ঠোঁট উপরের দিকে উঠানো ছিল। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নিজে শাসনভার পেতে চায়, আমি তাকে শাসক হিসাবে নিয়োগ করি না। কাজেই হে আবু মূসা, অথবা হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! তুমিই শাসনভার গ্রহণ কর। এরপর তিনি আমাকে ইয়ামনের গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। পরে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

আবু মূসা (রা) বলেন : যখন মা'আয (রা) তার কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করেন এবং তার জন্য একটি বালিশ রেখে দেন। এ সময় মা'আয (রা) তার নিকট বন্ধনযুক্ত অবস্থায় এক- ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন এ ব্যক্তি কে? তখন আবু মূসা (রা) বলেন : এই ব্যক্তি আগে ইয়াহুদী ছিল, পরে সে ইসলাম কবুল করে, এরপর সে ঐ খারাপ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন মা'আয (রা) বলেন : আমি ততক্ষণ বসবো না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। তখন আবু মূসা (রা) বলেন : হ্যাঁ, এরূপই হবে। আপনি বসুন। তখন মা'আয (রা) তিন বার এরূপ বলেন : আমি ততক্ষণ বসবো না, যতক্ষণ না এই

ব্যক্তিকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। এরপর আবু মূসা (রা) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকর হয়। পরে তাঁরা রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তখন তাঁদের একজন, সম্ভবতঃ মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন : আমি রাতে ঘুমাই এবং উঠে সালাত ও আদায় করি; অথবা আমি রাতে উঠে সালাতও আদায় করি এবং ঘুমাইও। আর আমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার জন্য যেরূপ ছাওয়াবের আশা করি, ঐরূপ ছাওয়াব আমি ঘুমিয়ে থাকাবস্থায়ও আশা করি।

৪৩.৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحَمَّانِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى وَيَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلًا كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ فَأَرْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لَا أَنْزِلَ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَقُتِلَ قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدْ أُتِيَتْ قَبْلَ ذَلِكَ *

৪৩০৪। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যখন ইয়ামনের শাসনকর্তা, তখন মা'আয (রা) আমার নিকট আসেন। এ সময় একজন ইয়াহুদী মুসলমান হয়ে, পরে ইসলাম পরিত্যাগ করে। সে সময় মা'আয (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন : যতক্ষণ না এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, ততক্ষণ আমি আমার বাহন থেকে অবতরণ করবো না। পরে তাকে হত্যা করা হয়। এই দুই জনের একজন বলেন : হত্যার পূর্বে তাকে তাওবা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪৩.৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا حَفْصُ بْنُ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَاتَى أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدَارَتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَدَعَاهُ عِشْرَيْنَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ وَأَبِي فَضْرَبَ عَنْقَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَسْتِثَابَةَ وَرَوَاهُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَسْتِثَابَةَ *

৪৩০৫। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আবু বুরদা (র) এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : একদা আবু মূসা (রা)-এর নিকট জনৈক মুরতাদ ব্যক্তিকে হাযির করা হয়। তিনি তাকে প্রায় বিশদিন যাবৎ পুনরায় মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পরে মা'আয (রা) ও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে দীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে তা অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র (র), আবু বুরদা (র)-এর নিকট যা বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাওবার কথা উল্লেখ নেই।

রাবী ইব্ন ফুযায়ল -শায়বানী (র) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন আবু বুরদা (র) হতে, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি আবু মূসা (রা) হতে যা বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাওবার কথা উল্লেখ নেই।

৪৩.৬. حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَتَابَهُ *

৪৩০৬। ইব্ন মা'আয (র) - - - কাসিম (র) হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, মা'আয (রা) ততক্ষণ তার বাহন হতে অবতরণ করেননি, যতক্ষণ না সে ব্যক্তির মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করা হয়। আর তাকে তাওবা করতে বলা হয়নি।

৪৩.৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا الْمَرْوَزِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَازَلَهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكَفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৩০৭। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন সা'আদ ইব্ন আবু সারাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লেখক ছিলেন। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় গুমরাহ হয়ে পুনরায় কাফিরদের সাথে মিলিত হন। পরে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এ সময় উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) তার নিরাপত্তার জন্য আবেদন পেশ করলে- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

৪৩.৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا اسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حِينَ رَأَيْتُ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ إِلَّا أَوْمَاتِ الْيَتَامَا بَعِيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ الْآعِينُ *

৪৩০৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আবদুল্লাহ ইব্ন আবু সারহু উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট আত্মগোপন করেছিল। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির করে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আবদুল্লাহকে বায়'আত করান। তখন তিনি তার দিকে তিনবার তাকান এবং তাকে বায়'আত করতে অস্বীকার করেন। পরে তিনি ﷺ তাকে বায়'আত করাবার পর বলেন : তোমাদের মাঝে এমন কোন বুদ্ধিমান লোক কি ছিল না, যে আমাকে তার নিকট হতে বায়'আত গ্রহণের হাত সরিয়ে নিতে দেখে, দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করে ফেলতো? তখন সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আপনার মনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। যদি আপনি চোখের ইশারায় এরূপ ইঙ্গিত করতেন, তবে ভাল হতো। তখন তিনি ﷺ বলেন : কোন নবীর পক্ষে চোখ দিয়ে এ ধরনের ইংগিত করা উচিত নয়।

৪৩.৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ *

৪৩০৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জরীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, যখন কোন গোলাম শিরকের প্রতি চলে যায়, (অর্থাৎ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়); তখন তার রক্ত হলাল হয়ে যায়।

২. بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ

২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর মর্যাদাহানিকারী ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে

৪৩১. حَدَّثَنَا عُبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَتَلِيُّ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشُّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلَدِ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتِمُهُ فَآخَذَ الْمَغُولَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَحَتْ مَا هُنَاكَ بِالْدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَسْفَدُ اللَّهُ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلَّزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَانْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ

وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمَغُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَالثَّكَاتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَشْهَدُوكَ أَنَّ دَمَهَا هَذَرٌ *

৪৩১০। আব্বাদ ইবন মুসা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। সে নবী করীম ﷺ-এর শানে বেয়াদবিসূচক কথাবার্তা বলতো। সে অন্ধ ব্যক্তি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতো, কিন্তু সে তা মানতো না। সে ব্যক্তি তাকে ধমকাতো, তবু সে তা থেকে বিরত হতো না। এমতাবস্থায় এক রাতে যখন সে দাসী নবী করীম ﷺ-এর শানে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলতে থাকে, তখন ঐ অন্ধ ব্যক্তি একটি ছোরা নিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে, যার ফলে সে দাসী মারা যায়। এ সময় তার এক ছেলে তার পায়ের উপর এসে পড়ে, আর সে যেখানে বসে ছিল, সে স্থানটি রক্তাপ্লুত হয়ে যায়। পরদিন সকালে এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচনা হয়, তখন তিনি সকলকে একত্রিত করে বলেন : আমি আল্লাহর নামে শপথ করে এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই এবং ইহা তার জন্য আমার হক স্বরূপ। তাই, যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। সে সময় অন্ধ লোকটি লোকদের সারি ভেদ করে প্রকম্পিত অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর সামনে গিয়ে বসে পড়ে এবং বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তার হত্তা। সে আপনার সম্পর্কে কটুক্তি ও গালি-গালাজ করতো। আমি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতাম ও ধমকাতাম। কিন্তু সে তার প্রতি কর্ণপাত করতো না। ঐ দাসী থেকে আমার দু'টি সন্তান আছে, যারা মনি-মুক্তা সদৃশ এবং সেও আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু গত রাতে সে যখন পুনরায় আপনার সম্পর্কে কটুক্তি গাল-মন্দ করতে থাকে, তখন আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং ছোরা দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে হত্যা করি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : তোমরা সাক্ষী থাক যে, ঐ দাসীর রক্ত ক্ষতিপূরণের অযোগ্য বা মূল্যহীন।

৪৩১১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ تَقَعُ فِيهِ
فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَهَا *

৪৩১১। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ইয়াহুদী নারী নবী করীম ﷺ-এর প্রতি কটুক্তি ও গালি-গালাজ করতো। এ কারণে কোন একব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ নারীর খুনের বদলা বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

৪৩১২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ ح وَنَاهَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَنَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ نَازِنُ لِي يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَضْرِبَ عَنْقَهُ قَالَ فَازْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا الَّذِي قُلْتَ انْفِأ قُلْتُ ائْذَنْ لِي أَضْرِبَ عَنْقَهُ قَالَ أَكُنْتُ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ *

৪৩১২। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু বায়বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন এক ব্যক্তির প্রতি খুবই রাগান্বিত হলে, আমি তাকে বলি : হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি আমাকে তার হত্যার অনুমতি দিন। আমার এ কথা শুনে তার ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং তিনি উঠে তার গৃহে চলে যান। এরপর তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি বলেছিলে? তখন আমি বলি : আমি আপনার কাছে ঐ ব্যক্তির মস্তক দ্বিখণ্ডিত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি বলেন : যদি আমি তোমাকে এরূপ অনুমতি দিতাম, তবে কি তুমি তাকে হত্যা করতে? তখন আমি বলি : নিশ্চয়ই। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পর, আর কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ করার অধিকার নেই।

৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَحَارَبَةِ

৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে

৪৩১৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِّنْ عُكْلٍ أَوْقَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَأْقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ خَبَرَهُمْ مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئُوا بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنُهُمْ وَالْقَوَا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَمِقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ *

৪৩১৩। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উকল অথবা উরায়না গোত্রের কিছু নও-মুসলিম লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু

মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কয়েকটি উট প্রদান করেন এবং সে উটের দুধ ও পেশাব তাদের পান করতে বলেন।-এরপর তারা জংগলের কাছে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। পরে তারা সুস্থ হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাখালকে হত্যা করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উট নিয়ে চলে যায়। পরদিন এ খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের পশ্চাদধাবনের উদ্দেশ্যে একদল লোক প্রেরণ করেন, যারা দুপুরের সময় তাদের বন্দী করে নিয়ে আসে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হাত ও পা কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। তাদের চোখে গরম সূঁচ ঢুকিয়ে দিতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাদের ফেলে রাখা হয়। যার ফলে তারা পিপাসার্থ পানি পান করতে চায়, কিন্তু তাদের পানি দেওয়া হয়নি।

রাবী আবু কিলাবা (র) বলেন : তারা চুরি ও হত্যা করেছিল এবং ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

৪৩১৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ *

৪৩১৪। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু আইউব তার সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূঁচ গরম করার নির্দেশ দেন, যা তাদের চোখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা হয়নি। (কারণ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাখালকে এভাবে শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছিল।)

৪৩১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَا ح وَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأَتَى بِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَنْمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الْآيَةُ *

৪৩১৫। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) এরূপ বর্ণনা করেন, তবে তিনি আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পেছনে একদল লোক পাঠান, যারা তাদের বন্দী করে নিয়ে আসে। তখন মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন : যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো- তাদের শূলী দণ্ড দিতে হবে, অথবা তাদের এক পাশের হাত এবং অপর পাশের পা কেটে ফেলতে হবে। (শরীআতের বিধান অনুযায়ী ইহাই চোর, ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের শাস্তি।)

৪৩১৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمْدٌ أَنَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدُمُ الْأَرْضَ فِيهِ

عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا *

৪৩১৬। মুসা ইব্ন ইসমাজিল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : আমি তাদের এক জনকে দেখেছিলাম, যে পিপাসার কারণে নিজের মুখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। এ অবস্থায় তারা মারা যায়।

৪৩১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمِثْلَةِ *

৪৩১৭। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনার পর নবী করীম ﷺ 'মুছলা' করতে, (অর্থাৎ হাত-পা কাটতে ও চোখে গরম সূচ ঢুকাতে) নিষেধ করেন।

৪৩১৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَسْتَأْقَوْهَا وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِي نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُمْ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجُ حِينَ سَأَلَهُ *

৪৩১৮। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিছু লোক মুরতাদ হয়ে নবী ﷺ-এর উট লুট করে নিয়ে যায় এবং তার রাখালকে ও হত্যা করে, যে মুসলমান ছিল। নবী করীম ﷺ তাদের পেছনে একদল লোককে পাঠান, যারা তাদের বন্দী করে নিয়ে আসে। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং তাদের চোখে গরম সূচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

রাবী বলেন : তাদের শানেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। -এরপর হাজ্জাজ আনাস (রা)-কে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি ঐ সব লোকদের কথা উল্লেখ করেন।

৪৩১৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ عَيْنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَلْزَلَ اللَّهُ إِنْمَاءَ جَزَاءِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

بُصِّلُوا الْآيَةَ *

৪৩১৯। আহমদ ইব্ন আমর (র) - - - আবু যিনাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তার উট লুণ্ঠনকারী ব্যক্তিদের হাত-পা কেটে ফেলে এবং চোখের মধ্যে গরম শলাকা ঢুকিয়ে শাস্তি দেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এ আয়াত নাযিল করেন : যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য এ শাস্তিই যথেষ্ট যে, তাদের হত্যা করবে নয়তো শূলীদও দেবে।

৪৩২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ *

৪৩২০। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) বলেন : উপরোক্ত ঘটনাটি শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার। অর্থাৎ আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঘটনার পর আয়াতটি নাযিল হয়।

৪৩২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ الدَّحْرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ *

৪৩২১। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো- হয় তাদের হত্যা করবে, নয়তো শূলীদও দেবে। অথবা তাদের এক দিকের হাত এবং অন্য দিকের পা কেটে দেবে - - - হতে গাফুরুর রাহীম পর্যন্ত আয়াতটি কাফিরদের শানে নাযিল হয়। আর তাদের মাঝের কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার আগে যদি তাওবা করে, তবে এ ধরনের তাওবা করার কারণে, শরীআতের যে নির্দেশ তার প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায়, তা মাফ হয় না।

٤. بَابُ فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

৪. অনুচ্ছেদ : শরীআতের বিধান অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা সম্পর্কে

৪৩২২. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ح وَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَوَّقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكَلِّمُ فِيهَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أُسَامَةُ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৩২২। যায়দ ইব্ন খালিদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযুমী গোত্রের জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় কুরায়শ নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা এরূপ বলাবলি করে যে, এ ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলবে? পরে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই স্নেহ করেন, তিনিই এ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। এরপর উসামা (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট সে মহিলা সম্পর্কে সুপারিশ করলে, তিনি ﷺ বলেন : হে উসামা! তুমি কি আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি-বিধানের বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে চাও? এরপর তিনি ﷺ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন : তোমাদের আগের লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যকার কোন শরীক লোক চুরি করতো, তখন তারা তার উপর শাস্তির বিধান কায়েম করতো। আল্লাহর শপথ। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

৪৩২৩. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجَحُّدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ النَّبِيِّ ﷺ يَدَهَا وَقُضِيَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهَبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ اسْتَعَادَتْ امْرَأَةً وَرَوَاهُ مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سَرَقَتْ قَطِيفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَاذَ لِزَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৩২৩। আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - আইশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক মাখযুমী নারী এক ব্যক্তির নিকট হতে কিছু মাল ধার নেওয়ার পর - তা অস্বীকার করে। তখন নবী ﷺ সে স্ত্রীলোকের হাত কাটার নির্দেশ দেন। রাবী লায়ছের বর্ণনা অনুযায়ী, সে মহিলার হাত কেটে ফেলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইব্ন ওয়াহাব - ইউনুস হতে, তিনি যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে লায়ছের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ -এর মক্কা বিজয়কালে চুরি করেছিল।

রাবী লায়ছ - ইউনুছ হতে, তিনি শিহাব (র) হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন যে, একজন মহিলা কোন এক ব্যক্তির নিকট হতে কিছু ধার নেয় এবং পরে তা অস্বীকার করে। মাসউদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি সেখানে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহ হতে একটি চাদর চুরি করেছিল।

রাবী আবু যুবায়রা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক মহিলা চুরি করার পর যখনব বিন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

৪৩২৪. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ *

৪৩২৪। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্রাট ব্যক্তিদের ব্যাপারে- শরীআত নির্ধারিত বিধান ব্যতীত - অন্যান্য ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

৫. بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

৫. অনুচ্ছেদ : হাকীমের সামনে পেশের আগে অপরাধ ক্ষমা করা প্রসঙ্গে

৪৩২৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَاَفُوا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَّغْنِي مِنْ حَدٍ فَقَدْ وَجِبَ *

৪৩২৫। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপরাধ তোমাদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তোমরা পরস্পর তা ক্ষমা করে দেও। আর যদি তা আমার নিকট পেশ করা হয়, তবে তার জন্য শরীআত সম্মত শাস্তি প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায়।

৬. بَابُ السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

৬. অনুচ্ছেদ : যথাসম্ভব শাস্তির বিধান গোপন করা

৪৩২৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَا عِزًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَأَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَذَا لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ *

৪৩২৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - নুয়াইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, মা'ইয (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেন। যার ফলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন এবং হুযালা (রা)-কে বলেন : যদি তুমি এ কথাকে তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে (অর্থাৎ গোপন রাখতে), তবে তা তোমার জন্য উত্তম হতো।

৪৩২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ هَذَا أَمَرَ مَا عِزًّا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرُهُ *

৪৩২৭। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - ইব্ন মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযালা (রা) মা'ইয (রা)-কে বলেন : তুমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে তোমার অপকর্মের (যিনার) কথা তাঁকে বল।

৭. بَابُ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيئُ فَيُقْرِ

৭. অনুচ্ছেদ : হাকিমের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করা সম্পর্কে

৪৩২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا الْفَرَيَابِيُّ نَا إِسْرَائِيلُ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةً مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَآخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَثَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَآتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا أَمَرَبِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهُ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا
فَقَالُوا لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمْهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ
الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ أَيْضًا عَنْ سِمَاكَ *

৪৩২৮। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - -আলকামা তাঁর পিতা ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানার জনৈক মহিলা সালাত আদায়ের জন্য গমনকালে পথিমধ্যে তার সাথে একজন পুরুষের দেখা হলে, সে ব্যক্তি জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে। সে মহিলা চীৎকার দিলে, তার পাশ দিয়া গমনকালে জনৈক ব্যক্তি এর কারণ জানতে চায়। তখন সে মহিলা বলে : অমুক ব্যক্তি আমার সাথে এরূপ অপকর্ম করেছে। পরে তার পাশ দিয়ে মুহাজিরদের একটি দল গমনকালে সে মহিলা তাদের বলে : অমুক ব্যক্তি আমার সাথে এরূপ কাজ করেছে। তারপর তারা গিয়ে এক ব্যক্তিকে ধরে আনে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, সে-ই এরূপ করেছে। এরপর তারা সে ব্যক্তিকে উক্ত মহিলার কাছে উপস্থিত করলে, সে ও বলে : হাঁ। এই ব্যক্তিই এ অপকর্ম করেছে। তখন তারা সে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট নিয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সে ব্যক্তির উপর শরীআতের নির্দেশ জারী করার মনস্থ করেন, তখন মহিলার সাথে অপকর্মকারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি-ই এ অপকর্ম করেছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -সে মহিলাকে বলেন : তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমার অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে লোকটির সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। তখন সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ব্যভিচারী লোকটিকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করলে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোকটি এমন তাওবা করেছে যে, সমস্ত মদীনাবাসী এরূপ তাওবা করলে, তা কবুল হতো।^১

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ সিমাক (র) হতে আস্বাত ইবন নসর (র)ও বর্ণনা করেছেন।

৪. بَابُ فِي التَّلَقُّينِ فِي الْحَدِّ

৮. অনুচ্ছেদ : অপরাধীর অপরাধ স্বীকার সম্পর্কে

٤٣٢٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْخَزْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا

১. সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তির খাস তাওবা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) জ্ঞাত ছিলেন, যা তিনি সাধারণের সামনে গোপন রাখেন। আর এ কারণেই তিনি তার ক্ষমার ঘোষণা প্রদান করেন। (-অনুবাদক)।

أَخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَبِهِ فَقُطِعَ وَجِيئُ فَقَالَ
اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ
ثَلَاثًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৩২৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু উমাইয়া মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ-এর নিকট একজন চোরকে উপস্থিত করা হয়, যে চুরির কথা স্বীকার করে। কিন্তু তার কাছে চোরাই মাল পাওয়া যায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার মনে হয় তুমি চুরি করনি। তখন সে ব্যক্তি বলে : হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। নবী ﷺ দুই বা তিনবার এরূপ বলেন : এবং সে ব্যক্তিও চুরির কথা স্বীকার করে। তখন নবী ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকরী হয়। এরপর তাকে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করা হলে, তিনি বলেন : তুমি তোমার অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা কর এবং ক্ষমা চাও। তখন সে ব্যক্তি বলে : আমি এ জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করছি। তখন নবী করীম ﷺ তিনবার এরূপ বলেন : ইয়া আল্লাহ ! আপনি এ ব্যক্তির তাওবা কবুল করুন।

৯. بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

৯. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যদি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে, কিন্তু উহার নাম না বলে- সে সম্পর্কে

৪৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ قَالَ تَوَضَّأَتْ حِينَ أَقْبَلْتَ قَالَ نَعَمْ
قَالَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَى عَنْكَ *

৪৩৩০। মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - আবু উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা কোন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি শাস্তির উপযুক্ত হয়েছি। আপনি আমাকে শরীআতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করুন। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি এখানে আমার আগে উযু করেছ ? সে ব্যক্তি বলে : হ্যাঁ। তিনি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় করেছ ? সে ব্যক্তি বলে : হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি চলে যাও, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

১. بَابُ فِي الْإِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

১০. অনুচ্ছেদ : মারপিট করে অন্যায় সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করা

৪৩৩১. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بَقِيَّةُ نَا صَفْوَانُ نَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَارِيُّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سَرَقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا أَنْاسًا مِنَ الْحَاكَةِ قَالُوا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَالُوا النُّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا إِمْتِحَانٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ أَنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَالْأَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا أَحْكَمُكَ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৩৩১। আবদুল ওয়াহাব ইবন নাজ্জদা (র) - - - আযহার ইবন আবদুল্লাহ হারারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিলা' গোত্রের কিছু লোকের মাল চুরি হয়। তারা কিছু সংখ্যক তাঁতির উপর সন্দেহ করে, তাদের নবী করীম ﷺ -এর সাহাবী নু'মান ইবন বাসীরের নিকট নিয়ে যায়। তিনি তাদের কিছুদিন অন্তরীণ রাখার পর ছেড়ে দেন। তখন কিলা' গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : আপনি তাদের মারপিট না করে এবং ভালমত যাচাই না করে ছেড়ে দিলেন ? তখন নু'মান (রা) বলেন : তোমরা কি বলতে চাও ? আমি এ শর্তে তাদের মারপিট করতে পারি, যদি তাদের নিকট হতে চুরি যাওয়া মাল বের হয় ; অন্যথায় তোমাদেরও এরূপ মারপিট করা হবে। একথা শুনে কিলা' গোত্রের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে : এ কি আপনার হুকুম ? তিনি বলেন : এতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ।

১১. بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

১১. অনুচ্ছেদ : কী পরিমাণ মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে, সে সম্পর্কে

৪৩৩২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৩৩২। আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনারের ৪ অংশ বা এর অধিক মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।^১

৪৩৩৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَا نَا ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৩৩৩। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনারের ৪ অংশ বা এর অধিক মাল চুরি করলে, চোরের হাত কাটা যাবে।

রাবী আহমদ ইবন সালিহ (র) বলেন : এক দীনারের ৪ অংশ বা এর অধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

৪৩৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ *

৪৩৩৪। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করার কারণে এক ব্যক্তির হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৩৩৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تَرَسًا مِنْ صَفَةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ *

৪৩৩৫। আহমদ ইবন হাম্বাল (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জন চোরের হাত কাটেন, যে স্ত্রী লোকদের সারি থেকে তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরি করেছিল।

৪৩৩৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهَذَا وَلَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

১. দীনার বলা হয় স্বর্ণ মুদ্রাকে এবং দিরহাম রৌপ্য মুদ্রাকে। তৎকালে ১২ দিরহাম সমান ছিল- এক দীনার। সে হিসাবে তিন দিরহাম অর্থাৎ ৪ দীনার মূল্যের মাল চুরি করার কারণে নবী করীম (সা) চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন। বর্তমান বিশ্বের মুদ্রামানের দৃষ্টিতে, দীনারের মূল্য স্থির করে-এর ভিত্তিতে শরীআতের হাত-কাটার বিধান চালু করা সম্ভব। (-অনুবাদক।)

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيَمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ *

৪৩৩৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কাটেন, যার মূল্য ছিল এক দীনার অথবা দশ দিরহাম।

১২. بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

১২. অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যায় না সে সম্পর্কে ৪৩৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَعَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهَ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَاَنْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَاخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ مَرْوَانُ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانَ بِالْعَبْدِ فَأَرْسَلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْكَثْرُ الْجُمَارُ *

৪৩৩৭। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হাক্কান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক গোলাম অন্যের বাগান থেকে একটি চারা চুরি করে নিয়ে তা তার মনিবের বাগানে লাগায়। সে চারার মালিক তা খুঁজে বের করে ঐ গোলামের বিরুদ্ধে মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইব্ন হাক্কামের দরবারে মামলা দায়ের করে। তখন মারওয়ান তাকে বন্দী করে রাখে এবং তার হাত কাটার কথা বলতে থাকে। তখন গোলামের মালিক রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি বলেন : আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, “ফল, ফলের কাদি বা চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যায় না।” সে ব্যক্তি বলে : মারওয়ান আমার গোলামকে বন্দী করে রেখেছেন এবং তিনি তার হাত কাটার ইচ্ছা করছেন। কাজেই আমি আশাকরি, আপনি আমার সাথে গিয়ে তাঁকে এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীছ শুনাবেন, যা আপনি তাঁর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। তখন রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) তার সাথে মারওয়ানের নিকট গমন করেন এবং বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, “ফল, ফলের কাদি ও চারা চুরির কারণে হাত কাটা যায় না।” এ কথা শুনে মারওয়ান সে গোলামকে মুক্তি প্রদানের নির্দেশ দেন।

৪৩৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَا حَمَّادُ نَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرَّوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ *

৪৩৩৮। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - ইয়াহুইয়া ইব্ন হাব্বান (রা) এ হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, মারওয়ান সে গোলামকে কয়েকটি বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেন।

৪৩৩৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيَّةٌ وَعُقُوبَةٌ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ الْجَرِيرَيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنُوعِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ *

৪৩৩৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবুদল্লাহ ইব্ন আমার ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বৃক্ষের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : যদি কোন অভাবী লোক তার প্রয়োজন অনুপাতে তা খায় এবং কাপড় ভরে না নেয়, তবে এতে দোষের কিছু নেই। আর যদি কেউ কাপড় ভরে নেয়, তবে তার থেকে এর বিনিময় আদায় করতে হবে, বা তাকে সতর্ক করার জন্য কিছু শাস্তিও দিতে হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি ফল খাওয়ার পরিবর্তে তা পেড়ে জমা করে (চুরির উদ্দেশ্যে), যার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে এজন্য অবশ্যই তার হাত কাটা যাবে।

১৩. بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخَلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ : ছিনতাই ও আত্মসাৎকারীর শাস্তি সম্পর্কে

৪৩৪০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُنتَهَبِ قَطْعُ

وَمَنْ انْتَهَبَ نَهْبَةً مَّشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ *

৪৩৪০। নাসর ইবন আলী (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি অন্যের মাল ছিনতাই করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

এ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খিয়ানতকারীর হাতও কাটা যাবে না।

৪৩৪১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ زَادَ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَّغْنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزِّيَّاتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৩৪১। নাসর ইবন আলী (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, পকেটমারের শাস্তি হাত কাটা নয়। (কেননা সে প্রকাশ্যে মাল চুরি করে।)

১৪. بَابُ فِي مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ

১৪. অনুচ্ছেদ : সংরক্ষিত স্থান হতে মাল-চোরের শাস্তি সম্পর্কে

৪৩৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ بْنُ طَلْحَةَ نَا سِبَّاطُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُوَيْسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلُ فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ لِيُقَطَعَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ اتَّقِطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِيهِ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلَّا كَانَ هَذَا قِيلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ

حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانٌ وَرَوَاهُ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ
فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِّنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
فَاسْتَلَّهٖ مِّنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأَخَذَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِجْلَاهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ
رِجْلَاهُ فَأَخَذَ السَّارِقُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ *

৪৩৪২। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি মসজিদে আমার চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিলাম, যার মূল্য ছিল ত্রিশ দিরহাম। এক ব্যক্তি এসে আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়, যাকে অপর এক ব্যক্তি ধরে ফেলে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির করা হলে, তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেন।

রাবী বলেন, তখন আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : আপনি কি এর মূল্য ত্রিশ দিরহাম হওয়ার কারণে তার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন? আমি তা তার নিকট ঐ মূল্যে বাকী বিক্রি করছি। তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমার যদি এরূপ করার ইচ্ছা, তবে তুমি বিষয়টি আমার সামনে পেশ করার আগে করনি কেন?

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : যাবেদা-সিমাক হতে, তিনি জুআয়দ ইব্ন হুযায়র (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় সাফওয়ান নিদ্রিত ছিলেন।

রাবী মুজাহিদ ও তাউস (র) বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ান (র) নিদ্রিত থাকাবস্থায় একজন চোর তার মাথার নীচ থেকে তার চাদর নিয়ে যায়।

রাবী আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন : চোর তার মাথার নীচ থেকে চাদর নেওয়ার সময় তিনি জাগ্রত হন এবং চীৎকার দেন : তখন অন্য লোক তাকে ধরে ফেলে।

রাবী যুহর (র) সাফওয়ান (রা) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন : সাফওয়ান (রা) মসজিদে নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে তার উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এ সময় একজন চোর তা চুরি করে নেয়। এরপর তাকে ধরে নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাযির করা হয়।

১৫. بَابُ فِي الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

১৫. অনুচ্ছেদ : কোন জিনিস ধার নিয়ে অস্বীকার করলে শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা সম্পর্কে

৪৩৪৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً
مَّخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجَحِّدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا فَقُطِعَتْ

يَدَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ هَلْ مِنْ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَكَلِّمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بَنُ غُنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا *

৪৩৪৩। হাসান ইবন আলী (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযুমী গোত্রের জনৈক মহিলা লোকের নিকট হতে জিনিস ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। তখন নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে সে মহিলার হাত কাটা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : জুয়ায়রিয়া (র) নাফি' (র) হতে তিনি ইবন উমার (রা) হতে, অথবা সুফিয়া বিনত আবু উবায়দা (রা) হতে বেশী বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দেওয়ার পর বলেন : কোন মহিলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তাওবা করবে কি? তিনি ﷺ তিনবার এরূপ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু উক্ত মহিলা সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন কথা বলেনি।

٤٣٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةً يَعْني حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْاسٍ يَعْرِفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأَخَذَتْ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ *

৪৩৪৪। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার কোন এক মহিলা কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় কিছু অলংকার ধার নেয় এবং পরে তা বিক্রি করে দেয়। পরে তাকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাযির করা হলে, তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। উক্ত মহিলা সম্পর্কে উসামা ইবন যায়দ (রা) নবী ﷺ -এর নিকট সুপারিশ করেন, (যা আগে বর্ণিত হয়েছে)।

٤٣٤٥. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجَحِّدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهَا *

৪৩৪৫। আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযুম গোত্রের জনৈক মহিলা অন্যের নিকট হতে জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার

করতো। তখন নবী সাহাবী
আল্লাহু
উল্লাহ সে মহিলার হাত কাটার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী লায়ছ (র) ইব্ন শিহাব (র) হতে হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর নবী সাহাবী
আল্লাহু
উল্লাহ সে মহিলার হাত কেটে দেন।

১৬. بَابُ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

১৬. অনুচ্ছেদ : পাগলের চুরি বা অন্য কোন অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে

৪৩৪৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ *

৪৩৪৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাহাবী
আল্লাহু
উল্লাহ বলেছেন : তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ যাদের ভাল-মন্দ আসল লেখা হয় না)। এরা হলো : (১) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগরিত হয়; (২) পাগল ব্যক্তি -যতক্ষণ না সুস্থ হয় এবং (৩) নাবালক ছেলে মেয়ে-যতক্ষণ না তারা বয়োপ্রাপ্ত হয়।

৪৩৪৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَسًا فَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تُرْجَمَ قَمْرٌ بِهَا عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ بَنَى فَلَانَ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رَفَعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلُ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ شَيْءٌ قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يَكْبُرُ *

৪৩৪৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা)-এর নিকট একজন পাগলীকে উপস্থিত করা হয়, যে যিনা করেছিল। তিনি সাহাবী
আল্লাহু
উল্লাহ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এ সময় আলী (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তাকে বলা হয় : সে অমুক গোত্রের একজন পাগল

মহিলা। সে যিনা করায়, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আলী (রা) বলেন : তাকে ফিরিয়ে আনো। উক্ত মহিলাকে ফিরিয়ে আনা হলে, আলী (রা) উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : হে আমীরুল মু'মিনিন ! আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ? তারা হলো : (১) পাগল- যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ ছেলে-মেয়ে-যতক্ষণ না তারা বালেগ হয়। তখন উমার (রা) বলেন : হ্যাঁ। আলী (রা) জানতে চান, তবে কেন এই পাগলীকে পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছে? তখন উমার (রা) বলেন : এখন আর এরূপ করা হবে না। আলী (রা) বলেন : আপনি তাকে ছেড়ে দিন। তখন উমার (রা) তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকেন।

৪৩৪৮. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى وَكَيْسٌ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ *

৪৩৪৮। ইউসুফ ইব্ন মুসা (র) - - - আমাশ (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন : যতক্ষণ না সে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। আর তিনি পাগল সম্পর্কে বলেন : যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়।

রাবী বলেন : একথা শুনে উমার (রা) “আল্লাহ্ আকবর” বলেন।

৪৩৪৯. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرُّ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ قَالَ أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا سَبِيلَهَا *

৪৩৪৯। ইব্ন সারহ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আলী (রা) এ সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : আপনি কি তা ভুলে গেছেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যথা : (১) পাগল- যতক্ষণ না সে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় : (২) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ ছেলে-মেয়ে-যতক্ষণ না তারা বালেগ হয়।

একথা শোনার পর তিনি বলেন : আপনি সত্য বলেছেন। পরে তিনি সে মহিলাকে ছেড়ে দেন।

৪৩৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ هَنَادُ الْجَنَبِيُّ قَالَ أَتَى

عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلَى كَرَّمَ اللَّهِ وَجْهَهُ فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ فَقَالَ ادْعُوا إِلَيَّ عَلِيًّا فَجَاءَ عَلَى كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَوْا إِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهُ بَنِي فَلَانَ لَعَلَّى الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بِلَائِهَا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَذَرِي فَقَالَ عَلَى كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَأَنَا لَا أَذَرِي *

৪৩৫০। হান্নাদ (র) - - - আবু জায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার (রা)-এর কাছে এমন একজন মহিলা আসে, যে যিনা করেছিল। তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। আলী (রা) তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে, সে মহিলাকে মুক্ত করে দেন। এ খবর উমার (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আলী (রা)-কে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তখন আলী (রা) বলেন : হে আমীরুল মু'মিনিন। আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা হলো : (১) নাবলেগ-যতদিন না বালেগ হয় ; (২) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, এবং (৩) পাগল-যতক্ষণ না জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়। মহিলাটি অমুক গোত্রের পাগলিনী। সম্ভবতঃ তার এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কেউ তার সাথে যিনা করেছে। তখন উমার (রা) বলেন : আমি এর কিছুই জানি না। আলী (রা)ও বলেন : আমিও কিছুই জানি না।

৪৩৫১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ فِيهِ وَالْخَرَفُ *

৪৩৫১। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা হলো : (১) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় ; (২) ছোট শিশু-যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) পাগল-যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : রাবী ইব্ন জুরায়হ (র) তার বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, ঐ বৃদ্ধ-ব্যক্তি, যার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, সেও এদের অন্তর্ভুক্ত।

১৭. بَابُ فِي الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدُّ

১৭. অনুচ্ছেদ : নাবালেগ ছেলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে

৪৩৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَتَيْتَ الشَّعَرَ قَتَلَ وَمَنْ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يَنْبُتْ *

৪৩৫২। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আতিয়া কুরায়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও কুরায়যা গোত্রের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, (যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)। সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভীর নীচে চুল উঠেছিল, তাদের হত্যা করা হচ্ছিল। আর আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম, যাদের তখনো নাভীর নীচে পশম উঠেনি। ফলে আমাকে হত্যা করা হয়নি।

৪৩৫৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا مَنْ لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبَى *

৪৩৫৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন উমায়র (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো বলেন : এরপর তারা আমার লজ্জাস্থান উলংগ করে দেখে যে, সেখানে কোন পশম গজায়নি। ফলে তারা আমাকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখে।

৪৩৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ابْنُ أَرْبَعَةِ عَشَرَ سَنَةً فَلَمْ يُجَزَّهِ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ عَشَرَ سَنَةً فَأَجَازَهُ *

৪৩৫৪। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - ইব্ন উমার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাকে উহুদের যুদ্ধের সময় নবী করীম ﷺ -এর সামনে হাযির করা হয়, আর এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। ফলে তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেননি। এরপর তাকে নবী করীম ﷺ -এর সামনে খন্ডকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত করা হয় : আর এ সময় তার বয়স ছিল পনের বছর। তখন নবী ﷺ তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন।

৪৩৫৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ *

৪৩৫৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাবী নাকি' (র)-উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এ হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের মারের সময়সীমা।

১৮. بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيْقَطْعُ

১৮. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সফরে চুরি করলে হাত কাটা যাবে কি ?

৪৩৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتَبَانِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَصْبَحِيِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأَتَى بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْنِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْ لَا ذَاكَ لَقَطَعْتُهُ *

৪৩৫৬। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - জুনাদা ইবন আবু উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বুসর ইবন আরতাত (রা)-এর সাথে সমুদ্রের সফরে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট 'মিস্দার' নামক একজন চোরকে হাযির করা হয়, যে উদ্ভী চুরি করেছিল। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা সফরে থাকাবস্থায় কোন চোরের হাত কাটবে না। যদি অবস্থা এরূপ না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

১৯. بَابُ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ

১৯. অনুচ্ছেদ : কাফন চোরের হাত কাটা সম্পর্কে

৪৩৫৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ الْمَشْعَثِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقْطَعُ النَّبَّاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ *

৪৩৫৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : হে আবু যার! তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাযির এবং আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন : তুমি সে সময় কি করবে, যখন ব্যাপকহারে লোক জন মারা যাবে এবং একটি গোলামের বিনিময়ে কবরের স্থান পাওয়া যাবে? তখন আমি বলি : এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অবহিত। তিনি বলেন : এ সময় তুমি সবর করবে, অথবা সবর করা উচিত! ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : রাবী হাম্মাদ ইবন সুলায়মান (রা)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : কাফন চোরের ও হাত কাটা যাবে; কেননা সে মৃতের আবাসগৃহে প্রবেশ করে চুরি করে।

২. بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

২০. অনুচ্ছেদ : যে বার বার চুরি করে, তার শাস্তি সম্পর্কে

৪৩৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْهَلَالِيُّ نَا جَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِئْتُ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ فَأَتَى بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَا فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَيْتٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ *

৪৩৫৮। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক চোরকে নবী করীম ﷺ -এর সামনে হাযির করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ লোক তো কেবল চুরি করেছে! তখন তিনি ﷺ বলেন : তবে তার হাত কেটে দাও। তখন সে ব্যক্তির ডান হাত কেটে দেওয়া হয়। এরপর সে দ্বিতীয়বার চুরি করলে, তাকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হয় এবং তিনি তার হত্যার নির্দেশ দেন। তখনও সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে তো কেবল চুরি করেছে। তিনি ﷺ বলেন : তার পা কেটে দাও। তখন তার বাম-পা কেটে ফেলা হয়। এরপর সে ব্যক্তিকে তৃতীয় বার নবী করীম ﷺ -এর সামনে পেশ করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে তো চুরি করেছে। এরপর তিনি কাটার নির্দেশ দিলে, সে ব্যক্তির বাম-হাত কাটা হয়। পরে সে ব্যক্তিকে চতুর্থবার নবী ﷺ -এর সামনে পেশ করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখনও সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে। তখন তিনি কাটার নির্দেশ দিলে, তার ডান-পা কেটে ফেলা হয়। এরপর সে ব্যক্তিকে পঞ্চমবারের অপরাধের কারণে নবী ﷺ -এর সামনে হাযির করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

জাবির (রা) বলেন : এরপর আমরা তাকে প্রান্তরে নিয়ে হত্যা করি এবং তার লাশ টেনে কূপের কাছে নিয়ে তাতে নিক্ষেপ করি। পরে তার মৃত দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করি।

২১. بَابُ فِي السَّارِقِ تَعْلُقُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ

২১. অনুচ্ছেদ : চোরের কাটা হাত তার গলায় ঝুলানো সম্পর্কে

৪৩৫৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا حَجَّاجٌ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْنَا فُضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلْسَّارِقِ أَمِنْ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَّارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ *

৪৩৫৯। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবদুর রহমান ইবন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ফুযালা ইবন উবায়দুল্লাহ (র)-কে, চোরের হাত কেটে তার গলায় ঝুলানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একজন চোরকে হাযির করা হলে, তার হাত কাটা যায়। এরপর তিনি ﷺ তার কর্তিত হাত চোরের গলায় ঝুলিয়ে দিতে বলেন।

৪৩৬০. حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبُو عَوْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعَهُ وَلَوْ بِنَشٍ *

৪৩৬০। মূসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন গোলাম চুরি করবে, তখন তাকে বিক্রি করে দাও, অর্ধেক মূল্য হলেও।

২২. بَابُ فِي الرُّجْمِ

২২. অনুচ্ছেদ : পাথর মেরে হত্যা করা সম্পর্কে

৪৩৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّاتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَاْمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرَأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فَنُسخَ ذَلِكَ بِأَيَّةِ الْجَلْدِ فَقَالَ الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *

৪৩৬১। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরআনের এ আয়াত- “তোমাদের মাঝে যে সব মহিলারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের জন্য চারজন সাক্ষী নির্ধারিত কর। যদি তারা সে মহিলার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে সাক্ষী দেয়, তবে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখ, অথবা যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন।” মহিলাদের পরে পুরুষদের কথা উল্লেখ করার পর, উভয়ের কথা একত্রে কুরআনে এরূপ বর্ণিত হয়েছে : তোমাদের মাঝে যে পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি প্রদান কর। আর যদি তারা তাওবা করে এবং ভাল হয়ে যায়, তবে তাদের ক্ষমা কর। এ আয়াতটি দূররার আয়াত নাযিল হওয়ার পর বাতিল হয়ে গেছে। আয়াতটি হলো : যিনাকারী পুরুষ ও যিনাকারিণী স্ত্রী লোককে একশতটি বেত্রাদণ্ড প্রদান কর।

৪৩৬২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ نَامُوْسَى عَنْ شَيْبَلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ السَّبِيلُ الْحَدُّ *

৪৩৬২। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পূর্ববর্তী হাদীছে যে ‘সাবীল’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো-‘হদ’ বা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির বিধান।

৪৩৬৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ حِظَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَرَمَى بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفَى سَنَةً *

৪৩৬৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কাছ থেকে শিখে নেও, আমার কাছ থেকে শিখে নেও, আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য সাবীল বা পথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ-বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যিনা করে, তবে তাদের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাদণ্ড এবং পাথর মেরে হত্যা। আর যদি অবিবাহিত পুরুষ-কোন অবিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যিনা করে, তবে তাদের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাদণ্ড এবং এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার।

৪৩৬৪. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ
عَنْ مِّنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ قَالَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ *

৪৩৬৪। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - হাসান (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : যিনাকারী পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হলো- একশত বেত্রাদণ্ড এবং পাথর মেরে হত্যা।

৪৩৬৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَاهُشِيمٌ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضَلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصِنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمَلٌ أَوْ اعْتَرَفَ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْنَاهَا *

৪৩৬৫। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা উমার ইবন খাত্তাব (রা) খুত্বা দেওয়ার সময় বলেন যে, মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তাঁর উপর কিতাব ও নাযিল করেন, যাতে রজমের নির্দেশ আছে। আমরা তা তিলাওয়াত করে ভাল ভাবে মুখস্থ করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা ও রজম করেছি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে হয়তো কেউ এরূপ বলবে : আমরা আল্লাহর কিতাবে রজম সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাই না। ফলে তারা আল্লাহর একটি ফরয নির্দেশ পরিত্যাগ করার কারণে গুম্বরাহ হয়ে যাবে।

এরপর তিনি বলেন : যে সব নর-নারী যিনায় লিপ্ত হয়, তাদের জন্য রজমের নির্দেশ আছে; যদি সে বিবাহিত হয়, যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, অথবা গর্ভবতী হয়, অথবা সে নিজে তা স্বীকার করে।

আল্লাহর শপথ! যদি লোকেরা এরূপ বলাবলি না করতো যে, উমার আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত যোগ করেছে, তবে আমি রজমের আয়াত লিখে দিতাম।

৪৩৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ هُزَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِّنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ

بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا
 قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُ
 فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُ فَعَادَ
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ قَالَ هَلْ
 ضَاغَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ نَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ
 فَأَمَرِيهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزَعَ
 فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَضِيفٍ
 بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ
 لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ *

৪৩৬৬। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - ইয়াযীদ ইব্ন নুআয়েম ইব্ন হুযাল (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মা'ইয ইব্ন মালিক ইয়াতীম ছিলেন এবং তিনি আমার পিতার নিকট লালিত-পালিত হন। একদা তিনি মহল্লার একটি মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেন। তখন আমার পিতা তাকে বলেন : তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাও এবং অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত কর। সম্ভবতঃ তিনি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন-তোমার অপকর্মের জন্য। আর তার এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাতে মা'ইযের নাজাতের কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়। এরপর মা'ইয (রা) তাঁর নিকট যান এবং বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি যিনা করেছি, আপনি আমার উপর আল্লাহর কিতাবের হুকুম কার্যকরী করুন। একথা শুনে নবী ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি দ্বিতীয়বার বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি যিনা করেছি, আপনি আমার উপর আল্লাহর কিতাবের হুকুম কার্যকরী করুন। এ ভাবে তিনি চারবার তার ত্রুটির কথা স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি তো চারবার তোমার দোষের কথা স্বীকার করেছ। এখন বল : তুমি কার সাথে যিনা করেছ ? তখন তিনি বলেন : অমুক মেয়ের সাথে। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তার সাথে শয়ন করেছিলে ? মা'ইয বলেন : হ্যাঁ। নবী ﷺ বলেন : তুমি কি তার সাথে মিলিত হয়েছিলে ? মা'ইয বলেন : হ্যাঁ। এরপর নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তার সাথে সংগম করেছিলে ? মা'ইয বলেন : হ্যাঁ। এ সব শুনে নবী ﷺ তাকে রজম বা পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। তাকে হাররা নামক স্থানে নেওয়া হয় এবং পাথর মারা শুরু হলে ভয়ে অস্থির হয়ে তিনি পালাতে থাকেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স তাকে কাবু করে ফেলেন। তাঁর সংগী ক্লাস্ত হয়ে পড়ায়, তিনি উটের খুর দিয়ে তাকে আঘাত করে হত্যা

করেন। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি ﷺ বলেন : তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না ? সে হয়তো খালিস তাওবা করতো এবং আল্লাহ তাকে মাফ করে দিত।

৪৩৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسِرَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَا عَزَّ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ لِي حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَلَّا تَرَكَتُمُوهُ مِنْ شَيْئْتُمْ مِنْ رَجَالٍ أَسْلَمَ مِنْهُمْ لَا أَتَهُمْ قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَحْدِثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ ذَكِّرُوا لَهُ جَزَعُ مَا عَزَّ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ إِلَّا تَرَكَتُمُوهُ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّمَا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسْرُوحًا صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمِ رُدُّوْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّوْنِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ يَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلَّا تَرَكَتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَنْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍ فَلَا قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ *

৪৩৬৭। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (রা) - - - মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আসিম ইবন আমর ইবন কাতাদা (রা)-এর নিকট মা'ইয ইবন মালিক (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন : হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবু তালিব (রা) আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, তোমরা আসলামের লোকদের মধ্য হতে তাকে পরিত্যাগ করনি। আমি অবশ্য এ জন্য তাদের দোষারূপ করি না।

রাবী বলেন : আমি হাদীছের এ অর্থ বুঝতে না পারায় জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট যাই এবং বলি : আসলাম গোত্রের কোন কোন লোক এ হাদীছ বর্ণনা করে যে, “যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে মা'ইযের পাথরের আঘাত প্রাপ্তির, তার ভীতি-জনক অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না ? আমি এ হাদীছের অর্থ বুঝতে অক্ষম। তখন জাবির (রা) বলেন : হে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি এ হাদীছ সম্পর্কে অধিক

অভিজ্ঞ এবং মা'ইযের রজমকারীদের মাঝে আমি অন্যতম। এরপর তিনি বলেন : আমরা তাকে ময়দানে নিয়ে যখন পাথর মারা শুরু করি, তখন স্থির হয়ে চীৎকার করে বলে যে, হে জনগণ! তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ফিরিয়ে নিয়ে চল। কেননা, আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলার জন্য ধোঁকাবাজী করেছে। তারা আমাকে বলেছিল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন না। কিন্তু তার এ কথার প্রতি আমরা কর্ণপাত না করে, তাকে হত্যা করে ফেলি। আমরা ফিরে এসে এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে অবহিত করলে- তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না এবং কেন আমার কাছে আনলে না? যাতে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শাস্তি কবুল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। কাজেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এ নির্দেশ শাস্তি মাফ করার জন্য ছিল না। এরপর রাবী মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : এখন আমি সঠিকভাবে হাদীছের অর্থ বুঝতে পারলাম।

৪৩৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدٌ يُّعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَالَ قَوْمُهُ أَمْجَنُونَ هُوَ قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقَالَ أَفَعَلْتَ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَاَنْطَلَقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يَصِلْ عَلَيْهِ *

৪৩৬৮। আবু কামিল (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মা'ইয ইবন মালিক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : সে যিনা করেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন। এ ভাবে মা'ইয (রা) কয়েক বার এরূপ স্বীকারকৃতি করতে থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকেন। অবশেষে তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করেন : লোকটা কি পাগল? তারা বলেন : না, এ ধরনের কোন লক্ষণ তার মধ্যে নেই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা'ইয (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি সে মহিলার সাথে যিনা করেছ? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথর মেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর লোকেরা তাকে ময়দানে নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করে। তাঁর জানাযার সালাত আদায় করা হয়নি।

৪৩৬৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيئَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ قَبَلْتَهَا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا كَلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيٌّ كَنَبِيِّبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدَهُنَّ الْكُتْبَةَ أَمَا إِنْ اللَّهَ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ *

৪৩৬৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মা'ইয ইবন মালিক (রা)-কে তখন দেখি, যখন তাকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হয়। তিনি খবাক্বতি বিশিষ্ট স্থূল দেহী লোক ছিলেন এবং সে সময় তার দেহে কোন চাদর ছিল না। তিনি চারবার এরূপ স্বীকারকৃতি করেন যে, “আমি যিনা করেছি।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্ভবতঃ তুমি তাকে চুম্বন করেছ। মা'ইয (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি যিনা করেছি। তখন নবী ﷺ পাথর মেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

এরপর নবী ﷺ খুত্বা দেওয়ার সময় বলেন : যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর করি, তখন কাফিলার পেছনে তদারককারী এক ব্যক্তি থাকে, যে বকরীর মত শব্দ করে এবং সুযোগমত কোন মহিলার সাথে শয়তানী চক্রান্তের ফলে যিনায় লিপ্ত হয়। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা শুনে রাখ, যদি মহান আল্লাহ আমাকে শক্তি দান করেন, তবে আমি ঐ ব্যক্তিকে মহিলাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবো।

৪৩৭০। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - সিমাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীছ শ্রবণ করেছি কিন্তু প্রথম হাদীছটি সম্পূর্ণ। রাবী বলেন : নবী ﷺ দু'বার মা'ইযের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

রাবী সিমাক (র) বলেন : সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, নবী করীম ﷺ মা'ইয (রা) -এর স্বীকারকৃতিকে চারবার প্রত্যাখ্যান করেন।

৪৩৭১। আবদুল গনী (র) - - - 'শুবা (র) বলেন : আমি রাবী সিমাক (রা)-কে 'কুছ্বা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন : 'কুছ্বা' শব্দের অর্থ হলো - অল্প দুধ, অর্থাৎ মনি বা বীর্য, (যা সহবাসকালে নির্গত হয়)।

৪৩৭২। حَدَّثَنَا مُسَدَّدُنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَا عَزَابُنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغْنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغْنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ قَالَ فَأَمَرَبِهِ فَرُجِمَ *

৪৩৭৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'ইয ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার সম্পর্কে আমাকে যা বলা হয়েছে, তা কি সত্য? তিনি বলেন : আপনি আমার সম্পর্কে কি জেনেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি জানতে পেরেছি তুমি অমুক গোত্রের জনৈক দাসীর সাথে যিনা করেছ। মা'ইয (রা) বলেন : হাঁ! এ ভাবে তিনি চারবার স্বীকারকৃত্তি করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

৪৩৭৩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّيْنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّيْنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ *

৪৩৭৩। নসর ইবন আলী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা মা'ইয (রা) ইবন মালিক (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে দু'বার যিনায় লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর মা'ইয (রা) পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে দু'বার যিনার কথা স্বীকার করেন। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি নিজেই চারবার যিনার কথা স্বীকার করেছ। তখন তিনি সাহাবীদের বলেন : তোমরা একে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা কর।

৪৩৭৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا جَرِيرٌ حَدَّثَنِي يَعْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ نَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى يَعْزِي ابْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّكَ قَبِلْتَ أَوْ عَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا قَالَ أَفَنَكَّتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُوسَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظٌ وَهَبٍ *

৪৩৭৪। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'ইয ইবন মালিক (রা)-কে বলেন : সম্ভবত : তুমি তাকে চুম্বন করেছ, নয়তো স্পর্শ করেছ, অথবা তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছ। তখন মা'ইয (রা) বলেন : না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন : তবে কি তুমি তার সাথে সংগম করেছ। তিনি বলেন : হাঁ। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

রাবী মুসা ইবন আব্বাস (রা) হতে এরূপ বর্ণনা করেননি। বরং রাবী ওয়াহাব নিজেই এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৩৭৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنْكَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ الْمَرْوَدُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ وَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعِهِ نَفْسُهُ حَتَّى رَجِمَ رَجِمَ الْكَلْبَ فَسَكَتَ عَنْهَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ آيْنَ فَلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَ نَحْنُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيْفَةِ هَذَا الْحِمَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا نَلِئُ مَا مِنْ عَرَضٍ أَخِيكُمْ الْفَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مَنَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَأَنْ نَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْفَمِسُ فِيهَا *

৪৩৭৫। হাসান ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আসলাম গেলের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীকার করে যে, সে হারামভাবে একজন মহিলার সাথে যিনা করেছে, আর সে ব্যক্তি চারবার এরূপ স্বীকারকৃতি করে। কিন্তু নবী ﷺ প্রতিবারই তার কথা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর সে ব্যক্তি পঞ্চমবারের মত স্বীকারকৃতি করার জন্য হাযির হলে, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তার সাথে সংগম করেছ ? তখন সে বলে : হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমার গুপ্তাংগ কি তার গুপ্তাংগের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল ? সে বলে : হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন : তোমার গুপ্তাংগ কি তার গুপ্তাংগের মধ্যে এরূপ অদৃশ্য হয়েছিল, যেমন সুরমা দানির মধ্যে তার শলাকা বা কূপের মধ্যে রশি অদৃশ্য হয়ে যায় ? তখন সে ব্যক্তি বলে : হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি কি জান, যিনা কী ? সে বলে : যে রূপ কেউ হালাল- ভাবে তার স্ত্রীর সাথে সংগম করে, আমি এরূপই হারামভাবে তার সাথে সংগম করেছি। তখন নবী ﷺ বলেন : এখন তুমি কিসের ইচ্ছা পোষণ কর ? সে ব্যক্তি বলে : আমি আশা করি, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন। এরপর নবী করীম ﷺ তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলে, তা কার্যকরী করা হয়।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'জন সাহাবীকে এরূপ বলতে শোনেন, যাদের একজন এরূপ বলছিল; আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহকে গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি নিজে তা প্রকাশ করায় কুকুরের মত মৃত্যুবরণ করলো। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকেন। এরপর সামনে কিছু দূর গমনের পর তিনি দেখতে পান যে, একটি মৃত গাধা পড়ে আছে, যার পা উপরের দিকে। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন : অমুক, অমুক ব্যক্তি কোথায়? তখন তারা দু'জন সেখানে হাযির হয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা উপস্থিত। তখন তিনি তাদের বলেন : এসো এবং তোমরা এ মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর। তখন তারা দু'জন বলে : হে আল্লাহর নবী! ইহা কে ভক্ষণ করে থাকে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ক্রটি যেভাবে আলোচনা করেছ, তা এই মরা গাধার গোশত খাওয়ার চাইতেও গুরুতর! আল্লাহর শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন; তোমরা শুনে নাও! মা'ইয (রা) এখন জান্নাতের নহরে গোসল করছে।

৪৩৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ *

৪৩৭৬। মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আসলাম গেলের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট হাযির হয়ে যিনার কথা স্বীকার করে। তখন তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে ব্যক্তি আবার যিনার কথা স্বীকার করলে, তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। এভাবে সে ব্যক্তি চারবার যিনার কথা স্বীকার করলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? সে বলল : না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি বিবাহিত? সে বলে : হ্যাঁ।

রাবী বলেন : এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশে সে ব্যক্তিকে ঈদের ময়দানে নিয়ে, পাথর মেরে হত্যা করা হয়। পাথর মারা শুরু হলে সে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে পাঁকড়াও করে, পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির প্রশংসা করেন, কিন্তু তিনি তার জানাযার নামায পড়াননি।

৪৩৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ

النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمٍ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَذَفِ فَاشْتَدُّوا فَشَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرْلَهُ وَلَا سَبَّهُ *

৪৩৭৭। আবু কামিল (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন নবী করীম ﷺ মা'ইয ইব্ন মালিক (রা)-কে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন, তখন আমরা তাকে নিয়ে ময়দানে গমন করি। আল্লাহর শপথ! এ সময় আমরা তাকে বাঁধি নাই এবং তার জন্য কোন গর্তও খুঁদি নাই, বরং তিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান।

রাবী আবু কামিল (র) বলেন : তখন আমরা তার প্রতি প্রচণ্ডভাবে হাঁড়, পাথর ও ঢিলা নিক্ষেপ করতে থাকি। আঘাতের প্রচণ্ডতায় তিনি পালাতে চাইলে, আমরা তার পশ্চাদধাবন করি। তিনি হুররা নামক স্থানে পৌঁছে দণ্ডায়মান হলে, আমরা সেখানকার বড় বড় পাথর তার প্রতি নিক্ষেপ করতে থাকি। ফলে তিনি মারা যান।

রাবী বলেন : নবী করীম ﷺ তার জন্য কোন ইস্তিগ্ফার করেননি এবং তাকে খারাপও বলেননি।

৪৩৭৮. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ ذَهَبُوا يَسْبُونَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِبُهُ اللَّهُ *

৪৩৭৮। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) - - - আবু নাযরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে তা অসম্পূর্ণ।

রাবী বলেন : লোকেরা তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ বলতে থাকলে নবী ﷺ তা থেকে নিষেধ করেন। আর লোকেরা তার মাগ্ফিরাতের জন্য দু'আ করতে থাকলে তিনি তাতে বাঁধা দেন এবং বলেন : সে এমন এক ব্যক্তি, যার দ্বারা একটি অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

৪৩৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ ابْنِ الْحَارِثِ نَا أَبِي عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَنْكَه مَاعِزًا *

৪৩৭৯। মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (র) - - - বুয়ায়দা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী

করীম সাহাবী মা'ইয ইব্ন মালিক (রা)-এর মুখ শুকে দেখেছিলেন, তিনি মদ পান করেছেন কিনা-তা নিশ্চিত হবার জন্য।

৪৩৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْأَهْوَازِيُّ نَا أَبُو أَحْمَدَنَا بِشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَا عِزْبُنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعْنَا بَعْدَ اعْتِرَافِهَا أَوْ قَالَ لَوْلَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِ فَهَمَّا لَمْ يَطْلُبَهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ *

৪৩৮০। আহমদ ইব্ন ইসহাক (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাহাবী -এর সাহাবীগণ এরূপ বলাবলি করতাম যে, গামিদ গোত্রের যিনাকারিণী মহিলা এবং মা'ইয ইব্ন মালিক (রা) যদি যিনার কথা স্বীকার করার পর অস্বীকার করতো, অথবা প্রথমবার স্বীকার করার পর, আর যদি স্বীকার না করতো; তবে নবী সাহাবী তাদের 'রজমের' শাস্তি প্রদান করতেন না। কিন্তু তারা চতুর্থবার যিনার কথা স্বীকার করায়, তাদের পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

৪৩৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَاثَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْجَلَّاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْجَلَّاجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَتَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ تَارَ وَأَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكَ فَسَكَتَ فَقَالَ شَابٌ حَذَوْهَا أَنَا أَبُوهُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكَ فَقَالَ الْفَتَى أَنَا أَبُوهُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَنِي فَرَجِمَ قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى آمَكْنَا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَذَا فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُوَ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعْنَاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِيفِهِ وَدَفْنِهِ وَمَا أَدْرِي قَالَ وَلَا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَتَمُّ *

৪৩৮১। আব্দা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - লাজ্লাজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি বাজারে বসে কাজ করতে থাকাবস্থায় দেখতে পান যে, একজন মহিলা একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখ লোকজন দাঁড়িয়ে যায় এবং আমিও দাঁড়িয়ে যাই। পরে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন : এই বাচ্চাটির পিতা কে ? সে মহিলা চুপ করে থাকলে, তার সামনের একজন পুরুষ লোক বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি এর পিতা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন : এ ছেলেটির পিতা কে ? তখনও সে যুবক লোকটি বলে : আমি তার পিতা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকটবর্তী এক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তার কাছে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : আমরা তো তাকে ভাল বলেই জানতাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি বিবাহিত ? সে বলে : হ্যাঁ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশে সে লোককে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

রাবী বলেন : তখন আমরা তাকে সাথে নিয়ে বের হই এবং একটি গর্ত খুদে, তাকে তার মধ্যে আবদ্ধ করে, তার প্রতি পাথর মারা শুরু করি; ফলে সে মারা যায়। তখন এক ব্যক্তি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে সেখানে আসলে আমরা তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে নিয়ে যাই এবং বলি : এই লোকটি ঐ খাবীছ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সে খাবীছ নয়, বরং পবিত্র। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ লোকটির মর্যাদা মিশুক-আম্বর থেকেও অধিক। আর এই লোকটি ওর পিতা। আমরা তাকে মা'ইয়ের গোসল ও কাফন -দাফনে সহযোগিতা করি।

রাবী বলেন : আমার স্মরণ নেই যে, তিনি এরূপ বলেছিলেন কিনা, “এরপর তিনি তার নামায়ে সহযোগিতা করেন।”

৪৩৮২. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَالِيُّ نَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْنِيُّ عَنْ مُسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ *

৪৩৮২। হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - খালিদ লাজ্লাজ (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।

৪৩৮৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنَى أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ بَنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا ذَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّثُ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُحَسَّنٌ فَأَمَرَهُ فَرَجِمَ *

৪৩৮৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি একজন মহিলার সাথে যিনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বেত্রাদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। এরপর যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেন যে, লোকটি বিবাহিত, তখন তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

৪৩৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَارُ قَالَ أَنَا عَاصِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْسَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْسَانٍ فَرُجِمَ *

৪৩৮৪। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি একজন মহিলার সাথে যিনা করে। এ সময় লোকটি বিবাহিত কিনা তা জানা যায়নি, কাজেই তাকে বেত্রাদও দেওয়া হয়। এরপর যখন জানা যায় যে, লোকটি বিবাহিত, তখন তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

২৩. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهِينَةَ

২৩. অনুচ্ছেদ : জুহায়না গোত্রের মহিলা সম্পর্কে, যাকে নবী ﷺ পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

৪৩৮৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتَوَائِيَّ وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ فِي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهِينَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّالَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْتُ بِهَا فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُلَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُصَلِّيْ عَلَيْهَا وَقَدْ زَنْتُ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا *

৪৩৮৫। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে যিনা করেছে এবং সে গর্ভবতী। তখন নবী ﷺ তার অভিভাবকদের ডেকে বলেন : তোমরা একে ভালভাবে দেখাশুনা করবে, আর যখন সে বাচ্চা প্রসব করবে, তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এরপর সে মহিলা সন্তান প্রসব করলে, তার অভিভাবকরা তাকে নবী ﷺ

করেছিলেন। আল্লাহর শপথ! আমি তো গর্ভবতী। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি ফিরে যাও। সে মহিলা ফিরে যায়, কিন্তু পরদিন সকালে সে আবার নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি তোমার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাও। এরপর সে চলে যায় এবং সন্তান প্রসবের পর নব-জাতককে নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হয় এবং বলে : আমি একে প্রসব করেছি। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি ফিরে যাও এবং এ সন্তানকে ততদিন দুধপান করাও, যতদিন সে দুধ না ছাড়ে। এরপর সে মহিলা চলে যায় এবং দুধ ছাড়াবার পর পুনরায় তার সন্তানকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে হাযির হয়। এ সময় তার সন্তানের হাতে কিছু খাবার ছিল, যা সে খাচ্ছিল। তখন তিনি সে সন্তানকে কোন মুসলমানের হাতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেন এবং সে মহিলাকে ‘রজম’ করার হুকুম দেন। তখন একটি গর্ত খুদে তাকে সেখানে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। খালিদ (রা) সে মহিলার রজমের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করায়, সে মহিলার দেহের রক্তের ছিটে তার মুখের উপর এসে পড়ে, যাতে তিনি রাগান্বিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে কটুক্তি করেন। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন : হে খালিদ! তুমি চুপ থাক। আল্লাহর শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন ; এ মহিলা এমন তাওবা করেছে ; যদি কোন জালিম ব্যক্তি এরূপ তাওবা করে, তবে তার সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে। এরপর নবী ﷺ -এর নির্দেশে সে মহিলার জানাযার নামায আদায়ের পর তাকে দাফন করা হয়।

৪২৮৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَّمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى التَّنْدُوءَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْغَسَّانِيُّ جُهِينَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نَازَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْخِمِصَةِ ثُمَّ قَالَ ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ *

৪৩৮৮। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একজন মহিলার রজম করেন, তখন তার জন্য বুক পর্যন্ত গর্ত খোঁড়া হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাদীছটি আবদুস সামাদ ইবন আবদুল ওয়াবেছ সূত্রে যাকারিয়া ইবন সুলায়ম এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, “এরপর নবী ﷺ সে মহিলার প্রতি বুটের ন্যায় একটি পাথর নিক্ষেপ করে বলেন : তোমরা তার মুখকে বাদ দিয়ে পাথর নিক্ষেপ কর। সে মহিলা মারা গেলে নবী ﷺ তার লাশকে গর্ত থেকে বের করিয়ে-তার জন্য জানাযার নামায আদায় করেন।

৪৩৮৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهُمَا أَجَلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ
ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنْ
عَلَى ابْنِي الرُّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ
الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ الرُّجْمَ عَلَى
امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ
اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرُدَّ إِلَيْكَ وَجَلَدِ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرِّبَهُ عَامًا
وَأَمْرُ أَنْيَسًا الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ
فَرَجَمَهَا *

৪৩৮৯। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা)
থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : একদা দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে মোকদমা দায়ের
করে। তাদের একজন বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী
ফায়সালা করে দেন। তাদের মধ্যকার দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিল; সেও বলে :
ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মাঝের ব্যাপারটি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে দেন। আর এ
সম্পর্কে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি বল। তখন সে ব্যক্তি
বলে যে, ব্যাপার হলো : আমার ছেলে এ লোকের চাকর ছিল, যে মজুরীর বিনিময়ে তার কাজ
করতো। আর সে ঐ লোকের স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। তখন তারা আমার কাছে এরূপ খবর দেয়
যে, আমার ছেলের উপর রজমের দণ্ড অর্পিত হয়েছে। তখন আমি তার পক্ষে একশত বকরী ও
একটি দাসী ফিদ্যা স্বরূপ প্রদান করেছি। এরপর আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে, তারা
আমাকে বলেছে : আমার ছেলের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাদণ্ড এবং এক বছরের জন্য দেশ থেকে
বহিস্কার। আর ঐ স্ত্রীলোককে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি
শুনে রাখ, আল্লাহর শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন; আমি তোমাদের মধ্যকার বিবাদের
ফায়সালা আল্লাহর কিতাব অনুসারে করে দেব; আর তা হলো : তোমার বকরী এবং দাসী তোমাকে
ফিরিয়ে দেয়া হবে। তার ছেলের শাস্তি হলো-একশত বেত্রাদণ্ড ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে

বহিষ্কার। এরপর তিনি উনায়ম আসলামী (রা)-কে বলেন : দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীকে নিয়ে এসো, যদি সে যিনার কথা স্বীকার করে, তবে তাকে রজম করবে। তখন সে মহিলা যিনার কথা স্বীকার করলে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

২৪. بَابُ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيِّينَ

২৪. অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদী নারী-পুরুষের রজম সম্পর্কে

৪৩৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الزَّانَا قَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدُهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَرَفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيئُهَا الْحَبَارَةَ *

৪৩৯০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলে : তাদের মধ্যকার একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা যিনা সম্পর্কে তাওরাতে কি নির্দেশ পাও? তারা বলে : আমরা তো ব্যভিচারীদের অসম্মানিত করি এবং বেত্রাদও দেই। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বলেন : তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে রজমের হুকুম আছে। তখন তারা তাওরাত এনে, তা পড়তে শুরু করলে, এক ব্যক্তি রজমের আয়াতের উপর তার হাত রাখে এবং এর সামনের ও পেছনের আয়াত পড়তে থাকে। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাকে বলেন : তুমি তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে, সেখানে রজমের আয়াত দেখা যায়। তখন তারা বলে : হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সত্য বলেছেন। এতে রজমের আয়াত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ইয়াহুদী নর-নারীকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিলে, তা কার্যকর করা হয়।

রাবী আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন : সে সময় আমি দেখেছি, পুরুষ লোকটি - মহিলাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছিল।

৬৩৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِّنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي نَزَلَ التَّوْرَ عَلَى مُوسَى هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِهَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَاضِعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذَا مَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ مَا نَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ أُوتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَّمْ تُوْتُوهُ فَاحْذَرُوا لَا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةُ *

৪৩৯১। মুহাম্মদ ইব্ন আল্লা (র) - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে দিয়ে একজন ইয়াহুদী যাচ্ছিল, যার মুখে কাল দাগ দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি তাদের ডেকে বলেন : তোমরা কি যিনাকারীর শাস্তি তাওরাত এরূপ পেয়েছ ? তারা বলে : হ্যাঁ। তখন নবী. ﷺ তাদের একজন আলিমকে ডাকেন এবং বলেন : আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মূসার উপর তাওরাত নাযিল করেন। তোমরা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে যিনার শাস্তি এরূপ পেয়েছ ? তখন সে ব্যক্তি বলে : না। ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ! যদি আপনি আমাকে এরূপ কঠিন শপথ প্রদান না করতেন, তবে তা আমি আপনার কাছে প্রকাশ করতাম না। আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে যিনার শাস্তি রজম পাই। কিন্তু যখন আমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনার প্রচলন অধিক হয়ে যায়, তখন কোন শরীফ লোক এজন্য দোষী সাব্যস্ত হলে আমরা তাকে ছেড়ে দেই এবং কোন দুর্বল লোক যিনা করলে তার উপর শরীআতের নির্দেশিত শাস্তি প্রদান করি। আমরা সব সম্মতভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমরা নিজেরাই এমন

একটি হৃদ বা শাস্তি নির্ধারণ করে নেই, যা শরীফ ও দুর্বল ব্যক্তিদের উপর একইভাবে প্রয়োগ করা যায়। তখন আমরা মুখে কাল দাগ ও বেত্রাদণ্ডের ব্যবস্থা নির্ধারণ করি এবং রজমের ব্যবস্থা পরিহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইয়া আল্লাহ! তারা যখন তোমার নির্দেশ পরিত্যাগ করেছে, তখন সর্ব প্রথম আমিই তা জারী করবো। তিনি তখন সে ব্যক্তির উপর রজমের হুকুম জারী করলে - তা কার্যকরী করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : হে রাসূল! তারা যেন আপনাকে কষ্ট না দেয়, যারা কাফির হওয়ার কারণে জলদি করে ----- যারা আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে না, তারা কাফির।" এ নির্দেশ ইয়াহুদীদের সম্পর্কে। এরপর আল্লাহর বাণী : "যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা জালিম।" এ আয়াতও ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। তারপর আল্লাহর এ বাণী: "যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক।" এ আয়াত সব ধরনের কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়।

৪৩৯২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَنِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِّنْ يَّهൂِدٍ فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْقَفِّ فَاتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِّنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِالثَّوْرَةِ فَأَتَى بِهَا فَتَرَاعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ الثَّوْرَةَ عَلَيْهَا وَقَالَ أُمْنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنْزَلَكَ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ فَأَتَى بِفَتَى شَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ *

৪৩৯২। আহমদ ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইয়াহুদীদের একটি দল এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে 'কুফ' নামক স্থানে ডেকে নিয়ে যায়। তিনি তাদের সাথে সেখানকার এক মাদ্রাসায় গেলে তারা বলে : হে আবুল কাসিম! আমাদের এক ব্যক্তি একজন মহিলার সাথে যিনা করেছে, আপনি সে সম্পর্কে তাদের মাঝে ফায়সাল দেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য একটি বালিশ রেখে দেয়, তিনি তাঁর উপর বসে বলেন : তোমরা আমার কাছে তাওরাত নিয়ে এসো। তাঁর কাছে তাওরাত আনা হলে, তিনি বালিশ নিয়ে তার উপর তাওরাত রাখেন। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমার উপর এবং তোমার নাযিলকারীর উপর ঈমান রাখি। তারপর তিনি বলেন : তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি সব চাইতে জ্ঞানী, তাকে ডাক। তখন একজন যুবক আলিম (আবদুল্লাহ ইবন সুরিয়া)-কে ডাকা হয়। পরে 'রজম' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে; যেরূপ রাবী মালিক-নাফি'(র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪৩৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ نَا رَجُلٌ مِّنْ مَّزَيْنَةَ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَثْبَسَةُ نَا يُونُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ

بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعَتْ رَجُلًا مِّنْ مُّزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ
عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَمُّ
قَالَ زَنَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا
النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَادُونَ الرَّجْمِ قَبْلَنَا هَا
وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ قَالَ فَاتُوا النَّبِيَّ ﷺ
وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ
وَامْرَأَةٍ ذَنِيَا فَلَمْ يَكْلِمَهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِذْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ
فَقَالَ أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى
مَنْ ذَنَّا إِذَا أَحْصَيْنَ قَالُوا يُحْمَمُ وَيُجْبَهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيَةُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ
عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أَقْفَيْتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ وَسَكَتَ شَابٌ مِّنْهُمْ فَلَمَّا رَأَاهُ
النَّبِيُّ ﷺ سَكَتَ الظَّبِيهِ النَّشْدَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتُنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ
الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرًا لِلَّهِ قَالَ زَنَى ذُو قَرَابَةِ مِّنْ
مَّلِكٍ مِّنْ مَّلُوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَأَرَادَ
رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا لَا يَرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيئَ بِصَاحِبِكَ
فَتَرْجَمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أَحْكُمُ
بِمَا فِي التَّوْرَةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجِمَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَّغْنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ
فِيهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ *

৪৩৯৩। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
ইয়াহুদীদের থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তখন তারা একজন অপর
জনকে বলে : চল আমরা এদের নিয়ে এই নবীর কাছে যাই ; কেননা, তাকে শরীআতের হাল্কা
নির্দেশসহ পাঠানো হয়েছে। কাজেই, তিনি যদি আমাদের ব্যাপারে রজমের চাইতে নীচু পর্যায়ের
কোন নির্দেশ দেন, তবে আমরা তা মেনে নেব। আর এটি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট
একটি উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ হবে যে, আমরা তাকে (আল্লাহকে) বলবো : এতো তোমার নবীদের
মধ্য হতে এক নবীর নির্দেশ।

রাবী বলেন : তখন তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে তখন মসজিদে বসেছিলেন। তারা বলে : হে আবুল কাসিম ! যে সমস্ত নারী-পুরুষ যিনা করে, এদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি তাদের সাথে কোন কথা না বলে, তাদের এক মাদ্রাসায় গমন করেন এবং এর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন : আমি তোমাদের আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মূসার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন ; তোমরা যিনা সম্পর্কে তাকে কিরূপ নির্দেশ দেখতে পাও, যদি সে ব্যক্তি বিবাহিত হয় ? তখন তারা বলে : আমাদের নিকট তার শাস্তি হলো : তার মুখে কাল দাগ দেওয়া, অসম্মানিত করা এবং বেত্রাঘাত করা। আর এভাবে অপমান করা যে, যিনাকারীদের গাধার পিঠে, তার পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসিয়ে দিয়ে, লোকদের মাঝে ঘুরানো।

রাবী বলেন : এ সময় ইয়াহুদীদের এক যুবক চুপ করে বসে থাকে। নবী ﷺ তাকে চুপ থাকতে দেখে, তাকে আল্লাহর নামের শপথ দিতে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন সে যুবক বলে : ইয়া আল্লাহ ! আপনি যখন আমাকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন আমি বলতে বাধ্য যে, “তাওরাতের মধ্যে যিনার শাস্তি হলো রজম। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করে, কিরূপে তা পরিবর্তন করলে ? তখন সে বলে : আমাদের জনৈক বাদশাহ তার একজন নিকটাত্মীয় যিনা করায়, তিনি তাকে রজম করেন নি। এরপর একজন সাধারণ লোক যিনা করলে, বাদশাহ তাকে রজম করার ইচ্ছা করেন। তখন সে লোকের সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত হয়ে এরূপ দাবী করে যে, যতক্ষণ না বাদশাহ তার নিকটাত্মীয়কে এনে আমাদের সামনে পাথর মেরে হত্যা করবে; ততক্ষণ আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোককে রজম করতে দেব না। যখন তারা এরূপ শাস্তিদানে (মুখে কাল দাগ--- ইত্যাদি) একমত হয়ে সমস্যার সমাধান করে। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : আমি তোমাদের ব্যাপারে তাওরাতের হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা দিচ্ছি। তিনি সে দু'জনের ব্যাপারে রজমের হুকুম দিলে, তা কার্যকর করা হয়।

রাবী যুহুরী (র) বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয় : আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে হিদায়াত ও নূর আছে। আর ঐ সব নবীরা তাওরাতের নির্দেশ মত ফায়সালা করে থাকে, যারা আল্লাহর অনুগত। নবী করীম ﷺ ও ঐ সমস্ত নবীদের অন্যতম ছিলেন।

৪৩৯৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَالِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ يُعْنَى ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِّنْ مُّزَيْنَةَ يَحْدِثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أَحْصَيْنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي الثَّوْرَةِ فَتَرْكُوهُ وَآخِذُوا بِالنُّجْبَةِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ

مُطْلَى بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَارُ
مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا سَلُّوهُ عَنْ حَدِّ
الزَّيْنَى وَسَاقِ الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ لَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخِيرَ
فِي ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *

৪৩৯৪। আবদুল আযীয ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহুদীদের একজন নারী ও একজন পুরুষ যিনা করে, আর তারা ছিল বিবাহিত। এর ঘটনা তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সবেমাত্র হিজরত করে মদীনায়ে আসেন এবং তাওরাতের ও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান ছিল - পাথর মেরে হত্যা করা। কিন্তু তারা এ নির্দেশ অমান্য করে, যিনাকারীদের জন্য শাস্তি স্বরূপ - একশত বেত্রাঘাত এবং গাধার পিঠে উল্টোমুখী বসিয়ে নগর পরিক্রমার মাধ্যমে অপমান করাকে - নির্দিষ্ট করে নেয়। ইয়াহুদীদের কিছু সংখ্যক আলিম একত্র হয়ে, একদল লোককে এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠায়। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে রাবী বলেন : যেহেতু ইয়াহুদীরা তাঁর ﷺ -এর অনুসারী ছিল না, এ জন্য আল্লাহ তাঁকে এমন ইখতিয়ার দেন যে, যদি তারা আপনার কাছে কোন ব্যাপারে ফায়সালায় জন্য আসে, তবে আপনি সে ব্যাপারে ফায়সালা দিতে পারেন এবং না-ও দিতে পারেন। যদি আপনি তাদের ব্যাপারে কোন ফায়সালা দেন, তবে তা যেন ইনসাফ-ভিত্তিক হয়। কেননা, আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

৪৩৯৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ مُجَالِدٌ أَنَا عَنْ
عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنِيَا
فَقَالَ اثْنُونِي بِأَعْلَمَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَاتَّوَهُ بَايْنِي صُورَ يَا فَتَشَدَّهُمَا كَيْفَ
تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَةِ قَالَا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا
ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِثْلِ فِي الْمُكْحَلَةِ رُجْمًا قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ
يُرْجُمُوهُمَا قَالَا ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكْرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّهُودِ
فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِثْلِ فِي الْمُكْحَلَةِ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهِمَا *

৪৩৯৫। ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইয়াহুদীরা দু'জন যিনাকার নারী-পুরুষকে (নবী ﷺ -এর নিকট) নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদের বলেন : তোমরা তোমাদের দু'জন আলিমকে আনো। তখন তারা বিখ্যাত ইয়াহুদী আলিম

সুরিয়ার দু'পুত্রকে নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদের বলেন : তোমরা তোমাদের দু'জন আলিমকে আনো। তখন তারা বিখ্যাত ইয়াহুদী আলিম সুরিয়ার দু'পুত্রকে নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা দু'জন এ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তাওরাতে কিরূপ নির্দেশ পেয়েছে ? তারা বলে : আমরা তাওরাতে কিরূপ নির্দেশ পেয়েছি ? তারা বলে : আমরা তাওরাতে এরূপ নির্দেশ পেয়েছি যে, যখন চার ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য দিবে “আমরা পুরুষের পুরুষাংগটি স্ত্রীলোকের যোনীতে এরূপ প্রবেশ করতে দেখেছি, যে রূপ যেরূপ সুরমাদানীর মধ্যে এর শলাকা প্রবেশ করে। এরূপ সাক্ষ্য পাওয়ার পর তাদের রজম করা হয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এমতাবস্থায় কিসে তোমাদের এ দু' ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করতে বাঁধা দিচ্ছে ? তারা দু'জন বলে : আমাদের বাদশাহী চলে গেছে, কাজেই আমরা এরূপ নির্দেশ পালন করতে পসন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী আনার জন্য নির্দেশ দিলে, তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে। আর তারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, “তারা পুরুষ লোকটির লিংগ স্ত্রীলোকটির যোনীতে এভাবে প্রবেশ করতে দেখেছে, যেভাবে সুরমাদানীর মধ্যে এর শলাকা প্রবেশ করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন।

৪৩৯৬. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِدْعًا بِالشَّهَادَةِ فَشَهِدُوا *

৪৩৯৬। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - ইবরাহীম ও শা'বী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে এর উল্লেখ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ডাকলে- তারা সাক্ষ্য প্রদান করে।

২৫. بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي يَحْرِمُهُ

২৫. অনুচ্ছেদ : যদি কোন পুরুষ-মুহরিম নারীর সাথে যিনা করে

৪৩৯৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسٌ مَعَهُمْ لَوَاءٌ فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي بِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةٍ أَبِيهِ *

৪৩৯৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার একটা উট হারিয়ে গেলে আমি তা অনুসন্ধান করতে থাকি। এ সময় কয়েকজন অশ্বারোহী আসে, যাদের কাছে পতাকা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আমার নিকট সম্পর্ক আছে মনে করে কয়েকজন

আরবী আমার চারপাশে ঘুরাঘুরি করতে থাকে। এরপর তারা একটি গম্বুজের কাছে যায় এবং সেখান থেকে এক ব্যক্তিকে বের করে এনে তার শিরচ্ছেদ করে। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে। সে তার সৎ-মাকে বিয়ে করেছিল।

৪৩৯৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرُّقِيُّ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَأَخْذَمَالَهُ *

৪৩৯৮। আমার ইবন কুসায়ত (র) - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাৎ করি, যার হাতে একটি পতাকা ছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি : আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঠাচ্ছেন, যে তার সৎ-মাকে বিয়ে করেছে। তিনি আমাকে তার শিরচ্ছেদ করতে এবং তার ধন-সম্পদ নিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২৬. بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

২৬. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করলে তার শাস্তি সম্পর্কে

৪৩৯৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرَفَعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَكَ حَلْدُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَتْهَا لَكَ رَجْمُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحْلَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا *

৪৩৯৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - হাবীব ইবন সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি, যাকে আবদুর রহমান ইবন হুনায়েন বলা হতো, সে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করে। তখন এ ব্যাপারটি কূফার শাসনকর্তা নুমান ইবন বশীরের গোচরে আনা হয়। তিনি বলেন : আমি তোমার ব্যাপারে সে ভাবে ফায়সালা করবো, যে ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা করেছিলেন। যদি তোমার স্ত্রী তোমার জন্য এ দাসীকে হালাল করে থাকে, তবুও আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। আর যদি সে তাকে তোমার জন্য হালাল না করে থাকে, তবে আমি তোমাকে রজম করবো অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করবো। তদন্তের পর জানা যায় যে, তার স্ত্রী তার জন্য সে দাসীকে হালাল

করেছিল। এরপর নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) তাকে একশত বেত্রাদণ্ডের নির্দেশ প্রদান করেন।

রাবী কাতাদা (র) বলেন : আমি এ সম্পর্কে জানার জন্য হাবীব ইব্ন সালিমের নিকট পত্র লিখলে, তিনি আমার নিকট এ হাদীছটি লিখে পাঠিয়ে দেন।

৪৪.০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةً امْرَأَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَهُ جُلْدَ مِائَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَتْهَا لَهُ رَجَمَتْهُ *

৪৪০০। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - নু'মান ইব্ন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করেছিল, একরূপ নির্দেশ দেন যে, “যদি তার স্ত্রীর তার জন্য সে দাসীকে হালাল করে দেয়, তবে তাকে একশো বেত্রাদণ্ড প্রদান করতে হবে; অন্যথায় তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

৪৪.১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسِيدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسِيدَتِهَا مِثْلُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلَامٌ عَنْ الْحَسَنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ *

৪৪০১। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - সালামা ইব্ন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দেন, যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করেছিল। তিনি ﷺ বলেন : যদি সে ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে বল প্রয়োগ করে যিনা করে থাকে, তবে সে দাসী আযাদ হয়ে যাবে এবং এর বিনিময়ে তার মালিককে একটি দাসী প্রদান করতে হবে। আর যদি সে স্বেচ্ছায় তার সাথে যিনা করে থাকে - তার স্ত্রীকে অনুরূপ একট দাসী দিতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ বর্ণনাটি হাসান (র) থেকে-ইউনুস ইব্ন উবায়দ, আমর ইব্ন দীনার মানসূর ইব্ন যাজান এবং সালাম-এ ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইউনুস এবং মানসূর কাবীসা (র)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

৪৪.২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدَّرَهَمِيُّ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فِيهِ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا *

৪৪০২। আল্লা ইবন হুসায়ন (র) - - - সালামা ইবন মুহাব্বাক (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে এরূপ বর্ণিত আছে যে, “যদি সে দাসী ইচ্ছাকৃত ভাবে সংগম করায়, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে, আর ঐ ব্যক্তির মাল থেকে দাসীর মূল্য সে মনিব স্ত্রীলোককে দিতে হবে।

২৭. بَابُ فِي مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

২৭. অনুচ্ছেদ : সমকামিতার শাস্তি সম্পর্কে

৪৪.৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ النَّفِيلِيُّ نَاعَبَدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَاتِلُوا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولُ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَمِثْلُهُ وَرَوَاهُ عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ *

৪৪০৩। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন কাউকে লুতের কাওমের মত কাজে (সমকামে) লিপ্ত দেখবে, তখন এর কর্তা এবং যার সাথে এরূপ করা হবে, উভয়কে হত্যা করবে।

৪৪.৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوِيَّه نَاعَبَدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ حُثَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللَّوْطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ *

৪৪০৪। ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি অবিবাহিত ব্যক্তি সমকামিতার সময় ধরা পড়ে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

২৮. بَابُ فِيمَنْ أَتَى بِهِيْمَةً

২৮. অনুচ্ছেদ : পশুর সাথে সংগম করলে তার শাস্তি সম্পর্কে

৪৪.৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى بِهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوَهَا مَعَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَكَّلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ *

৪৪০৫। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কোন পশুর সাথে সংগম করে, তবে তাকে হত্যা করবে এবং সে পশুকেও তার সাথে হত্যা করবে।

রাবী বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : পশুর অপরাধ কি? তিনি বলেন : আমার মনে হয়, তিনি সে পশুর গোশত খাওয়া ভাল মনে করেননি, যার সাথে কেউ একরূপ কুকর্ম করে।

٤٤.٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَنَّ شَرِيكَاً وَأَبَا الْأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يَبْلُغَ بِهِ الْحَدُّ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يَضَعِفُ حَدِيثَ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو *

৪৪০৬। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পশুর সাথে সংগমকারীর কোন শাস্তি নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আতা (র)ও একরূপ বর্ণনা করেছেন। আর হাকাম (র) বলেন : আমার মতে তাকে চাবুক মারতে হবে, তবে সমকামীদের চাইতে তার বেত্রাদণ্ডের সাজা কিছু কম হতে হবে। রাবী হাসান (র) বলেন : সে ব্যক্তির শাস্তি যিনাকারীর ন্যায়। আবু দাউদ (র) বলেন : আসিম (র) বর্ণিত হাদীছ, আমার ইব্ন আবু আমর (র)-এর হাদীছকে দুর্বল করে দেয়।

٢٩. بَابُ إِذَا أَقْرَأَ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُفِرَّ الْمَرْأَةُ

২৯. অনুচ্ছেদ : পুরুষ যিনার কথা স্বীকার করলে এবং স্ত্রীলোক তা অস্বীকার করলে - কি হুকুম হবে ?

٤٤.٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاطِلُ بْنُ غَنَامٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ نَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقْرَأَ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهاَ لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ

فَانْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنْتَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا *

৪৪০৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - সাহল ইব্ন সা'আদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, “এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এসে স্বীকার করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে, সে তার নামও উল্লেখ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মহিলাকে এনে সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে তা অস্বীকার করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন এবং সে মহিলাকে ছেড়ে দেন।

৪৪.৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاصٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَأَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بَكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْئَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ *

৪৪০৮। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বকর ইব্ন লায়ছ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হয়ে চারবার স্বীকার করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে। সে ব্যক্তি অবিবাহিত থাকার কারণে তাকে একশো বেত্রাদণ্ড প্রদান করা হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মহিলাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর শপথ, সে মিথ্যা বলেছে। তখন সে ব্যক্তিকে মিথ্যা তোহ্মত দেয়ার কারণে আশিটি দোহরা মারা হয়।

৩. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِمَامُ

৩০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস ব্যতীত আর সব কিছু করলে এবং ধরা পড়ার আগে তাওবা করলে - এর হুকুম কি ?

৪৪.৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا سِمَاكٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصِيبَتْ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسُهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمَّ عَلَيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ

يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فَدَعَاَهُ فَنَلَا عَلَيْهِ اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِلَى اٰخِرِ الْاَيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَهُ خَاصَّةٌ اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ فَقَالَ بَلِّ لِلنَّاسِ كَافَّةٌ *

৪৪০৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলে যে, মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমার সাথে একজন মহিলার দেখা হলে, আমি তার সাথে সংগম ব্যতীত আর সবই করেছি। এখন আমি আপনার কাছে উপস্থিত আপনি যা ইচ্ছা করেন, সে শাস্তি আমাকে দেন। তখন উমার (রা) বলেন : আল্লাহ তোমার ব্যাপারটি গোপন রেখেছিলেন, যদি তুমি তা গোপন রাখতে! নবী করীম ﷺ এর কোন উত্তর দেননি। এরপর লোকটি চলে গেলে নবী ﷺ তাকে ডেকে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠান। তাকে ডেকে আনার পর নবী ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান : তুমি দিনের দু'অংশে (ফজর, জোহর ও আসর) এবং রাতের আঁধারে (মাগরিব ও ঈশার) সালাত আদায় করবে। কেননা, ভাল কাজ মন্দ কাজকে বিনষ্ট করে দেয়।

তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ নির্দেশ কি এ ব্যক্তির জন্য খাস, না সকলের জন্য? তিনি বলেন : বরং এ নির্দেশ সর্বকালের সব লোকের জন্য।

৩১. بَابُ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَن

৩১. অনুচ্ছেদ : অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে – তার শাস্তি সম্পর্কে

৪৪১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَن قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ *

৪৪১০। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জনৈক দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে যিনা করেছে : কিন্তু সে অবিবাহিতা। নবী ﷺ বলেন : যদি সে যিনা করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। যদি সে আবার যিনা করে, তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত করবে। এরপর ও যদি সে যিনা করে, তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদি তা সামান্য রশির বিনিময়েও হয়।

রাবী ইব্ন শিহাব (র) বলেন : নবী ﷺ তৃতীয়বার না চতুর্থবার যিনা করার পর তাকে বিক্রি করতে বলেন, তা আমার জানা নেই।

৪৪১১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَنْتَ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيَحْدُهَا وَلَا يُعِيرَهَا ثَلَاثَ مَرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيُجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرِ *

৪৪১১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কারো দাসী যিনা করে, তবে তোমরা তাকে শাস্তি দেবে, কেবল ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবে না একরূপ তিনবার করবে। আর যদি সে চতুর্থবার যিনা করে, তবে বেত্রাঘাত করার পর তাকে বিক্রি করে দেবে : যদিও তা সামান্য চুলের রশির বিনিময়েও হয়।

৪৪১২. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يُثْرِبْ عَلَيْهَا وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرِ *

৪৪১২। ইবন নুফায়ল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যিনাকারিণী দাসীকে প্রত্যেকবার আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। কেবল মাত্র ধমক দিয়ে ছেড়ে দেয়া যাবে না। তিনি ﷺ বলেন : যদি সে চতুর্থবার যিনা করে, তবে তাকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার পর বিক্রি করে দেবে : যদিও তা একগুচ্ছ চুলের রশির বিনিময়েও হয়।^১

৩২. بَابُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

৩২. অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্ লাগানো সম্পর্কে

৪৪১৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنْيَفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى فَعَادَ جِلْدَهُ عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ

১. দাসীদের আল্লাহ কিতাবের বিধান অনুসারে শাস্তি দেয়ার অর্থ হলো : তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করতে হবে। কেননা, আযাদ মহিলাদের মুকাবিলায় তাদের হক যেমন অর্ধেক, তেমনি শাস্তির ব্যাপারেও অর্ধেক। এটাই শরীআতের বিধান। (-অনুবাদক)।

অপেক্ষা কর, এরপর তাকে শাস্তি দেবে। তিনি সাহায্য
আলাইহি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া
আল্‌হুসসালাম আরো বলেন : তোমরা তোমাদের দাসীদের উপর হদ্ কায়েম করবে, (যদি তারা যিনা করে)।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবুল আহওয়াস - আবদুল আলা (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শূ'বা (র)- আবদুল আলা (র) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে : যতদিন সে সন্তান প্রসব না করে, ততদিন তাকে মারবে না। রাবী বলেন : প্রথম বর্ণনাটি সঠিক।

৩৩. بَابُ فِي حَدِّ الْقَازِفِ

৩৩. অনুচ্ছেদ : অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে

৪৪১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ السَّمْعِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَنَبْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا نَعْنَى الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمَنَبْرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضَرَبُوا حَدَّثَهُمْ *

৪৪১৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, তখন নবী করীম সাহায্য
আলাইহি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া
আল্‌হুসসালাম মিম্বরের উপর উঠে, আমার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে, এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, (যা অপবাদকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়)। এরপর তিনি সাহায্য
আলাইহি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া
আল্‌হুসসালাম মিম্বর থেকে নেমে দু'জন পুরুষ (মিস্তাহ ও হাস্‌সান ইবন ছাবিত) ও একজন স্ত্রীলোক (হাম্না বিন্ত জাহাশ)-এর উপর হদের বিধান জারী করেন। তখন লোকেরা তাদের উপর তা কায়েম করে।

৪৪১৬. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ ابْنُ أَثَاثَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ *

৪৪১৬। নুফায়লী (র) - - - মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে আইশা (রা)-এর কথা উল্লেখ নেই।

রাবী বলেন : নবী করীম সাহায্য
আলাইহি
রা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া
আল্‌হুসসালাম দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের উপর শাস্তির বিধান জারী করেন, যারা দুর্নাম রটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন হাস্‌সান ইবন ছাবিত এবং মিস্তাহ ইবন আছাছা (রা)।

নুফায়লী (র) বলেন : লোকেরা যে মহিলার কথা বলতো, তিনি ছিলেন-হাম্না বিনত জাহাশ্ (রা)।

৩৪. بَابُ فِي الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

৩৪. অনুচ্ছেদ : মদপানের শাস্তি সম্পর্কে

৪৪১৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جَرِيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَكَّانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلَقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاضَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ الْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَذَا *

৪৪১৭। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - ইকরামা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ মদের ব্যাপারে কোন শাস্তি নির্ধারণ করেননি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এক ব্যক্তি মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে টলমল পদে চলতে শুরু করলে, লোকেরা তাকে ধরে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে যেতে চাইলে; সে যখন আব্বাস (রা)-এর বাড়ীর কাছে পৌঁছে, তখন হঠাৎ পালিয়ে আব্বাস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে এবং আত্মগোপন করার জন্য দেয়ালের সাথে মিশে যায়। ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হলে, তিনি হাসেন এবং বলেন : সে কি এরূপ করেছে? এরপর তিনি তার সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাসান ইব্ন আলী (রা) বর্ণিত এ হাদীছটি কেবল মদীনাবাসীদের একক বর্ণনা।

৪৪১৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابِرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِغَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ *

৪৪১৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একজন মদ পানকারী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়। তিনি বলেন : তোমরা তাকে প্রহার কর।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তখন আমাদের থেকে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে তাকে মারতে থাকে। মারার পর কেউ বলেন : আল্লাহ তোমাকে অসম্মানিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা এরূপ বলো না। তার উপর প্রাধান্য বিস্তারে শয়তানের সাহায্য করো না।

৪৪১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْأَسْكَندَرَانِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحْيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ بَكِّنُوهُ فَأَقْبَلُوهُ عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهُ مَا خَشِيتَ اللَّهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا *

৪৪১৯। মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র) - - - ইব্ন হাদ উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : সে ব্যক্তিকে মারধর করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন যে, তোমরা তাকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দাও। তখন তাঁরা এরূপ বলতে থাকে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যও লজ্জিত হওনি! এরপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এ হাদীছের শেষে বলেন : তোমরা বরং বল যে, আপনি তাকে মাফ করে দেন: ইয়া আল্লাহ! আপনি তার উপর রহম করুন। অন্যান্য বর্ণনা কারিগণ এ ধরনের আরো কিছু কথার উল্লেখ করেছেন।

৪৪২০. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَتِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ فَقَدْ دَنَوْا مِنَ الرَّيْفِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرَّيْفِ فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخْفِ الْحُدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

ضَرْبَ بَجْرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعَيْنِ *

৪৪২০। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ মদ পানকারীদের খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে শাস্তি দিতেন। আবু বকর (রা) মদ পানকারীদের চল্লিশ কোড়া (চাবুক) মারতেন। এরপর উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি লোকদের ডেকে বলেন : বর্তমানে লোকেরা খেজুর বাগানের নিকটবর্তী যমীনে বসবাস করে, (অর্থাৎ তারা অধিকহারে মদপান করছে), তাই তাদের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তখন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁকে বলেন : তাদের ব্যাপারে আপনি হালকা ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। তখন আশিটি কোড়া মারার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইব্ন আবু আরুবা (র) কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ মদ পানকারীদের খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে চল্লিশবার মারতেন।

রাবী শূ'বা (র) কাতাদা (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মদ পানকারীদের দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশ বার মারতে হবে। (এতে ৮০টি বেত্রাঘাত হবে ৪০×২=৮০)।

৪৪২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْنَى قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدَّنَاجِ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرُّقَاشِيُّ هُوَ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَاتَى بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَّقِيَّاهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَّقِيَّاهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيُّ لِّلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَآخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعْدُ فَلَمَّا بَلَغَ اَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ جَلْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ *

৪৪২১। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুসায়ন ইব্ন মুনযির রুকাসী (র), যিনি আবু সাসান নামে পরিচিত- থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সেখানে ওয়ালীদ ইব্ন উকাবা (রা)-কে উপস্থিত করা হয়। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে হুমরান (রা) ও অপর এক ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে মদ পান করতে দেখেছে। অপর ব্যক্তি বলে : সে তাকে মদ বমি করতে দেখেছে। তখন উছমান (রা) বলেন : সে মদ না পান করলে, কিভাবে মদ বমি করবে? এরপর তিনি আলী (রা)-কে তার উপর হদ কায়েম করার নির্দেশ দেন। তখন আলী (রা) হাসান (রা)-কে বলেন : যারা শাসন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত, তাদের উচিত এ দায়িত্ব পালন

করা। তখন আলী (রা) আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা)-কে নির্দেশ দেন, তার উপর হদ কায়েম করার জন্য। তখন তিনি কোড়া নিয়ে তাকে মারা শুরু করেন এবং আলী (রা) তা গুনতে থাকেন। চল্লিশ কোড়া মারা শেষ হলে, আলী (রা) বলেন : থাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানকারীকে চল্লিশ কোড়া মারতেন। কাজেই, তার জন্য ইহাই যথেষ্ট। তিনি আরো বলেন : আবু বকর (রা) মদ পানকারীকে চল্লিশ কোড়া মারতেন। কিন্তু উমার (রা) আশিটি কোড়া মারার প্রচলন করেন। আর এ সবই সুন্নাত তরীকা। তবে আমার কাছে এটিই অধিক প্রিয়।

৪৪২২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذَرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَلِحَارِّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا وَلِشَدِيدِهَا مَنْ تَوَلَّى هَيْنَهَا *

৪৪২২। মুসাদ্দাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা) মদ পানকারীকে চল্লিশ বার কোড়া মারার শাস্তি দিতেন। আর উমার (রা) তা আশিতে পূর্ণ করেন। এ সবই সুন্নাত।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ বাক্যের অর্থ হলো : وَلِحَارِّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا যে ব্যক্তি খিলাফতের সুখ-শান্তি ভোগ করবে, সে-ই এর কঠিন দায়িত্ব পালন করবে।

৩৫. بَابُ إِذَا تَتَابَعَ فِي شَرْبِ الْخَمْرِ

৩৫. অনুচ্ছেদ : বার বার মদ পানকারীর শাস্তি সম্পর্কে

৪৪২৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكَوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ *

৪৪২৩। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ মদ পান করে, তবে তাকে কোড়া মারবে। সে যদি আবার মদ পান করে, তবে তাকে কোড়া মারবে। এরপরও যদি মদ পান করে, পুনরায় তাকে কোড়া মারবে। তারপরও যদি মদ খায় (চতুর্থবার), তবে তাকে হত্যা করবে।

৪৪২৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ إِنَّ شَرِبَهَا فَاقتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي غَطِيفٍ فِي الْخَامِسَةِ *

৪৪২৪। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন।

৪৪২৫. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّبِيعَةَ فَاقتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا سَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقتُلُوهُ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ شَرِبُوا الرَّبِيعَةَ فَاقتُلُوهُمْ وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقتُلُوهُ *

৪৪২৫। নাসর ইবন আসিম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ মদ পান করে মাতাল হয়, তবে তাকে কোড়া মারবে। সে মদ খেয়ে আবার মাতাল হয়, তবে তাকে আবার চাবুক মারবে। সে যদি পুনরায় মদ খেয়ে মাতাল হয়, তবে তাকে আবারও কোড়া মারবে। আর সে যদি চতুর্থবার মদ খেয়ে মাতাল হয়, তবে তখন তাকে হত্যা করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আমরা ইবন আবু সালাম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন : যদি কেউ মদ পান করে, তবে তাকে চাবুক মারবে। যদি এভাবে সে চতুর্থবার মদ পান করে, তবে তাকে হত্যা করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : সুহায়ল (র) আবু সালিহ হতে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন : যদি চতুর্থবার মদ পান করে, তোমরা তাকে হত্যা করবে।

এভাবে আবু নুঈম (র) ইবন উমার (রা) থেকে, নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। রাবী শরীদ (র) ও নবী করীম ﷺ হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাবী জাদালী (র) মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যদি সে ব্যক্তি তৃতীয় বা চতুর্থবার মদ পান করে, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে।

৪৪২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِ نَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلُ فَكَانَتْ رُخْصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ *

৪৪২৬। আহমদ ইবন আব্দা (র) - - - কাবীসা ইবন যুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যদি কেউ মদ পান করে, তবে তাকে চাবুক মারবে। যদি সে আবার মদ পান করে, তবে তাকে আবার চাবুক মারবে। এরপর সে যদি তৃতীয় বা চতুর্থবার মদ পান করে, তবে তাকে হত্যা করবে। পরে একজন মদ পানকারীকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি তাকে কোড়ার শাস্তি দেন। তাকে পুনরায় আনা হলে, তিনি পুনরায় তাকে ঐরূপ শাস্তি দেন। এরপর তাকে তৃতীয়বার নবী করীম ﷺ -এর কাছে পেশ করা হলে, তিনি তাকে চাবুক মেরে শাস্তি দেন। পরে তাকে চতুর্থবার হাধির করা হলে, নবী করীম ﷺ তাকে চাবুক মারেন এবং সে সময় হতে হত্যার নির্দেশ মওকুফ হয়ে যায়, যা পূর্বে কার্যকর ছিল।

৪৪২৭. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ نَاشِرِيكَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا أَدْرِي أَوْ مَا كُنْتُ أَدْرِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنْ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَا هُ نَحْنُ *

৪৪২৭। ইসমাইল ইবন মুসা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যার উপর হদ কায়েম করবো, (ফলে সে মারা যাবে); তার দিয়াত বা রক্তপণ আমি দেব না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ পানকারীদের ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। এ ব্যাপারে শাস্তির যে বিধান প্রচলিত আছে, তা আমাদের দ্বারা নির্ধারিত।

৪৪২৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْآنَ وَهُوَ فِي الرَّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَيْنَمَا

هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيدَةُ الرُّطْبَةُ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُرَابًا مِّنَ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ *

৪৪২৮। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার সামনে সেই দৃশ্যটি এখনও স্পষ্ট, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহনে আরোহণ করে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর বাহন তালাস করছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তিকে নবী করীম ﷺ-এর সামনে আনা হয়, যে মদ পান করেছিল। তখন তিনি লোকদের বলেন : তোমরা তাকে প্রহার কর। একথা শুনে কেউ তাকে জুতা দিয়ে, কেউ তাকে লাঠি দিয়ে এবং কেউ খেজুরের ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করতে থাকে।

রাবী ইব্ন ওয়াহাব (র) বলেন : লোকেরা তাকে পাতাবিহীন খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুষ্টি মাটি নিয়ে সে ব্যক্তির মুখে নিক্ষেপ করেন।

৪৪২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَقِيلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ أَرْفَعُوا فَرَفَعُوا فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِّنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدِيثَيْنِ كُلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدِيثَيْنِ *

৪৪২৯। ইব্ন সারুহ (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একজন মদ পানকারী ব্যক্তিকে হাযির করা হয়, যখন তিনি হুনায়েনে অবস্থান করছিলেন। তিনি মুখের উপর এক মুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দেন তাকে মারধর করার জন্য। তখন তাঁরা তাকে মারধর করে। এরপর তিনি যখন বলেন : মারপিট বন্ধ কর; তখন তারা তা থেকে বিরত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর, আবু বকর (রা) মদ পানকারীদের চল্লিশ কোড়া মারতেন। উমার (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে চল্লিশ দোররা মারতেন, পরে তাঁর খিলাফতের শেষের দিকে আশি দোররা মারতেন। উছমান

(রা) তাঁর আমলে কখনো চল্লিশ এবং কখনো আশি দোররা মারতেন। অবশেষে মুআবিয়া (রা) তাঁর শাসনামলে আশি দোররা নির্ধারিত করেন।

৩৬. بَابُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ

৩৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদে শাস্তি প্রদান করা সম্পর্কে

৪৪২. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ نَا الشَّعْبِيُّ عَنْ زُفَرِ بْنِ وَثِيئَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ *

৪৪৩০। হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - হাকীম ইবন আবু হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে, কবিতা পাঠ করতে এবং শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭. بَابُ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ

৩৭. অনুচ্ছেদ : শাস্তি প্রদানের সময় মুখের উপর মারা সম্পর্কে

৪৪৩১. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ *

৪৪৩১। আবু কামিল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ অন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করে, তখন সে যেন তার চেহারার উপর আঘাত না করে।

৩৮. بَابُ فِي التَّعْزِيرِ

৩৮. অনুচ্ছেদ : শাস্তি সম্পর্কে

৪৪৩২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى *

৪৪৩২। কুতায়রা ইব্ন সাদ্দ (র) - - - আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত, অন্য কোন শাস্তি, দশ
কোড়ার বেশী প্রদান করা যাবে না।

৪৪৩৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ
الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ
أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ
مَعْنَاهُ *

৪৪৩৩। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আবু বুরদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি।

كِتَابُ الدِّيَّاتِ

অধ্যায় : রক্তপণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায় : রক্তপণ

১. بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

১. অনুচ্ছেদ : হত্যার বিনিময়ে হত্যা সম্পর্কে

৪৪২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَرِيبَةً وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قَرِيبَةٍ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قَرِيبَةٍ رَجُلًا مِنْ النَّضِيرِ قَتَلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قَرِيبَةٍ فَوُدِيَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمَرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قَرِيبَةٍ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلَهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّوَهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفْحِكُم الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ *

৪৪৩৪। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরায়যা ও নাযীর- ইয়াহুদীদের এ দু'টি গোত্রের মধ্যে- নাযীর গোত্রটি অধিক সম্মানিত ছিল। কুরায়যা গোত্রের কোন লোক, নাযীর গোত্রের কোন লোককে হত্যা করলে, এর বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হতো। অপর পক্ষে নাযীর গোত্রের কোন লোক কুরায়যা গোত্রের কোন লোককে হত্যা করলে, এর বিনিময়ে হত্যাকারীকে “একশো ওসক” ফিদ্যা বা রক্তপণ দিতে হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায়ে

আসেন, তখন নাযীর গোত্রের একটি লোক, কুরায়যা গোত্রের একজনকে হত্যা করে। তখন নাযীর গোত্রের লোকেরা তাদের বলে : হত্যাকারীকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর, আমরা তাকে হত্যা করবো। তখন বনু কুরায়যা বলে : আমাদের ও তোমাদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন, চল তার কাছে যাই। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলে এ আয়াত নাযিল হয় : যদি আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তবে ইনসাফের সাথে করবেন। আর ইনসাফ হলো : জানের বিনিময়ে জান। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় : তারা কি যাহিলী যুগের ফায়সালা পসন্দ করে? (এরূপ করা উচিত নয়।)

২. بَابُ لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَخِيهِ وَأَبِيهِ

২. অনুচ্ছেদ : পিতা বা ভাইয়ের অপরাধে- অন্যকে শাস্তি দেয়া যাবে না

৫৩৩৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَاعِبِيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَيَّادٍ حَدَّثَنَا أَيَّادٌ عَنْ أَبِي رِمَّةٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي ابْنِكَ هَذَا قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا مِّنْ ثَبَّتِ شِبْهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى *

৪৪৩৫। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবু রিম্ছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গমন করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একি তোমার ছেলে? তিনি বলেন : কা'বার রবের শপথ! হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি সত্য বলছো? আমার পিতা বলেন : এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি। তিনি বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য মুচকি হাসেন যে, আমার চেহারার সাথে আমার পিতার চেহারার ছব্ব মিল ছিল, তবুও আমার পিতা শপথ করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জেনে রাখ! তোমার অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হবে না এবং তুমিও তার অপরাধে দোষী হবে না। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন : একে অপরের গুনাহের বোঝা উঠাবে না।

৩. بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ

৩. অনুচ্ছেদ : রক্তপণ মারফের ব্যাপারে ইমামের নির্দেশ সম্পর্কে

৫৩৩৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فَضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوَّجَاءِ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْخَزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ أَوْ خَبَلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ أَحَدًا ثَلَاثًا أَوْ

يَقْتَصِرُ وَإِمَّا أَنْ يَغْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَّةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ
وَمِنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

৪৪৩৬। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু শুরায়হ খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির উপর কোন হত্যার বা অংগচ্ছেদের বিপদ আসে, তাকে যেন তিনটির মধ্যে কোন একটি সুযোগ দেয়া হয়। হয়তো রক্তপণ নেবে, নয়তো মাফ করে দেবে, অথবা বিনিময় নেবে। এরপর যদি সে চতুর্থ কোন বিষয়ের আকাংক্ষা করে, তবে তার হাত ধরে তা থেকে বিরত রাখতে হবে। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য ভীষণ আযাব নির্ধারিত আছে।

৫৩৩৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْغَفْوِ *

৪৪৩৭। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কোন কিসাসের মোকদ্দমা দায়ের হতে দেখেছি, তখনই আমি তাঁকে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের তা মাফ করে দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে দেখেছি।

৫৩৩৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمُقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَبِلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ فَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِيَ ذَا النِّسْعَةِ *

৪৪৩৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় এক ব্যক্তি নিহত হলে, তাঁর কাছে এ মোকদ্দমা আসে। তখন তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের হাতে সোপর্দ করেন। হত্যাকারী বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারি নাই। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের বলেন : যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং তোমরা তাকে হত্যা কর, তবে নিশ্চয়ই তোমরা জাহান্নামী হবে। একথা শুনে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। এ সময় তার দু'হাত চামড়ার বেঁট দিয়ে বাঁধা ছিল। সে তা টেনে ছিড়ে ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসে। ফলে তার উপাধি হয়ে যায়। “ফিতাধারী ব্যক্তি।”

৪৪৩৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ نَائِحِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ نَاحِمَزَةَ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جِئْتُ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النَّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ أَفْتَاخُ الدِّيَّةِ قَالَ لَا قَالَ أَفْتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُ بِهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ أَفْتَاخُ الدِّيَّةِ قَالَ لَا قَالَ أَفْتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنِ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمُ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجْرُ النَّسْعَةُ *

৪৪৩৯। আবদুল্লাহ ইবন মায়সারা (র) - - - ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একজন হত্যাকারীকে আনা হয়। যার গলায় চামড়ার বেল্ট বাঁধা ছিল। তখন নবী ﷺ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে? সে বলে : না। তিনি ﷺ বলেন : তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বলে : না। তখন নবী ﷺ আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে হত্যা করবে? সে বলে : হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বলেন : তাকে নিয়ে যাও। এরপর সে ব্যক্তি যখন তাকে নিতে চাইলো, তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তাকে মারফ করে দেবে? সে বলে : না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বলে : না। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি কি তাকে হত্যা করবে? সে বলে : হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। এসময় তিনি তাকে চতুর্থবারের মত বলেন : দেখ, যদি তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, হবে সে ব্যক্তি তোমার ও নিহত ব্যক্তির গুনাহের ভাগী হবে। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়।

রাবী বলেন : তখন আমি সে হত্যাকারী ব্যক্তিকে বেল্ট টানতে টানতে যেতে দেখি।

৪৪৪০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ نَائِحِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ *

৪৪৪০। উবাদুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - জামে ইবন মাতার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলকামা ইবন ওয়ায়েল উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৪৪৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجِّجِ نَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَقْتَلَ ابْنَ أَخِي قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ

ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِإِثْفَاسٍ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَّتَهُ قَالَ لَا
 قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْئَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَّتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَمَوْ إِلَيْكَ
 يُعْطُونَكَ قَالَ لَا قَالَ لِلرَّجُلِ خُذْهُ فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا
 إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَذَا فَمُرْ
 فِيهِ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسِلْ يَبُوءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِسْمِهِ فَيَكُونُ
 مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَأَرْسَلَهُ *

৪৪৪১। মুহাম্মদ ইবন আওফ (র) - - - আলকামা ইবন ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি একজন হাবশীকে নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসে এবং বলে : এ ব্যক্তি আমার ভাইয়ের ছেলেকে হত্যা করেছে। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তাকে কিরূপে হত্যা করেছ ? সে বলে : আমি তার মাথায় কুঠার দিয়ে আঘাত করেছিলাম, কিন্তু এতে আমার হত্যার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলেন : তোমার কাছে রক্তপণ দেয়ার মত মাল আছে কি ? সে বলে : না। তিনি বলেন যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দেই তবে কি তুমি লোকদের থেকে চেয়ে রক্তপণের টাকা যোগাড় করতে পারবে ? সে বলে : না। তিনি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার ওয়ারিছরা তোমার পক্ষ হতে দিয়াত পরিশোধ করতে পারবে কি ? সে বলে : না। তখন নবী ﷺ নিহত ব্যক্তির চাচাকে বলেন : তুমি তাকে নিয়ে যাও। সে ব্যক্তি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে নিতে চাইলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি এ ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, তবে সেও অনুরূপ গুনাহের অধিকারী হবে। নবী ﷺ -এর এ কথা তার ব্যাপারে যা খুশী ফায়সালা করুন। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি তাকে ছেড়ে দাও। সে নিহত ব্যক্তির ও তার নিজের গুনাহের কারণে দোজখের অধিবাসী হবে। একথা শুনে সে তাকে ছেড়ে দেয়।

٤٤٤٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاحِمَادٌ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنُ إِسْحَاقَ
 فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ ح وَنَا وَهَبُ
 بْنُ بَيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهَبٍ أِبْرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ
 بْنَ سَعْدٍ بْنَ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيَّ وَهَذَا حَدِيثٌ وَهَبٍ وَهُوَ أَتَمُّ يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ
 الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مُوسَى وَجَدَهُ وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا
 ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهَبٍ أَنَّ مُحَلِّمَ ابْنَ جَنَامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِّنْ أَشْجَعِ

فِي الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ أَوَّلُ غَيْرِ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ عُمَيْيْنَةُ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ لَأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَ تَكَلَّمَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمٍ لَأَنَّهُ مِنْ خَنْدَفٍ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ كَثُرَتْ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَيْيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغَيْرَ فَقَالَ عُمَيْيْنَةُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحَزَنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتْ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَيْيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغَيْرَ فَقَالَ عُمَيْيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ مَكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مِثْلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَّتْ فَرَمَى أَوَّلَهَا فَانْفَرَأُ خَرَهَا اسْتَنْنَ الْيَوْمَ وَغَيْرَ غَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ أَدَمٌ وَهُوَ فِي طَرْفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخْلُصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْتَلْتَهُ بِسِلَاحِكَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتِ عَالٍ زَادَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَامَ وَأَنَّهُ لِيَتَلَقَى دُمُوعَهُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَرَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ *

৪৪৪২। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - যিয়াদ ইব্ন সা'আদ ইব্ন যামীরা (রা) তার পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ই হুনায়েনের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলেন।

রাবী ওয়াহাব (র)-এর সূত্রে বলেন : মুহাল্লাম ইব্ন জাহামা লায়ছী (রা) আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তিকে ইসলামী যুগে হত্যা করেছিল। এটাই ছিল প্রথম দিয়াতের ঘটনা, যার ফায়সালা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন। এরপর উয়ায়না আশাজ গোত্রের পক্ষে কথাবার্তা বলেন, আর তিনি ছিলেন গাত্ফান গোত্রের লোক এবং আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) মুহাল্লাম গোত্রের পক্ষে কথাবার্তা বলেন, আর তিনি ছিলেন খুন্দুফ গোত্রের লোক। কথাবার্তা চলাকালে ঝগড়া যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উয়ায়না ! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না ? তখন উয়ায়না বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি দিয়াত গ্রহণ করবো না; যতক্ষণ না তাদের স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ শোকাতুরা হয়,

যে রূপ আমাদের মহিলারা হয়েছে। এভাবে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে এবং ঝগড়া যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে; তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করেন : হে উয়ায়ানা! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না? তখন উয়ায়ানা (রা) আগের মত জবাব প্রদান করে। এ সময় লায়ছ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল মুকায়তিল, যিনি স্বশস্ত্র অবস্থায় ঢালসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি ইসলামের প্রথম যুগে যা করেছে, তার উদাহরণ ঐ বকরীর পালের মত, যারা কোথাও পানি পান করাকালে, তাদের একটি কারাহত হলে বাকীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কাজেই, আজ এ ব্যক্তির নিকট হতে কিসাস না নিয়ে, যদি দিয়াত কবুল করা হয়, তবে ভবিষ্যতে আরো লোক নিহত হতে থাকবে, যা ইসলামী বিধানের পরিবর্তন স্বরূপ হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই নির্দেশ দেন : হত্যাকারী এখনই পঞ্চাশটি উট প্রদান করবে এবং বাকী পঞ্চাশটি উট মদীনাতে ফিরে গিয়ে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে দেবে। এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন এক সফরে ঘটেছিল।

মুহাল্লাম (রা) ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। তিনি এতক্ষণ লোকদের একপাশে বসেছিলেন। মুক্তির নির্দেশ প্রাপ্তির পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে এসে বসেন। এ সময় তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। এরপর তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যে অপরাধ করেছি, তা আপনি জানেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মহান আল্লাহর দরবারে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি ইসলামের প্রথম যুগে তোমার তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করনি? ইয়া আল্লাহ! আপনি মুহাল্লামকে ক্ষমা করবেন না। তিনি উচ্চকণ্ঠে এরূপ ঘোষণা দেন।

রাবী আবু সালামা (র) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এ কথা শুনে মুহাল্লাম তার চাদরের কোণা দিয়ে নিজের অশ্রু মুছতে থাকেন।

রাবী ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : তার কাওমের লোকদের ধারণা ছিল, অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাল্লামের মাগ্ফিরাতের জন্য দু'আ করেন।

৪. بَابُ وَلِيِّ الْعَمَدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

৪. অনুচ্ছেদ : নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী দিয়াত নিতে চাইলে সে সম্পর্কে

৪৪৪৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَنْتُمْ مَعْشَرُ خُرَاعَةٍ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هَذَا وَانْتِ عَاقِلُهُ فَمَنْ قَتَلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا *

৪৪৪৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু শুরায়হ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন : হে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা ! তোমরা শ্রবণ কর । তোমরা হুযায়ল গোত্রের এ লোককে হত্যা করেছে । আমি এর দিয়াত আদায় করে দেবে । আমার এই নির্দেশের পর যদি কোন গোত্রের কেউ নিহত হয়, তবে তার উত্তরাধিকারীদের দু'টি ইখতিয়ার থাকবে - হয় তারা দিয়াত গ্রহণ করবে, নয়তো হত্যাকারীকে কতল করবে ।

৪৪৪৪. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُؤَدَّى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبْ لِي قَالَ الْعَبَّاسُ أَكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৪৪। আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন মক্কা বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন : যার কোন আপন জন মারা গেছে, তার দু'টি ইখতিয়ার আছে - হয়তো সে হত্যাকারীর নিকট হতে দিয়াত গ্রহণ করবে, নয়তো কিসাস নিবে। তখন ইয়ামনের আবু শাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এটি আমাকে লিখে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আবু শাহকে এটা লিখে দাও।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু শাহ (রা) বলেছিলেন : তোমরা আমাকে নবী ﷺ -এর ভাষণটি লিখে দাও।

৫. بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اخْذِ الدِّيَةِ

৫. অনুচ্ছেদ : দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করলে - সে সম্পর্কে

৪৪৪৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ وَأَحْسِبُهُ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أُعْفَى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اخْذِ الدِّيَةِ *

৪৪৪৫। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হত্যাকারী থেকে দিয়াত গ্রহণের পর তাকে হত্যা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

৬. بَابُ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَا أَيقَادُمْنَهُ

৬. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ কাউকে বিষাক্ত খাদ্য-পানীয় পান করায় এবং সে তাতে মারা যায়, তবে তার থেকে কিসাস নেয়া যাবে কি না ?

৬৬৬৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً فَآكَلَ مِنْهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لَأَقْتُلَكَ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ عَلَى قَالَ فَقَالُوا لَأَنْقَتُلَهَا قَالَ لَا فَمَا زَالَتْ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৪৪৬। ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইয়াহুদী এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিষ-মিশ্রিত বকরীর গোশত নিয়ে আসে। যা থেকে তিনি কিছু ভক্ষণ করেন। ঐ মহিলাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির করা হলে, তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে বলে : আমি আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এরূপ করেছি। তখন নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তোমাকে এ জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন নি। তখন সাহাবীগণ বলেন : আমরা কি তাকে হত্যা করবো না ? তিনি বলেন : না।

রাবী আনাস (রা) বলেন : আমি এ বিষের ক্রিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁতের মাড়িতে সব সময় প্রকাশ পেতে দেখেছি।

৬৬৬৭. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ نَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ح وَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَادُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَارُونُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً قَالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ أُخْتُ مَرْحَبٍ الْيَهُودِيَّةِ الَّتِي سَمَّتِ النَّبِيَّ ﷺ *

৪৪৪৭। দাউদ ইব্ন রাশীদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এক ইয়াহুদী রমণী নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ একটি বিষ-মিশ্রিত বকরীর গোশত প্রেরণ করে। যদ্বক্ষণ তিনি তাকে কিছুই বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : সে মহিলাটি ছিল মুরাহ্‌হাব নামক এক ইয়াহুদীর বোন, যে নবী ﷺ-এর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

৪৪৪৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِّنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَّصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الذَّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسِلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاَهَا فَقَالَ لَهَا أَسَمَّتِ هَذِهِ الشَّاةَ قَالَتْ الْيَهُودِيَّةُ مِّنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي هَذِهِ فِي يَدِي الزَّرَاعُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَرَدْتَ إِلَى ذَلِكَ قَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرْحَنَّا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجْمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلَى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ *

৪৪৪৮। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের একজন ইয়াহুদী নারী ভুনা-বকরীর সাথে বিষ মিশ্রিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রানের গোশত ভক্ষণ করেন এবং সাহাবীদের কেউ কেউ তা ভক্ষণ করে। এ সময় তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেন : তোমরা তোমাদের হাত উঠিয়ে নেও, (অর্থাৎ তোমরা আর খেয়োনা)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ইয়াহুদী নারীকে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি এ বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়েছ? তখন সে জিজ্ঞাসা করে : কে আপনাকে এ খবর দিয়েছে? তিনি বলেন : বকরীর এই রানটি। তখন সে নারী বলে : হাঁ। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমার এরূপ করার উদ্দেশ্য কি? সে নারী বলে : যদি আপনি নবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি আপনি নবী না হন, তবে আপনার থেকে পরিত্রাণ পাব, (এ জন্য আমি এরূপ করেছি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে মহিলাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করেননি। বিষ মিশ্রিত গোশত ভক্ষণের ফলে নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কেউ কেউ মারা যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এ বকরীর বিষ-মিশ্রিত গোশত খাওয়ার কারণে তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে শিংগা লাগান। আবু হিন্দ (রা), যিনি বনু বায়াযা আনসারী (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি গাভীর শিং ও ছুরির দ্বারা নবী ﷺ -এর দেহে শিংগা লাগান।

৪৪৪৯. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ نَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ بِشَاةٍ مَّصْلِيَّةٍ نَحْوُ

حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بَشْرُ بْنُ الْبَرَادِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ *

৪৪৪৯। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের এক ইয়াহুদী নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি বিষ-মিশ্রিত ভূনা-বকরী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। এরপর তিনি জাবির (রা)-এর হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এ বকরীর গোশত খাওয়ার কারণে বিশ্র ইবন বারা' ইবন মা'রুর আনসারী (রা) ইন্তিকাল করেন। তখন নবী ﷺ সে মহিলাকে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কেন এরূপ করলে ? এরপর তিনি জাবির (রা)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দিলে, তাকে হত্যা করা হয়। রাবী এ বর্ণনায় শিংগা লাগানোর কথা উল্লেখ করেননি।

৭. بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مِثْلَ بِمِثْلِهِ أَيْقَادُ مِنْهُ

৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করে, অথবা তার কোন অংগচ্ছেদ করে, তার থেকে কি কিসাস নেওয়া হবে ?

৪৪৫০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৪৫০। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে, তাকে আমরা হত্যা করবো, আর যে ব্যক্তি তার গোলামের নাক-কান কাটবে, আমরাও তার নাক-কান কেটে দেব।

৪৪৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَامِعًا عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَصَى عَبْدَهُ حَصَيْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ *

৪৪৫১। মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) - - - আবু কাতাদা (রা) উপরোক্ত হাদীছের সনদে, অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোলামকে খাসী করবে, আমরাও তাকে খাসী করে ছাড়বো। এরপর রাবী শো'বা ও হাম্মাদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু দাউদ তায়ালিসী (র) এ হাদীছ হিশাম থেকে, মা'আযের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৪৫২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادٍ شُعْبَةَ مِثْلَهُ زَادَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لَا يَقْتُلُ حُرٌّ بَعْدَ *

৪৪৫২। হাসান ইবন আলী (র) - - - কাতাদা (রা) শূ'বা (র)-এর সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর রাবী হাসান (র) এ হাদীছ ভুলে যান এবং বলেন : কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।

৪৪৫৩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ *

৪৪৫৩। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন আযাদ ব্যক্তিকে গোলামের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

৪৪৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْعَتَكِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمَزَةَ ثَنَا عُمَرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِحٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا لَكَ فَقَالَ شَرُّ أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَغَارَ فَجَبُّ مَذَا كَثِيرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ أَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ *

৪৪৫৪। মুহাম্মদ ইবন হাসান (র) - - - আমর ইবন শু'আযেব (র) তার দাদা আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি চীৎকার দিতে দিতে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তার একটি দাসী। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কি হয়েছে বল ? তখন সে বলে : খুবই খারাপ ! আমার মনিবের একটি দাসী আছে, তাকে আমি দেখে ফেলাতে মনিব ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পুরুষাংগ কেটে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে ডাকা হলে, সে না আসায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যাও তুমি আযাদ। তখন সে ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ব্যাপারে কে আমাকে সাহায্য করবে ? (অর্থাৎ আমার মনিব যদি জোরপূর্বক ধরে নিয়ে আমাকে দাসে পরিণত করে, তবে কে আমাকে সাহায্য করবে ?) তখন নবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক মু'মিন বা

প্রত্যেক মুসলমান তোমার সাহায্য করবে।

৪. بَابُ الْقَسَامَةِ

৮. অনুচ্ছেদ : নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী পরিচয় না পাওয়া গেলে, মহল্লাবাসীদের কসম গ্রহণ সম্পর্কে

৪৪৫৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَعْنَى قَالَا
 أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي
 حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحِیَصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ انْطَلَقَا
 قَيْلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَتَهَمَّرَ الْيَهُودُ فَجَاءَ
 أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَأَبْنَا عَمِّهِ حُوَيْصَةَ وَمُحِیَصَةَ فَاتَوُا النَّبِيَّ ﷺ
 فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبِيرُ
 الْكَبِيرُ أَوْ قَالَ لِيَبْدَ الْكَبِيرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَدْفَعُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا أَمْرُكُمْ تَشْهَدُهُ
 كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتَبَرُّكُمْ يَهُودُ بِإِيمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مَرْبَدًا لَهُمْ
 يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْأَبِلِ بِرَجُلِهَا قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ رَوَاهُ بَشِيرُ بْنُ الْمَفْضَلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ اتَّحَلِقُونَ
 خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِشَرُّ دَمٍ وَقَالَ
 غَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ
 تَبَرُّكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَسْتِحْقَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
 هَذَا وَهُمْ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ *

৪৪৫৫। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা ও রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : মুহায়েসা ইবন মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবন সাহল (রা) খায়বরের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু তারা একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এ সময় আবদুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হন। লোকেরা ইয়াহুদীদের দোষারূপ করে। তখন তার ভাই আবদুর রহমান

ইবন সাহল এবং চাচাতো ভাই - হুয়ায়সা ও মুহায়সা (রা) নবী করীম ﷺ -এর কাছে গমন করেন। এ সময় আবদুর রহমান, যিনি তাদের মধ্যে সব চাইতে কম বয়সের ছিলেন, তার ভাইয়ের ব্যাপারটি নবী ﷺ -কে বলতে শুরু করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : বড়কে সম্মান কর : অথবা তিনি বলেন : বড়কে বলতে দাও। তখন হুয়ায়সা ও মুহায়সা (রা) নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কসম করে বলবে : সে হত্যা করেছে। তখন তারা বলে : আমরা যা দেখিনি, সে ব্যাপারে আমরা কি ভাবে কসম করবো ? তখন নবী ﷺ বলেন : তাহলে ইয়াহুদীদের পঞ্চাশ ব্যক্তি এ সম্পর্কে কসম করে বলবে : তারা এ ব্যাপারে দোষী নয়, বরং দোষ মুক্ত। তখন তারা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তারা তো কাফির !

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিয়াত দিয়ে দেন।

রাবী সাহল (রা) বলেন : আমি একদিন তাদের আস্তাবলে গেলে, সে উট থেকে একটি উট আমাকে পদাঘাত করে। রাবী হাম্মাদ (র) ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : বিশ্ব ইবন মুফাদ্দাল ও মালিক (র) ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : তোমরা কি পঞ্চাশটি কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির হকদার হতে চাও ?^১

৬৬০৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرَجُلَانِ مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ أَصَابَهُمْ فَاتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَاتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ أَخُوهُ حَوَيْصَةَ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبْرُكَبْرُ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حَوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُ وَصَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَكَتَبُوا أَنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন : কোন মহল্লার যে সমস্ত লোকেরা কতলের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে, কেবল তারাই কসম খাবে। আর সে মহল্লার অধিবাসীদের সংখ্যা যদি পঞ্চাশের কম হয়, তা একাধিক কসম দিয়ে পূরণ করতে হবে। এরূপ করাকেই “কাসামা” বলে। কিন্তু কাসামাতে কিসাস ওয়াযিব নয়। অবশ্য কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে দিয়াত দিতে হবে। (-অনুবাদক।)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُويصة ومُحيصة وعبدِ الرَّحْمَنِ اتَّخَلَفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَأَقَالَ فَتَخَلَفَ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَّضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৪৫৬। আহমদ ইবন আমর (র) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন সাহল ও মুহায়না (রা) বিপদগ্রস্ত হয়ে খায়বরের দিকে রওয়ানা হন। এ সময় মুহায়সা (রা)-কে কোন এক ব্যক্তি এরূপ সংবাদ দেয় যে, আবদুল্লাহ ইবন সাহল (রা)-কে হত্যা করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি ইয়াহুদীদের কাছে গিয়ে বলেন : তারা বলে : আল্লাহর কসম “আমরা তাকে হত্যা করিনি। এরপর তিনি তার কাওমের কাছে ফিরে গিয়ে, তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর তিনি, তার বড় ভাই হুয়ায়াসা এবং আবদুর রহমান ইবন সাহল (রা) নবী ﷺ -এর কাছে গমন করেন। এ সময় মুহায়না (রা) যিনি খায়বরের ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তা বর্ণনা করতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বড় ভাইয়ের বলা উচিত। এরপর হুয়ায়াসা (রা) বর্ণনা শেষ করলে, পুনরায় মুহায়সা (রা) বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হয়তো ইয়াহুদীরা দিয়াত প্রদান করবে, নয়তো তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে তাদের কাছে পত্র লিখলে তারা জানায় : আল্লাহর শপথ ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুয়ায়াসা ও আবদুর রহমান (রা)-কে বলেন : তোমরা কি কসম খেয়ে তোমাদের ভাইয়ের কিসাস গ্রহণ করতে পার ? তারা বলে : না। তখন তিনি ﷺ বলেন : তবে ইয়াহুদীরা তোমাদের জন্য শপথ করে বলুক। তারা বলে : তারা তো মুসলমান নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হতে দিয়াত আদায় করে দেন এবং তিনি তাদের কাছে একশো উট পাঠিয়ে দেন, যা তাদের ঘরে পৌঁছে যায়।

রাবী সাহল (রা) বলেন : এর থেকে একটা লাল রঙের উট আমাকে লাগি মেরেছিল।

৪৪৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا نَاحَ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ابْنِ سَفْيَانَ أَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَضَرَ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرِّعَا عَلَى شَطْرِ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ بِبَحْرَةِ أَقَامَةِ مُحَمَّدٍ وَحْدَهُ عَلَى شَطْرِ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ *

৪৪৫৭। মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - আমর ইবন শু‘আয়ব (রা) তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাযর ইবন মালিকের এক ব্যক্তিকে ‘বাহরাতির-রিগা’ নামক স্থানে ‘লাইয়াতি বাহারের’ পাশে কাসামার কারণে হত্যা করেছিলেন।

৯. بَابُ فِي تَرْكِ الْقَوْدِ بِالنَّسَامَةِ

৯. অনুচ্ছেদ : কাসামার দ্বারা কিসাস গ্রহণ না করা

৬৬৫৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ نَا أَبُو نُعَيْمٍ نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَالُوا مَا لَنَا بِبَيِّنَةٍ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ قَالُوا لَا تَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِّنْ إِبِلٍ الصَّدَقَةِ *

৪৪৫৮। হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - বাশীর ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক আনসার, যার নাম ছিল সাহল ইবন আবু হাছামা (রা) তাকে বলেন যে, আমাদের কিছু লোক খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা পথিমধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় তারা দেখতে পায় যে, তাদের একজন নিহত হয়েছে। তখন তারা ঐ ব্যক্তির লাশ যেখানে ছিল, তাদের বলে : তোমরাই একে হত্যা করেছ। তারা বলে : না, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার হত্যাকারী কে, তা-ও আমরা জানি না। এরপর আমরা নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে ঘটনা বিবৃত করলে, তিনি বলেন : যে তাকে হত্যা করেছে, তার ব্যাপারে তোমরা আমার সামনে সাক্ষ্য পেশ কর। তখন তারা বলে : আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি ﷺ বলেন : তবে তারা তোমাদের জন্য কসম করে বলুক। তারা বলে : আমরা তো ইয়াহুদীদের শপথে রাযী হতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা অপসন্দ করেন যে, নিহত ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাক। তাই তিনি সাদাকার উট থেকে একশো উট তাদেরকে দিয়াতস্বরূপ প্রদান করেন।

৬৬৫৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَاشِدٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ نَا عَبَادَةُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَائِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَقَدْ يَجْتَرُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ فَاخْتَارُوا

مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبَوْا فَوَدَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৪৫৯। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
আনসারদের এক ব্যক্তি খায়বর নামক স্থানে নিহত হয়। তখন তার উত্তরাধিকারিগণ নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম
-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন : তোমাদের কাছে কি
এমন দু'জন সাক্ষী আছে, যারা নিহত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে ? তারা বলে : ইয়া
রাসূলুল্লাহ ! সেখানে তো কোন মুসলমান ছিল না, তারা তো সবাই ইয়াহুদী। তারা এর চাইতে
জঘন্য কাজ করেও চিন্তা করে না। এরপর তিনি বলেন : তোমরা তাদের থেকে পঞ্চাশজনকে বেছে
নাও এবং তাদের শপথ প্রদান করাও। এতে তারা আপত্তি করলে, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ হতে
তাদের দিয়াত দিয়ে দেন।

৪৪৬০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
بُجَيْدٍ قَالَ أَنْ سَهْلًا وَاللَّهِ أَوْهُمْ الْحَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى الْيَهُودِ
أَنَّهُ قَدْ وَجِدَ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ قَتِيلٌ فَدَوُّهُ فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا
قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا قَاتِلًا قَالَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ *

৪৪৬০। আবদুল অযীয ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দ (রা) থেকে
বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ ! সাহল এ হাদীছের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আসল
ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের নিকট এমর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তোমাদের নিকট
এক ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কাজেই তোমরা তার দিয়াত আদায় কর। তখন তারা
এর জবাবে পঞ্চাশ বার কসম খেয়ে লেখে যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার হত্যাকারী কে,
তা আমরা জানি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ হতে দিয়াতস্বরূপ নিহত ব্যক্তির
উত্তরাধিকারীদের একশো উট প্রদান করেন।

৪৪৬১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجَالٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا فَأَبَوْا فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ
اسْتَحِقُّوا فَقَالُوا نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دِيَّةٌ عَلَى يَهُودٍ لِأَنَّهُ
وُجِدَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ *

৪৪৬১। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ও সুলায়মান ইব্ন ঘাসার

(রা) একজন আনসার থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম ﷺ ইয়াহুদীদের বলেন : তোমাদের পঞ্চাশজন কসম কর। তখন তারা তা অস্বীকার করে। তখন তিনি আনসারদের বলেন : তোমরা কসম দিয়ে তোমাদের হক প্রতিষ্ঠিত কর। তখন তারা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কি গায়েবের উপর কসম করবো ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে নিহত ব্যক্তির দিয়াত ইয়াহুদীদের উপর চাপিয়ে দেন। কেননা, তাদের মাঝেই সে ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়।

১. بَابُ أَيُّقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ بِحَجَرٍ أَوْ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ

১০. অনুচ্ছেদ : হত্যাকারী হতে কিসাস গ্রহণ করা সম্পর্কে

৪৪৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وَجِدَتْ قَدْ رَضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفْلَانٌ أَفْلَانٌ حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ *

৪৪৬২। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একটা মেয়ের মাথা পাথর দ্বারা দলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কে তোমার সাথে এরূপ দুর্ব্যবহার করেছেন ? অমুক, না অমুক : এ পর্যায়ে একজন ইয়াহুদীর নাম উচ্চারিত হলে, সে মাথা হেলিয়ে তা সমর্থন করে। তখন সে ইয়াহুদীকে পাকড়াও করা হলে, সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

৪৪৬৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ الْقَاهَا فِي قَلْبٍ وَرَضَّ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخَذَ فَاتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَبِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ *

৪৪৬৩। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ইয়াহুদী, অলংকারের লোভে জনৈক আনসার সাহাবীর মেয়েকে হত্যা করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং তার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। সে ধৃত হয়ে নবী করীম ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হলে, তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইব্ন জুরায়হ আইউব (র) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

৪৪৬৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَّحَ رَأْسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ
فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ قَتَلَكَ قَالَتْ
نَعَمْ بِرَأْسِهَا فَأَمَرَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৪৬৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একটা মেয়ে অলংকারে সুসজ্জিত ছিল। তখন (অলংকারের লোভে) জনৈক ইয়াহুদী পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে মেয়েটির কাছে তখন যান, যখন তার দেহে প্রাণের স্পন্দন ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : কে তোমাকে মেরেছে? অমুক মেরেছে কি? তখন সে মাথা হেলিয়ে বলে : না। তিনি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন : আচ্ছা, অমুক মেরেছে কি? তখনও সে মাথা হেলিয়ে বলে : না। এরপর তিনি বলেন : আচ্ছা, অমুক ব্যক্তি তোমাকে মেরেছে কি? তখন সে মাথা হেলিয়ে বলে : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে দু'টি পাথর দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

১১. بَابُ أَيْقَادِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ

১১. অনুচ্ছেদ : কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

٤٤٦٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَ نَايَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عُرْوَةَ نَا قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْثُرُ
إِلَى عَلَى فَقُلْنَا هَلْ عَهْدُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ
عَامَّةً فَقَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِ هَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ فَأَخْرَجَ كِتَابًا قَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا
مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا مَوْتَهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ إِلَّا لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا دُوعُهُ فِي عَهْدِهِ مَنْ
أَحْدَثَ حَدَّثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَّثًا أَوْ أَوَى مُحَرِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا *

৪৪৬৫। আহমদ ইব্ন হাম্বাল (র) - - - কায়স ইব্ন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি এবং উশতুর ইব্ন মালিক (র) আলী (রা)-এর নিকট গমন করি। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে কি এমন বিশেষ কোন কথা বলে গেছেন, যা সাধারণের নিকট বলেননি? তিনি বলেন : না, তবে যা তিনি বলেছেন, তা সবই আমার এ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এরপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একটি চিঠি বের করেন, যাতে এরূপ লেখা ছিল : সমস্ত মুসলমানের রক্ত সমান এবং সমস্ত মুসলমান - অমুসলিমের মুকাবিলায় এক হাতস্বরূপ।

নগণ্যতম মুসলমানের উপর অন্যান্য মুসলমানের হক আছে। কিন্তু কোন মুসলমানকে - কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না এবং কোন যিম্মীকেও তার (ওয়াদা পূরণের) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি দীনের মধ্যে নতুন কিছু আমদানী করবে, এর যিম্মাদারী তারই উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি দীন সম্পর্কে নতুন কিছু বলবে, বা যে এরূপ করবে, তার সহযোগিতা করবে; সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতা এবং সকল মানুষের লা'নত বর্ষিত হবে।

৬৬৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ نَحْوُ حَدِيثٍ عَلَى زَادَ فِيهِ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيُرَدُّ مُشَدُّهُمْ عَلَى مُضْعَفِهِمْ وَمُسْتَسْرِيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ *

৪৪৬৬। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, একজন নগণ্য ব্যক্তি ও তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে এবং একজন সাহসী যোদ্ধা ও একজন ভীরা যোদ্ধা ও গনীমতের মালের সমান অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি সৈন্যদলে অবস্থান করে যুদ্ধ করবে এবং যে দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করবে, উভয়ই মালে-গনীমতের সমান অংশ পাবে।

১২. بَابُ فِي وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ

১২. অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর কাছে অন্য পুরুষকে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে ?

৬৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا نَاعَبَدُ الْعَزِيزَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَعْدُ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدُ *

৪৪৬৭। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা সা'দ ইবন উবাদা (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : না তখন সা'দ (রা) বলেন :

আল্লাহর শপথ ! যিনি আপনাকে সত্যসত সম্মানিত করেছেন। (আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবো)। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমাদের নেতা কি বলছেন, তা তোমরা শোন।

রাবী আবদুল ওয়াহাব (র) বলেন : সা'দ কি বলেছে ?

৬৬৬৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمِّهْلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ قَالَ نَعَمْ *

৪৪৬৮। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা সা'দ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন : আমি যদি আমার স্ত্রীর কাছে অন্য কোন পুরুষকে পাই, তবে চার ব্যক্তির সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমি কি তাকে ছেড়ে দেব ? তিনি বলেন : হ্যাঁ।

১৩. بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَأً

১৩. অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারী হাতে কেউ যদি ভুলে আহত হয়, তবে কি করতে হবে।

৬৬৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمَ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضْرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهَ فَاتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي خَاطِبُ الْعَشِيَّةِ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيَّيْنَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوْدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرْضِيئْتُمْ قَالُوا لَأَفْهَمُ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْفُوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرْضِيئْتُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي خَاطِبُ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْضِيئْتُمْ قَالُوا نَعَمْ *

৪৪৬৯। মুহাম্মদ ইবন দাউদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম

আবু জাহ্ম ইবন হুযায়ফা (রা) যাকাত আদায় করার জন্য পাঠায়। তখন তার সাথে এ ব্যাপারে এক ব্যক্তির বচসা হলে, তিনি তাকে মারধর করেন, যাতে তার মাথা ফেটে যায়। তার গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কিসাস বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন। তিনি বলেন : তোমরা এ পরিমাণ মাল গ্রহণ কর। তারা তাতে রাযী না হলে, তিনি বলেন : তোমরা এ পরিমাণ মাল গ্রহণ কর। এতেও তারা রাযী না হলে, তিনি বলেন : তোমরা এ পরিমাণ মাল গ্রহণ কর। তখন তারা তা নিতে সম্মত হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি দুপুরে ভাষণ দিয়ে লোকদেরকে তোমাদের সম্মতির কথা জানিয়ে দেব। তখন তারা বলে : ঠিক আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেয়ার সময় বলেন : লায়ছ গোত্রের এ সব লোকেরা আমার নিকট কিসাস গ্রহণের জন্য এসেছিল, আমি তাদের এ পরিমাণ মাল দিয়েছি এবং তারা তাতে রাযী হয়েছে। এরপর তিনি তাদের বলেন : তোমরা কি রাযী হয়েছে? তারা বলে : না। তখন মুহাজিররা তাদের শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তা থেকে বিরত রাখেন। ফলে তারা বিরত থাকে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আহ্বান করে আরো কিছু মাল দেয়ার ঘোষণা দেন এবং বলেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট হয়েছে। তখন তারা বলে : হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এখন আমি আমার ভাষণে লোকদেরকে তোমাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেই? তখন তারা বলে : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণের মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলে : হ্যাঁ।

১৪. بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصْرِ الْأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

১৪. অনুচ্ছেদ : মারপিটের কিসাস এবং হাকীমের নিজের থেকে কিসাস দেয়া প্রসঙ্গে

৪৪৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو يُعْنَى ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجَرِحَ بَوَجهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ *

৪৪৭০। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু জিনিস পত্র বণ্টন করছিলেন। সে সময় এক ব্যক্তি তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লে, তিনি তাকে সরাবার উদ্দেশ্যে ধাক্কা দিলে, তাঁর হাতের ছুরির আঘাতে সে ব্যক্তির মুখ যখম হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ব্যক্তিকে বলেন : তুমি এসো এবং আমার থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর। সে ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে মাফ করে দিয়েছি।

৪৪৭১. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعَهُ إِلَى أَقْصَاهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا آدَبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ تَقْصِيَةً مِنْهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَقْصَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْصَى مِنْ نَفْسِهِ *

৪৪৭১। আবু সালিহ (র) - - - আবু ফিরাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা উমার ইবন খাত্তাব (রা) ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন : আমি আমার কর্মচারীদের এজন্য পাঠাই না যে, তারা তোমাদের শরীরে আঘাত করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবে। যদি কেউ এরূপ করে, তবে আমাকে জানালে, তার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবো।

আমর ইবন আস (রা) জিজ্ঞাসা করেন : যদি কর্মচারী তার কোন প্রজাকে ভদ্রতা শিখবার জন্য শাস্তি দেয়, তবুও কি আপনি সে জন্য তার থেকে কিসাস গ্রহণ করবেন ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। আমি তার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর নিজের পক্ষ হতেও কিসাস আদায় করতে দেখেছি।

১৫. بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

১৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের খুনীকে ক্ষমা করা সম্পর্কে

৪৪৭২. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ نَا الْوَالِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِرُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ إِنْ كَانَتْ امْرَأَةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَنْحَجِرُوا يَكْفُوا عَنْ الْقَوَدِ *

৪৪৭২। দাউদ ইবন রাশীদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : মারামারিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের উচিত, কিসাস গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা। যে অধিক নিকটবর্তী, তার উচিত হত্যাকারীকে ক্ষমা করা ; যদিও সে মহিলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : " يَنْحَجِرُوا " শব্দের অর্থ - কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

৪৪৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيٍّ فِي رَمَى يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسَّيَاطِ

أَوْ ضَرْبٍ بَعْضًا فَهُوَ خَطَاٌ وَقَالَ ابْنُ عَبِيدٍ قَوْدِيدٌ ثُمَّ اتَّفَقَ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ *

৪৪৭৩। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - তাউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পরস্পরের প্রতি নিষ্কিণ্ড পাথরের মারা যাবে, অথবা চাবুক বা লাঠির আঘাতে মারা যাবে, এটা ভুলবশতঃ হত্যার অনুরূপ। এর দিয়াত হবে ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াতের মত। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হবে, তার হত্যার বিনিময়ে কিসাস দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি মারামারি থামাতে গিয়ে মারা যাবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত ও গযব। তার থেকে তাওবা ও ফিদয়া গ্রহণ করা যাবে না এবং তার ফরয ও নফল আমল কবুল করা হবে না। সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

٤٤٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
كَثِيرٍ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ *

৪৪৭৪। মুহাম্মদ ইব্ন আবু গালিব (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এরপর তিনি রাবী সুফিয়ান (র) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦. بَابُ الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

১৬. অনুচ্ছেদ : দিয়াতের (হত্যার বিনিময়ের) পরিমাণ সম্পর্কে

٤٤٧٥. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرْقَاءِ نَا أَبِي نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَضَى أَنْ مَنْ قَتَلَ خَطَاً فَدِيَّتُهُ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بَيْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ
بِنْتِ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرَ *

৪৪৭৫। হারুন ইব্ন যায়দ (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলবশতঃ হত্যার জন্য একশো উট প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন : যার ত্রিশটি হবে এক বছর বয়সের, ত্রিশটি দু'বছর বয়সের, ত্রিশটি তিন বছর বয়সের এবং বাকী দশটি দু-তিন বছরের বয়সের হতে হবে।

٤٤٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ نَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْأَبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ ففَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَى شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَى حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ *

৪৪৭৬। ইয়াহুইয়া ইব্ন হাকীম (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় দিয়াতের মূল্যমান ছিল-আট শত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা আট হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)-এর অনুরূপ। এ সময় আহলে-কিতাব (ইয়াহুদ- নাসারা)-দের জন্য দিয়াতের পরিমাণ ছিল মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত দিয়াতের অর্ধেক, যার প্রচলন উমার (রা)-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত ছিল। তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বলেন : এখন উটের দাম বেড়ে গেছে। রাবী বলেন : এরপর উমার (রা) দিয়াতের মূল্যমান আটশত দীনার হতে এক হাজার দীনারে এবং আট হাজার দিরহাম হতে বার হাজার দিরহাম নির্ধারিত করেন। আর তিনি গাভীর মালিকদের জন্য দুইশো গাভী এবং বকরীর মালিকদের জন্য দু' হাজার বকরী নির্ধারণ করেন। তিনি যিম্মীদের দিয়াত আগের মত বহাল রাখেন এবং তাতে কিছু বৃদ্ধি করেননি, যেমন তিনি মুসলমানদের দিয়াত বৃদ্ধি করেন।

৪৪৭৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ أَسْحَقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْأَبِلِ مِائَةً مِنَ الْأَبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَى شَاةٍ وَعَلَى حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَرَأَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيَّ قَالَ ثَنَا أَبُو ثَمِيلَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى وَقَالَ وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ *

৪৪৭৭। মুসা ইব্ন ইসামাঈল (র) - - - আতা ইব্ন আবু রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়াতের ব্যাপারে - উটের মালিকদের জন্য একশো উট, গরুর

মালিকদের জন্য দুইশো গরু, বকরীর মালিকের জন্য দুই হাজার বকরী, কাপড়ের মালিকের উপর একশো জোড়া কাপড় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি গমের মালিকের জন্য গম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যার পরিমাণ রাবী মনে রাখতে সক্ষম হননি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : সাঈদ ইব্ন ইয়াকুব - আবু তুমায়লা (র) থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আতা (রা) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয করেছেন, এরপর তিনি মূসা (র) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : তিনি গমের বা খাদ্য-শস্যের মালিকের জন্য দিয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন : কিন্তু এর পরিমাণ কি, তা আমার মনে নেই।

৪৪৭৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَا عَشْرُونَ حِقَّةً وَعَشْرُونَ جَذْعَةً وَعَشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعَشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ ذَكَرًا *

৪৪৭৮। মসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলবশত হত্যার জন্য বিশটি হিক্কা (চার বছর বয়সের উট), বিশটি জাযা'আ (ভেঁড়া), বিশটি বিনতে মাখায (উটনী), বিশটি বিনতে লাবুন (দুগ্ধবতী উটনী) এবং বিশটি খাসী মাখায (পুরুষ উট) নির্ধারিত করেছেন।

৪৪৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قَدْ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ لَنْ يَذْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ *

৪৪৭৯। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আদী গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নিহত হলে নবী ﷺ তার জন্য বার হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইব্ন উয়ায়না আমর (র) হতে, তিনি ইকরামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ নেই।

১৭. بَابُ دِيَةِ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ

১৭. অনুচ্ছেদঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত, ভুলবশত হত্যার দিয়াতের অনুরূপ

৪৪৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ

الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ إِلَى هَهْنَا حَفِظْتُهُ مِنْ مُسَدِّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا أَلَا إِنَّ كُلَّ مَآثِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذَكَّرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا مَآكِنَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَامِائَةِ مِنَ الْأَيْلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَحَدِيثُ مُسَدِّدٍ أَتَمُّ *

৪৪৮০। সুলায়মান ইবন হার্ব (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দেন। তিনি তিনবার তাকবীর পাঠের পর বলেন : আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। রাবী বলেন : আমি হাদীছের এ অংশটুকু রাবী মুসাদ্দাদ (র) থেকে সংগ্রহ করেছি।

এরপর নবী ﷺ বলেন : জেনে রাখ ! জাহিলী যুগের যে সব ফযীলতের বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে, অথবা যে সব খুন ও মালের দাবী আছে, তা সবই আমার পায়ের নীচে ; (অর্থাৎ তা সবই বাতিল ঘোষিত হলো)। অবশ্য হাজীদের পানি পান করানো এবং আল্লাহর ঘরের খিদমতের দায়িত্ব পূর্ববৎ বহাল থাকবে, (অর্থাৎ বনু হাশিম ও বনু শায়রা এ দু'টি কাজ করে যাবে)।

নবী ﷺ আরো বলেন : শুনে রাখ। অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত, ভুলবশত হত্যার ন্যায়, যা চাবুক বা লাঠির দ্বারা সংঘটিত হয়। এর দিয়াতের পরিমাণ হলো - একশো উট ; যার চল্লিশটি হবে গর্ভবতী এবং অবশিষ্টগুলো হবে সেরূপ, যা আগের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে মুসাদ্দাদ (র) বর্ণিত হাদীছটি পরিপূর্ণ।

৪৪৮১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتَحَ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوْ الْكَعْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৮১। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এরূপ বর্ণনা করেছেন, যেরূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা শরীফের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন, অথবা এর চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন।

৪৪৮২. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ جَذْعَةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً مَّابَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا.

৪৪৮২। নুফায়লী (র) - - - মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার (রা) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত - ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি জাযা'আ এবং চল্লিশটি উট - যাদের বয়স ছয় থেকে নয় বছরের মধ্যে আদায় করার নির্দেশ দেন।

৪৪৮৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ اثْلَاثًا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذْعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا كُلُّهَا خِلْفَةً *

৪৪৮৩। হান্নাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত পশু দ্বারা তিনভাগে আদায় করতে হবে ; যথা - তেত্রিশটি হিক্কা, তেত্রিশটি জাযা'আ, চৌত্রিশটি ছানীয়া - (আট-দশ বছর বয়সের উট) ; যাদের সবই গর্ভবতী হবে।

৪৪৮৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ *

৪৪৮৪। হান্নাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত চারভাগে আদায় করতে হবে : যথা - পঁচিশটি হিক্কা, পঁচিশটি জাযা'আ, পঁচিশটি বিনতে লাবুন এবং পঁচিশটি বিনতে মাখায় আদায় করতে হবে।

৪৪৮৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ *

৪৪৮৫। হান্নাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে এরূপ বলেছেন যে, পঁচিশটি হিক্কা, তেত্রিশটি জাযা'আ, পঁচিশটি বিনতে লাবুন এবং পঁচিশটি বিনতে মাখায় দিয়াত হিসাবে আদায় করতে হবে।

৬৬৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَغْلَظَةِ أَرْبَعُونَ جَذْعَةً خِلْفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَفِي الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ *

৪৪৮৬। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - উছমান ইবন আফ্ফান ও যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন : চল্লিশটি জাযা'আ, ত্রিশটি হিক্কা ও ত্রিশটি বিনতে লাবুন - দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে।

তাঁরা ভুলবশত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন : ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি বনু লাবুন (উট) এবং বিশটি বিনতে মাখায় উট - আদায় করতে হবে।

৬৬৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمَغْلَظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ وَإِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالْأَنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرَكَّبَ عَلَيْهِ وَيَحْمَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذْعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رُبَاعٌ وَرُبَاعِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَالْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرُّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدِيسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَنَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ وَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ إِسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلٌ عَامٍ وَبَازِلٌ عَامِينَ وَمُخْلِفٌ عَامِينَ إِلَى مَا رَأَى وَقَالَ النَّضْرِيُّ شَمِيلٌ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَعٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لثَلَاثٍ وَجَذْعَةٌ لَأَرْبَعٍ وَثْنَى لْخَمْسٍ وَرُبَاعٌ لِسِتٍ وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لِعُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ وَالْجَذْوَعَةُ وَقَتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فَإِذَا الْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رُبَاعٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا الْقَحَتْ فِيهِ خِلْفَةٌ فَلَا تَزَالُ خِلْفَةٌ إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عَشْرَاءُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا الْقَى ثِنِيَّتَهُ فَهُوَ ثْنَى وَإِذَا الْقَى

৪৪৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَغْلَظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خِلْفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَفِي الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ *

৪৪৮৬। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - উছমান ইবন আফ্ফান ও যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন : চল্লিশটি জাযা'আ, ত্রিশটি হিক্কা ও ত্রিশটি বিনতে লাবুন - দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে।

তাঁরা ভুলবশত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে বলেন : ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি বনু লাবুন (উট) এবং বিশটি বিনতে মাখায উট - আদায় করতে হবে।

৪৪৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمَغْلَظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ وَإِذَا دَخَلْتَ النَّاقَةَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالْأَنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَخَلْتَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رُبَاعٌ وَرُبَاعِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَالْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرُّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدِيسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَنَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ وَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلَفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ إِسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلٌ عَامٍ وَبَازِلٌ عَامِينَ وَمُخْلَفٌ عَامِينَ إِلَى مَا رَأَى وَقَالَ النَّضْرُبْنُ شَمِيلٌ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَعٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لثَلَاثٍ وَجَذَعَةٌ لَأَرْبَعٍ وَثْنَى لَخَمْسٍ وَرُبَاعٌ لِسِتٍ وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لِعُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَضْمَعِيُّ وَالْجَذْوَعَةُ وَقَتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فَإِذَا الْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رُبَاعٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا الْقَحَتْ فِيهِ خِلْفَةٌ فَلَا تَزَالُ خِلْفَةٌ إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عَشْرَاءُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا الْقَى ثِنِيَّتَهُ فَهُوَ ثْنَى وَإِذَا الْقَى

رُبَاعِيَّةٌ فَهُوَ رُبَاعٌ *

৪৪৮৭। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - যায়দ ইবন ছাবিত (রা) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে সেরূপ বলেছেন, যে রূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : রাবী আবু উবায়দ ও অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, যখন উট বা উটনীর বয়স চার বছর হয়, তখন তাদের বলা হয় - হিক্ এবং হিক্কা। কেননা, এ সময় সে ভার বহনের যোগ্য হয় এবং তার উপর সওয়ার হওয়া যায়। এরপর যখন তার বয়স পাঁচ বছর হয়, তখন উটকে জাযা'আ এবং উটনীকে জাযা'আতুন বলা হয়। পরে তাদের বয়স ছ'বছর হয়, তখন তাদের সামনের দাঁত বের হয়, তখন তাদের ছানী বা ছানীয়া বলা হয়। আর উটের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদের রুবা'আ ও রুবা'ইয়া বলা হয়। এরপর উটের বয়স যখন আট বছর হয়, এবং রুবা'ইয়া পরবর্তী দাঁত নির্গত হয়, তখন তাদের সাকীসুন ও সাদেসুন বলা হয়। আর উটের বয়স যখন ন'বছর হয়, তখন তার পিঠে কুঁজ দেখা দেয়, তখন তাদের বাযিল - এক বছরের, বাযিল - দু'বছরের, এভাবে বলা হয়। এরপর উটের বয়স যখন দশ বছর হয়, তখন তাদের মুখলিফ - এক বছরের, মুখলিফ - দু'বছরের, এভাবে বলা হয়।

নাযর ইবন শুমায়ল (র) বলেন : এক বছর উটনীকে - বিনতে মাখায : দু'বছর বয়সের উটনীকে - বিনতে লাবুন : তিন বছর বয়সের উট নীকে হিক্কা, চার বছর বয়সের উটনীকে জাযা'আ : পাঁচ বছর বয়সের উটনীকে - ছানীয়া : ছ'বছর বয়সের উটনীকে - রাবু'আ : সাত বছর বয়সের উটনীকে - সাদীস এবং আট বছর উটনীকে - বাযিল বলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : রাবী আবু হাতিম ও আছমা'ঈ (র) বর্ণনা করেছেন যে, জাযা'আ হলো - একটা সময় মাত্র, এটি বিশেষ কোন বয়সের নাম নয়। রাবী আবু হাতিম (র) বলেন : যখন উটের রুবা'ঈ দাঁত বের হয়, তখন তাকে রুবা'আ উট বলা হয়। রাবী আবু উবায়দা (র) বলেন : যখন উটনী গর্ভবতী হয়, তখন তাকে 'খিল্ফা' বলা হয় এবং দশমাস যখন পূর্ণ হয়, তখন সে উটনীকে - 'আশরাউ' বলা হয়।

রাবী আবু হাতিম (র) বলেন : যখন উটের সামনের দাঁত বের হয়, তখন তাকে 'মুছান্না' এবং যখন তার রুবা'ঈ দাঁত বের হয়, তখন তাকে 'রুবা'আ' উটরূপে আখ্যায়িত করা হয়।

١٨. بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ

১৮. অনুচ্ছেদ : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত সম্পর্কে

٤٤٨٨. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ غَالِبِ الثَّمَارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ *

৪৪৮৮। ইসহাক ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সব আংগুল সমান, এর দিয়াত হলো - দশ - দশটি উট।

৪৪৮৯. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ نَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ عَنْ مَشْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ
عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قُلْتُ عَشْرُ عَشْرُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبِ قَالَ سَمِعْتُ مَشْرُوقَ
بْنَ أَوْسٍ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ التَّمَارِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْوَلِيدِ
وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةٍ عَنْ غَالِبِ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلِ *

৪৪৮৯। আবু ওয়ালীদ (র) - - - আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন : সব আংগুল সমান, তখন আমি বলি : প্রত্যেক আংগুলের দিয়াত কি দশ-দশটি উট ?
তিনি বলেন : হ্যাঁ।

৪৪৯০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى ح وَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْني الْأَبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ *

৪৪৯০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন : এটি এবং ওটি অর্থাৎ কনিষ্ঠা এবং অনামিক - দু'টি আংগুলই সমান।

৪৪৯১. حَدَّثَنَا عَنَّا الْعَنْبَرِيُّ نَاعَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ
النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا
الدَّارِمِيُّ عَنْ النَّضْرِ *

৪৪৯১। আব্বাস আনবারী (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন : সব আংগুল সমান এবং সব দাঁত সমান - দিয়াতের ব্যাপারে। তা সামনের দাঁত
হোক বা পেছনের। আর এটি এবং ওটি ও সমান - সমান - অর্থাৎ কনিষ্ঠা ও অনামিকা আংগুল ও
সমান।

৪৪৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا أَبُو حَمْزَةَ

عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ *

৪৪৯২। মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাঁত এবং আংগুলই দিয়াতের ব্যাপারে সমান সমান।

৪৪৯৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبَانَ نَا أَبُو نُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ
الْمُعَلِّمِ عَنْ يَزِيدَ الدَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً *

৪৪৯৩। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত ও পায়ের আংগুলসমূহকে মর্যাদার দিক দিয়ে সমান বলে উল্লেখ করেছেন।

৪৪৯৪. حَدَّثَنَا هَذَبَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا هَمَّامٌ نَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إِلَى
الْكُعْبَةِ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৪৯৪। হুদ্বা ইব্ন খালিদ (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়েব (রা) তার পিতা থেকে এবং তিনি
তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন : আংগুলের জন্য
দিয়াত হলো - দশ-দশটি উট। এ সময় তিনি তাঁর পিঠ কা'বা ঘরের সাথে ঠেঁশ দিয়ে রাখেন।

৪৪৯৫. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا حُسَيْنُ
الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي
الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ
مِنْهُ فَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ صَاحِبُ لَنَا ثِقَةً قَالَ شَيْبَانُ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ
أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْأَبِلِ فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيَمَتِهَا
وَإِذَا هَاجَتْ رَخَّصَانْفَصَ مِنْ قِيَمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ
أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَزْقِ ثَمَانِيَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتِي بَقْرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَّةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْقَى شَاةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضُلٌ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُرِيَ الدِّيَّةُ الْكَامِلَةُ وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنَدُوتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْأَبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقْرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْأَمَامُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثُلُثٌ وَثُلُثُونَ مِنَ الْأَبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيَمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أَصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْأَبِلِ وَفِي الْأَسْنَادِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْأَبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرَاةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضُلٌ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৯৫। যুহায়র ইবন হার্ব (র) - - - আমর ইবন শু'আয়েব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : দাঁতের দিয়াত হলো - পাঁচটি উট।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আমার গ্রন্থে শায়বান (র) সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছি : কিন্তু আমি তা তার থেকে শুনিনি। এরপর আবু বকর নামক আমাদের একজন সাথী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য। তিনি শায়বান (র) হতে, তিনি মুহাম্মদ ইবন রাশীদ (র) হতে, তিনি সুলায়মান ইবন মূসা (র) হতে, তিনি আমর ইবন শু'আয়েব (রা) হতে, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলবশত হত্যার জন্য বস্তীবাসীদের উপর চারশো দীনার অথবা এর সম-মূল্যের দিরহাম দিয়াত স্বরূপ ধার্য করেন। আর এই মূল্য ছিল-উটের মূল্যের উপর স্থির কৃত। তিনি দুপ্রাপ্যতার সময় উটের মূল্য বাড়িয়ে দিতেন, আর আমদানী বেশী হওয়ার কারণে যখন তার দাম কমে যেত, তখন তিনি দিয়াতের জন্য ধার্যকৃত মূল্যমান কমিয়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানার দিয়াতের পরিমাণ চারশো দীনার হতে আটশো দীনার পর্যন্ত পৌঁছাতো; যার মূল্যমান রূপার হিসাবে আট

হাজার দিরহাম হতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ গরুর মালিকদের উপর দিয়াত হিসাবে দু'শো গরু নির্ধারণ করেন এবং যাদের উপর বকরীর দিয়াত ওয়াজিব হতো, তিনি তাদের দু'হাজার বকরী দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কারো নাক কাটা যায়, তবে এর ফলে সে পূর্ণ দিয়াত পাবে। আর যদি কেবল নাকের মাথা কাটা যায়, তবে সে অর্ধেক দিয়াত পাবে। অর্থাৎ পঞ্চাশটি উট বা এর সম-মূল্যের সোনা বা রূপা, অথবা একশো গরু বা এক হাজার বকরী। আর কারো এক হাত কাটা গেলে, সে অর্ধেক দিয়াত পাবে। এভাবে এক পা কাটা গেলে, সে ও অর্ধেক দিয়াত পাবে। আর যদি কারো মাথায় যখম হয়, তবে তাকে এজন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতে হবে : যথা - তেত্রিশটি উট বা এর সম-মূল্যের সোনা বা রূপা। গরু ও বকরীর ক্ষেত্রে নির্দেশ একরূপই এবং পেটের দিয়াতের নির্দেশ ও একরূপ। আর আংগুলের ব্যাপারে - প্রতিটি আংগুলের জন্য বিনিময় হলো - দশটি উট এবং দাঁতের ব্যাপারে প্রতিটি দাঁতের বিনিময় হলো - পাঁচটি উট, যা দিয়াত স্বরূপ আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : মহিলার দিয়াত তার আত্মীয়দের মাঝে বন্টিত হবে এবং তারা হবে ঐ ধরনের লোক, যারা নিকটাত্মীদের মাঝে বন্টনের পর তার অধিকারী হবে। আর যদি কোন মহিলা নিহত হয়, তবে তার দিয়াত, তার উত্তরাধিকারিগণের মাঝে বন্টিত হবে এবং তারাই হত্যাকরীর নিকট হতে 'কিসাস' গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : হত্যাকরীর উত্তরাধিকারিগণ তার সম্পদের অধিকারী হবে না। আর যদি নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিছ না থাকে, তবে এর পরবর্তী নিকটাত্মীয়গণ এর অধিকারী হবে এবং হত্যাকারী ব্যক্তি কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।

৬৬৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ الْعَامِلِيُّ أَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَقْلُ شِبِّهِ الْعَمْدِ مَغْلَظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَذَلِكَ أَنَّ يَنْزُرُ وَالشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ دِمَاءً فِي عِمِيٍّ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلٍ سِلَاحٍ *

৪৪৯৬। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আমার ইব্ন শুআয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : গুপ্তহত্যার অপরাধ - ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায়, যা কঠিন অপরাধ। কিন্তু তার হত্যাকারীকে কতল করা যাবে না।

রাবী খলীল (র) ইব্ন রাশীদ হতে একরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, গুপ্তহত্যা একটি শয়তানী- ফিতনা স্বরূপ : যার ফলে মানুষেরা পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয় ; অথচ এর হত্যাকারীর পরিচয় জানা যায় না। আর সাধারণত একরূপ হত্যা হাতিয়ার ছাড়াই হয়ে থাকে।

৪৪৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ *

৪৪৯৭। আবু কামিল (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাঁড়ে যখম হলে - এর দিয়াত হবে পাঁচটি উট।

৪৪৯৮. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السَّلْمِيُّ نَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا بِثُلْثِ الدِّيَةِ *

৪৪৯৮। মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - আমর ইবন শু'আয়েব (রা) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ চোখের ব্যাপারে, যা স্বস্থানে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও এর দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, এজন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন।

১৯. بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

১৯. অনুচ্ছেদ : গর্ভের-সন্তান দিয়াত সম্পর্কে

৪৪৯৯. حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ هَذِيلٍ فَضَرَبَتْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنَيْنَهَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدِيٌّ مِّنْ لَا صَاحٍ وَلَا أَكْلٍ وَلَا شَرْبٍ وَلَا اسْتَهْلَ فَقَالَ أَسْجَعُ كَسَجَعِ الْأَعْرَابِ وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرَأَةِ *

৪৪৯৯। হাফস ইবন উমার (র) - - - মুগীরা ইবন শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী ছিল। যার একজন অন্যজনকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তার গর্ভস্থিত সন্তান মেরে ফেলে। তখন তারা এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে মামলা দায়ের করে। এ সময় তাদের একজন বলেন : আমরা সে সন্তানের দিয়াত কিরূপে দেব, যে কাঁদেনি, খাদ্য গ্রহণ করেনি, পান করেনি এবং চীৎকারও করেনি? নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি গ্রাম্য লোকের মত হৃদ করে কথা বলছো! এরপর তিনি হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজনের উপর ঐ মৃত সন্তানের দিয়াত স্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেন।

৪৫০০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ *

৪৫০০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - মানসূর (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ নিহত সন্তানের দিয়াত, হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ধারণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাকামা (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

৪৫০১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الْأَزْدِيِّ الْمَعْنَى قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْثُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي امْتِلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ اثْنَيْنِ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَاتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ زَادَ هَارُونُ فَشَهِدَ أَنَّهُ يَعْنِي ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنِ امْرَأَتِهِ *

৪৫০১। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - মিস্তওয়ার ইবন মাখরামা (রা) গর্ভস্থিত সন্তান হত্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক পরামর্শ সভার আয়োজন করেন। তখন যুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট উপস্থিত ছিলাম ; এ সময় তিনি এর জন্য একটি দাস বা দাসী আবাদ করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন উমার (রা) বলেন : তুমি তোমার বক্তব্যের সমর্থনে অন্য এক ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপে পেশ কর। তখন তিনি মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে আনলে, তিনি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

৪৫০২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَّغْنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّمَا سُمِّيَ امْتِلَاصًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلَّصَ *

৪৫০২। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - উমার (রা) হতে এরূপই বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) এবং হাম্মাদ ইবন সালামা (র) হিশাম ইবন

উরওয়া (র) সূত্রে উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রা) বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আমি আবু উবায়দা (রা) থেকে জানতে পেরেছি যে, গর্ভপাতকে ‘ইমলাস’ বলা হয়। আর ইমলাস অর্থ - পিছলানো। কেননা, গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসাবের সময় বাচ্চাকে পিছলিয়ে দেয়। এভাবে যদি কিছু হাত থেকে পিছলে যায়, তবে তাকে ‘মালাস’ বলা হয়।

৪৫.৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَصِصِيُّ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبْتُ أَحَدَهُمَا بِمِسْطَحٍ فَقَتَلْتُهَا وَجَنَيْتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَيْتِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصُّوْلَجُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُودٌ مِّنْ أَعْوَادِ الْخَبَاءِ *

৪৫০৩। মুহাম্মদ ইবন মাসউদ (র) - - - উমার (রা) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করীম গর্ভস্থিত সন্তান হত্যার ব্যাপারে কি নির্দেশ দিতেন? তখন হাম্বল ইবন মালিক ইবন নাবিগা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন : আমি দু’জন মহিলার মাঝখানে ছিলাম। এদের একজন অপরজনকে কাঠ দিয়ে আঘাত করে; ফলে সে মারা যায় এবং তার গর্ভের সন্তানও মারা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সে সন্তানের জন্য দিয়াত স্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেন এবং হত্যাকারী মহিলাকে কতলের জন্য হুকুম দেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : নাযর ইবন শুমায়ল (রা) বলেন : এক কণ্ঠ ছিল রুটি পাক করার জন্য সংগৃহীত কাঠ। রাবী আবু উবায়দ (র) বলেন : তা ছিল তাঁবুর একটি খুঁটি।

৪৫.৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ زَادَ بِغُرَّةٍ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا *

৪৫০৪। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - তাউস (র) উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি মিসরের উপর দাঁড়ান। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে উল্লেখ নেই যে, তিনি সে মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তবে এখানে অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, তিনি একটা দাস বা দাসী দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তখন উমার (রা) বলেন : আল্লাহ্ আকবার! যদি আমি এ হুকুম না শুনতাম, তবে আমি অন্যরূপ নির্দেশ দিতাম।

৪৫.৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ حَمْلِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ فَاسْقَطْتُ غُلَامًا قَدْ نَبَتْ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ
الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ اسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتْ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُ
الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ وَاللَّهِ مَا اسْتَهْلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ أَسْجَعُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَهَانَتُهَا أَدْرِ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ
أَحَدِهِمَا مُلَيْكَةً وَالْأُخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ *

৪৫০৫। সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হামল ইব্ন মালিকের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন : সে স্ত্রীলোকটির গর্ভস্থিত সন্তান, যার মাথায় চুল উঠেছিল, সে মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয় এবং মহিলাটিও মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজন হতে দিয়াত আদায় করেন। তখন নিহত মহিলার চাচা বলেন : হে আল্লাহর নবী ! সে মহিলার যে বাচ্চাটির গর্ভপাত হয়েছে, তার মাথায় চুল আছে। তখন হত্যাকারী মহিলার পিতা বলে : আল্লাহর শপথ ! সে মিথ্যা বলেছে। সে বাচ্চাটি কাঁদেনি এবং খাদ্য-পানীয় ও গ্রহণ করেনি। অতএব, এরূপ বাচ্চার খুনের বিনিময় কিরূপে হতে পারে ! তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি তো জাহিলী যুগের মত ছন্দে-বন্দে কথা বলছো, যেরূপ যাদুকররা বলতো ? তুমি ঐ মৃত সন্তানের বিনিময়ে একটি গোলাম দিয়ে দাও।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : উক্ত দু'জন মহিলার মধ্যে একজনের নাম ছিল - মুলায়কা এবং অপর জনের নাম ছিল - গুতায়ফ।

٤٥٠٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا مُجَالِدٌ حَدَّثَنِى الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَى وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّ أَزْوَاجَهَا وَوَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَمِيرَآئِهَا لَزْوَاجَهَا وَوَلَدَهَا *

৪৫০৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলার একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল এবং তাদের স্বামী ও সন্তানাদি ছিল। তখন নবী ﷺ নিহত মহিলার দিয়াত, হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজন থেকে আদায় করে দেন এবং তার স্বামী ও সন্তানদের এ থেকে নিষ্কৃতি দেন। তখন নিহত মহিলার আত্মীয়-স্বজনেরা এরূপ দাবী করে যে, এ দিয়াতের মালিক আমরা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : না, এর মালিক হবে তার স্বামী ও সন্তানেরা।

٤٥٠٧. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَابِتُ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذِيلٍ فَرَمَتِ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا
فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ حَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ
أَوْ لِيْدَةٍ وَقَضَى الْمَرْأَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ
حَمْلُ بَنٍ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهَذَلِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرِمُ دِيَةَ مَنْ لَا يَشْرَبُ
وَلَا أَكَلَّ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهْلَ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا
مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ *

৪৫০৭। ওয়াহাব ইবন বায়ান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুযায়ল গোত্রের দু' মহিলা মারামারি করার সময়, একে অপরকে পাথর দিয়ে আঘাত করে। যার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। তখন সে মহিলার আত্মীয়-স্বজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মামলা দায়ের করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভস্থিত মৃত সন্তানের জন্য দিয়াতস্বরূপ একটি দাস বা দাসী দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং তা হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজনদের পরিশোধ করতে বলেন। এরপর তিনি ঐ দিয়াতের মালের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিহত মহিলার স্বামী ও সন্তানদের নির্ধারিত করেন। তখন হামল ইবন মালিক ইবন নাবিগা হুযালী বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি সে বাচ্চার দিয়াত কিরূপে দেব, যে কাঁদেনি, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেনি এবং কথাও বলেনি ? তার খুনের বিনিময় তো বাতিল যোগ্য। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ ব্যক্তি ছন্দ করে যে ভাবে কথা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে, সে যাদুকরদের ভাই।

৪৫০৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মহিলার জন্য দাস বা দাসী প্রদান করতে নির্দেশ দেন! তার সম্পর্কে বলেন : তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার সন্তানের এবং দিয়াতের মালিক হবে আসাবাগণ।

৪৫০৯। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মহিলার জন্য দাস বা দাসী প্রদান করতে নির্দেশ দেন! তার সম্পর্কে বলেন : তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার সন্তানের এবং দিয়াতের মালিক হবে আসাবাগণ।

৪৫১০। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মহিলার জন্য দাস বা দাসী প্রদান করতে নির্দেশ দেন! তার সম্পর্কে বলেন : তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার সন্তানের এবং দিয়াতের মালিক হবে আসাবাগণ।

فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ وَلَدَهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ
عَنِ الْخَذْفِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسُ مِائَةِ شَاةٍ وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ *

৪৫০৯। আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - বুযায়দা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা অপর এক মহিলাকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে, তার গর্ভপাত ঘটে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবহিত করলে, তিনি সে বাচ্চার দিয়াত স্বরূপ পাঁচশো বকরী প্রদানের নির্দেশ দেন এবং সেদিন হতে, সে মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাদীছে পাঁচশো বকরীর কথা উল্লেখ আছে। তবে সঠিক ব্যাপার এই যে, দিয়াত স্বরূপ একশো বকরী প্রদান করা হয়।

৪৫১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ نَاعِيسِي عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي بَنَ عَمْرٍو
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنَ عَمْرٍو
وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَرَسًا وَلَا بَغْلًا *

৪৫১০। ইবরাহীম ইবন মুসা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভস্থিত সন্তান হত্যার জন্য দিয়াত স্বরূপ দাস-দাসী, ঘোড়া বা খচ্চর দেওয়ার নির্দেশ দেন।

৪৫১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍَ الْعَوْفِيُّ قَالَ نَا شَرِيكَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةٍ يَعْنِي دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ
رَبِيعَةُ خَمْسُونَ دِينَارًا *

৪৫১১। মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) - - - ইমাম শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দাস-দাসীর মূল্য হলো পাঁচশো দিরহাম।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : রাবী'আ (র) বলেছেন : গুররা বা দাস-দাসীর মূল্য পঞ্চাশ দীনার।

২. بَابُ دِيَةِ الْمَكَاتِبِ

২০. অনুচ্ছেদ : মুকাতিবের দিয়াত সম্পর্কে

৪৫১২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ

১. দাসমুক্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত মূল আদায়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কৃতদাসকে "মুকাতিব" বলা হয়। (-অনুবাদক)।

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُوَدَّى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبِنِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ *

৪৫১২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত মুকাতিব গোলামের দিয়াত সম্পর্কে এরূপ নির্দেশ দেন যে, সে তার মুক্তির জন্য যত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে থাকবে, ঐ অংশের দিয়াত, স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অনুরূপ দিতে হবে এবং বাকী অংশ কৃতদাসের মত - অর্থাৎ অর্ধমূল্য।

৪৫১৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدَرٍ مَا عَتِقَ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَوْلَ عِكْرِمَةَ *

৪৫১৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন মুকাতিব গোলাম শাস্তিযোগ্য কোন কাজ করবে অথবা কোন সম্পদের মালিক হবে, তখন তার যত অংশ আযাদ হবে, তত অংশের মালিক হবে।

২১. بَابُ فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ

২১. অনুচ্ছেদ : যিম্মীর দিয়াত সম্পর্কে

৪৫১৪. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ *

৪৫১৪। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - আমর ইব্ন শুআয়ব (রা) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যিম্মীর দিয়াত হলো - স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক।

২২. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ

২২. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কারো সাথে মারামারি করার সময়, তাকে প্রতিহত করা সম্পর্কে।

৪৫১৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَاتَلَ أَجِيرُ لِي رَجُلًا فَعَضُّ يَدَهُ فَأَنْتَزَعَهَا فَتَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاهْدَرَهَا وَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعَدَتْ سِنُّهُ *

৪৫১৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা (র) তার পিতা ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার একজন কর্মচারী অপর এক ব্যক্তির সাথে মারামারি করার সময় তার হাতে কাঁমড় দেয়, এ সময় সে তার হাত টেনে নিলে - কর্মচারীর সামনের দাঁত ভেঙে যায়। তখন সে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু নবী ﷺ তাকে এ ব্যাপারে কোন দিয়াত প্রদান করেননি, বরং এটিকে বেহুদা আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন : তুমি কি চাও সে তার হাত তোমার মুখে রাখুক, আর তুমি তাকে উটের মত কাঁমড়ে দাও ?

রাবী বলেন : আবু মুলায়কা (র) তার দাদা হতে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর (রা) দাঁত দিয়ে কাঁমড়ানোর জন্য কোন দিয়াত প্রদান করেননি। বরং তিনি বলেন : তার দাঁত ভেঙে যাক।

৪৫১৬. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا هُشَيْمٌ نَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَاضِ أَنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُّهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ *

৪৫১৬। যিয়াদ ইবন আইউব (র) ইয়া'লা ইবন উমাইয়া (র) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ যারা দাঁত দিয়ে কাঁমড়ায় - তাদের সম্পর্কে বলেছেন : যদি তুমি চাও, তবে এরূপ হতে পারে যে, তুমি তোমার হাত তার মুখের মধ্যে দেবে, যাতে সে কাঁমড়াতে পারে। এরপর তুমি তোমার হাত তার মুখ থেকে টেনে নেবে। নবী ﷺ সে ব্যক্তির দাঁতের জন্য কোন দিয়াত প্রদান করেননি।

২৩. بَابُ فِي مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَأَعْمَتْ

২৩. অনুচ্ছেদ : চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করলে - তার শাস্তি সম্পর্কে

৪৫১৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ
 أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ
 قَالَ نَصْرٌ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ لَأَنْدَرِي
 أَصَحِّحٌ هُوَ أَمْ لَا *

৪৫১৭। নাসর ইবন আসিম (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তার পিতা হতে এবং
 তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চিকিৎসা-বিদ্যা
 সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হয়ে চিকিৎসা করবে, সে যিম্মাদার হবে।^১

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ ওয়ালীদ ব্যতীত আর কেটে বর্ণনা করেননি। আমি
 জানি না, হাদীছটি সহীহ কি-না।

৪৫১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَاحِفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
 الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ
 قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطِّ وَالْكِي *

৪৫১৮। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আবদুল আযীয ইবন উমার ইবন আবদুল আযীয (র)
 থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতার নিকট যারা আসতেন তাদের বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ
 বলেছেন : যে ব্যক্তি ডাক্তার না হয়ে রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে যদি
 কেউ না মানে, আর তার চিকিৎসার দ্বারা কারো ক্ষতি হয়, তবে সে যিম্মাদার হবে। যেমন - কেউ
 যদি রক্ত মোক্ষম করতে গিয়ে কোন শিরা কেটে ফেলে, অথবা বড় করে কাটে বা ফাঁড়ে, অথবা
 এমনভাবে দাগ দেয়, যাতে রোগী মারা যায়। তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।

২৪. بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

২৪. অনুচ্ছেদ : দাঁতের কিসাস সম্পর্কে

৪৫১৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
 كَسَرَتْ الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَاتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَضَى

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিজ্ঞ চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করে এবং তার ভুল ঔষধ প্রয়োগের ফলে কোন লোক
 মারা যায়, তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। (-অনুবাদক)।

بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ
ثَنِيَّتَهَا الْيَوْمَ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضُوا بِإِشْرَافٍ أَخَذُوهُ فَعَجِبَ
نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوَاقِسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ يَقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ *

৪৫১৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস ইবন নাযর (রা)-এর বোন রুবাইয়া কোন এক মহিলার দাঁত ভেঙে দেয়। তারা নবী ﷺ -এর কাছে আসলে, তিনি আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে কিসাসের ফায়সালা দেন। তখন আনাস ইবন নাযর বলেন : (ইয়া রাসূলুল্লাহ্ !) ঐ জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আপনি আজ তার দাঁত ভাঙবেন না। তিনি ﷺ বলেন : হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের হুকুম হলো কিসাসের ! আর যার দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, তার ওয়ারিছরা দিয়াত গ্রহণে সম্মত হয়। তখন নবী ﷺ আশ্চর্যব্বিত হয়ে বলেন : আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যদি তারা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কসম খায়, তখন আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করে দেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আমি শুনেছি, আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, দাঁতের কিসাস কিভাবে নেওয়া হবে ? তিনি বলেন : উকা দিয়ে ঘষতে হবে। (অর্থাৎ দাঁত ভেঙে দিতে হবে।)

২৫. بَابُ فِي الدَّابَّةِ تَنْفَعُ بِرَجُلِهَا

২৫. অনুচ্ছেদ : কোন পশু যদি পা দিয়ে লাথি মারে - সে সম্পর্কে

৪৫২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الرَّجُلُ جُبَارٌ *

৪৫২০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পশুর পায়ের আঘাত ধর্তব্য নয়। (অর্থাৎ এতে কোন দিয়াত নেই।)

৪৫২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي
سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُرْحُهَا
جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبَيْتَرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَالْعَجَمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لَا تَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَكُونُ بِاللَّيْلِ *

৪৫২১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স্মা জালা ও
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেছেন : কোন চতুষ্পদ পশুর ক্ষতি করা নিরর্থক। একইভাবে খনি বা কূপের মধ্যে পড়ে কেউ মারা গেলে, তার হুকুমও এরূপ। আর কেউ গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার পেলে, তার এক-পঞ্চমাংশ সরকারী তহবিলে দেয়া ওয়াজিব।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা সে সব পশুকে বুঝানো হয়েছে, যাদের সাথে কেউ থাকে না, তারা দিনে ক্ষতি করে, রাতে না।

২৬. بَابُ فِي النَّارِ تَعْدِي

২৬. অনুচ্ছেদ : সে আগুন সম্পর্কে, যা ছড়িয়ে পড়ে

৪৫২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ نَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارُ جَبَّارٌ *

৪৫২২। মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স্মা জালা ও
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেছেন : আগুনও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।^১

২৭. بَابُ جَنَائَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

২৭. অনুচ্ছেদ : ফকীর-মিসকীনের ছেলে অপরাধ করলে - সে সম্পর্কে

৪৫২৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِنَاسٍ فَقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَنْاسٌ فَقَرَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا *

৪৫২৩। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ফকীরের ছেলে - একজন ধনী ব্যক্তির ছেলের কান কেটে নেয়। তখন তার পরিবার-পরিজন নবী স্মা জালা ও
আলাইহি
ওয়া সালাম-এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা তো ফকীর! তখন তিনি স্মা জালা ও
আলাইহি
ওয়া সালাম তাদের উপর কোন দিয়াত নির্ধারণ করেননি।

১. যদি কেউ নিজের ক্ষেতে আগুন জ্বালায়, আর তা অন্যের ঘর বা জিনিষে বাতাসে উড়ে গিয়ে লাগে, তবে এতে কোন দিয়াত দিতে হবে না। (-অনুবাদক)।

২৮. بَابُ فِي مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا بَيْنَ قَوْمٍ

২৮. অনুচ্ছেদ : লোকের ভীড়ের চাপে পড়ে কেউ মারা গেলে— সে সম্পর্কে

৪৫২৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا أَوْ رِمِيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَاٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৪৫২৪। সাঈদ ইবন সুলায়মান (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জনতার চাপে অথবা পরস্পর পাথর নিক্ষেপের কারণে মারা যায়, বা চাবুকের আঘাতের ফলে মারা যায়, তার দীয়াত হবে ভুলবশত হত্যার দিয়াতের অনুরূপ। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত অবশ্যই দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি মারামারিকারী দু'ব্যক্তির মাঝখানে যাবে, তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত লোকের লানত।

كِتَابُ السُّنَّةِ

অধ্যায় : সুন্নাহ্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ السُّنَّةِ

অধ্যায় : সুন্নাহ্

১. بَابُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১. অনুচ্ছেদ : সুন্নাহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে

৪৫২৫. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ فِرْقَةً وَتَفَتَّرِقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً *

৪৫২৫। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছে : নাসারারাও একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত, আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে।

৪৫২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَبُو الْمُفِيزَةَ نَا صَفْوَانُ ح وَنَا عَمْرٍو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَحْوَهُ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوْذَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ إِلَّا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا فَقَالَ إِلَّا أَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِفُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ بَنُ يَحْيَى وَعَمْرٍو فِي حَدِيثِهِمَا وَإِنَّهُ سَيُخْرِجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ نَجَارَى

بِهِمْ تِلْكَ الْآهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ وَقَالَ عَمْرُو وَالْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ *

৪৫২৬। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন : জেনে রাখ ! তোমাদের আগের আহলে-কিতার (ইয়াহুদ ও নাসারা)গণ বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, আর এ মিল্লাতের লোকগণ অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। এক ফিরকা হবে জান্নাতী ; আর তারা ঐ জামাআতভুক্ত, যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুনাতের অনুসারী হবে।

রাবী ইবন ইয়াহইয়া এবং আমর (র) তাদের হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে এমন একদল লোক সৃষ্টি হবে, যাদের মাঝে গুমরাহী এভাবে বিস্তার লাভ করবে, যেমন ক্ষিপ্ত কুকুরের কাঁমড়ানোর ফলে সৃষ্ট রোগ, (যা রোগীকে পাগল বানিয়ে দেয়)।

রাবী আমর (র) বলেন : ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশন জনিত রোগ - এমন একটা মারাত্মক ব্যাধি যার বিষাক্ত প্রভাব থেকে রোগীর দেহের রং ও জোড় কিছুই রক্ষা পায় না।

২. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ

২. অনুচ্ছেদ : কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা ও মুতাশাবিহাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে

৪৫২৭. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ ابِرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَرَأْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ إِلَى أُولَى الْأَبَابِ قَالَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُلْبِكِ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ *

৪৫২৭। কা'নাবী (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এ আয়াত পাঠ করেন : আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত 'মুহকাম' বা স্পষ্ট, যা কিতাবের মূল এবং কিছু আয়াত 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক আর জ্ঞানী ব্যক্তিরাই নসীহত কবুল করে থাকে। রাবী আইশা (রা) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যখন তোমরা লোকদের 'মুতাশাবিহ' আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে ; তখন জানবে যে, এরা তারা - যাদের নাম আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। কাজেই তোমরা এদের থেকে দূরে থাকবে।

৩. بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

৩. অনুচ্ছেদ : বিদ'আতী স্বেচ্ছাচারীদের প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে

৪৫২৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ *

৪৫২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম আমল হলো - আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা।

৪৫২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخْلُفِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ حَتَّى طَالَ عَلَى تَسَوُّرَتِ جِدَارِ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَى السَّلَامِ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ تَوْبَتِهِ *

৪৫২৯। ইবন সারহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন কাআব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাআব (রা)-কে চলাফেরা করাতেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি বলেন : আমি কাআব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাবী ইবন সারহ (রা)ও তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ থেকে কাআবের পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি (কাআব) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিন জনের সাথে সমস্ত মুসলমানদের কথা বলতে মানা করে দেন। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, আমি আমার চাচাতো ভাই ইবন কাতাদা (র)-এর বাগানের প্রাচীর টপকিয়ে প্রবেশ করে, তাকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর শপথ ! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। এরপর তিনি তার তাওবা কবুল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন।

৪. بَابُ تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

৪. অনুচ্ছেদ : বিদ'আতীদের সালামের জবাব না দেয়া প্রসংগে

৪৫৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى

بُنِ يَعْمُرُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ *

৪৫৩০। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা দু'হাত ফাঁটা অবস্থায় আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আসলে, তারা আমার দু'হাত যাকরান রং লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করলে, তিনি তার জবাব না দিয়ে বলেন : তুমি চলে যাও এবং তোমার হাত থেকে এ রং ধুয়ে ফেল।

৪৫৩১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَلَّ بَعِيرٌ لَصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضَلَّ ظَهْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْنَبَ اعْطِيهَا بَعِيرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَ هَذَا الْحَجَّةَ وَالْمَحْرَمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ *

৪৫৩১। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার সুফিয়া বিন্ত হুয়াই (রা)-এর উট অসুস্থ হয় এবং সে সময় যয়নব (রা)-এর কাছে একটা অতিরিক্ত উট ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব (রা)-কে বলেন : তুমি উটটি ওকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন : ঐ ইয়াহুদীকে দেব ! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হন এবং তিনি যিলহাজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কয়েক দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন।

৫. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ

৫. অনুচ্ছেদ : কুরআনের মধ্যে ঝগড়া করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

৪৫৩২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَزِيدُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ *

৪৫৩২। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : কুরআনের মধ্যে নিজের মত ব্যক্ত করে ঝগড়ার সৃষ্টি করা কুফর।

৬. بَابُ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ

৬. অনুচ্ছেদ : সুন্নাহের অনুসরণ করা জরুরী

৪৫৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِلَّا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حِلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ إِلَّا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَفْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءَةٍ *

৪৫৩৩। আবদুল ওয়াহাব (র) - - - মিকদাম ইবন মা'দীকরাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখ ! আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ (হাদীছ) দেয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে একজন অভাবহীন তৃপ্ত ব্যক্তি তার খাটের উপর অবস্থান করে বলবে : তোমরা এ কুরআনকে গ্রহণ কর এবং এতে যা হালাল বলা হয়েছে, তা হালাল হিসাবে গ্রহণ কর; আর যা হারাম বলা হয়েছে, তা হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। জেনে রাখ ! গৃহ-পালিত গাধার গোশত তোমাদের জন্য হালাল নয়, কোন হিংস্র জন্তুর গোশত ও হালাল নয়, কোন যিম্মীর পরিত্যক্ত মাল হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তা থেকে বে-পরওয়া হয়, সে আলাদা ব্যাপার। আর যদি কেউ মেহমান হিসাবে কোন কাওমের কাছে যায়, তবে তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। তারা যদি সে ব্যক্তি মেহমানদারী না করে, তবে তাদের নিকট থেকে মেহমানের হক গ্রহণ করার অধিকার তার থাকবে।

৪৫৩৪. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَائِذَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ حَكْمٌ قَسِطٌ هَلْكَ الْمُرْتَابُونَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا يَكْثُرُ فِيهَا الثَّمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُؤْشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى ابْتَدَعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَأَيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ فَإِنْ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةٌ وَأُحْذِرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانٍ

الْحَكِيمُ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ لِمُعَازٍ مَا يُدْرِيْنِي رَحِمَكَ
 اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ
 قَالَ بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهَرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَلَا
 يَغْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقُّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ
 نَوْرًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا لَيْمُنَكَ ذَلِكَ
 عَنْهُ مَكَانَ يَثْنِيَنَّكَ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا
 بِالْمُشْتَبِهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَهَرَاتِ وَقَالَ لَا يَثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عَقِيلٌ وَقَالَ ابْنُ
 إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَّى تَقُولَ مَا
 أَرَادَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ *

৪৫৩৪। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - ইয়াযীদ ইব্ন উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি মা'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর সাথে ছিলেন, তিনি বলেন : মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) যখন কোন যিকিরের মজলিসে বসতেন, তখন এরূপ বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সন্দেহ পোষণকারীরা ধ্বংস হয়েছে। একদিন তিনি বলেন : তোমাদের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক ফিতনার সৃষ্টি হবে। সে সময় ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। ফলে, মু'মিন, মুনাফিক, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তি তার জ্ঞান অর্জন করবে। তখন এক ব্যক্তি এরূপ বলবে : লোকদের কি হয়েছে ? তারা আমার অনুসরণ কেন করে না, অথচ আমি কুরআন পড়েছি! তারা ততক্ষণ আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি কুরআন ব্যতীত অন্য জিনিস তাদের সামনে পেশ করি। কাজেই, কেউ যদি এরূপ কিছু করে, তবে তোমরা তা অস্বীকার করবে। কেননা, এরূপ যা কিছু উদ্ভাবিত হবে, তা গুমরাহী এবং আমি আলিমদের গুমরাহী সম্পর্কে অধিক শংকিত। কেননা, শয়তান কখনো কখনো আলিমদের মুখ থেকে গুমরাহীর কথা বের করে দেয় এবং কোন কোন সময় মুনাফিক ও সত্য কথা বলে।

রাবী বলেন : তখন আমি মা'আয (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : জ্ঞানী ব্যক্তি যে অজ্ঞানের মত কথা বলতে পারে এবং মুনাফিক ও কোন সময় সত্য কথা বলতে পারে, তা আমরা কিভাবে অবগত হতে পারি ? তিনি বলেন : তোমরা জ্ঞানীদের সে সব কথা পরিহার করবে, যা ভুল ও মিথ্যার সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং লোকেরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। এ সময় ও তোমরা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না ; কেননা, হয়তো তারা তা থেকে ফিরে আসতে পারে। তোমরা তাদের থেকে সত্য কথা শ্রবণ করবে এবং তা গ্রহণ করবে। কেননা, হকের মধ্যে সত্যের নূর নিহিত থাকে।

৪৫৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ ح وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ نَا أَسَادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَمَّادُ بْنُ دَلِيلٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح وَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ نَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ قَالَ كَعْبُ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُوهُ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِسَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَتَرْكِ مَا أَحَدَثَ الْمُحَدِّثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُّوا مُؤَنَّتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَاءِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمَقِ وَالتَّعَمُّيقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لَأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبَبَصَرٍ نَاقِدٍ كَفُّوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَالْفَضْلُ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحَدَّثَهُ الْأَمَنُ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَوَرَعَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُمْ مَا يَشْفِي فَمَادُونَهُمْ مِنْ مُقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مُحْسَرٍ وَقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفُوا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلُّوا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ كَتَبَتْ تَسْأَلُ عَنِ الْأَقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْخَيْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحَدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحَدَّثَةٍ وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثَرًا وَلَا أَثَبْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهْلَاءِ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعَقُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ وَسَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ

وَفَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضَعِيْفًا لِنَفْسِهِمْ أَنْ يَكُوْنَنَّ شَيْئًا لَمْ يُحِطْ بِهِ
 عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمُضْ فِيهِ قَدْرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ
 مِنْهُ اقْتَبِسُوْهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوْهُ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً كَذًا وَلِمَ قَالَ كَذًا
 لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلُّهُ
 بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا نَمْلِكُ
 لِنَفْسِنَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهَبُوا *

৪৫৩৫। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি
 উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট পত্রযোগে তাকদীর সম্পর্কে জানতে চান। ... আবুস
 সাল্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে জানার জন্য উমার ইব্ন
 আবদুল আযীয (র)-কে পত্র লেখেন। এর জবাবে তিনি লেখেন : আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি -
 আল্লাহকে ভয় করার জন্য এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ
 করার জন্য। আর বিদ'আতিগণ যা উদ্ভাবন করেছে, তা পরিহার করার জন্য আমি তোমাকে
 ওসীয়ত করছি। বিদ'আতীরা এসব কথা তখন উদ্ভাবন করেছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত
 প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ'আত সৃষ্টির পর তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমার উচিত, সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে
 ধারণ করা। কেননা, সুন্নাতের উপর আমল করলে তুমি আল্লাহর হুকুমে গুমরাহী থেকে বেঁচে যাবে।
 জেনে রাখ ! লোকেরা এমন কোন বিদ'আত সৃষ্টি করিনি, যা বাতিল হওয়ার জন্য দলীল বর্ণিত
 হয়নি এবং তা দেখাতে শিক্ষা হয়নি। আর সুন্নাতকে তিনি জারী করেছেন, যিনি জানতেন, এর
 বিরোধিতা করলে কিরূপ গুনাহ, ক্রটি-বিচ্যুতি ও আহমকী হবে। কাজেই, তুমি সে তরীকার
 অনুসরণ কর, যে তরীকা অনুসরণ করেছিল পূর্ববর্তিগণ। কেননা, তাঁরা দীনের ইল্ম সম্পর্কে গভীর
 জ্ঞানী ছিলেন। আর যে কাজ করতে তাঁরা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-গুনেই করেছেন। তারা দীনের
 অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আর তাদের মাঝে যে যোগ্যতা
 ছিল, তা ছিল উন্নতমানের। তোমরা যে তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, যদি তা-ই হিদায়াত হয়,
 তবে তোমরা অগ্রগামী হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা বল, যারা দীনের মধ্যে নতুন কথা সৃষ্টি
 করেছে; তবে আমরা বলবো : আগের লোকেরাই উত্তম ছিল এবং তারা এদের চাইতে অগ্রগামী
 ছিল। যতটুকু বর্ণনা করার, তা তাঁরা করেছেন। আর যতটুকু বলা দরকার, তা সবই করেছেন: এর
 উপরেও কিছু বলার নেই এবং নীচেও কিছু বলার নেই। কিছু লোক তাঁদের থেকে কম বর্ণনা
 করেছে, তারা ক্ষতি করেছে; আর কিছু লোক তাদের চাইতে বেশী বর্ণনা করেছে। পূর্ববর্তী
 আলিমগণ মধ্যপন্থী ছিলেন এবং তাঁরা সোজা-সরল রাস্তার অনুসরণকারী ছিলেন। তুমি পত্রে
 তাকদীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আল্লাহর হুকুমে তুমি এ প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের চাইতে অধিক
 জানী। আমি মনে করি, যত বিদ'আতী সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যা নতুন উদ্ভাবন করেছে, এর মধ্যে

তাকদীরের বর্ণনা খুবই স্পষ্ট এবং মজবুত। জাহিলী যুগের লোকেরা তাদের কথাবার্তায় তাকদীরের কথা বলতো এবং তাদের কবিতায়--তাকদীর থেকে মসীবত দূর করে দিত। অবশেষে ইসলাম এ ধারণাকে আরো শক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বা দুই হাদীছে নয়, বরং অনেক হাদীছে তাকদীরের কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানের তাঁর থেকে এসব শুনেছেন এবং অন্যের কাছে বর্ণনাও করেছেন - তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও ; এর উপর বিশ্বাস রেখে এবং মেনে নিয়ে। আর নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যে, এমন কিছুই নেই, যা আল্লাহ জানেন না এবং তাঁর কিতাবে লেখা নেই, অথবা এ ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য যে, তাকদীরের বর্ণনা আল্লাহর মজবুত কিতাবে রয়েছে, তা থেকে পূর্ববর্তিগণ তাকদীরের মাসআলা-মাসায়েল শিখেছে। যদি তুমি বল : কেন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, আর কেন এমন বলেন (যা বাহ্যতঃ তাকদীরের বিপরীত)? এর জবাব হলো : আগের যুগের লোকেরা এ আয়াত পড়েছিল এবং তারা এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল, যা তোমরা জান না। তারা আল্লাহর কিতাব ও তাকদীর সম্পর্কে বলতো : তা-ই হবে, যা আল্লাহ চান ; আর তা হবে না, যা তিনি চান না। আর আমরা আমাদের উপকার ও অপকারের পূর্ণ ক্ষমতা রাখি না। এ বিশ্বাসের উপর পূর্ববর্তিগণ উত্তম কাজ করতেন এবং খারাপ কাজ করতে ভয় পেতেন।

৪৫৩৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ نَا سَعِيدٌ يَغْنِي
ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ
أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنْ
الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ
فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ *

৪৫৩৬। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন উমার (রা)-এর একজন দোস্তু ছিল শাম দেশে, যিনি তার সাথে পত্রালাপ করতেন। একবার ইবন উমার (রা) তাকে লেখেন : আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের ব্যাপারে, কথাবার্তা বলেছ! এখন থেকে তুমি আমার কাছে আর পত্র লিখবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যা তাকদীরকে অস্বীকার করবে।

৪৫৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَخْبِرْنِي عَنْ أَدَمَ لِلْسَّمَاءِ خُلِقَ أَمَ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا بَلْ
لِلْأَرْضِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوَاعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بَدْءٌ
قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِلِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ

قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتِنُونَ بِضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَحِيمَ *

৪৫৩৭। আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (র) - - - খালিদ হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করি : হে আবু সাঈদ! আমাকে বলুন, আদম (আ)-কে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না যমীনের জন্য ? তিনি বলেন : তাকে যমীনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি বলি : যদি তিনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করতেন ? তিনি বলেন : এ ছাড়া তার গতান্তর ছিল না, (কেননা, তাঁর তাকদীরে এরূপ লেখা ছিল)। আমি বলি, আপনি আমাকে এ আয়াত সম্পর্কে বলুন : “শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে তাকে, যে জাহান্নামের যাবে।” তিনি বলেন : অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীতে কাউকে আবদ্ধ করতে পারে না, তবে তাকে, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম অবধারিত করেছেন।

৪৫৩৮। حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قَالَ خُلِقَ هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ *

৪৫৩৮। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - হাসান (র) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : وَلِذَلِكَ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের এজন্য সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : আল্লাহ তাদের পয়দা করেছেন জান্নাতের জন্য এবং ওদের (কাফিরদের) সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য।

৪৫৩৯। حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ مَالِ الْجَحِيمِ قَالَ إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ *

৪৫৩৯। আবু কামিল (র) - - - খালিদ হায্যা (র) বলেন : আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, এ আয়াতের অর্থ কি ? যেখানে বলা হয়েছে : শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে যে জাহান্নামে যাবে, (তার কথা স্বতন্ত্র)। তিনি বলেন : অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীর ফাঁদে তাকেই আবদ্ধ করবে, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন।

৪৫৪০। حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ نَا حَمَّادُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَأَنْ يَسْقُطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ الْأَمْرُ بِيَدِي *

৪৫৪০। হিলাল ইবন বিশর (র) - - - হুমায়দ (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলতেন : আসমান থেকে যমীনে পতিত হওয়া এরূপ বলা থেকে উত্তম যে, “সব কর্তৃত্ব আমার হাতে।”

৩. بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

৩. অনুচ্ছেদ : বিদ'আতী স্বেচ্ছাচারীদের প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে

৪৫২৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ *

৪৫২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম আমল হলো - আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা।

৪৫২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخْلُفِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ حَتَّى طَالَ عَلَى تَسَوُّرَتِ جِدَارِ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَى السَّلَامِ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ تَوْبَتِهِ *

৪৫২৯। ইবন সারহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন কাআব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাআব (রা)-কে চলাফেরা করাতেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি বলেন : আমি কাআব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাবী ইবন সারহ (রা)ও তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ থেকে কাআবের পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি (কাআব) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিন জনের সাথে সমস্ত মুসলমানদের কথা বলতে মানা করে দেন। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, আমি আমার চাচাতো ভাই ইবন কাতাদা (র)-এর বাগানের প্রাচীর টপকিয়ে প্রবেশ করে, তাকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর শপথ ! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। এরপর তিনি তার তাওবা কবুল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন।

৪. بَابُ تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

৪. অনুচ্ছেদ : বিদ'আতীদের সালামের জবাব না দেয়া প্রসঙ্গে

৪৫৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى

بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ *

৪৫৩০। মুসা ইব্ন ইসমাদিল (র) - - - আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা দু'হাত ফাঁটা অবস্থায় আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আসলে, তারা আমার দু'হাত যাকরান রং লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করলে, তিনি তার জবাব না দিয়ে বলেন : তুমি চলে যাও এবং তোমার হাত থেকে এ রং ধুয়ে ফেল।

৪৫৩১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَلَتْ بِعَيْرٍ لَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضَلَّ ظَهْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْنَبَ أَعْطَيْتَهَا بَعِيرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِيَتْ تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَ هَذَا الْحَجَّةَ وَالْمَحْرَمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ *

৪৫৩১। মুসা ইব্ন ইসমাদিল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার সুফিয়া বিন্ত হুয়াই (রা)-এর উট অসুস্থ হয় এবং সে সময় যয়নব (রা)-এর কাছে একটা অতিরিক্ত উট ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব (রা)-কে বলেন : তুমি উটটি ওকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন : ঐ ইয়াহুদীকে দেব ! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হন এবং তিনি যিলহাজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কয়েক দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন।

৫. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ

৫. অনুচ্ছেদ : কুরআনের মধ্যে ঝগড়া করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

৪৫৩২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَزِيدُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ *

৪৫৩২। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : কুরআনের মধ্যে নিজের মত ব্যক্ত করে ঝগড়ার সৃষ্টি করা কুফর।

৬. بَابُ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ

৬. অনুচ্ছেদ : সুন্নাহের অনুসরণ করা জরুরী

৪৫৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِلَّا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حِلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ إِلَّا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاةٍ *

৪৫৩৩। আবদুল ওয়াহাব (র) - - - মিকদাম ইব্ন মা'দীকরাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখ ! আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ (হাদীছ) দেয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে একজন অভাবহীন তৃপ্ত ব্যক্তি তার খাটের উপর অবস্থান করে বলবে : তোমরা এ কুরআনকে গ্রহণ কর এবং এতে যা হালাল বলা হয়েছে, তা হালাল হিসাবে গ্রহণ কর; আর যা হারাম বলা হয়েছে, তা হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। জেনে রাখ ! গৃহ-পালিত গাধার গোশত তোমাদের জন্য হালাল নয়, কোন হিংস্র জন্তুর গোশত ও হালাল নয়, কোন যিম্মীর পরিত্যক্ত মাল হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তা থেকে বে-পরওয়া হয়, সে আলাদা ব্যাপার। আর যদি কেউ মেহমান হিসাবে কোন কাওমের কাছে যায়, তবে তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। তারা যদি সে ব্যক্তি মেহমানদারী না করে, তবে তাদের নিকট থেকে মেহমানের হক গ্রহণ করার অধিকার তার থাকবে।

৪৫৩৪. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَائِدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ حَكْمٌ قَسِطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونَنِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى ابْتَدَعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَأَيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ فَإِنْ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةً وَأَحْذَرُكُمْ زَيْفَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانٍ

الْحَكِيمُ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ لِمُعَازٍ مَا يُدْرِيْنِي رَحِمَكَ
 اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ
 قَالَ بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهَرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَلَا
 يَغْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ
 نَوْرًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا لَا يُؤْمِنُكَ ذَلِكَ
 عَنْهُ مَكَانَ يَثْنِيَنَّكَ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا
 بِالْمُشْتَبِهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَهَرَاتِ وَقَالَ لَا يَثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وَقَالَ ابْنُ
 إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَّى تَقُولَ مَا
 أَرَادَ بِهِذِهِ الْكَلِمَةُ *

৪৫৩৪। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - ইয়াযীদ ইব্ন উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি মা'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর সাথী ছিলেন, তিনি বলেন : মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) যখন কোন যিকিরের মজলিসে বসতেন, তখন এরূপ বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সন্দেহ পোষণকারীরা ধ্বংস হয়েছে। একদিন তিনি বলেন : তোমাদের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক ফিতনার সৃষ্টি হবে। সে সময় ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। ফলে, মু'মিন, মুনাফিক, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তি তার জ্ঞান অর্জন করবে। তখন এক ব্যক্তি এরূপ বলবে : লোকদের কি হয়েছে? তারা আমার অনুসরণ কেন করে না, অথচ আমি কুরআন পড়েছি! তারা ততক্ষণ আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি কুরআন ব্যতীত অন্য জিনিস তাদের সামনে পেশ করি। কাজেই, কেউ যদি এরূপ কিছু করে, তবে তোমরা তা অস্বীকার করবে। কেননা, এরূপ যা কিছু উদ্ভাবিত হবে, তা গুমরাহী এবং আমি আলিমদের গুমরাহী সম্পর্কে অধিক শংকিত। কেননা, শয়তান কখনো কখনো আলিমদের মুখ থেকে গুমরাহীর কথা বের করে দেয় এবং কোন কোন সময় মুনাফিক ও সত্য কথা বলে।

রাবী বলেন : তখন আমি মা'আয (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : জ্ঞানী ব্যক্তি যে অজ্ঞানের মত কথা বলতে পারে এবং মুনাফিক ও কোন সময় সত্য কথা বলতে পারে, তা আমরা কিভাবে অবগত হতে পারি? তিনি বলেন : তোমরা জ্ঞানীদের সে সব কথা পরিহার করবে, যা ভুল ও মিথ্যার সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং লোকেরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। এ সময় ও তোমরা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না; কেননা, হয়তো তারা তা থেকে ফিরে আসতে পারে। তোমরা তাদের থেকে সত্য কথা শ্রবণ করবে এবং তা গ্রহণ করবে। কেননা, হকের মধ্যে সত্যের নূর নিহিত থাকে।

৪৫৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ ح وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ نَا أَسَادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَمَّادُ بْنُ دَلِيلٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح وَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ نَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ قَالَ كَعْبُ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُوهُ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِسَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَتَرْكِ مَا أَحَدَثَ الْمُحَدِّثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكَفُّوا مُؤَنَّتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَاءِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمَقِ وَالتَّعَمُّيقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لَأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبَبَصَرٍ نَاقِدٍ كَفُّوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَالْفَضْلُ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحَدَّثَهُ الْأَمَنُ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَوَرَعَ غَيْبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُمْ مَا يَشْفِي فَمَادُونَهُمْ مِنْ مُقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مُحْسَرٍ وَقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفُوا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلُّوا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْأَقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحَدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحَدَّثَةٍ وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ اثْرًا وَلَا أَثَبْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهْلَاءُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعَقُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ وَسَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ

وَفَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضَعِيْفًا لِنَفْسِهِمْ أَنْ يَكُونُ شَيْئٌ لَّهُمْ يُحِطُ بِهِ
 عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمُضْ فِيهِ قَدْرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ
 مِنْهُ اقْتَبِسُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً كَذًا وَلَمْ قَالَ كَذًا
 لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلُّهُ
 بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا نَمْلِكُ
 لِنَفْسِنَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهَبُوا *

৪৫৩৫। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি
 উমার ইবন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট পত্রযোগে তাকদীর সম্পর্কে জানতে চান। ... আবুস
 সাল্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে জানার জন্য উমার ইবন
 আবদুল আযীয (র)-কে পত্র লেখেন। এর জবাবে তিনি লেখেন : আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি -
 আল্লাহকে ভয় করার জন্য এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ
 করার জন্য। আর বিদ'আতিগণ যা উদ্ভাবন করেছে, তা পরিহার করার জন্য আমি তোমাকে
 ওসীয়ত করছি। বিদ'আতীরা এসব কথা তখন উদ্ভাবন করেছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাত
 প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ'আত সৃষ্টির পর তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমার উচিত, সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে
 ধারণ করা। কেননা, সুন্নাতের উপর আমল করলে তুমি আল্লাহর হুকুমে গুমরাহী থেকে বেঁচে যাবে।
 জেনে রাখ ! লোকেরা এমন কোন বিদ'আত সৃষ্টি করিনি, যা বাতিল হওয়ার জন্য দলীল বর্ণিত
 হয়নি এবং তা দেখাতে শিক্ষা হয়নি। আর সুন্নাতকে তিনি জারী করেছেন, যিনি জানতেন, এর
 বিরোধিতা করলে কিরূপ গুনাহ, ক্রটি-বিচ্যুতি ও আহমকী হবে। কাজেই, তুমি সে তরীকার
 অনুসরণ কর, যে তরীকা অনুসরণ করেছিল পূর্ববর্তীগণ। কেননা, তাঁরা দীনের ইল্ম সম্পর্কে গভীর
 জ্ঞানী ছিলেন। আর যে কাজ করতে তাঁরা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-গুনেই করেছেন। তারা দীনের
 অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আর তাদের মাঝে যে যোগ্যতা
 ছিল, তা ছিল উন্নতমানের। তোমরা যে তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, যদি তা-ই হিদায়াত হয়,
 তবে তোমরা অগ্রগামী হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা বল, যারা দীনের মধ্যে নতুন কথা সৃষ্টি
 করেছে; তবে আমরা বলবো : আগের লোকেরাই উত্তম ছিল এবং তারা এদের চাইতে অগ্রগামী
 ছিল। যতটুকু বর্ণনা করার, তা তাঁরা করেছেন। আর যতটুকু বলা দরকার, তা সবই করেছেন; এর
 উপরেও কিছু বলার নেই এবং নীচেও কিছু বলার নেই। কিছু লোক তাঁদের থেকে কম বর্ণনা
 করেছে, তারা ক্ষতি করেছে; আর কিছু লোক তাদের চাইতে বেশী বর্ণনা করেছে। পূর্ববর্তী
 আলিমগণ মধ্যপন্থী ছিলেন এবং তাঁরা সোজা-সরল রাস্তার অনুসরণকারী ছিলেন। তুমি পত্রে
 তাকদীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আল্লাহর হুকুমে তুমি এ প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের চাইতে অধিক
 জানী। আমি মনে করি, যত বিদ'আতী সৃষ্টি হয়েছে এবং তাবা যা নতুন উদ্ভাবন করেছে, এর মধ্যে

তাকদীরের বর্ণনা খুবই স্পষ্ট এবং মজবুত। জাহিলী যুগের লোকেরা তাদের কথাবার্তায় তাকদীরের কথা বলতো এবং তাদের কবিতায়--তাকদীর থেকে মসীবত দূর করে দিত। অবশেষে ইসলাম এ ধারণাকে আরো শক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বা দুই হাদীছে নয়, বরং অনেক হাদীছে তাকদীরের কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানের তাঁর থেকে এসব শুনেছেন এবং অন্যের কাছে বর্ণনাও করেছেন - তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও : এর উপর বিশ্বাস রেখে এবং মেনে নিয়ে। আর নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যে, এমন কিছুই নেই, যা আল্লাহ জানেন না এবং তাঁর কিতাবে লেখা নেই, অথবা এ ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য যে, তাকদীরের বর্ণনা আল্লাহর মজবুত কিতাবে রয়েছে, তা থেকে পূর্ববর্তিগণ তাকদীরের মাসআলা-মাসায়েল শিখেছে। যদি তুমি বল : কেন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, আর কেন এমন বলেন (যা বাহ্যতঃ তাকদীরের বিপরীত)? এর জবাব হলো : আগের যুগের লোকেরা এ আয়াত পড়েছিল এবং তারা এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল, যা তোমরা জান না। তারা আল্লাহর কিতাব ও তাকদীর সম্পর্কে বলতো : তা-ই হবে, যা আল্লাহ চান ; আর তা হবে না, যা তিনি চান না। আর আমরা আমাদের উপকার ও অপকারের পূর্ণ ক্ষমতা রাখি না। এ বিশ্বাসের উপর পূর্ববর্তিগণ উত্তম কাজ করতেন এবং খারাপ কাজ করতে ভয় পেতেন।

৪৫৩৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ نَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقَدْرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدْرِ *

৪৫৩৬। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্ন উমার (রা)-এর একজন দোস্তু ছিল শাম দেশে, যিনি তার সাথে পত্রালাপ করতেন। একবার ইব্ন উমার (রা) তাকে লেখেন : আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের ব্যাপারে, কথাবার্তা বলেছ ! এখন থেকে তুমি আমার কাছে আর পত্র লিখবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যা তাকদীরকে অস্বীকার করবে।

৪৫৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَخْبِرْنِي عَنْ أَدَمَ لِلِسَّمَاءِ خُلِقَ أَمْ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَرْضِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوَاعِثُصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِلِينَ الْأَمَنَ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتِنُونَ بِضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَحِيمُ *

৪৫৩৭। আবদুল্লাহ ইব্ন জাররাহ (র) - - - খালিদ হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করি : হে আবু সাঈদ! আমাকে বলুন, আদম (আ)-কে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না যমীনের জন্য ? তিনি বলেন : তাকে যমীনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি বলি : যদি তিনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করতেন ? তিনি বলেন : এ ছাড়া তার গতান্তর ছিল না, (কেননা, তাঁর তাকদীরে এরূপ লেখা ছিল)। আমি বলি, আপনি আমাকে এ আয়াত সম্পর্কে বলুন : “শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে তাকে, যে জাহান্নামের যাবে।” তিনি বলেন : অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীতে কাউকে আবদ্ধ করতে পারে না, তবে তাকে, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম অবধারিত করেছেন।

৪৫৩৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قَالَ خُلِقَ هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ *

৪৫৩৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - হাসান (র) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : وَلِذَلِكَ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের এজন্য সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : আল্লাহ তাদের পয়দা করেছেন জান্নাতের জন্য এবং ওদের (কাফিরদের) সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য।

৪৫৩৯. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ مَالِ الْجَحِيمِ قَالَ إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمِ *

৪৫৩৯। আবু কামিল (র) - - - খালিদ হায্যা (র) বলেন : আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, এ আয়াতের অর্থ কি ? যেখানে বলা হয়েছে : শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে যে জাহান্নামে যাবে, (তার কথা স্বতন্ত্র)। তিনি বলেন : অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীর ফাঁদে তাকেই আবদ্ধ করবে, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন।

৪৫৪০. حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ نَا حَمَّادُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَأَنْ يَسْقُطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ الْأَمْرُ بِيَدِي *

৪৫৪০। হিলাল ইব্ন বিশর (র) - - - হুমায়দ (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলতেন : আসমান থেকে যমীনে পতিত হওয়া এরূপ বলা থেকে উত্তম যে, “সব কর্তৃত্ব আমার হাতে।”

৫৪৪১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادُ نَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ قَدِيمٌ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِي فَقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَكَلِمَهُ فِي أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يُعْظِمُهُمْ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعُوا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ وَخَلَقَ الشَّرَّ قَالَ الرَّجُلُ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يَكْذِبُونَ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ *

৪৫৪১। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাসান (র) মক্কায় আমাদের নিকট আসলে, মক্কার ফকীহগণ আমাকে বলেন : আপনি হাসান (র)-কে বলুন, তিনি যেন একদিন ওয়াজ করেন। তিনি বলেন : হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপর লোকেরা একত্রিত হলে হাসান (র) তাদের সামনে ওয়াজ করেন। আমি তাঁর চাইতে উত্তম বক্তা আর কাউকে দেখিনি। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : হে আবু সাঈদ ! শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছে ? তিনি বলেন : সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা আছেন কি ? আল্লাহ শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি ভাল ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন ! তারা কিরূপে এ বুযুর্গের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়।

৫৪৪২. حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ كَذَلِكَ نَسَلُكَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ قَالَ الشَّرِكُ *

৪৫৪২। ইবন কাছীর (র) - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, হাসান (র) বলেন : আল্লাহর বাণী : এভাবেই আমি একে গুনাহগারদের অন্তরে নিষ্ক্ষেপ করি, অর্থাৎ শিরিককে।

৫৪৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ غَيْرُ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الصَّيِّدِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ قَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ *

৪৫৪৩। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - হাসান (র) বলেন : মহান আল্লাহর বাণী : তাদের মধ্যে এবং তারা যা চায় - তার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়েছে। তিনি বলেন : এর অর্থ : তাদের মধ্যে এবং ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়েছে।

৫৪৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسِيرًا بِالشَّامِ فَنَادَانِي رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيَّوَةَ فَقَالَ يَا أَبَا عَوْنٍ

مَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُونَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيرًا *

৪৫৪৪। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - ইব্ন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শামের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় পেছন থেকে আমাকে একজন ডাকে। আমি তাকিয়ে দেখি, সে হলো - রাজা ইব্ন হাওয়া। তিনি বলেন : হে আবু আওন ! লোকেরা হাসান (র) থেকে এসব কী বর্ণনা করে ? আমি বলি : তারা অধিকাংশ সময় তার উপর মিথ্যা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে।

৫৪৫৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَقُولُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ قَوْمُ الْقَدَرِ رَأَيْتُهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْفِقُوا بِذَلِكَ رَأَيْتُهُمْ وَقَوْمٌ لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ شَنَّانٌ وَبُغْضٌ يَقُولُونَ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا *

৪৫৪৫। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) - - - আয্যাব (র) বলেন : হাসান (র)-এর উপর দু' ধরনের লোক মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। একটি হলো কাদরীয়া - তারা চায় যে, তার নাম ব্যবহারে - তাঁদের বক্তব্য গৃহীত হোক। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তারা - যারা শত্রুতাবশত তার সম্পর্কে এরূপ বলে যে, তিনি এরূপ বলেছেন, সেরূপ বলেছেন।

৫৪৫৬. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ يَحْيَى بْنَ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لَنَا يَا فِتْيَانُ لَا تَغْلِبُوا عَلَى الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيَهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ *

৪৫৪৬। ইব্ন মুছান্না (র) - - - কুররাত ইব্ন খালিদ (র) আমাদের এরূপ বলতেন : হে যুবকেরা ! তোমরা হাসান (র) কাদরীয়া মতবাদের অনুসারী মনে করো না। তাঁর অভিমত আহলে সুন্নাতুল জামা'আতের অনুরূপ এবং সঠিক।

৫৪৫৭. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَامُومِلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ تَبْلُغُ مَا بَلَّغَتْ لَكُنَّا لَكِتَابَنَا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدُنَا عَلَيْهِ شُهُودًا وَلَكِنَّا قُلْنَا كَلِمَةً خَرَجَتْ لَا تُحْمَلُ *

৪৫৪৭। ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) - - - ইব্ন আওন (র) বলেন : যদি আমরা জানতাম যে, হাসান (র) যা বলেছেন, তা প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে, তবে তাঁর কাছে গিয়ে একটা কিতাব রচনা করতাম এবং লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমরা এমন কথা বলেছি, যা প্রত্যাহার যোগ্য নয়।

৫৪৫৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ لِي

الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَائِدٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا *

৪৫৪৮। সুলায়মান ইবন হারব (র) - - - আয়্যুব (র) বলেন : হাসান (র) বলেছেন : আমি আর কখনো এরূপ কথা বলবো না।

৪৫৪৯. حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِيِّ قَالَ مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ آيَةً قَطُّ إِلَّا عَنْ الْإِثْبَاتِ *

৪৫৪৯। হিলাল ইবন বিশর (র) - - - উছমান বাত্তী (র) বলেন : হাসান (র) যখনই কোন আয়াতের তাফসীর করেছেন, তখনই তাকদীরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪৫৫০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ نَاسُفَيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا أَلْفِينَ أَحَدُكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَأَنْدَرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ *

৪৫৫০। আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু রাফি' (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে কাউকে এরূপ পাব না, যে তার খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে থাকে। যদি তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ আসে, তখন সে বলে : আমি তো এ জানি না। বরং আমি আল্লাহর কিতাবে যে নির্দেশ পেয়েছি, তার অনুসরণ করি।^১

৪৫৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارِيُّ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ قَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ *

৪৫৫১। মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য।

১. আলোচ্য হাদীছে নবী (সা) অহংকারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য এরূপ বলবে এবং হাদীছের নির্দেশ পরিত্যাগ কর কেবলমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবী করবে। এরা সত্যকারের মুসলিম নয়। বরং প্রকৃত মুসলমান তারা - যারা কুরআন ও হাদীছের পূর্ণ অনুসরণ করবে। (-অনুবাদক)।

রাবী ঈসা (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমরা যা করিনি, যদি এমন কাজ কেউ করে, তবে তা পরিত্যাজ্য।

৪৫৫২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيُّ وَحَجَرُ بْنُ حَجَرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعَرَبَابُضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَحْمِلُهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعَرَبَابُضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ عَلَيْنَا فَقَالَ أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مَعَكُمْ بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ *

৪৫৫২। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - হাজার ইবন হাজার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা ইরবায় ইবন সারিয়া (রা)-এর নিকট গমন করি, যার শানে এ আয়াত নাযিল হয় : তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই, যারা আপনার নিকট এ জন্য আসে যে, আপনি তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন। আপনি বলেন : আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাই না।

রাবী বলেন : আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করি এবং বলি : আমরা আপনাকে দেখার জন্য, আপনার খিদমতের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে কিছু সংগ্রহের জন্য এসেছি। তখন তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সংগে সালাত আদায়ের পর, আমাদের দিকে ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। আমাদের মধ্যে একজন বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী ভাষণ, কাজেই আপনি আমাদের আরো কিছু অহীযত করুন। তখন তিনি ﷺ বলেন : আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুনাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই

বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী।

৪৫৫২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَتِيقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِلَّا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৪৫৫৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অধিক বচসা ও ঝগড়াকারী লোকেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন।

৭. بَابُ مَنْ دَعَا إِلَى لُزُومِ السُّنَّةِ

৭. অনুচ্ছেদ : সুন্নাতের অনুসরণের ফযীলত সম্পর্কে

৪৫৫৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا *

৪৫৫৪। ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লোকদের হিদায়েতের দিকে আহ্বান করবে, সে ঐ লোকের সম-পরিমাণ ছওয়াব পাবে, যে তার অনুসরণ করবে। আর তাদের বিনিময় থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি লোকদের গুমরাহীর দিকে ডাকবে, সে ব্যক্তি তাদের গুনাহের সম-পরিমাণ ভাগী হবে, যারা তার অনুসরণ করবে। আর তাদের গুনাহ থেকে কিছুই কম করা হবে না।

৪৫৫৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَحْرُمْ فَحَرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ *

৪৫৫৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - সাঈদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানদের মাঝে সব চাইতে বড় গুনাহগার ঐ ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, যা হারাম ছিল না; কিন্তু তার জিজ্ঞাসার কারণে তা হারাম হয়ে যায়।

৪. بَابُ فِي التُّفْضِيلِ

৮. অনুচ্ছেদ : সাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে

৪৫৫৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ *

৪৫৫৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী করীম ﷺ -এর যামানায় বলতাম : আবু বকর (রা)-এর সমতুল্য আর কেউ নেই। এরপর উমার (রা) এবং তারপর উছমান (রা)। এঁদের পর আমরা নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কাউকে অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম না।

৪৫৫৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَاعَنْبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيُّ أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ *

৪৫৫৭। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় এরূপ বলতাম যে, নবী ﷺ -এর তাঁর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন - আবু বকর, তারপর উমার এবং এরপর উছমান।

৪৫৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا جَامِعُ ابْنِ أَبِي رَاشِدٍ ثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولُ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَتِ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *

৪৫৫৮। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন হানাফীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার পিতা (আলী (রা))-কে জিজ্ঞাসা করি : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তিনি বলেন : আবু বকর (রা)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি : এরপর কে ? তিনি বলেন : উমার (রা)।

রাবী বলেন : আমার ভয় হয়, যদি আমি জিজ্ঞাসা করি : এরপর কে ? আর তিনি বলেন : উছমান (রা)। তাই আমি তাকে বলি হে আমার পিতা ! এরপর কি আপনি শ্রেষ্ঠ ? জবাবে তিনি বলেন : আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন। (এটা তাঁর বিনয়ের প্রকাশ)।

৪৫৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْفَرِّيَّابِي قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْوَلَايَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَأَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالثَّمَجَارِيْنَ وَالْأَنْصَارَ وَمَا أَرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ *

৪৫৫৯। মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন (র) - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এরূপ মনে করবে যে, আলী (রা) - আবু বকর ও উমার (রা) অপেক্ষা খিলাফতের জন্য অধিক উপযুক্ত ছিলেন ; তবে সে ব্যক্তি আবু বকর (রা), উমার (রা) এবং সমস্ত আনসার ও মুহাজিরদের ত্রুটি চিহ্নিত করবে। (কেননা, আবু বকর (রা) মুহাজির ও আনসারদের সর্ব সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন)। তিনি আরো বলেন : যার এরূপ ধারণা পোষণ করবে, তাদের আমল (আল্লাহর নিকট পৌছাবে) যাবে বলে আমার মনে হয় না।

৪৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا قَبِيصَةُ ثَنَا عَبَادُ بْنُ السَّمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْغَزِيْزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ *

৪৫৬০। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খলীফা পাঁচজন : আবু বকর (রা), উমার (রা), উছমান (রা), আলী (রা) এবং উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)।

৯. بَابُ فِي الْخُلَفَاءِ

৯. অনুচ্ছেদ : খিলাফত সম্পর্কে

৪৫৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا الشَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثَرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَرَى سَبَبًا وَأَصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ وَصَلَ فَعَلَا بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي

وَأُمِّي لَتَدْعَنِي فَلَا عِبْرَتَهَا فَقَالَ اعْبُرْهَا فَقَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِيَنَّهُ وَحَلَاوَتُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَكْثَرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثَرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوَصِّلُ لَهُ فَيَعْلُوَاهُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ لِتُحَدِّثَنِي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ أَصَبْتُ بَعْضًا وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا فَقَالَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْسِمُ *

৪৫৬১। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি রাতে স্বপ্নে দেখি যে, এক টুকরা মেঘ, যা থেকে ঘি ও মধু বর্ষিত হচ্ছে। এরপর আমি দেখি যে, লোকেরা হাত বাড়িয়ে তা আহরণ করছে, কেউ বেশী - আর কেউ কম। এরপর আমি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত একটা ঝুলন্ত রশি দেখতে পাই। আমি দেখি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি সে রশি ধরে উপরে উঠে গেলেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তা ধরে উপরে উঠে যায়। পরে আর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে চলে যায়। এরপর এক ব্যক্তি তা ধরলে, সেটি ছিঁড়ে যায়, পরে তা ঠিক হলে, তিনি তা ধরে উপরে গমন করেন। একথা শুনে আবু বকর (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক ! আপনি আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করার অনুমতি দিন। তখন নবী ﷺ বলেন : আচ্ছা, তুমি এ স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা কর। আবু বকর (রা) বলেন : মেঘের টুকরা হলো - দীন ইসলাম। আর যে ঘি ও মধু তা থেকে বর্ষিত হচ্ছে, তা হলো - কুরআনের মিষ্টি-মধুর বচন এবং কম-বেশী সংগ্রহকারীর অর্থ হলো - কুরআনের ইল্ম কম-বেশী অর্জনকারী। আর আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত রশির অর্থ হলো - ঐ সত্য দীন, যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। তারপর আল্লাহ আপনাকে উঠিয়ে নিলে, খিলাফতের ঐ দায়িত্ব আর এক ব্যক্তি গ্রহণ করবে, তাকেও উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর আর এক ব্যক্তি সে দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তাকেও উঠিয়ে নেওয়া হবে। পরে এক ব্যক্তি সে দায়িত্ব গ্রহণ করলে, রশি ছিঁড়ে যাবে, পরে তা মিলিত হবে এবং তাকেও উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি বলুন, আমি স্বপ্নের তা'বীর কি সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পেরেছি, না ভুল হয়েছে? তিনি ﷺ বলেন : তুমি কিছু ঠিক এবং কিছু ভুল বর্ণনা দিয়েছ। তখন তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি শপথ দিয়ে বলছি, আমি যা ভুল করেছি, তা আমাকে বলে দিন। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি কসম খেয়ো না।

৪৫৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ *

৪৫৬২। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আবু বকর (রা)-এর ক্রটি সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে অস্বীকার করেন। হাদীছের এ অংশ উপরোক্ত ঘটনার অংশ।

৪৫৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مِمَّنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَانَ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِلَتْ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَّحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَّحَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَّحَ عُمَرُ ثُمَّ رَفَعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৫৬৩। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন : তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? তখন এক ব্যক্তি বলে : আমি স্বপ্নে দেখি যে, আসমান থেকে একটা দাঁড়ি-পাল্লা নাযিল হয়েছে, তাতে আপনাকে ও আবু বকর (রা)-কে মাপা হলে, আপনার ওয়ন আবু বকর (রা) থেকে অধিক হয়। এরপর উমার ও আবু বকর (রা)-কে মাপা হলে, আবু বকর (রা)-এর পাল্লা ভারী হয়। তারপর উমার ও উছমান (রা)-কে মাপা হলে, উমার (রা)-এর পাল্লা অধিক ওয়ন বিশিষ্ট হয়। এরপর সে দাঁড়ি-পাল্লা উপরে উঠে যায়।

রাবী বলেন : এ বৃত্তান্ত শোনার পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পাই।

৪৫৬৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيْكُمُ رَأَى رُؤْيَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهِيَةَ فَاسْتَأَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْغِي فُسَاءَهُ ذَلِكَ فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتَى اللَّهُ الْمَلِكُ مَنْ يَشَاءُ *

৪৫৬৪। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু বাকরা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের মাঝে কে স্বপ্ন দেখেছে? এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ নেই, বরং এরূপ উল্লেখ আছে যে, এ স্বপ্নকে তিনি ভাল মনে করেননি। নবী করীম ﷺ বলেন : খিলাফত হবে নবুওয়াতের। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, সুলতানাত (বাদশাহী) দান করবেন।

৪৫৬৫. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرَى اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيْطَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنِيْطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ وَنِيْطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا تَنْوِطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وَلَاةٌ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمَرُوا *

৪৫৬৫। আমার ইবন উছমান (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আজকের রাতে একজন নেক-বখ্ত লোককে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে যে, আবু বকর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে; আর উমার (রা)-কে আবু বকর (রা)-এর সংযুক্ত করা হয়েছে এবং উছমান (রা)-কে উমার (রা)-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

রাবী জাবির (রা) বলেন : যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে গমন করি, তখন আমার মনে এরূপ উদয় হয় যে, নেককার ব্যক্তি হলেন - স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আর একজন অপর জনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হলো : তাঁরা নবী ﷺ ঐ কাজের স্থলাভিষিক্ত হবেন, যে জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

৪৫৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَانَ دَلُّوا دُلَى مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَآخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شَرْبًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَآخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَّتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ *

৪৫৬৬। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি (স্বপ্নে) দেখেছি যে, আসমান থেকে একটা বালতি ঝুলানো হয়েছে। আবু বকর (রা) এসে তার দু'পাশ ধরে সামান্য পানি পান করেন। এরপর উমার (রা) এসে তার দু'পাশ ধরে তৃপ্তির সাথে পানি পান করেন। তারপর উছমান (রা) এসে তার দু'পাশ ধরে পরিতৃপ্তির সাথে পানি পান করেন। এরপর আলী (রা) এসে সে বালতির দু'পাশ ধরে উপুড় করলে, তা থেকে কিছু পানি তাঁর শরীরে গিয়ে পড়ে।

৪৫৬৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا الْوَلِيدُ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ لَتَمَخُرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلَّا دِمَشْقُ وَعُمَّانُ *

৪৫৬৭। আলী ইব্ন সাহল (র) - - - মাক্হুল (রা) বলেন : রোমের লোকেরা শামে চল্লিশ দিন থাকবে। দামিশক ও আম্মান ছাড়া কোন শহর তাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

৪৫৬৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ نَا الْوَلِيدُ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْأَعْيَاسِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَلْمَانَ يَقُولُ سَيَأْتِي مَلِكٌ مِّنْ مَّلُوكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشْقَ *

৪৫৬৮। মুসা ইব্ন আমির (র) - - আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান (রা) বলেন : আজমী বাদশাহদের থেকে একজন বাদশাহ অচিরেই বের হবেন, যিনি দামিশক ছাড়া আর সব শহর দখল করবেন।

৪৫৬৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا بَرْدُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلَا حِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ *

৪৫৬৯। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - মাক্হুল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাঁর একস্থানে অবস্থিত থাকবে, যাকে 'গুতা' বলা হয়। (এটি শাম দেশে, দামিশকের কাছে অবস্থিত একটা স্থানের নাম।)

৪৫৭০. حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ يَقْرَاهَا وَيُفْسِرُهَا إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتُوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وَإِلَى أَهْلِ الشَّامِ *

৪৫৭০। আবু জা'ফর (র) - - - আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ (র)-কে খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : উছমান (রা)-এর মর্যাদা আল্লাহর কাছে ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) -এর মত। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন : যখন আল্লাহ বলেন : হে ঈসা! আমি তোমাকে (পরে) মৃত্যুদান করবো, আর (এখন) তোমাকে কাফিরদের থেকে। আর তোমার অনুসারীদের বিজয়ী করবো কাফিরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত। এ সময় হাজ্জাজ তার হাত দিয়ে আমাদের দিকে ইশারা করেন এবং শামের অধিবাসীদের উপর।

৪৫৭১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا نَجَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُمْ فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمُ عَلَيْهِ أَمْ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَى أَنْ لَا أُصَلِّيَ خَلْفَكَ صَلَاةً أَبَدًا وَإِنْ وَجَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لِأَجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ زَادَ إِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَاتَلَ فِي الْجَمَاجِمِ حَتَّى قُتِلَ *

৪৫৭১। ইসহাক ইবন ইসমাইল (র) - - - দাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাজ্জাজ (র)-কে খুতবা দিতে শুনি। আর তিনি তার খুতবায় বলেন : তোমাদের মধ্যে প্রেরিত কোন রাসূল শ্রেষ্ঠ অথবা সে, যে তার আহলের মধ্যে খলীফা ?

রাবী বলেন : তখন আমি মনে মনে বলি : এখন আল্লাহর হুক আমার উপর এই যে, আমি তোমার পেছনে আর কখনো সালাত আদায় করবো না। আর আমি যদি এমন কোন কাওম পাই, যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তবে অবশ্যই আমি তাদের সাথী হয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

রাবী ইসহাক (র) তার হাদীছে একরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'জামাজিম' নামক স্থানে (তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে) শহীদ হন।

৪৫৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيهَا مَثْنُوِيَّةٌ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَثْنُوِيَّةٌ لِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللَّهُ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ بَابِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوا مِنْ بَابِ آخَرَ لَحَلَّتْ لِي دِمَائُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَاللَّهُ لَوْ أَخَذْتُ رِبِيْعَةً بِمُضَرٍ لَكَانَ ذَلِكَ لِي مِنَ اللَّهِ حَلَالًا وَيَا عَذِيرِي مَنْ عَبْدٍ هَزِيلٍ يَزْعُمُ أَنْ قِرَاءَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا هِيَ إِلَّا زَجْرٌ مِنْ زَجَرِ الْأَعْرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَذِيرِي مَنْ لِهَذِهِ الْحَمْرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِي بِالْحَجَرِ فَيَقُولُ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَوَاللَّهِ لَأَدَّ عَنْهُمْ كَالْأَمْسِ الدَّابِرِ قَالَ فَذَكَرْتُهِ لِلْأَعْمَشِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ *

৪৫৭২। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাজ্জাজকে মিন্বর থেকে খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনি : তোমরা আল্লাহকে যথা সম্ভব ভয় কর, এতে কোন শর্ত নেই। এ ভাবেই শোন এবং অনুসরণ কর শর্তহীনভাবে মু'মিনদের আমীর আবদুল

মালিকের। আল্লাহর শপথ! আমি যদি লোকদের নির্দেশ দেই মসজিদের এ দরজা দিয়ে বের হওয়ার, আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তবে তাদের রক্ত ও মাল আমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! যদি আমি 'মুদার' গোত্রে অপরাধে 'রাবীআ' গোত্রকে পাঁকড়াও করি, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা আমার জন্য হালাল। আর কাছে আবদে হুযায়লের পক্ষ থেকে কে ওয়র পেশ করবে, যে মনে করে, আমি যে ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করি, তা আল্লাহর থেকে? আল্লাহর শপথ! তা তো একটা গীত মাত্র, আরবদের সংগীত থেকে। আল্লাহ তা তাঁর নবীর ^{পা জাজা ও আল্লাহর} উপর নাযিল করেননি। আমার কাছে ঐ আজমী লোকদের পক্ষ থেকে ওয়র পেশ করবে, তারা তো পাথর নিক্ষেপ করে অর্থাৎ ফিতনা-ফ্যাসাদের কথা সৃষ্টি করে এবং বলে : দেখ! এ পাথর কোন পর্যন্ত যায়। আল্লাহর শপথ! আমি তাদের গত দিনে মত নাস্তানাবুদ করে দেব।

রাবী বলেন : আমি এ কথাগুলো আমাশ (র)-এর কাছে বর্ণনা করলে, তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি হাজ্জাজ থেকে এরূপ শুনেছি!

৪৫৭৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ هَذِهِ الْحَمْرَاءُ هُبْرٌ هُبْرٌ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَدْ قَرَعْتُ عَصَابِعُصًا لَأَذَرْنَهُمْ كَالْأَمْسِ الذَّاهِبِ يَعْنِي الْمَوَالِي. *

৪৫৭৩। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আমাশ (র) বলেন : আমি হাজ্জাজকে মিম্বর থেকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আজমী লোকেরা কাঁটার মত। আল্লাহর শপথ! যদি আমি কাঠকে কাঠের উপর আঘাত করি, তবে তাকে এ ভাবে নাস্তানাবুদ করে দেব, যেমন যত কাল চলে গেছে।

৪৫৭৪. حَدَّثَنَا قُطُنُ بْنُ نُسَيْرٍ جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ نَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ جَمَعْتُ مَعَ الْحَجَّاجِ فَخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ فِيهَا فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَصَفِيَّهُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৪৫৭৪। কুত্ন ইবন নুসায়র (র) - - - সুলায়মান আমাশ (র) বলেন : আমি হাজ্জাজের সাথে জুমুআর সালাত আদায় করি। তিনি খুতবা দেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাজ্জাজ এ খুতবায় বলেন : তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহর খলীফা এবং তাঁর মনোনীত বান্দা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের, এ ভাবেই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৪৫৭৫. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلِيفَةُ الدُّبُورَةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ

سَنَتَيْنِ وَعُمَرَ عَشْرًا وَعُثْمَانَ اثْنَيْ عَشَرَ وَعَلِيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ بِسَفِينَةٍ
 إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ قَالَ كَذَبْتَ أَسْتَاهُ بَنِي الزُّرْقَاءِ
 يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ *

৪৫৭৫। সাওয়ার ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নবুওয়াতের খিলাফতের সময়কাল হলো ত্রিশ বছর। এরপর আল্লাহ
 যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা বাদশাহী দান করবেন।

রাবী সাঈদ (র) বলেন : সাফীনা (রা) আমাকে বলেন : তুমি হিসাব কর। আবু বকর
 (রা)-এর শাসনকাল হবে দু' বছর ; উমর (রা)-এর দশ বছর ; উছমান (রা)-এর বার বছর এবং
 আলী (রা)-এর অর্থাৎ ছ'বছর।

রাবী সাঈদ বলেন : তখন আমি সাফীনা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, বনু-মারওয়ান এরূপ
 ধারণা করে যে, আলী (রা) খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বলেন : বনু-মারওয়ানরা মিথ্যা
 বলেছে।

৪৫৭৬। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ أَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ وَسُفْيَانَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ نَفِيلٍ
 قَالَ لَمَّا قَدِمَ فُلَانٌ إِلَى الْكُوفَةِ أَقَامَ فُلَانٌ خَطِيبًا فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ
 فَقَالَ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الظَّالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ
 شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ أَتَمِّ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْعَرَبُ تَقُولُ أَتَمَّ قُلْتُ وَمَنْ
 التَّسْعَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى حِرَاءٍ أُثْبِتَ حِرَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ
 إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قُلْتُ وَمَنْ التَّسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ
 وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ عَوْفٍ قُلْتُ وَمَنْ الْعَاشِرُ فَتَلَا هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ
 الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ بِإِسْنَادِهِ *

৪৫৭৬। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন জালিম মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি
 বলেন : আমি সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (র) থেকে শ্রবণ করেছি যে, যখন

অমুক ব্যক্তি কুফায় এসে অমুক ব্যক্তিকে খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) আমার হাত ধরে বলেন : তুমি কি ঐ জালিম ব্যক্তিকে দেখছো না ; আমি নয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী। আর আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কে ও সাক্ষ্য দেই, তবু ও আমি গুনাহ্গার হবো না। এ কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করি : ঐ নয় ব্যক্তি কারা ? তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরা পর্বতের উপর উঠলে, তা কাঁপতে থাকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ওহে হিরা ! তুমি স্থির হও। আমি আবার প্রশ্ন করি : ঐ নয় ব্যক্তি কে কে ? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তারা হলো : ১। আবু বকর (রা), ২। উমার (রা), ৩। উছমান (রা), ৪। আলী (রা), ৫। তালহা (রা), ৬। যুবায়র (রা), ৭। সা'আদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা), ৮। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), ৯। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি : দশম ব্যক্তিটি কে ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলেন : আমি নিজে।^১

৪৫৭৭. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْحُرَيْثِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ قَالَ قَالُوا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ *

৪৫৭৭। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আখনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি মসজিদে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আলী (রা) সম্পর্কে আলোচনা করলে, সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন : আমি এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, দশ ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। তাঁরা হলেন : ১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে যাবেন, ২। আবু বকর (রা) জান্নাতী, ৩। উমার (রা) জান্নাতী, ৪। উছমান (রা) জান্নাতী, ৫। আলী (রা) জান্নাতী, ৬। তালহা (রা) জান্নাতী, ৭। যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) জান্নাতী, ৮। সা'আদ ইব্ন মালিক (রা) জান্নাতী, ৯। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) জান্নাতী।

তিনি বলেন : আমি ইচ্ছা করলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করে : সে লোকটি কে ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলেন : তিনি হলেন - সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা), অর্থাৎ তিনি নিজে।

১. এখানে আটজন সাহাবীর নাম উল্লেখের পর দশম সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নবম সাহাবীর নাম নেই। তিনি হলেন- সা'দ ইব্ন মালিক (রা)। (-অনুবাদক)।

৪৫৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى
النَّخَعِيُّ حَدَّثَنِي جَدِّي رَبَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلَانٍ فِي مَسْجِدِ
الْكُوفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ نَفِيلٍ فَرَحَّبَ بِهِ
وَحَيَّاهُ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ
قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ وَسَبَّ فَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدٌ مَّنْ يُسَبُّ هَذَا الرَّجُلُ
قَالَ يَسَبُّ عَلِيًّا قَالَ أَلَا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسُبُّونَ عِنْدَكَ ثُمَّ
لَا تُنْكِرُ وَلَا تَغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَن أَقُولَ عَلَيْهِ
مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيْتُهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ
وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمْ شَهِدْ رَجُلًا مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَغْبِرُ فِيهِ وَجْهُهُ
خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمَرُ وَلَوْ عَمِرَ عُمَرُ نُوْحٌ *

৪৫৭৮। আবু কামিল (র) - - - রাবাহ ইবন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি কূফার মসজিদে অমুক ব্যক্তির পাশে বসা ছিলাম। এ সময় কূফার লোকেরা তার কাছে উপস্থিত হয়। এ সময় সেখানে সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) আসলে, মুগীরা ইবন শূ'বা (রা) তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং সালাম বিনিময়ের পর তাঁকে তিনি তার পায়ের নিকটবর্তী আসনে বসান। এরপর সেখানে কায়স ইবন আলকামা (র) নামক কূফার একজন অধিবাসী আসেন। মুগীরা (রা) তাকেও অভ্যর্থনা জানান। তখন সে ব্যক্তি আলী (রা) সম্পর্কে কটুক্তি করলে, সাঈদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন : এ ব্যক্তি কার সম্পর্কে কটুক্তি করছে? তখন মুগীরা (রা) বলেন : আলী (রা) সম্পর্কে। এ সময় সাঈদ (রা) বলেন : আমি আপনার কাছে এমন কিছু লোককে দেখতে পাচ্ছি, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মন্দ বলছে! অথচ আপনি তাদের তা থেকে নিষেধ করছেন না এবং বিরত থাকতেও বলছেন না। এরপর তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ বলতে শুনেছি !

রাবী বলেন : এ ব্যাপারে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমি আপনার ব্যাপারে এমন কিছু বলবো, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেননি। যে কারণে তিনি কিয়ামতের দিন আমাকে পাঁকড়াও করবেন, যখন তাঁর সংগে আমার দেখা হবে। তিনি বলেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী। তারপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : সাহাবীগণের মাঝে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সোহবত লাভ করেছেন এবং এজন্য তাদের মুখ মণ্ডলে ধূলাবালি নিষ্কিপ্ত হয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যকার ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম, যে নূহ (আ)-এর হায়াত কালের সমান নেক আমল করে।

৪৫৭৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى الْمَعْنِيُّ قَالَا

نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أَحَدًا فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضْرَبَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اثْبُتْ أَحَدُ نَبِيِّ وَصِدِّيقٍ وَشَهِيدَانِ *

৪৫৭৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং সে সময় তাঁর সাথে আবু বকর, উমার ও উছমান (রা) ছিলেন। এ সময় পাহাড় কাঁপতে থাকলে, নবী ﷺ তাকে পদাঘাত করে বলেন : তুমি স্থির হও। তোমার উপর নবী, সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছে।

৪৫৮০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ *

৪৫৮০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা রিদওয়ান বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না।

৪৫৮১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُوسَى فَلَعَلَّ اللَّهَ وَقَالَ ابْنُ سِنَانَ أَطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ *

৪৫৮১। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের এরূপ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের খুশীমত আমল কর, আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি।

৪৫৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَاتَاهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يَكْلِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَصَرَبَ يَدَهُ بِفَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخْرُ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ *

৪৫৮২। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - মিস্ওর ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৃদয়বিয়ার সন্ধি স্থানে গমন করেন। এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তখন সেখানে উরওয়া ইবন মাসউদ (রা) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংগে কথা-বার্তা বলতে থাকেন এবং মহব্বতের কারণে তাঁর দাঁড়ি মুবারকে হাত দিতে থাকেন। (এটা ছিল তৎকালীন আরবের প্রচলিত রীতি।) এ সময় মুগীরা ইবন শু'বা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তার হাতে ছিল তলোয়ার এবং মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। তিনি উরওয়ার হাতে তরবারির খোঁচা দিয়ে বলেন : তুমি তোমার হাতকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাঁড়ি থেকে দূরে সরিয়ে নেও। তখন উরওয়া মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করেন : এ লোকটি কে? সাহাবীগণ বলেন : ইনি হলেন মুগীরা ইবন শু'বা (রা)।

৪৫৮৩. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّائِلِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى آلِ جَعْفَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَآخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي *

৪৫৮৩। হানাদ ইবন সিরী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : একদা জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে, আমার হাত ধরে, আমাকে জান্নাতের সে দরজাটি দেখান, যা দিয়ে আমার উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন আবু বকর (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে, যদি এ সময় আমি আপনার সাথে থাকতাম, তা হলে জান্নাতের সে দরজা দেখতে পেতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে আবু বকর ! আমার উম্মতের মধ্যে তুমি-ই সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪৫৮৪. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَيَّاسٍ الْجَرِيرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ الْأَقْرَعِ مُؤَذِّنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى الْأَسْقَفِ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ تَجِدُنِي فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنًا قَالَ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدُّرَّةُ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِنْ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي يَجِيئُ بَعْدِي فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ قَرَابَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ

اللَّهُ عُمَانُ ثَلَاثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدًا أَحَدِيدٍ قَالَ فَوَضَعَ
عُمَرُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَادْفَرَاهُ يَادْفَرَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ
خَلِيفَةُ صَالِحٍ وَلَكِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ حِينَ يَسْتَخْلِفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُوكٌ وَالْدَّمُ
مُهْرَاقٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الدَّفَرُ النَّتْنُ *

৪৫৮৪। হাফস ইবন উমার (র) - - - আকরা (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি উমার ইবন খাত্তাব (রা)-এর মুয়াজ্জিন ছিলেন। তিনি বলেন : উমার (রা) আমাকে নাসারাদের একজন পাদরীর কাছে পাঠান। তখন আমি তাকে ডেকে আনি। তখন উমার (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : আমার কোন অবস্থার বর্ণনা তোমাদের কিতাবে আছে কি? সে বলে : হ্যাঁ। তিনি বলেন : তা কিরূপ। তখন সে পাদরী বলে : ‘কারনা’ হিসাবে আপনাকে পাই। তখন উমার (রা) তার উপর দোররা উঠিয়ে বলেন : ‘কারনা’ কি? তখন সে বলে : আমানতদার, মজবুত এবং শক্তিশালী। উমার (রা) বলেন : আমার পরে যে খলীফা হবে, তার অবস্থা কি? সে বলে : আমি তাকে নেক্কার খলীফা মনে করি, তবে তিনি তাঁর আপনজনদের খেয়াল বেশী রাখবেন। তখন উমার (রা) বলেন : আল্লাহ্ উছমানের উপর রহম করুন! তিনি একথা তিনবার বলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তাঁর পরে যে খলীফা হবে, সে ব্যক্তির অবস্থা কি? সে বলে : তিনি তো লোহার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, (অর্থাৎ তিনি সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকবেন)। তখন উমার (রা) তার মাথায় হাত রেখে বলেন : হে খাবীছ, দুর্গন্ধ! তুমি কি বলছো! তখন সে বলে : হে আমীরুল মু’মিনীন! তিনি নেক্কার খলীফা হবেন। তবে যখন তিনি খলীফা হবেন, তখন তলোয়ার কোষমুক্ত থাকবে এবং রক্তপাত হতে থাকবে।

১. بَابُ فِي فَضْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

১০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের ফযীলত সম্পর্কে

৪৫৮৫. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنَا ح وَنَا مُسَدَّدُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِي
الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثَتْ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذْكَرَ
الثَّالِثَ أَمْ لَا ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذَرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ
وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَفْشَوْنَ فِيهِمُ السِّمْنُ *

৪৫৮৫। আমর ইবন আওন (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম উম্মাত হলো তারা, যাদের কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি। এরপর

তারা শ্রেষ্ঠ-যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর তারা উত্তম-যারা তাদের পরবর্তী যুগের লোক। আল্লাহ্ ভাল জানেন, নবী ﷺ তৃতীয় যুগের লোকদের কথা বলেছিলেন কিনা ?

রাবী বলেন : এরপর এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা বিনা আহবানে সাক্ষ্য দেবে এবং মানত করে তা পূরা করবে না। তারা আমানতে খিয়ানত করবে এবং হারাম খাওয়ার ফলে মোটা-তাজা হবে।

১১. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

১১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের মন্দ বলা নিষেধ

৪০৮৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ *

৪০৮৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীদের সম্পর্কে কোনরূপ কটুক্তি করবে না। যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, যদি তোমাদের কেউ (তাদের পরে) উল্হদ পাহাড় পরিমাণ সোনা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে; তবে তাঁরা দীনের জন্য যে এক বা অর্ধ মুদ সম্পদ (যা খুবই নগণ্য) খরচ করেছে, তার সমান হবে না।

৪০৮৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ بَنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِّمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَقُولُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُذَيْفَةَ فَيَقُولُونَ لَهُ قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَّقَكَ وَلَا كَذَّبَكَ فَآتَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ فِي مَبْقَلِهِ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَيَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّضَا لِنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُورِثَ رِجَالًا حُبَّ رِجَالٍ وَرِجَالًا بُغْضَ رِجَالٍ وَحَتَّى تُوقِعَ اخْتِلَافًا وَفُرْقَةً وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضِبُونَ وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَوةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَاللَّهُ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوَّلًا كُتُبُنَّ إِلَى عُمَرَ *

৪৫৮৭। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আমর ইবন আবু কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন এবং তিনি লোকদের কাছে ঐ সব হাদীছ বর্ণনা করতেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত অবস্থায় লোকদের বলতেন। যারা হুযায়ফা (রা) থেকে এ ধরনের হাদীছ শুনতেন, তারা সালমান (রা)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করতেন। তখন সালমান (রা) বলতেন : হুযায়ফা (রা) যা কিছু বলেন : সে ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞ। একথা লোকেরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললো যে, আমরা আপনার বর্ণিত হাদীছ সালমান (রা)-এর কাছে পেশ করলে, তিনি তা সম্পর্কে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলেন না। একথা শুনে হুযায়ফা (রা) সালমান (রা)-এর কাছে যান এবং এ সময় তিনি তরকারীর ক্ষেতে ছিলেন। তিনি তাকে বলেন : হে সালমান! আপনি আমার বর্ণিত ঐ সব হাদীছ কেন সত্যায়িত করেননি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি? তখন সালমান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় রাগান্বিত হতেন, তখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় সাহাবীদের সাথে কথা বলতেন ; আর কখনো তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন, তখন তিনি তাদের সাথে খোশ-মেজায়ে কথা বলতেন। এরপর সালমান (রা) বলেন : আপনি কি এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন না, যাতে একে অন্যের প্রতি রাগ-বিরাগের সৃষ্টি হয় ? আর সম্ভবত : এর ফলে লোকদের মাঝে মতানৈক্যের সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি আরো বলেন : আপনি এ বিষয়ে অবহিত আছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেয়ার সময় বলেন : আমি রাগান্বিত থাকার কারণে যদি আমার উম্মাতকে কোন খারাপ কথা বলে থাকি বা তার উপর লা'নত করে থাকি, (তবে তা এজন্য যে,) আমিও আদম সন্তান। আমিও সেরূপ রাগান্বিত হই, যেরূপ অন্যরা হয়ে থাকে। অবশ্য মহান আল্লাহ আমাকে সারা জাহানের আমার খারাপ উক্তি ও লা'নতকে, (যা আমি করেছি,) কিয়ামতের তা ঐ ব্যক্তির জন্য রহমত স্বরূপ করে দেবেন। এরপর সালমান (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ! হয় আপনি এরূপ করা থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি উমার (রা)-কে চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে দেব।

১২. بَابُ فِي اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

১২. অনুচ্ছেদ : আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের দলীল

৪৫৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ لَمَّا اسْتُغْفِرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِي

النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مَجْهَرًا قَالَ فَايْتَنِ أَبُو بَكْرٍ يَا بِي اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَا بِي اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ *

৪৫৮৮। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ-যন্ত্রণা যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তখন অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আমিও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় বিলাল (রা) নবী ﷺ -কে সালাতের জন্য ডাকতে আসলে, তিনি বলেন : কোন এক ব্যক্তিকে বল, সে যেন লোকদের (ইমাম হয়ে) নামায পড়িয়ে দেয়। আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) বেরিয়ে উমার (রা)-কে লোকদের মাঝে দেখতে পান ; আর আবু বকর (রা) অনুপস্থিত ছিলেন। তখন আমি বলি : হে উমার! আপনি উঠুন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন। তখন উমার (রা) সামনে গিয়ে উচ্ছেঃ স্বরে তাকবীর পাঠ করে নামায শুরু করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে বলেন : আবু বকর কোথায় ? আল্লাহ তা'আলা এটা (উমরের ইমামতি) অপসন্দ করেন এবং মুসলমানরাও তা অপসন্দ করে। তিনি আবু বকর (রা) ডেকে পাঠান এবং তিনি সেখানে তখন উপস্থিত হন, যখন উমার (রা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে ফেলেন। এরপর তিনি (আবু বকর) লোকদের নিয়ে সে সালাত পুনরায় আদায় করেন।

৪৫৮৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ فُذَيْكٍ نَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى اطَّلَعَ رَأْسُهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا لَا لَا لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَقُولُ ذَلِكَ مُغْضَبًا *

৪৫৮৯। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যখন নবী করীম ﷺ উমার (রা)-এর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেন, তখন তিনি বাইরে চলে আসেন, এমন কি তিনি তাঁর মাথা হুজুরার বাইরে এনে বলেন : না, না, না ! আবু কুহাফার ছেলের উচিত লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা। নবী করীম ﷺ রাগান্বিত হয়ে এরূপ উক্তি করেন।^১

১. উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন তিনি আবু বকর (রা)-এর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর আবু বকর (রা)-ই তাঁর খলীফা মনোনীত হবেন। (-অনুবাদক)।

১৩. بَابُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ : ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় চুপ থাকা সম্পর্কে

৪৫৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَا الْأَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بَيْنَ بَيْنِ فِتْنَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي وَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ *

৪৫৯০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে বলেন : এ আমার ছেলে, সায্যিদ। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যস্থতায় আমার উম্মাতের দু'টি প্রতিদ্বন্দী দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেবেন।

রাবী হাম্মাদ (র)-এর বর্ণনায় এরূপ আছে : সম্ভবত : আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যস্থতায় দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেবেন। (বস্তুত ইমাম হাসান (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধি করে একটি ফিতনার রাস্তা বন্ধ করেন)।

৪৫৯১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ أَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تَدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَضْرُكُ فِتْنَةً *

৪৫৯১। হাসান ইবন আলী (র) - - - হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) ব্যতীত আর কাউকে ফিতনার মধ্যে নিপাতিত হওয়ার পর রক্ষা পেতে দেখিনি, যে ফিতনা সম্পর্কে আমি নিজেও ভীত ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনি যে, (হে মুহাম্মদ ইবন মাসলামা), ফিতনার কারণে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

৪৫৯২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّي لَا عَرِفُ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْفِتْنُ شَيْئًا قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمَلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْصَارِكُمْ

حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ *

৪৫৯২। আমর ইবন মারযুক (র) - - - ছা'লাবা ইবন দুবাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি হুযায়ফা (রা)-এর নিকট গেলে, তিনি বলেন : আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, ফিতনায় যার কোন ক্ষতি হবে না। আমি তার নিকট থেকে বাইরে এসে একটা তাঁবু খাটানো দেখতে পাই। আমি সেখানে প্রবেশ করে দেখি, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) সেখানে রয়েছেন। আমি তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে, তিনি বলেন : আমি চাই না যে, তোমাদের শহরের কোন স্থান আমাকে আবদ্ধ করে রাখুক, যতক্ষণ না তা ঐ জিনিস থেকে পবিত্র হয়, যা থেকে পবিত্র হওয়া উচিত অর্থাৎ ফিতনা থেকে।

৪৫৯৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ
ضُبَيْعَةَ بْنِ حُصَيْنٍ الثَّقَلَبِيِّ بِمَعْنَاهُ *

৪৫৯৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - দুবাইয়া ইবন হুসায়ন ছা'লাবী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৪৫৯৪. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ نَابِتُ عَنْ عَلِيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ أَعَهْدُ عَهْدَهُ إِلَيْكَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْ رَأَى رَأَيْتَهُ قَالَ مَا عَهْدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَكِنَّهُ
رَأَى رَأَيْتَهُ *

৪৫৯৪। ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) - - - কায়স ইবন আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : আপনি যে (মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) বের হচ্ছেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তরফ থেকে কি কোন নির্দেশ আছে, না আপনি নিজ সিদ্ধান্তে এরূপ করছেন? তিনি বলেন : না, এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কোন নির্দেশ দেননি, বরং এটা আমার নিজের সিদ্ধান্ত।

৪৫৯৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمَرُّقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ *

৪৫৯৫। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্যের সময় এমন এক দলের সৃষ্টি হবে, যারা ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

১৪. بَابُ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

১৪. অনুচ্ছেদ : আশ্বিয়া (আ)-এর মধ্যে ফযীলত সম্পর্কে

৪৫৯৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا عَمْرٌ وَيَعْنِي ابْنَ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ *

৪৫৯৬। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আশ্বিয়া (আ)-এর মাঝে একজনকে অপরের উপর প্রাধান্য দেবে না।

৪৫৯৭. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَهُ الْيَهُودِيَّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَتَنَى اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَى أَتَمُّ *

৪৫৯৭। হাজ্জাজ ইবন আবু ইয়াকুব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ইয়াহুদী বলে : ঐ জাতির কসম ! যিনি মুসা (আ)-কে নবী হিসাবে মনোনীত করেন। একথা শুনে একজন মুসলিম তার গালে চড় মারে। তখন সে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলে নবী বলেন : তোমরা আমাকে মুসা (আ)-এর উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন সবাই বেহুশ হয়ে যাবে, তখন আমিই প্রথম হুশপ্রাপ্ত হয়ে দেখবো যে, মুসা (আ) আরশের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, যার বেহুশ হবে, মুসা (আ) তাদের মাঝে প্রথম হুশ ফিরে পাবেন, না আল্লাহ তাকে বেহুশ করবেন না।

৪৫৯৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ

ابْنُ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى *

৪৫৯৮। হাফস ইবন উমার (র) - - - ইবন শিহাব (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি ইউনুস ইবন মাত্তা (আ) হতে শ্রেষ্ঠ।

৪৫৯৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى *

৪৫৯৯। আবদুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেতেন : কোন নবীর জন্য এরূপ বলা উচিত নয় যে আমি ইউনুস ইবন মাত্তা (আ) থেকে উত্তম।

৪৬০০. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَاعِبُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ ابْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

৪৬০০। যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে “ইয়া খায়রুল বারীআ”- বা হে সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি - বলে সম্বোধন করলে, তিনি বলেন : তা হলেন ইবরাহীম (আ)।

৪৬০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ الْمَعْنَى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَدْرِي أَتَبِعُ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لَا وَمَا أَدْرِي أَعُزِيرُ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا *

৪৬০১। মুহাম্মদ ইবন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জানি না - কাওমে তুবা লা'নতের উপযুক্ত কিনা? আর আমি এ-ও জানি না যে, উযায়র (আ) নবী ছিলেন কিনা?

৬৬.২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ ثَنِي يُونُسَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْثِمٍ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ *

৪৬০২। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, অন্য নবীদের চাইতে ঈসার সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কেননা, নবীগণ পরস্পর ভাই স্বরূপ। আর ঈসা (আ) ও আমার মাঝে আর কোন নবী নেই।

১৫. بَابُ فِي رَدِّ الْأَرْجَاءِ

১৫. অনুচ্ছেদ : মরজীয়া^১ ফিরকার বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে

৬৬.৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعِظَمِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ *

৪৬০৩। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর সর্বোত্তম শাখা হলো-“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা এবং সর্বনিম্ন স্তর হলো - রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ও ঈমানের একটি অংগ।

৬৬.৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ *

১. মরজীয়া সম্প্রদায়ের অভিমত হলো-নেক আমল ঈমানের অংশ নয় এবং ঈমান থাকাবস্থায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর নয়। এ মতবাদ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। (-অনুবাদক)।

৪৬০৪। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে আসে, তখন তিনি তাদের ঈমান আনার জন্য বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কি জান, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? তারা বলে : এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন : তা হলো- এরূপ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রোযার মাসে রোযা রাখা এবং মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

৪৬.৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ *

৪৬০৫। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দা এবং কুফরীর মধ্যবর্তী বিষয় হলো- নামায পরিত্যাগ করা।

৪৬.৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَأَنْذَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ *

৪৬০৬। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বার দিকে মুখ ফিরানো (সালাতের মধ্যে) শুরু করেন, তখন সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের কি অবস্থা হবে, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায়কালীন সময়ে মারা গেছে? তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : আল্লাহ তোমাদের ঈমান অর্থাৎ সালাত বিনষ্ট করবেন না।

৪৬.৭. حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ عَنْ يُحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ *

৪৬০৭। মুআম্মাল ইব্ন ফাদল (র) - - - আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুশমনী করবে; আর দান করবে আল্লাহর জন্য এবং দান করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সে ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে।

৪৬.৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنْ أَحَدُكُمْ تَفَطَّرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّيُ *

৪৬০৮। আহমদ ইব্ন আমর (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের বলেন : আমি তোমাদের ন্যায় আর কাউকে- অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, অপূর্ণ ধর্মের অধিকারী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞান হরণকারী- দেখিনি। জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন : 'আকল ও দীনের অপূর্ণতার অর্থ কী? তিনি বলেন : জ্ঞানের অপূর্ণতা হলো-দু'জন মহিলার সাক্ষ্য- একজন পুরুষের সমান : আর দীনের অপূর্ণতা হলো - তোমরা মাহে-রমযানে ইফতার (রোযা ভংগ) কর এবং (প্রতিমাসে) কিছু দিন সালাত আদায় করো না।^১

১৬. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

১৬. অনুচ্ছেদ : ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া ও কমে যাওয়া সম্পর্কে

৬০৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا *

৪৬০৯। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন, যার স্বভাব-চরিত্র ভাল।

৬১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ نَا سُفْيَانُ الْمَعْنِيُّ قَالَا نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسَمًا فَقُلْتُ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةً أَنْ يُكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ *

৪৬১০। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - সা'আদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করেন, (কিন্তু তিনি এক ব্যক্তিকে কিছু দেননি)। তখন আমি বলি : অমুক ব্যক্তিকে কিছু দিন, সে তো মু'মিন। তিনি বলেন : অথবা সে তো মুসলিম! আমি কোন কোন সময় লোকদের মাঝে বণ্টনের সময় - আমার

১. অর্থাৎ হায়েয ও নিকাসকালীন সময়ে মহিলারা ধর্মীয় বিধান, যথা সালাত, সাওম আদায় করতে পারে না। সালাত কাযার প্রয়োজন না থাকলেও সাওম পরে আদায় করতে হয়। (-অনুবাদক)।

প্রিয় ব্যক্তিদের বাদ দেই, যাতে লোকেরা (তাদের দেয়ার কারণে অহেতু সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে) অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়।

৬১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتُ فُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي أُعْطِي رَجُلًا وَأَدْعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لَا أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يَكْبُؤُوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ *

৪৬১১। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - সা'আদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ সকলকে প্রদান করেন, কিন্তু এক ব্যক্তিকে কিছু দেননি। তখন সাআদ (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি অমুক অমুককে দিয়েছেন, কিন্তু অমুক ব্যক্তিকে কিছু দেননি, অথচ সে মু'মিন! তিনি বলেন : অথবা সে মুসলিম! সাআদ (রা) এ বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর নবী ﷺ বলেন : অথবা সে মুসলিম। এরপর নবী ﷺ বলেন : আমি কিছু লোককে দেই এবং আমার প্রিয় ব্যক্তিদের দেই না-এ ভয়ে যে, (লোকেরা এজন্য সমালোচনা করায়) তারা অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৬১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَا مُحَمَّدُ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا قَالَ نَرَى أَنْ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِيمَانُ الْعَمَلُ *

৪৬১২। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - যুহরী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী : (আরবরা বলে; আমরা ঈমান এনেছি ;) আপনি বলুন : তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বল : আমরা ইসলাম কবুল করেছি।

রাবী বলেন, আমাদের কাছে এর অর্থ হলো : ইসলাম হলো - মুখে উচ্চারণ করা এবং ঈমান হলো - নেক আমল করা।

৬১৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَقْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪৬১৩। আবু ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার তিরোধানের পর কাফির হয়ে যেও না এবং একে অন্যকে হত্যা করবে না।

৬১৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاجِرِيٌّ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ *

৪৬১৪। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন মুসলমান - অন্য কোন মুসলমানকে কাফির বলে - আর সে প্রকৃত কাফির হয়, তবে তো উত্তম। আর যদি সে কাফির না হয়, তবে যে কাফির বলবে, সে-ই কাফির হয়ে যাবে।

৬১৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاعِبِدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خُلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خُلَّةٌ مِّنْ نِّفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَرَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ *

৪৬১৫। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এর একটা স্বভাব থাকবে, তার চরিত্রে, নিফাকের একটা স্বভাব থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। আর তা হলো : ১। যখন সে কথা বলে- মিথ্যা বলে; ২। আর যখন সে ওয়াদা করে- তা খেলাফ করে; ৩। আর যখন সে অঙ্গীকার করে- তখন তা ভংগ করে; ৪। আর যখন সে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন গালি-গালাজ করে।

৬১৬. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ نَا أَبُو اسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ *

৪৬১৬। আবু সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যিনাকার ব্যক্তি যখন যিনা করে, তখন তার ঈমান থাকে না, চোর যখন চুরি করে, তখন

সে মু'মিন থাকে না এবং মদ পানকারী মদ পানের সময় মু'মিন থাকে না। এরপর কেবল তাওবার রাস্তা খোলা থাকে। (অর্থাৎ এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর, যদি কেউ খালিছভাবে তাওবা করে, তবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে)।

৬১৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَانَا الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا الْقَلْعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ *

৪৬১৭। ইসহাক ইবন সুওয়াইদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কেউ যিনা করে, তখন তার থেকে ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার উপর মেঘের ন্যায় অবস্থান করে। আর যখন সে তা থেকে বিরত হয়, তখন ঈমান তার কাছে পুনরায় ফিরে আসে।

১৭. بَابُ فِي الْقَدْرِ

১৭. অনুচ্ছেদ : তাকদীর সম্পর্কে

৬১৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي بِمَنْئَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ *

৪৬১৮। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : কাদরীয়ারা^১ এ উম্মতের মধ্যে মাজুস বা অগ্নি-উপাসকদের মত। যদি তারা পীড়িত হয়, তবে তোমরা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করবে না। আর যদি তারা মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় শরীক হবে না।

৬১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غَفَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَالْ تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدُّجَالِ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ

১. কাদরীয়াদের মতবাদ এই যে, বান্দা নিজেই তার কাজের স্রষ্টা। তারা এ কারণে অগ্নি-উপাসকদের মত, যেহেতু তারা বলে : ভাল কাজের স্রষ্টা 'ইয়ায়দান' এবং খারাপ কাজের স্রষ্টা 'আহরমন'। কিন্তু আহলে-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মত এই যে, আল্লাহ-ই সব কাজের স্রষ্টা ও নিয়ামক। যেমন তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের সব কাজকে সৃষ্টি করেছেন। (আল-কুরআন)। (-অনুবাদক)।

أَنْ يُدْحِقَهُمُ بِالْذُّجَالِ *

৪৬১৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে 'মাজুস' আছে ; আর আমার উম্মতের মধ্যে তারাই 'মাজুস'— যারা বলে : তাকদীর বলে কিছু নেই। তাদের কেউ মারা গেলে তোমরা তাদের জানাযায় শরীক হবে না। আর এদের কেউ যদি পীড়িত হয়, তবে তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য যাবে না। কেননা এরা দাজ্জালের অনুসারী, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদের দাজ্জালের সাথে মিলিত করবেন।

৬২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَاهُمَا قَالَا نَا عَوْفٌ نَا قَسَامَةُ بْنُ زَهَيْرٍ نَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبْضُهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ بَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ *

৪৬২০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ আদম-(আ)-কে এমন এক মুষ্টি মাটি দিয়ে তৈরী করেন, যা তিনি যমীনের সব অংশ থেকে নেন। আর এ কারণেই আদম সন্তান ঐ মাটির স্বভাব অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে: যেমন- কেউ শাদা, কেউ লাল এবং কেউ কাল, আর কেউ এর মাঝামাঝি রংয়ের। আর এ জন্য তাদের কারো স্বভাব নরম, কারো কঠোর ; আর কেউ খাৰীছ (-কাফির, মুশরিক) আবার কেউ পবিত্র স্বভাবের অর্থাৎ মুসলমান।

৬২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْمِخْصَرَةِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مِمَّنْ نَفْسُ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ سَعِيدَةٌ أَوْ شَقِيَّةٌ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوَلَا نَمُكُّ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ

الْعَمَلُ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ لِيَكُونَنَّ إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ لِيَكُونَنَّ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فِكُلُّ مُيسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِلْسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِلشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى *

৪৬২১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা এক ব্যক্তির জানাযার নামাযে শরীক ছিলাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ছিলেন-‘বাকীয়ে গারকাদ’ নামক স্থানে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এসে বসেন এবং তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মুদুভাবে যমীনে আঘাত করতে থাকেন। এরপর তিনি মাথা উচু করে বলেন : তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বা নাফসের জন্য আল্লাহ তা‘আলা হয়তো জান্নাতে-নয়তো জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করেছেন ; আর সে ব্যক্তি কি নেককার বা বদকার হবে, তা ও নির্ধারণ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তবে কি আমরা আমল পরিত্যাগ করে কেবল তাকদীরের উপর ভরসা করবো ? কেননা, যে ব্যক্তি নেককার হওয়ার, সে তো তা হবেই, আর যে বদকার হওয়ার-সে তো তা হবেই। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমরা আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শক্তি প্রদান করা হয়। কাজেই, নেককার ভাল কাজ করে এবং বদকার খারাপ কাজ করে। এরপর নবী ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : আর যে ব্যক্তি দান করে, আল্লাহকে ভয় করে, তাওহীদের কালিমাকে স্বীকার করে, আমি তাকে তা সহজভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক দেই। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, নেক আমল করা হতে বিরত থাকে এবং তাওহীদকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য বদ-আমলকে সহজ করে দেই।^১

৬২২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَاكْهَمَسٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ قَالَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبُدُ الْجَهَنِيِّ فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَاجِّينَ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْلَقِينَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ فَوَفَّقَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَاخِلًا فِي الْمَسْجِدِ فَاسْتَنْفَتْهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ

১. উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, মানুষের উচিত সব সময় ভাল কাজের জন্য চেষ্টা করা এবং খারাপ কাজ পরিহার করা। কেননা, আখিরাতের সফলতা ও বিফলতা এর উপরেই নির্ভর করে। (-অনুবাদক)।

قَبَلْنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَن لَّا قَدَرَ وَالْأَمْرُ انْفُ
فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أَوْلِيكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيٌّ مِنْهُمْ وَهُمْ بَرَاءٌ مِنِّي وَالَّذِي
يَخْلَفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَن لَّاحِدِهِمْ ذَهَبًا مِّثْلَ أَحَدٍ فَنَفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ
حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ
الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَاسْتَنْدَرُكْبَتِيهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي
عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ
الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ
قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ
السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا
قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ
فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنْ السَّائِلُ
قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ *

৪৬২২। উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) - - - ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বসরার অধিবাসী মা'আবাদ জুহানী সর্ব প্রথম তাকদীরের সমালোচনা করেন। এ সময় আমি এবং হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান হিমযারী (র) হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হই। আমরা বলাবলি করি : যদি আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীর দেখা হয়, তবে আমরা তার সংগে এ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করবো, যারা তাকদীর সম্পর্কে এরূপ বলে। তখন আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)-এর দেখা পাই-মসজিদে প্রবেশ করার সাথে-সাথেই। আমি এবং আমার সাথী তাকে ঘিরে ধরি এবং আমি মনে করি, আমার সাথী আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে। তখন আমি তাকে বলি : হে আবু আবদুর রহমান! আমাদের মাঝে এমন কিছ লোকের সৃষ্টি হয়েছে, যারা কুরআন পাঠ করে এবং এর সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলে : তাকদীর বলে কিছুই নেই। সব কিছুই এমনিতেই হয়ে থাকে। এ কথা শুনে তিনি বলেন : যখন তাদের সাথে

তোমাদের দেখা হবে, তখন তাদের বলবে, আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট এবং তারাও আমার উপর অসন্তুষ্ট। ঐ জাতির (আল্লাহর) কসম! যার কসম আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) করছে; যদি তাদের কারো কাছে উল্লেখ পরিমাণ সোনা থাকে এবং তারা তা (আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তবু ও আল্লাহ ততক্ষণ তা কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে।

এরপর তিনি বলেন : আমার কাছে উমার ইবন খাত্তার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট বসা ছিলাম। সে সময় সেখানে শাদা পোশাক পরিহিত, কাল চুল বিশিষ্ট একজন আসে, যার মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না এবং তাঁর দুই জানু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জানুদ্বয়ের নিকট রেখে, স্বীয় দু'হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জানুর উপর রেখে জিজ্ঞাসা করে : হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ইসলাম কি, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন : ইসলাম হলো-এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। তুমি সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং রমযানের রোযা রাখবে এবং সামর্থ থাকলে-আল্লাহর ঘর যিয়ারত (হাজ্জ) করবে। তখন সে বলে : আপনি সত্য বলেছেন। উমার (রা) বলেন : তার এরূপ উক্তি আমরা বিস্মিত হই এ জন্য যে, সে নিজে প্রশ্ন করছে এবং নিজেই তা সত্যায়িত করছে! এরপর সে জিজ্ঞাসা করে : ঈমান কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ঈমান হলো-তুমি আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল এবং কিয়ামতের দিনের উপর দৃঢ়-বিশ্বাস রাখবে, আর এ ও ইয়াকীন রাখবে যে, তাকদীরের ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর তরফ থেকে হয়। এ কথা শুনে সে বলে : আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : আমাকে ইহুসান সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি আল্লাহর ইবাদত এ ভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে এরূপ মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। এরপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : কিয়ামত কবে হবে? তিনি বলেন : এ সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞাসা করে হয়েছে, সে প্রশ্নকারী থেকে অধিক অবহিত নয়। তখন সে ব্যক্তি বলে : তাহলে এর আলামত সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : দাসী তার মনিবের জন্ম দেবে (অর্থাৎ সন্তান তার মায়ের নাফরমানী করবে); আর তুমি দেখবে যে, খালি পা ও খালি গায়ের অধিকারী মুখাপেক্ষী রাখাল সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু-উঁচু প্রাসাদ তৈরী করে গর্ব প্রকাশ করবে। রাবী বলেন : পরে সে ব্যক্তি চলে গেলে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। তিনি বলেন : হে উমার ! তুমি কি জান, এ প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে? আমি বলি : আল্লাহ এবং তাঁর এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ইনি হলেন- জিবরাঈল (আ), যিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন দীন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্যে।

৬২২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يُّعْلَى بْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا يَقِينَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ مُّزَيْنَةَ أَوْجُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى

أَوْفَى شَيْئٍ يَسْتَأْنِفُ الْآنَ قَالَ فِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ
بَعْضُ الْقَوْمِ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ
أَهْلَ النَّارِ مُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ *

৪৬২৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়া'মার ও হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : একদা আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে দেখা করি, তাকে তাকদীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, মুযায়না বা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা কিরূপ খেয়াল করে আমল করবো-তাকদীরে যা ছিল হয়ে গেছে না আরো কিছু হবে ? তিনি বলেন : তোমরা এরূপ খেয়াল করে আমল করবে যে, তোমাদের তাকদীরে যা আছে, তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে : তা হলে আর আমলের প্রয়োজন কী? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : জান্নাতের অধিবাসীদের জান্নাতের অনুরূপ কাজের সামর্থ প্রদান করা হয় এবং জাহান্নামীদের দোজখের কাজের।

٤٦٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْفَرِّيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ نَا عَلْقَمَةُ بْنُ
مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ ابْنِ يَعْمُرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ
فَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ شَهْرِ
رَمَضَانَ وَالْإِغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَائَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَلْقَمَةُ مُرْجِيٌّ *

৪৬২৪। মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এরপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, ইসলাম কি ? তিনি বলেন : সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, আল্লাহর ঘরে হাজ্জ আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করা-এহলো ইসলাম।

٤٦٢٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرُوةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي
زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَيِ أَصْحَابِهِ فَيَجِيئُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ
فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ قَالَ
فَبَنَيْنَاهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا
الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَذَكَرَ هَيْئَاتَهُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السَّمَاءِ فَقَالَ السَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৬২৫। উহমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু যার এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে বসতেন, তখন কোন অচেনা লোক সেখানে আসলে, জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত নবী ﷺ -কে চিনতে পারতো না। এ জন্য আমরা মনে করি, তাঁর বসার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারিত করা দরকার, যাতে অচেনা লোক সহজেই তাঁকে চিনতে পারে। এরপর আমরা নবী ﷺ-এর জন্য একটি চত্বর তৈরী করি, যেখানে তিনি বসতেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসতাম। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি আসে-যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি এসে মজলিসের এক পাশ হতে সালাম দিয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনার প্রতি সালাম। তখন নবী ﷺ তার সালামের জবাব দেন।

৬২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمَصِيِّ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدَّثَنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَذْهَبَهُ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتُ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا قَبِلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَإِنْ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتُ النَّارَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ *

৪৬২৬। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি উবাই ইবন কাআব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : আমার অন্তরে তাকদীরের ব্যাপারে কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, আপনি সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, যাতে আল্লাহ আমার অন্তর থেকে তা দূর করে দেন। তিনি বলেন : মহান আল্লাহ যদি আসমান ও যমীনের সব মাখলুককে আযাব দেন, তবে এ জন্য তাঁকে জালিম বলা যাবে না। আর যদি তিনি সকলের উপর রহম করেন, তবে তাঁর রহমত তাদের জন্য, তাদের আমলের চাইতে উত্তম। আর যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পরিমাণ সোনা ব্যয় কর, তবে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তা কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনবে। আর তুমি বিশেষ ভাবে মনে রাখবে যে, তোমার যা পাওনা ছিল, তা অবশ্যই পেয়েছ; আর তুমি যা পাওয়ার নও-তা কখনো পাবে না। আর যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস

ব্যতীত-অন্য বিশ্বাসের উপর মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাবী বলেন : এরপর আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে আসলে, তিনি বলেন : তারপর আমি হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এর কাছে গেলে, তিনি ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী বলেন : পরে আমি যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর কাছে গেলে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

৬২৭. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ الْهَذَلِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا الْوَلِيدُ رَبَّاحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُبَلَةَ عَنْ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ يَا بُنَى إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ وَمَاذَا اكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَعَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يَا بُنَى إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي *

৪৬২৭। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - আবু হাফস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উবাদা ইব্ন ছামিত (রা) তাঁর পুত্রকে বলেন : হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি ততক্ষণ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না তুমি অনুধাবন কর যে, তুমি যা পেয়েছ, তা কিছুতেই ফেলতে পারতে না; আর তুমি যা পাওনি, তা অবশ্যই তুমি পাবে না। এরপর তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম কলম তৈরী করেন। এরপর তিনি কলমকে বলেন : লিখ। তখন আল্লাহ বলেন : তুমি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সমস্ত জীবের তাকদীর লিখ। হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত মারা যাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৬২৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ سَفْيَانَ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الثَّمَعِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَبُونَا خِيَبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ التَّوْرَةَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَرَهُ عَلَى قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ *

৪৬২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

বলেছে : একদা আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে (রুহের জগতে) বাদানুবাদ হয়। মূসা (আ) বলেন : হে আদম (আ)! আপনি আমাদের পিতা আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে বের করেছেন। তখন আদম (আ) বলেন : তুমি তো মূসা! তোমাকে আল্লাহ তাঁর কালাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন ; আর তিনি তোমার জন্য তাওরাত স্বহস্তে লিখেছেন। তুমি আমাকে অভিযুক্ত করছো এমন বিষয়ের জন্য, যা আল্লাহ তা'আলা আমার তাকদীরে, আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগে নির্ধারিত করেন। সুতরাং এ তর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন।

৬২৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرِنَا أَدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ أَدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُونَا أَدَمُ فَقَالَ أَدَمُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ أَدَمُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَمَا وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ تَكْلُمُنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ أَدَمُ مُوسَى فَحَجَّ أَدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ *

৪৬২৯। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা মূসা (আ) আল্লাহকে বলেন : হে আমার রব! আপনি আমাকে আদম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করান, যিনি নিজে জান্নাত থেকে বের হয়েছেন এবং আমাদের ও বের করেছেন। তখন আল্লাহ তাকে আদম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করান। মূসা (আ) বলেন : আপনি কি আমাদের পিতা আদম (আ) নন? আদম (আ) বলেন : হ্যাঁ। মূসা (আ) বলেন : আপনি তো সেই আদম, যার মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট সমস্ত রুহ ফুঁকে দিয়েছিলেন, আর তিনি সব কিছুর নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন ; আর আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছিল? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন মূসা (আ) বলেন : বলুন তো, কি কারণে আপনি নিজে জান্নাত থেকে বের হলেন এবং আমাদের ও বের করলেন? আদম (আ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কে? তিনি বলেন : আমি মূসা। আদম (আ) বলেন : তুমি তো বনু ইসরাঈলের সেই নবী, আল্লাহ তো তোমার সাথে কোন রাসূল (ফেরেশতা) ব্যতীত পর্দার আড়াল থেকে সরাসরি কথা বলেন। মূসা

(আ) বলেন : হাঁ। তখন আদম (আ) বলেন : তুমি কি অবগত নও যে, আমি যা কিছু করেছি, তা আমার জন্মের আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল? মুসা (আ) বলেন : হাঁ। তখন আদম (আ) বলেন : তবে কেন তুমি এমন একটা বিষয়ের জন্য অভিযুক্ত করছো, যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ আমার সৃষ্টির আগেই ফায়সালা দিয়েছেন? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ তর্কযুদ্ধে আদম (আ) মুসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন।

৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ قَالُ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ الْآيَةَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَأْرَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَفِيمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ فِي النَّارِ *

৪৬৩০। আবদুল্লাহ কা'নাবী (র) - - - মুসলিম ইবন জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি উমার ইবন খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন :

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ

অর্থাৎ স্মরণ কর ! তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন। এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারকৃতি গ্রহণ করেন এবং বলেন : আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে : নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। (৭ : ১৭২)।

রাবী বলেন : কা'নাবী এ আয়াত তিলাওয়াত করলে উমার (রা) বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনি। জবাবে তিনি ﷺ বলেন : মহান আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর, তার পিঠকে স্বীয় ডান হাত দিয়ে মাসেহ করেন। ফলে অনেক আদম সন্তান সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি বলেন : আমি এদের জান্নাতে জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা

জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে। এরপর আল্লাহ তার হাত দিয়ে আদমের পিঠকে মাসেহ করেন। ফলে তার আরো সন্তান সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন : আমি এদের জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করবে। তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তাহলে আমলের প্রয়োজনীয়তা কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জান্নাতীদের আমল করিয়ে নেন। ফলে, সে ব্যক্তি জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে করতে মারা যায়। যদরুন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করান। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে করতে মারা যায়। যদরুন আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।

৬২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى نَا بِقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جُعْتُمِ الْفَرَشِيُّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَمْ *

৪৬৩১। মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা (র) - - - নু'আয়ম ইব্ন রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে ছিলাম। এরপর তিনি এ হাদীছ বর্ণনা করেন। রাবী মালিক (র) বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

৬২২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُقَيْبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرَهُقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا *

৪৬৩২। কা'নাবী (র) - - - উবায়্যা ইব্ন কাআব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিল, সে ছিল স্বভাবজাত কাফির। যদি সে জীবিত থাকতো, তবে সে তার মাতা-পিতার নাফরমানী করতো এবং তাদের কষ্ট দিত।

৬২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفَرِّيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ نَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَا أَبُو بَنٍ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ طَبِعَ يَوْمَ طَبِعَ كَافِرًا *

৪৬৩৩। মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - উবায়্যা ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : ঐ বালকটি (যাকে খিযির (আ) হত্যা করেন), তার মাতা-পিতা মু'মিন ছিল। কিন্তু যে দিন সে পয়দা হয়, সে দিন সে কাফির অবস্থায় পয়দা হয়।

৬৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ فَتَنَاوَلَ رَأْسَهُ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوسَى اقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً الْآيَةُ *

৪৬৩৪। মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান (র) - - - উবায়্যা ইব্ন কাআব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খিযির (আ) একটি বালকে কয়েকটি বালকের সাথে খেলতে দেখেন। তিনি তার ঘাড় মটকিয়ে দেন, (ফলে সে মারা যায়)। তখন মূসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি একটি নিষ্পাপ জীবনকে হত্যা করলেন ?

৬৩৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكُفُّ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ثُمَّ يَكْتُبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا *

৪৬৩৫। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সত্যবাদী নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কাউকে যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন তাকে তার মায়ের গর্ভে বীর্যাকারে চল্লিশ দিন রাখা হয়, পরে তা রক্ত-পিণ্ডে পরিণত হয়, এরপর তা গোশত-পিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠান-চারটি ভূকুম সহ। সে ফেরেশতা তার রিযিক, তার হায়াত, তার আমল এবং সে

নেক-বখত না বদ-বখত - তা লিপিবদ্ধ করে। এরপর সে জড় দেহে রুহ ফুঁকে দেয়া। অনেক সময় তোমাদের কেউ জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমন কি সে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এ সময় তার তাকদীর-তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল শুরু করে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে, অনেক সময় তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে, এমন কি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তার তাকদীর - তার উপর প্রভাব বিস্তার করায় সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল শুরু করে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

৬৩৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ الرُّشَكِ نَامُطَرِفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ *

৪৬৩৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয় : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর জ্ঞানে কি জান্নাতী ও জাহান্নামীরা আগে থেকেই পরিচিত? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বলে : তাহলে আমলকারীরা কোন আশায় আমল করবে? নবী ﷺ বলেন : আমল কর, যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়।

১৮. بَابُ فِي ذُرَارِيِ الْمُشْرِكِينَ

১৮. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে

৬৩৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ *

৪৬৩৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ -কে মুশরিকদের মৃত শিশু-সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন : তারা বড় হয়ে যে আমল করতো, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুবই অবহিত। (তাই তিনি তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময় দেবেন।)

৬৩৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بَقِيَّةُ ح وَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرُّقِيُّ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُزَحَّجِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُرَارِيِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَا عَمَلٍ قَالَ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ بَالًا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ *

৪৬৩৮। আবদুল ওয়াহাব ইব্ন নাজ্জদা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মু'মিন ব্যক্তিদের মৃত শিশু-সন্তানদের অবস্থা কী হবে ? তিনি বলেন : সে তার মাতা-পিতার সাথে হবে। আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমল করা ছাড়াই তাদের এ অবস্থা হবে ? তিনি বলেন : আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, যা সে (বড় হয়ে) করতো। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মুশরিকদের মৃত শিশু-সন্তানের অবস্থা কী হবে ? তিনি বলেন : তারাও তাদের মাতা-পিতার সাথে হবে। আমি বলি : আমল ব্যতীতই এরূপ হবে ? তিনি বলেন : আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, যা সে (বড় হয়ে) করতো।

৬৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى هَذَا لَمْ يَعْمَلْ شَرًّا وَلَمْ يَدْرِ بِهِ فَقَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ *

৪৬৩৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট একজন আনসার বালকের লাশ আনা যায়, তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য। তিনি বলেন : তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ বালকের জন্য খোশ-খবর, যে কোন গুনাহ-ই করেনি, আর গুনাহ কি, তা-ও সে জানেনা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আইশা ! তুমি যা বুঝেছ, আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মহান আল্লাহ জান্নাত তৈরী করেছেন এবং তার জন্য কিছু লোকও তখন সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের মাতা-পিতার ঔরসে ছিল। আর মহান আল্লাহ জাহান্নামও তৈরী করেছেন এবং তার জন্য কিছু লোকও তখন পয়দা করেছেন, যখন তারা তাদের মাতা-পিতার ঔরসে ছিল।

৬৪০. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْأَبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا قِيلَ لَهُ أَنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ يَحْتَجُونَ عَلَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ احْتَجْ عَلَيْهِمْ بِأَخْرِهِ قَالُوا أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ *

৪৬৪০। কানাবী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মানব শিশু ফিতরাতের (স্বভাব ধর্ম ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার মাতা-পিতার প্রভাবে সে ইয়াহুদী এবং নাসারা হয়। যেমন, কোন উটের বাচ্চা যখন প্রসব হয়, তখন তার কান কাটা থাকে না। তারা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তার কি অবস্থা হবে, যে শিশুকালে মারা যায় ? তিনি বলেন : আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত, যা তারা বড় হয়ে করতো। (কাজেই তাদের ব্যাপারে সেরূপ ফায়সালা হবে)।

৬৬৪১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يَفْسِرُ حَدِيثَ كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللَّهُ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى *

৪৬৪১। হাসান ইবন আলী (র) - - - হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাম্মাদ ইবন সালামা (রা)-কে “প্রত্যেক মানব শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে” - এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলতে শুনি : যখন আল্লাহ তাদের থেকে, তার মাতা-পিতার ঔরসে থাকাবস্থায় অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তখন তিনি বলেন : আমি কি তোমাদের রব নই ? তারা বলেছিল : হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব।

৬৬৪২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤِدَةُ فِي النَّارِ قَالَ يَحْيَى قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৬৪২। ইবরাহীম ইবন মুসা (র) - - - আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জীবন্ত প্রথিত কন্যা এবং তার মা- উভয়ই জাহান্নামী।

৬৬৪৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِئُ قَالَ أَبُوكَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَى قَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ *

৪৬৪৩। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতা কোথায় ? তিনি বলেন : তোমার পিতা জাহান্নামে। যখন সে চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি বলেন : আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামে।^১

৪৬৪৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ *

৪৬৪৪। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : শয়তান মানব শরীরে রক্তের মত প্রবাহিত হয়।

৪৬৪৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهْيَعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكَ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تَفَاتِحُوهُمْ *

৪৬৪৫। আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কাদরীয়া সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা করবে না এবং তাদের সাথে প্রথমে কথা-বার্তা বলবে না।

১৯. بَابُ فِي الْجَهْمِيَّةِ

১৯. অনুচ্ছেদ : জাহ্মীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে

৪৬৪৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ *

৪৬৪৬। হারুন ইব্ন মারুফ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : লোকেরা পরস্পর একরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে যে, এ সৃষ্টি জগৎ তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ; কিন্তু মহান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন। আর যার অন্তরে একরূপ

১. নবী (সা) সে ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একরূপ বলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখিরাতে নিজের ব্যতীত অন্যের কোন আমল উপকারে আসবে না এবং কাফিরদেরকে কেউই আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। অবশ্য কোন কোন আলিমদের অভিমত এই যে, নবী করীম (সা)-এর পিতা-মাতা শিরক হতে মুক্ত ছিলেন। সে জন্য তারা নাজাতপ্রাপ্ত হবেন। কোন কোন আলিম এ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে চূপ থাকাকে ভাল মনে করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ-ই ভাল জানেন। (-অনুবাদক।)

সন্দেহ সৃষ্টি হবে, সে যেন বলে : আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি।

৬৬৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ ثُمَّ لِيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْسْتَ عِذَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ *

৪৬৪৭। মুহাম্মদ ইবন আমর (র)- - -আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন : লোকেরা যখন এরূপ বলবে, তখন তোমরা বলবে : আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

৬৬৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارِيُّ نَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عَصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تَسْمُونَهُ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنُ قَالُوا وَالْمُزْنُ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ أَتَقِنِ الْعَنَانَ جِدًّا قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا بَعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ إِنْ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَا أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَّةٌ أَوْ عَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ وَرُكْبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ *

৪৬৪৮। মুহাম্মদ ইবন আব্বাস (র) - - - আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ‘বাত্হা’ নামকস্থানে একদল লোকের সাথে বসেছিলাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ

সিঁড়ি -ও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক মেঘ টুকরা ভেসে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা একে কিনামে অভিহিত কর ? তারা বলেন : 'সাহাব' বা মেঘখণ্ড। তিনি বলেন : মুয়ন নয় কি ? তারা বলেন : আমরা মুয়ন ও বলি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : আনান নয় কি ? তারা বলেন : আমরা আনানও বলি।

আবু দাউদ (র) বলেন : আনান সম্পর্কিত বর্ণনাটি তেমন জোরাল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব কতটুকু ? তারা বলেন : আমরা জানি না। তখন তিনি বলেন : এর দূরত্ব হলো - একাত্তর, বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছরের রাস্তার সমান। এর সমান দূরত্বে দ্বিতীয় আসমান অবস্থিত। আর এভাবে তিনি সাত আসমানের দূরত্বের বর্ণনা দেন। এরপর তিনি বলেন : সাত আসমানের উপর একটা সমুদ্র আছে, যার উপর ও নীচের দূরত্ব হলো - এক আসমান থেকে অপর আসমানের সমান। এর উপর আটটি বকরি আছে, যাদের পায়ের খুর ও কাধের দূরত্ব হলো - এক আসমান থেকে অপর আসমানের সমান। এদের পিঠের উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নীচের দূরত্ব হলো - এক আসমান থেকে অপর আসমান পর্যন্ত। মহান আল্লাহ এর উপর অবস্থান করেন।

৬৬৬৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا أَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ *
৪৬৪৯। আমহদ ইবন আবু শুরায়হ (র) - - - সিমাক (রা) থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৬৬৬০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ هَذَا الْحَدِيثُ الطَّوِيلُ *
৪৬৫০। আমহদ ইবন আবু হাফস (র) - - - সিমাক (রা) থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৬৬৫১. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ الرَّبَاطِيُّ قَالُوا أَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَهَدْتَ الْأَنْفُسَ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنَكَهْتَ الْأَمْوَالَ وَهَلَكْتَ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَحْكُ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيَحْكُ أَنَّهُ لَا يَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ

عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيَحْكُ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنْ عَرْشُهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ هَكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَنْطُ بِهِ أَطِيطُ الرَّحْلَ بِالرَّأَكِبِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ إِنْ اللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الصَّحِيحُ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سِمَاعُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ مِّنْ نُّسخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا بَلَغَنِي *

৪৬৫১। আবদুল আলা ইবন হাম্মাদ (র) - - - জুবায়র ইবন মুত'ঈম (র) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গ্রাম্য একটা লোক এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! দুর্ভিক্ষের কারণে লোকেরা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, পরিবার-পরিজন বরবাদ হচ্ছে, ধন-সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এবং পশু মারা যাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে চাই এবং আপনার সামনে ও আমরা আল্লাহর সুপারিশ পেশ করছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আহমক, তোমার সর্বনাশ হোক ! তুমি কি জান - তুমি কী বলছো ? এরপর তিনি তাসবীহ পাঠ শুরু করেন এবং অনেক তাসবীহ পাঠে রত থাকেন। এমনকি তাঁর সাহাবীদের চেহারায় সে ব্যক্তির কথার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে থাকে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ওহে মূর্খ! আল্লাহ তা'আলার কোন মাখলুকের সামনে তাঁর সুপারিশ করা যায় না। আল্লাহর মর্যাদা এ থেকে অনেক বড়। হে অজ্ঞ ব্যক্তি ! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি আল্লাহর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কিছু জান ? মহান আল্লাহর আরশ তাঁর আসমানের উপর এরূপ। এ বলে তিনি তাঁর আঙুলসমূহে গম্বুজের মত করে ইশারা করেন। এতদসত্ত্বেও আসমান তাঁর মর্যাদার কারণে এমন চির-চির শব্দ করে, যেমন আরোহীর নীচে তার পালানোর শব্দ হয়।

রাবী ইবন বিশ্শার (র) তার বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপর এবং তাঁর আরশ তাঁর সৃষ্ট আসমানের উপর।

৬৫২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ نَا أَبِي حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَالَ أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلِكٍ مِّنْ مَّلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ أَنْ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ *

৪৬৫৩। আহমদ ইবন হাফস (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমাকে আরশবাহী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তা এরূপ : তার কানের নীচের অংশ থেকে কাঁধের দূরত্ব হলো - সাত শো বছরের রাস্তা !

٤٦٥٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ الْمَعْنَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَزِيدُ الْمُقَرِّيُّ نَا حَرْمَلَةَ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ سَلِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى سَمِيعًا بَصِيرًا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُقَرِّيٌّ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ *

৪৬৫৩। আলী ইবন নাসর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এ আয়াত পড়তে থাকেন এবং বলতে থাকেন : আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতের মাল তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে কেননা, তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মধ্যম আংগুল কানের উপর এবং শাহাদাত আংগুল চোখের উপর রাখেন।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াত পাঠ করতেন : তখন তিনি তাঁর আংগুল কানে ও চোখে রাখতেন। মাকরী (র) বলেন : এ বক্তব্যটি জাহ্মীয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনকারী। (কেননা, তারা “আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শনের ” অর্থ নেয়- তাঁর জ্ঞান দিয়ে।)

٢٠. بَابُ فِي الرُّؤْيَةِ

২০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর দীদার সম্পর্কে

٤٦٥٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ وَوَكَيْعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسًا فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعِ عَشْرَةَ

فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا *

৪৬৫৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট বসেছিলাম। এ সময় তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন : অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে, যে রূপ তোমরা এ চাঁদকে দেখছো। তোমাদের রবের দর্শনে - তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। কাজেই, যদি তোমাদের জন্য সম্ভব হয়, তবে তোমরা সূর্য উঠার আগের এবং সূর্য ডুবার আগের সালাত (ফজর ও আসর) যথাযথভাবে আদায় করবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেন : পবিত্রতা বর্ণনা কর তোমার রবের - সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য ডুবার আগে।^১

৬৫০০. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاسُفِيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزِلْ رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا *

৪৬৪৬। ইসহাক ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা কি আমাদের মহান রবকে কিয়ামতের দিন দেখতে পাব ? তিনি বলেন : যখন আকাশে কোন মেঘ থাকে না, তখন দুপুরের সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয় ? তারা বলেন : না এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : পূর্ণিমার রাতে আকাশে যখন কোন মেঘ থাকে না, তখন ঐ চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয় ? তারা বলেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, তাঁর শপথ ! সূর্য ও চাঁদ দেখতে তোমাদের যেমন অসুবিধা হয় না, এরূপ মহান আল্লাহর দর্শনে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

৬৫০৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاحِمَادٌ ح وَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِنَا أَبِي نَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ مُوسَى ابْنُ حَدَّسٍ عَنْ أَبِي

১. এ দু'টি সময় এমন যে, ফজরের সময় মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে এবং আসরের সময় দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। যারফলে, এ দু'টি সালাত অধিক 'কাযা' হয়। এজন্য এ দুই সময়ের সালাত যথাযথভাবে আদায় করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। (-অনুবাদক)।

رَزِيْنٍ قَالَ مُوسَى الْعُقَيْلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلْنَا يَرَى رَبَّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُحَلِّيَابِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَا آيَةٌ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِيْنٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُحَلِّيَابِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاللَّهُ أَعْظَمُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَجَلٌ وَأَعْظَمُ *

৪৬৫৬। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু রাযীন (র) বলেন : মূসা আকীলী (র) বলেছেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করি : কিয়ামতের দিন সবাই কি তার রবকে দেখবে ? এর উদাহরণ কিরূপ ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে আবু রাযীন ! তোমরা সবাই কি চাঁদকে দেখতে পাও না ? তিনি বলেন : পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখতে পায় না ? তিনি বলেন : পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে !

এরপর দু'জন রাবী একত্র হয়ে বর্ণনা করেন, আমরা বলি : হাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ তো মহান। এরপর আবু রাযীন (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : চাঁদ তো তাঁরই সৃষ্ট একটি বস্তু, (তা যখন দেখতে পাও), তখন মহান আল্লাহর শান তো অনেক বড়, (কাজেই, কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের তাঁকে দেখতে কোন অসুবিধা হবে না।)

٤٦٥٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطْوِي اللَّهُ تَعَالَى السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ *

৪৬৫৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আসমানকে একত্রিত করে, তাঁর ডান হাতে ধরে বলবেন : আমি-ই একমাত্র বাদশাহ ! (দুনিয়ার সেই) অত্যাচারী ও গর্বকারী শাসকরা কোথায় ? এরপর তিনি সব যমীনকে একত্রিত করার পর অন্যহাতে ধরে বলবেন : আমি-ই একচ্ছত্র অধিপতি। (দুনিয়ার সেই) জালিম ও অহংকারী শাসকরা কোথায় ?

٤٦٥٨. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ

مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ مَنْ يَسْأَلُونِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ *

৪৬৫৮। কা'নাবী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমাদের রব প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে এসে বলেন : আমার কাছে কে দু'আ করবে ? আমি তার দু'আ কবুল করবো। কে আমার কাছে চাবে, আমি তাকে তা দেব। আমার কাছে কে গুনাহ্ মাফ চাবে, আমি তার গুনাহ্ মাফ করে দেব।

২১. بَابُ فِي الْقُرْآنِ

২১. অনুচ্ছেদ : কুরআন সম্পর্কে

৬৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ سَلَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ إِلَّا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنْ قُرِئْتُ قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُدِغَ كَلَامَ رَبِّي *

৪৬৫৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাহীর (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতে অবস্থানকালে লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন : তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে আমার কাওম কুরায়শদের কাছে নিয়ে যেতে পারে ? কেননা, কুরায়শরা আমার রবের কথা মানুষের কাছে পৌছাতে বাধার সৃষ্টি করছে !

৬৬০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَقَرَأَ ابْنُ لَهُ آيَةً مِنَ الْإِنْجِيلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ أَتَضْحَكُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى *

৪৬৬০। ইসমাইল ইব্ন উমার (র) - - - আমির ইব্ন শাহর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নাজ্জাশী বাদশার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তার এক ছেলে ইন্জীলের একটি আয়াত পাঠ করলে, আমার হাসি পায়। তখন বাদশাহ আমাকে বলেন : কি ব্যাপার, তুমি আল্লাহর কালাম শুনে হাসছো ?

৬৬১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكُلُّ حَدَّثَنِي

طَائِفَةٌ مِّنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَرُ مِنِّي أَن يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُبْتَلَى *

৪৬৬১। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, মহান আল্লাহ আমার সম্পর্কে এমন কোন আয়াত নাযিল করবেন, যা সব সময় পড়া হবে।

٤٦٦٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مِّنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُوكُم يُعَوِّذُ بِهِمَا اسْمَعِيلُ وَاسْحَقُ *

৪৬৬২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর জন্য এরূপ দু'আ করতেন : আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহর কালামের আশ্রয়ে রাখতে চাই - সব ধরনের শয়তান হতে, কষ্টদায়ক বস্তু হতে এবং সব ধরনের বদ-নজর হতে।

এরপর নবী ﷺ বলেন : তোমাদের পিতা (ইবরাহীম (আ))-এর কালামের দ্বারা ইসমাইল ও ইসহাক (আ)-এর জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন।

٤٦٦٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْحٍ الرَّازِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا نَا أَبُوَا مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلْسَّمَاءِ صَلَٰصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصِّفَا فَيَصْعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَ جِبْرِيلُ فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ قَيِّقُولُونَ يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُولُ الْحَقُّ فَيَقُولُونَ الْحَقُّ الْحَقُّ *

৪৬৬৩। আহমদ ইব্ন আবু সুরায়হ (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী প্রেরণের জন্য কথা বলেন, তখন এক আসমানের অধিবাসী অন্য আসমান থেকে এরূপ শব্দ শোনে যে, যেমন সাফা পাহাড়ের উপর লোহার শিকল টানলে শব্দ হয়। যা শুনে তারা সবাই বেহুশ হয়ে পড়ে এবং জিবরাঈল (আ) তাদের কাছে না আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকে। এরপর জিবরাঈল (আ) যখন তাদের কাছে আসে, তখন তারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে বলে : হে জিবরাঈল (আ) ! আপনার রব কি বলেছেন ? তিনি বলেন : তিনি সত্য বলেছেন। একথা শুনে সকল ফেরেশতা বলতে থাকে : সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন।

২২. بَابُ ذِكْرِ الْبَعْثِ وَالصُّورِ

২২. অনুচ্ছেদ : কিয়ামত এবং শিংগা-ধ্বনি প্রসঙ্গে

৬৬৬৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ نَا أَسْلَمُ عَنْ بِشْرِ بْنِ شِفَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ *

৪৬৬৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম বলেছেন : সংলাহাঃ আলোহাদিঃ ওয়া সাহাবঃ 'সূর' হলো শিংগা, যাতে ফুৎকার দেয়া হবে।

৬৬৬৫. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ الْأَرْضُ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرْكَبُ *

৪৬৬৫। কানাবী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সংলাহাঃ আলোহাদিঃ ওয়া সাহাবঃ বলেছেন : মানব দেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ মাটিতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু মেরুদণ্ডের হাঁড় খেতে পারে না। তা দিয়েই মানুষকে তৈরী করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার তা দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হবে।

২৩. بَابُ فِي الشَّفَاعَةِ

২৩. অনুচ্ছেদ : শাফা'আত সম্পর্কে

৬৬৬৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا بُسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ الْأَشْعَثِ الْحَدَّانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي *

৪৬৬৬। সুলায়মান ইবন হার্ব (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সংলাহাঃ আলোহাদিঃ ওয়া সাহাবঃ বলেছেন : আমার শাফা'আত আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহ করে, তাদের জন্য হবে। (যেমন - যারা যিনা করে, চুরি করে, শরাব খায় ইত্যাদি লোকের জন্য।)

৬৬৬৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ نَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ *

৪৬৬৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সংলাহাঃ আলোহাদিঃ ওয়া সাহাবঃ বলেছেন : মুহাম্মদ সংলাহাঃ আলোহাদিঃ ওয়া সাহাবঃ -এর শাফা'আতে কিছু লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের জাহান্নামী হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে।

৬৬৬৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَيَشْرَبُونَ *

৪৬৬৮। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতেই পানাহার করবে।

২৪. بَابُ فِي خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

২৪. অনুচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নামের - সৃষ্টি সম্পর্কে

৬৬৬৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَقَّهَا بِأَلْمَاكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَخَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَّالِكَ فَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا *

৪৬৬৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন, তখন জিবরাঈল (আ)-কে বলেন : যাও জান্নাত দেখে এসো। তিনি জান্নাত দেখে এসে বলেন : হে আমার রব! যে কেউ এ জান্নাতের কথা শোনবে, সে এতে প্রবেশের আকাংক্ষা করবে। এরপর আল্লাহ জান্নাতকে কিছু কঠিন ও মুশকিল আমল দিয়ে আচ্ছাদিত করেন এবং বলেন : হে জিবরাঈল! এখন গিয়ে তা দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তা দেখে এসে বলবে : হে আমার রব! তোমার 'ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে, এখন হয়তো আর কেউ সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এরপর আল্লাহ জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরাঈল (আ)-কে বলেন : হে জিবরাঈল! সেখানে যাও এবং দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তা দেখে এসে বলেন : হে আমার রব! আপনার 'ইজ্জতের কসম! যারা এর অবস্থা শোনবে, তারা কেউ-ই সেখানে যেতে চাবে না। এরপর আল্লাহ শাহ্যাত (কুরিপু) দিয়ে তাকে ঢেকে দেন

এবং বলেন : হে জিবরাঈল! এখন সেখানে যাও এবং দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তা দেখে এসে বলেন : হে আমার রব! আপনার 'ইজ্জতের কসম! এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, হয়তো সব লোক এতে প্রবেশ করবে।

২৫. بَابُ فِي الْحَوْضِ

২৫. অনুচ্ছেদ : হাওয-কাওছার সম্পর্কে

৬৬৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَابَيْنَ نَا حَيْتِيهِ كَمَا بَيْنَ جَرِيَا وَأَذْرُحَ *

৪৬৭০। সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সামনে (হাশরের দিন) একটা হাওয হবে, এর দু'টি তীরের দূরত্ব হবে- জারিয়া থেকে আজরু নামক স্থান পর্যন্ত। (শাম দেশের দু'টি গ্রামের নাম, এ দু'টি গ্রামের মাঝে দূরত্ব হলো তিন দিনের পথের সমান।)

৬৬৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا قَالَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ *

৪৬৭১। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একস্থানে অবস্থান করা কালে তিনি বলেন : তোমরা তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগ ও নও, যারা হাওয - কাওছারের কাছে আসবে।

রাবী বলেন, আমি যায়দ ইব্ন আরকাম (র)-কে জিজ্ঞাসা করি : সেদিন কত লোক আপনারা সেখানে ছিলেন? তিনি বলেন : সাতশো বা আটশো লোক।

৬৬৯. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَاِمَّا قَالَ لَهُمْ وَاِمَّا قَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أَنْزَلْتُ عَلَى أَنْفِ سُوْرَةٍ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ هَلْ تَذَرُونَنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
قَالَ فَإِنَّهُ نَهْوٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ
أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْيَتَهُ عَدَدَ الْكَوَاكِبِ *

৪৬৭২। হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর হাসি মুখে মাথা উঠিয়ে হয়তো নিজে তাদের বলেন, নয়তো সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি হাসলেন কেন ? তিনি বলেন : এখনই আমার উপর একটা সূরা নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি তা তিলাওয়াত করেন : অবশ্যই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষে পোষণকারীই তো নির্বংশ। সূরা পাঠ শেষে তিনি প্রশ্ন করেন : তোমরা কি জান, কাওছার কী ? তারা বলেন : এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন নবী ﷺ বলেন : তা হলো একটা নহর, যা আমার রব আমাকে জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। সেখানে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে এবং সেখানে হাওয আছে, যেখানে কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত সমবেত হবে। আর এর পান পাত্র তারকারাজীর চাইতে অধিক হবে।

৬৭৩. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النُّضْرِنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ نَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا عَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ عُرْضَ
لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَبَّبُ أَوْ قَالَ الْمُجَوَّفُ فَضَرَبَ الْمَلِكُ الَّذِي مَعَهُ
يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًَا فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِلْمَلِكِ الَّذِي مَعَهُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا
الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ *

৪৬৭৩। আসিম ইবন নাযর (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মি'রাজের রাতে জান্নাত পরিভ্রমণকালে নবী করীম ﷺ -এর সামনে একটা নহর (নদী) আনা হয়, যার দু'পাশ ছিল নিরেট ইয়াকূতে ভরপুর। এ সময় তাঁর সঙ্গী ফেরেশতা সেখানে হাত দিয়ে একটা মশক বের করেন। তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেন : ইহা কি ? তিনি বলেন : ইহা ঐ কাওছার, যা মহান আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন।

৬৭৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ
قَالَ شَهِدْتُ أَبَا بَرَزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي فَلَانَ سَمَاءَهُ مُسْلِمٌ
وَكَانَ فِي السَّبَاطِ قَالَ فَلَمَّا رَأَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيَكُمْ هَذَا الدَّخْدَاحُ
فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُغَيِّرُونَنِي بِصُحْبَةِ

مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِسَائِكَ عَنِ الْحَوْضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئًا قَالَ أَبُو بَرَزَةَ نَعَمْ لَأَمْرَةً وَلَا ثِنْتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا وَلَا أَرْبَعًا وَلَا خَمْسًا فَمَنْ كَذَبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضِبًا *

৪৬৭৪। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবদুস সালাম ইব্ন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু বারযা (রা)-কে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ (র)-এর কাছে যেতে দেখি। এরপর আমার কাছে মুসলিম নামে এক ব্যক্তি, যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন- বলেন : উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ (র) আবু বারযা (রা)-কে দেখে বলেন : দেখ! তোমাদের এ মুহাম্মদী (মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবী) মোটা পা -বিশিষ্ট। একথা শুনে আবু বারযা (রা) বুঝতে পারেন যে, (ইব্ন যিয়াদ ঘৃণাভরে এরূপ উক্তি করছে।) তখন তিনি বলেন : আমি এরূপ খেয়াল করিনি যে, আমি এরূপ লোকদের সাথে অবস্থান করবো, যে আমাকে মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবী হওয়ার জন্য দোষারূপ করবে। একথা শুনে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ বলেন : মুহাম্মদ ﷺ -এর সোহবত তো আপনার জন্য গৌরবের বিষয়, এটা কোন দোষের ব্যাপার নয়। এরপর তিনি বলেন : আমি আপনাকে এ জন্য ডেকেছি যে, আপনি আপনার কাছে হাওয়- কাওহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। আপনি কি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন? আবু বারযা (রা) বলেন : হ্যাঁ, শুনেছি। এক, দুই, তিন, চার, বা পাঁচবার নয়, বরং বহুবার শুনেছি। আর যে ব্যক্তি এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, আল্লাহ তাকে সে হাওয়ার পানি পান করাবেন না। এরপর তিনি সেখানে থেকে রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসেন।

২৬. بَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

২৬. অনুচ্ছেদ : কবরের প্রশ্ন ও শাস্তির বর্ণনা

৬৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطِّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *

৪৬৭৫। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - বারী ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন কোন মুসলমানকে কবরে প্রশ্ন করা হয়, আর সে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল। এ কথা আল্লাহর ঐ বাণীর বাস্তবতা : মহান আল্লাহ ঈমানদারদের দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত রাখেন সত্য কথার উপর।

৬৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ أَبُو نَضْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لِنَبِيِّ النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالُوا وَمِمَّا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَاهُ قَالَ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسَالُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهَرُهُ فَيَقُلُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِّنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صِيحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ *

৪৬৭৬। মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুরের বাগানে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি একটা শব্দ শুনে ভীত হয়ে পড়েন এবং বলেন : এ কবরগুলি কাদের ? তারা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা জাহিলী যুগে মারা গেছে। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহর কবরের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তখন তারা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কেন এরূপ করবো ? তখন নবী ﷺ বলেন যখন কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয়, তখন একজন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করে : তুমি কার ইবাদত করত ? তখন মহান আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন। তখন সে বলে : আমি আল্লাহর ইবাদত করতাম। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে : তুমি এ ব্যক্তির (মুহাম্মদ ﷺ-এর) ব্যাপারে কিরূপ ধারণা পোষণ করত ? তখন সে বলবে : তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। এরপর তাকে এমন একস্থানে নেওয়া হয়, যা তার জন্য জাহান্নামে বানানো হয়েছিল। তখন তাকে বলা হবে : এটা এটা তোমার জাহান্নামের ঘর ছিল। আল্লাহ তোমাকে এ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তোমার উপর রহম করেছেন এবং এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটা চিরস্থায়ী ঘর দান করেছেন। তখন

সে বলে : আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি আমার পরিবার-পরিজনদের এ সুসংবাদ দিতে পারি। তখন তাকে বলা হয় : তুমি শান্ত হও। অপরপক্ষে যখন কোন কাফিরকে কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা আসে এবং ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে : তুমি কার ইবাদত করতে ? সে বলবে : আমি জানি না। তখন তাকে বলা হয় : তুমি নিজেও জ্ঞান অর্জন করনি। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় : এ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার ধারণা কিরূপ ছিল ? তখন সে বলে : তাঁর ব্যাপারে লোকদের যেকোন ধারণা ছিল, আমার ধারণা ও সেরূপ। এ কথা শুনে ফেরেশতা তার মাথায় লোহার মুণ্ডর দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে, ফলে সে এত জোরে চীৎকার করে যে, জিন ও ইনসান ব্যতীত সে চীৎকার সব সৃষ্ট জীব শুনতে পায়।

৬৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَاعَبِدُ الْوَهَّابِ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَارِ نَحْوَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَنْ لَهُ فَذَكَرَ قَرِيبًا مِّنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ فِيهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولَانِ لَهُ زَادَ الْمُنَافِقُ وَقَالَ يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ *

৪৬৭৭। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আবদুল ওয়াহাব (র) উপরোক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন কোন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং লোকেরা তাকে দাফন করে ফিরে আসে, আর সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার শব্দও শুনতে পায় ; সে সময় তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, যাতে কাফির ও মুনাফিক শব্দের উল্লেখ আছে। এরপর দু'জন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করে। এখানে মুনাফিক শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো বলেন : সে শব্দ তার আশপাশে যারা থাকে, সবাই শোনে ; জিন ও ইনসান ব্যতীত।

৬৭৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ ح وَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهَذَا لَفْظُ هَنَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرُ فِي يَدِهِ عُوْدٌ يَّنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَهُنَا وَقَالَ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ حَقَّقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا مِنْ رَبِّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَّبِيُّكَ قَالَ هَنَادٌ قَالَ وَيَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيُجَلِّسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ

رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ
 مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولَانِ وَمَا
 يُدْرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَاْمَنْتُ بِهِمْ وَصَدَّقْتُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ
 فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ الْآيَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ
 عَبْدِي فَافْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ
 قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُّوحِهَا وَطِيبِهَا قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدٌّ بِصَرِّهِ قَالَ وَإِنْ
 الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَتَعَادَرُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ
 فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ
 لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي
 فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ
 وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ
 عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ
 أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ لَّوْضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَّصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَضْرِبُهُ
 بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا قَالَ
 ثُمَّ تَعَادُ فِيهِ الرُّوحُ *

৪৬৭৮. উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একজন আনসার সাহাবীর জানাযার নামাযে শরীক হই, এমন
 কি তার কবরের কাছে যাই, যা তখন ও তৈরী হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে বসেন এবং
 আমরা ও তাঁর সাথে তাঁর চারদিকে শান্তভাবে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসা।
 এ সময় নবী ﷺ -এর হাতে একখণ্ড কাঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি যমীনের উপর আঘাত করছিলেন।
 এরপর তিনি মাথা উঁচু করে দুই বা তিনবার বলেন : তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে
 নাজাত চাও।

রাবী জারীরের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, দাফনের পর লোকেরা যখন ফিরে
 যায় এবং সে লোক তাদের শব্দ শুনতে পায়, সে সময় তাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয় : হে ব্যক্তি!
 তোমার রব কে? তোমার দীন কি এবং তোমার নবী কে?

রাবী হান্নাদ (র) বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে : তোমার রব কে ? তখন সে বলে : আল্লাহ আমার রব। তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে : তোমার দীন কী ? সে বলে : আমার দীন ইসলাম। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে : এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছিল ? তখন সে বলে : ইনি হলেন - রাসূলুল্লাহ ﷺ। তখন ফেরেশতারা আর জিজ্ঞাসা করে : তুমি এ কিরূপে জানলে ? তখন সে বলে : আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং একে সত্য বলে মনে করি। রাবী জারীর বলেন, আল্লাহর বাণী : “আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের ইহজীবন ও পরজীবনে শাস্ত- বাণীর (কালিমার) উপর দূর রাখেন” - এর অর্থ ইহাই।

রাবী বলেন : এরপর আসমান থেকে একজন আহবানকারী এরূপ ঘোষণা দিতে থাকে : আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। রাবী বলেন : তখন তার কবরে জান্নাতের মৃদুমন্দ বাতাস ও খোশবু আসতে থাকে এবং সে ব্যক্তির কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হয়। এরপর তিনি কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন : কবরে রাখার পর তার আত্মাকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায় এবং প্রশ্ন করে : তোমার রব কে ? তখন সে বলে : হাঁ - হা - লা-আদরী ; অর্থাৎ আফসোস, আমি তো জানি না। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে : তোমার দীন কী ? সে বলে : আফসোস আমি জানি না। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে : এ ব্যক্তি কে, যাকে দুনিয়াতে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল ? তখন সে বলে : হায় আফসোস! আমি জানি না। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী এরূপ বলতে থাকে : সে মিথ্যা বলেছে। তার কবরে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবর থেকে জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও; যাতে তার কবরে জাহান্নামের আগুনের প্রচণ্ড তাপ ও ভাঁপ আসতে থাকে। এরপর কবর তার জন্য এতই সংকুচিত হয়ে যায় যে, তার পাজরের একপাশ অপরপাশে চলে যায়।

রাবী জারীর আরো বর্ণনা করেন : এরপর সে ব্যক্তির জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিয়োগ করা হয় এবং তার হাতে এমন একটা লোহার মুগুর থাকে, যদি তা দিয়ে দুনিয়ার কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয়, তবে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হবে। এরপর সে ফেরেশতা মুগুর দিয়ে তাকে এমনভাবে পিটাতে থাকে, যার শব্দ জিন ও ইনসান ব্যতীত পূর্ব - পশ্চিমের সমস্ত মাখলুক (সৃষ্টজীব) শুনতে পায় এবং তার দেহ চূর্ণ -বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হয়। এরপর তার মধ্যে পুনরায় রুহ ফুঁকে দেয়া হয়। (এভাবে তাকে কবরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়। আল্লাহ আমাদের কবরের আযাব থেকে নাজাত দিন আমীন! (অনুবাদক)

৬৭৭. حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا الْأَعْمَشُ نَا الْمِنْهَالُ عَنْ أَبِي عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪৬৭৯। হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - আবু আমর (র) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি বারী ইবন আযিব (রা)-কে নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর

পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭. بَابُ فِي ذِكْرِ الْمِيزَانِ

২৭. অনুচ্ছেদ : মীযান বা পাল্লা সম্পর্কে

৬১৮. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُبْكِيكَ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يُعْلَمَ أَيُّخَفُ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ هَاؤُمْ اقْرَؤُوا كِتَابِيهِ حَتَّى يُعْلَمَ أَيُّنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفَى يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ قَالَ يَعْقُوبُ عَنْ يُونُسَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ *

৪৬৮০। ইয়া'কুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কাঁদছো কেন ? তিনি বলেন : জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি কাঁদছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবার-পরিজনের কথা মনে রাখবেন ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তিনটি স্থান এমন আছে, যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ করবে না। যথা - ১। মীযান বা মাপের সময়, যতক্ষণ না কেউ জানতে পারবে, তার পাল্লা ভারী- না হালকা, ২। কিতাব বা আমলনামা পাওয়ার সময়, যখন বলা হবে : দৌড়ে এসো এবং নিজ নিজ আমলনামা পাঠ কর। যতক্ষণ কেউ জানতে পারবে না যে, তা কোন দিক থেকে আসে - ডান, বাম না পেছনের দিক থেকে এবং ৩। সে সময় - যখন সে পুল-সিরাতের উপর থাকবে এবং তা জাহান্নামের উপর রাখা হবে।

২৮. بَابُ فِي الدُّجَالِ

২৮. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল সম্পর্কে

৬১৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ الدُّجَالَ قَوْمَهُ وَإِنِّي أَنْذَرُ

كُمُوهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَعَلَّه سَيُذَرِكُهُ مَنْ قَدَّرَ انِّي وَسَمِعَ
كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ مِثْلُهَا الْيَوْمَ قَالَ أَوْ خَيْرًا *

৪৬৮১। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এরূপ বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : নূহ (আ)-এর পর এমন কোন নবী যান্নি, যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি-প্রদর্শন করেননি। আর আমি ও তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : সম্ভবতঃ যে আমাকে দেখেছে এবং আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে দেখবে। তখন সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেদিন আমাদের দিল কেমন হবে? আজকের দিনের মত? তিনি বলেন : আজকের দিন থেকেও উত্তম হবে।

٤٦٨٢. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَكَرَ
الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ
قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ
أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ *

৪৬৮২। মুখাল্লাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - সালিম (র) তার পিতা ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করেন। এরপর তিনি দাজ্জালের ব্যাপারে বলেন : আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি-প্রদর্শন করছি। আর প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে তার সম্পর্কে সতর্ক করেন। আমি তার সম্পর্কে এমন কথা বলবো, যা পূর্ববর্তী কোন নবীরা তাদের উম্মাতের কাছে বলেননি। জেনে রাখ! সে হবে কানা; আর তোমাদের রব কানা নন।^১

২৯. بَابُ فِي قَتْلِ الْخَوَارِجِ

২৯. অনুচ্ছেদ : খারেজীদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে

٤٦٨٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ وَمَنْذَلٌ عَنْ
مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي جَهْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ *

১. দাজ্জাল যখন বের হবে, তখন সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। এই জন্য নবী (সা) তাঁর উম্মতকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন, যাতে তারা দাজ্জালের ধোঁকা থেকে নাজাত পায়। (-অনুবাদক)।

৪৬৮৩। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (আহলে সুন্নাহ ওয়াল) জামা'আত থেকে এক বিষতও সরে যাবে, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি নিক্ষেপ করবে।

৬৮৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَطَرٍ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَيْمَةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفَى قُلْتُ أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ أَوْ الْحَقَّكَ قَالَ أَوْ لَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي *

৪৬৮৪। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পরে সে সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে, যখন শাসনকর্তা গনীমতের মালকে নিজের মাল হিসাবে মনে করবে? আমি বলি : ঐ জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, তখন আমি আমার তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে রাখবো এবং তা দিয়ে জিহাদ করবো, যতক্ষণ না আমি আপনার সাথে মিলিত হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাকে এর চাইতে কোন উত্তম পস্থা জানিয়ে দেব না? আর তা হলো - তুমি আমার সাথে মেলার আগ পর্যন্ত সবার করবে।

৬৮৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَيْمَةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ قَالَ هِشَامٌ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَسْلَمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا *

৪৬৮৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অতিসত্ত্বর তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যার কাজকর্ম ভাল হবে এবং মন্দ ও হবে। সে সময় যে ব্যক্তি তার মন্দ-কাজের প্রতিবাদ মুখ দিয়ে করবে, সে দোষমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে, সে ও দোষমুক্ত হবে; আর যে ব্যক্তি তার কাজ-কর্মকে অস্বীকার করবে, সে নাজাত প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তিতার অনুসরণ করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাদের হত্যা করবো না? তিনি বলেন : না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করতে থাকবে।

৬৮৬. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَامِعًا بَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ نَا الْحَسَنُ عَنْ
ضَبَّةَ بَنِ مِحْصَنٍ الْعَنْزِيَّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَمَنْ كَرِهَ
فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ قَالَ قَتَادَةُ مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ *

৪৬৮৬। ইবন বাশ্শার (র) - - - উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ-কে এরূপ বর্ণনা করেছেন।
নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তাকে খারাপ মনে করবে, সে দোষমুক্ত হবে; আর যে তাকে অস্বীকার
করবে, সে নাজাত প্রাপ্ত হবে।

রাবী কাতাদা (র) বলেন : যে ব্যক্তি তাকে অন্তর দিয়ে খারাপ জানবে এবং অস্বীকার করবে।

৬৮৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى نَا شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ
أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ *

৪৬৮৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : অতিসত্ত্বর আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ হবে ফিতনার সৃষ্টি, ফ্যাসাদ
সৃষ্টি হবে। এ সময় যে ব্যক্তি সুসলমানদের ঐক্যে ফাঁটল সৃষ্টি করতে চাবে, সে যে-ই হোক না
কেন, তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করবে।

৬৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدَةَ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهْلَ نَهْرَوَانَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُؤَدَّانُ الْيَدِ أَوْ
مُخَدَّجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَنَبَّاتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ قَالَ إِي
وَرَبِّ الْكَعْبَةِ *

৪৬৮৮। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আলী
(রা) নাহরাওয়ানের লোকদের সম্পর্কে বলেন : তাদের মাঝে এক ব্যক্তি ছোট হাত বিশিষ্ট হবে।
যদি তোমরা আমার কথা মানতে, তবে মহান আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর যবানীতে তাদের হত্যা
করলে যে ছওয়াবের কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের অবহিত করতাম।

রাবী বলেন, তখন আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : আপনি কি তা নবী ﷺ থেকে
শুনেছেন। তিনি বলেন : হ্যাঁ, কা'বার রবের শপথ! (আমি তা তাঁর কাছ থেকে শুনেছি।)

৬৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهِيبَةٍ فِي تَرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا

بَيْنَ أَرْبَعَةِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ
 بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ
 عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كُلَيْبٍ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالَتْ
 يُعْطَى صَنَادِيدُ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَاَلَفُهُمْ قَالَ فَاَقْبَلْ رَجُلٌ غَائِرٌ
 الْغَيْنَيْنِ مُشْرِفٌ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِي الْجَبَيْنِ كَثُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقٌ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا
 مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ أَيَا مُنْنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا
 تَأْمَنُونَنِي قَالَ فَسَالَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَنْعَهُ قَالَ فَلَمَّا
 وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِيْضِيْ هَذَا أَوْفَى عَقَبِ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ
 حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ
 الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لِنِّ اَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ *

৪৬৮৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 একদা আলী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠান, যা তিনি -
 আকরা ইব্ন হাবিস হানযালী (রা), উয়ায়না ইব্ন বদর ফাযারী (রা), বনু নাবহানের এক ব্যক্তি -
 যায়দ খায়ল তায়ী (রা) এবং বনু কিলাবের এক ব্যক্তি - ইব্ন উলাছা আমিরী (রা) এ চার ব্যক্তির
 মধ্যে বন্টন করে দেন।

রাবী বলেন : এতে কুরায়শ ও আনসারগণ রাগান্বিত হন এবং বলেন : আপনি নজদের
 অধিপতিদের দিচ্ছেন, অথচ আমাদের কিছুই দিচ্ছেন না! তিনি বলেন : আমি এ দিয়ে তাদের
 দিলকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করছি। এ সময় সেখানে এমন এক ব্যক্তি আসে - যার চোখ
 কোঠরাগত, চোয়াল উঁচু, কপাল উন্নত, ঘন দাড়ি-বিশিষ্ট ও মস্তক মুণ্ডিত ছিল। সে বলে : হে
 মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী
 করি, তবে আর কে তাঁর ফরমাবরদার হবে? মহান আল্লাহ্ যমীনের উপর আমাকে আমানতদার
 বানিয়েছেন, অথচ তুমি আমাকে আমানতদার মনে কর না।

রাবী বলেন : তখন এক ব্যক্তি, আমার ধারণায় তিনি হলেন- খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাকে
 কতল করার জন্য অনুমতি চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেন।

রাবী বলেন : সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ ব্যক্তির বংশে এমন কিছু
 লোক জন্ম নেবে, যারা কুরআন পাঠ করবে সত্য, তবে তা তাদের গলার নীচে যাবে না, (অর্থাৎ তা
 তাদের অন্তরে কোন আছর করবে না।) তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেরূপ ধনুক থেকে
 তীর বেরিয়ে যায়। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে এবং মূর্তি-পূজারীদের ছেড়ে দেবে। যদি আমি

তাদের পাই, তবে আমি তাদের 'কাওমে - আদের' মত (পাইকারীহারে) কতল করবো।

৬৭৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ نَا الْوَلِيدُ وَمُبَشَّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيَّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ يَعْنِي الْوَلِيدُ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسَيِّئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فَوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَّن قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ *

৪৬৯০। নাসর ইবন আসিম (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী ও আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মত-পাথক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টির ফলে এমন কিছু ফিরকার সৃষ্টি হবে, যারা ভাল কথা বলবে, কিন্তু খারাপ কাজ করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না। বস্তুত তারা দীন থেকে এরূপ বেরিয়ে, যাবে যে রূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায় এবং তারা তাদের রাস্তা (মতবাদ) থেকে ফিরে আসবে না, যে রূপ নিষ্ফিষ্ট তীর - নিষ্ফেপের স্থানে ফিরে আসে না। তারা সমস্ত মাখলূকের মাঝে এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে। এরপর যারা তাদের হত্যা করবে, বা তাদের হাতে নিহত হবে - তারা সৌভাগ্যবান। তারা লোকদের আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান করবে, কিন্তু এর (কুরআনের) সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমার উম্মতের মধ্যে যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, তারা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়পাত্র হবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তাদের পরিচয় কি ? তিনি বলেন : তারা হবে মাথা মুগুনকারী !

৬৭৯। حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مُعَمَّرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ سِمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ وَالتَّسْمِيْدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنْمُوهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسْمِيْدُ اسْتِيْصَالُ الشَّعْرِ *

৪৬৯১। হাসান ইবন আলী (র) - - - আনাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তাদের পরিচয় হলো - তারা হবে মস্তকমুগুনকারী এবং চুল পরিষ্কারকারী। আর তোমরা যখন তাদের দেখবে, তখন অবশ্যই তাদের কতল করবে।

৬৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ

سُوَيْدُ بْنُ غَفْلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَا تَأْخِرُ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفْهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

৪৬৯২। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - সুওয়াদ ইব্ন গাফলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যখন তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করি, তখন তাঁর হাদীছ সম্পর্কে মিথ্যা বলার চাইতে, আসমান থেকে পতিত হওয়াকে আমি শ্রেয় মনে করি। আর আমি যখন তোমাদের কাছে আমার নিজের পক্ষ থেকে কিছু বর্ণনা করি, তখন বুঝবে যে, যুদ্ধের অপর নাম তো কৌশল অবলম্বন করা। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : শেষ যামানায় এমন কিছু লোক জন্ম নেবে, যাদের বয়স কম হবে এবং বুদ্ধি ও কম হবে। তারা সমস্ত মাখলূকের মধ্যে উত্তম কথাবার্তা বলবে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে, যে রূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান - তাদের গলার নীচে যাবে না। কাজেই, তোমরা এ ধরনের লোকদের যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করবে। কেননা, যারা তাদের হত্যা করবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত এর ছওয়ার পেতে থাকবে।

৬৭৯৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِي كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلَى أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صَلَوَتُكُمْ إِلَى صَلَوَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا يُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضَى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَا تَكْلُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ مِثْلَ حُلْمَةِ

التَّيِّدِي عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ بَيْضٌ أَفْتَذَهُبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ
هَؤُلَاءِ يَخْلِفُونَكُمْ إِلَى ذُرَارِيكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُوا أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ
الْقَوْمُ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرَاحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى
اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ مَنَزِلًا حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى
قَنْطَرَةٍ قَالَ فَلَمَّا التَّقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ
لَهُمُ الْقَوَا الرِّمَاحَ وَسَلُّوا السُّيُوفَ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا
نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ قَالَ فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَأَسْتَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ
النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقْتَلُوا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ وَمَا أُصِيبُ مِنَ النَّاسِ
يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلَى بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ فَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ
رَسُولُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَخْلِفُ *

৪৬৯৩। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - যায়দ ইব্ন ওয়াহাব যুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-এর ঐ সেনাবাহিনীর সাথে ছিলাম, যারা খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গিয়েছিল। তখন আলী (রা) বলেন : হে লোকগণ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা কুরআন এমন সুন্দরভাবে পড়বে যে, তাদের তুলনায় তোমাদের কীরাত কিছুই হবে না। তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত কিছুই হবে না এবং তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযা কিছুই হবে না। বস্তুত তারা এ মনে করে কুরআন পড়ে যে, তারা এর ছওয়াব পাবে, কিন্তু আসলে তারা এর কারণে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে। তাদের নামায তাদের গলার নীচে নামবে না এবং তারা ইসলাম থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে, যেরূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের বিনিময় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার নবীর যবানীতে যা বর্ণনা করেছেন, তা যদি তারা জানতো, তবে তারা সব ধরনের আমল ছেড়ে দিত। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি থাকবে, যারা বাহুমূল থাকবে, কিন্তু তার হাত থাকবে না। তার সে বাহুতে স্তনের বোঁটার মত থাকবে, যার উপর সাদা পশম হবে। কী ব্যাপার! তোমরা মুআবিয়া এবং শামবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাচ্ছ, অথচ

তোমরা তাদেরকে তোমাদের মাল ও সন্তান-সন্ততিদের কাছে রেখে যাচ্ছ! (যারা তাদের ক্ষতি করবে।) আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয়, এরাই তারা, (যাদের সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন), যারা হারাম রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং লোকদের চারণভূমি লুণ্ঠন করেছে। কাজেই, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন কর।

রাবী সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) বলেন : যায়দ ইব্ন ওয়াহাব (র) আমাকে এমন একস্থানে নিয়ে যান, যেখানে আমরা একটা পুলের উপর দিয়ে যাই; সেখানে দু'পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হয় এবং সেখানে খারিজীদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাবও উপস্থিত ছিল। সে তার সেনাবাহিনীর প্রতি এরূপ নির্দেশ দেয় : তোমরা বল্লম ফেলে দাও এবং খাপ থেকে তরবারি বের কর। কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে, এরা তোমাদের সেরূপ বিচ্ছিন্ন করবে, যে রূপ 'হারুরার'^১ দিন করেছিল।

রাবী বলেন : তার এ নির্দেশ পাওয়ার পর সৈন্যরা তাদের বল্লম ফেলে দিয়ে তরবারি ধারণ করে। তখন মুসলমানরা বল্লম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদের হত্যা করে গাদা দিয়ে রাখে।

রাবী বলেন : এ দিনের যুদ্ধে আলী (রা)-এর পক্ষে মাত্র দু'জন শহীদ হন। এরপর আলী (রা) এরূপ নির্দেশ দেন : লাশের স্তুপের মধ্য থেকে মাখদাজ অর্থাৎ ছোট হাত-বিশিষ্ট ব্যক্তির লাশ বের কর। কিন্তু সৈন্যরা তার লাশের সন্ধান পায় না।

রাবী বলেন : অবশেষে আলী (রা) সেখানে যান, যেখানে লাশ গাদা দেয়া ছিল এবং বলেন : এদের আলাদা করে রাখ। এরপর সমস্ত লাশকে আলাদা করে রাখার পর দেখা যায় যে, সে ব্যক্তির লাশ সবার নীচে মটির উপর পড়ে আছে। এ সময় 'আল্লাহ আববর' ধ্বনি দিয়ে বলেন : মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। একথা শুনে উবায়দা সালমানী (রা) আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন : ইয়া আমীরাল মু'মিনীন। ঐ জাতির কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, আপনি কি ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? জবাবে তিনি বলেন : ঐ আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, আমি ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। বাকী তিনবার শপথপূর্বক এর জবাব দেন।

৬৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ نَا أَبُو الْوَضِيِّ قَالَ قَالَ عَلَى أَطْلُبُوا الْمُخْدَجَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلِ فِي طِينٍ قَالَ أَبُو الْوَضِيِّ فَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطُ لَهُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرَاةِ عَلَيْهَا شَعِيرَاتٌ مِثْلُ الشَّعِيرَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى ذَنْبِ الْيَرْبُوحِ *

১. 'হারুরা' একটি স্থানের নাম যেখানে খারিজীরা সর্বপ্রথম একত্রিত হয়েছিল। এ সময় আলী (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তাদের কাছে পাঠান বুঝাবার জন্য। ফলে, কিছু লোক তার কথা মানে এবং কতক অমান্য করে। এরপর তারা নাহরাওন নামক স্থানে গিয়ে একত্রিত হয়। (-অনুবাদক)

৪৬৯৪। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - আবু ওযযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) সে যুদ্ধের সময় বলেন : তোমরা মাখদাজকে অনুসন্ধান কর। এরপর তিনি এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তখন লোকেরা তার লাশকে মৃতদের লাশের নীচে - যমীন থেকে উদ্ধার করে।

রাবী আবু ওযযী (র) বলেন : আমি যেন এখনো তার লাশকে দেখছি। সে একটা হাবশী কুর্তা (জামা) পরে ছিল এবং তার একটা বাহু স্ত্রীলোকের স্তনের বোটার মত ছিল, যার উপর বুনো ইদুরের চুলের মত পশম ছিল।

৬৭৯৫. حَدَّثَنَا بِشْوُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا شَبَابَةُ بْنُ سِوَارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعْنَا يَوْمَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ نَجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَقِيرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلَى مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بِرُئُسَائِي قَالَ أَبُو مَرْيَمَ وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُسَمَّى نَا فِعَا ذَا النَّدِيَةِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرَاةِ عَلَى رَأْسِهِ حُمَةٌ مِثْلُ حُمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السِّنُّورِ *

৪৬৯৫। বিশ্বর ইবন খালিদ (র) - - - নু'আয়ম ইবন হাকীম (র) আবু মারযাম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এই মাখদাজ একদা আমাদের সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিল এবং সে দিন-রাত মসজিদেই বসে থাকতো। সে ফকীর ছিল এবং আমি তাকে ফকীরদের সাথে আনতে দেখেছি। একদা আলী (রা) যখন খানা খাচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে একখানা কাপড় দেই।

রাবী আবু মারযাম (র) এ-ও বলেছেন : নাফি' (র) তার নাম দিয়েছিল- “যু-ছাদিয়া” - অর্থাৎ স্তন-বিশিষ্ট ব্যক্তি। কেননা, তার হাতে স্ত্রীলোকদের স্তনের মত-স্তন ছিল। যার অগ্রভাগে স্ত্রীলোকদের স্তনের বোটার মত- বোটাও ছিল এবং তার উপর বিড়ালের গোঁফের মত পশমও ছিল।

৩. بَابُ فِي قِتَالِ الْأُصُوصِ

৩০. অনুচ্ছেদ : চোরদের মুকাবিলা করা সম্পর্কে

৬৭৯৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتِلْ فَقَاتِلْ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪৬৯৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির মাল কেউ নাহকভাবে (চুরি করে) নিতে, আর সে ব্যক্তি চোরের মুকাবিলা করার সময় নিহত হয়, সে শহীদ হবে।

৬১৭. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪৬৯৭। হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ (র) - - - সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের সন্তান-সন্ততি, বা নিজের জীবন অথবা দীনের হিফাজত করতে গিয়ে নিহত হবে, সেও শহীদ।

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় : আদব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় : আদব

১. بَابُ فِي الْحِلْمِ وَأَخْلَاقِ النَّبِيِّ ﷺ

১. অনুচ্ছেদ : সহিষ্ণুতা ও নবী ﷺ -এর পূত-চরিত্র সম্পর্কে

৪৬৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ نَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صَبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَابِضٌ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي فَانْظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ أَذْهَبُ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدُمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لَشَيْئٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلَا لَشَيْئٍ تَرَكْتُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا *

৪৬৯৮। মুখাল্লাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠাতে চাইলে, আমি মুখে বলি : আল্লাহর শপথ! আমি যাব না। আর আমার মনে এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, আমি যাব; যেখানে যাওয়ার জন্য নবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আমি বের হই এবং বাজারের মধ্যে কয়েকজন ছেলেকে খেলাধূলা করতে দেখি, (ফলে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে

থাকি)। এমন সময় পেছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমার কাঁধে হাত রাখেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি মুচকি হাঁসছেন। তিনি বলেন : হে উনায়স! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম, সেখানে যাও। আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি এখনই যাচ্ছি।

রাবী আনাস (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ। আমি সাত বা নয় বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছিলাম। কিন্তু আমার জানা নেই, কোন দিন আমি কোন কাজ করলে তিনি বলেন : কেন তুমি একাজ করলে? আর আমি কোন কাজ না করলে, তিনি কোন দিন বলেননি: তুমি একাজ কেন করনি?

৪৬৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهُي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أَفْ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا أَوْ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا *

৪৬৯৯। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মদীনাতে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করি। এ সময় আমি বালক ছিলাম এবং আমার সব কাজ তাঁর ইচ্ছা মারফিক হতো না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠে বলেন নি এবং এরূপও কোন দিন বলেন নি : তুমি একাজ কেন করলে বা তুমি এ কাজ কেন করনি?

৪৭০০. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو عَامِرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى تَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ بَيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّثُنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حَتَّى قَامَ فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَرُ رَقَبَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاءٌ خَشِينًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَحْمِلُكَ حَتَّى تَقِيدَنِي مِنْ جَبَذَتِكَ الَّتِي جَبَذْتَنِي فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا أَقِيدُ لَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرِيهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْآخِرِ تَمْرًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ انصَرِفُوا عَلَى بَرَكََةِ اللَّهِ *

৪৭০০। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর তিনি যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন আমরা ও উঠে দাঁড়াইতাম, যতক্ষণ না আমরা দেখতাম যে, তিনি তাঁর কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করেছেন।

একদিন তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে দাঁড়ালে, আমরা ও দাঁড়িয়ে যাই। এ সময় আমরা দেখি যে, একজন বেদুঈন আরব তাঁকে ধরে তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে টানছে, যাতে তাঁর গলা লাল হয়ে যায়।

রাবী আবু হুরায়রা (রা) বলেন : সে ব্যক্তির চাদরটি ছিল মোটা কাপড়ের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালে সে বলে : আপনি আমার এ দু'টি উটের পিঠ শস্য দিয়ে ভরে দিন ; কেননা আপনি আপনার মাল থেকে দিচ্ছেন না, না আপনার পিতার মাল থেকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : না, আমি আমার মাল থেকে দেই না, আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাই। একথা তিনি তিনবার বলেন। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমার উটের পিঠ ততক্ষণ ভরে দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে টানার বিনিময় দেবে। বেদুঈন (আরব) প্রতিবারই এরূপ কসম করে বলতে থাকে যে, আল্লাহর শপথ! আমি এর বিনিময় আপনাকে দেব না, (কারণ সে জানতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না।)

এরপর রাবী হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, এ ব্যক্তির দু'টি উটের পিঠ শস্য দিয়ে ভরে দাও। এক উটের পিঠে যব এবং অন্য উটের পিঠে খেজুর দিয়ে দাও। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বলেন : তোমরা আল্লাহর বরকতের উপর ভরসা করে চলে যাও।

২. بَابُ فِي الْوَقَارِ

২. অনুচ্ছেদ : আত্মসম্মান সম্পর্কে

৪৭.১. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُرَاءٌ مِّنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ *

৪৭০১। নুফায়লী (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সৎভাবে চলা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা - নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।

৩. بَابُ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا

৩. অনুচ্ছেদ : ক্রোধ সম্বরণের ফযীলত সম্পর্কে

৪৭.২. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَى الْحُورِ شَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ *

৪৭০২। ইবন সারহ (র) - - - সাহল ইবন মুআয (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ক্রোধকে সম্বরণ করে, অথচ সে কাজ করতে সে সক্ষম; (তার এ সবরের কারণে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকলের সামনে ডেকে বলবেন : তুমি যে হুরকে চাও, পছন্দ করে নিয়ে যাও।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু মারহুমের নাম হলো - আবদুর রহমান ইবন মায়মুন।

৪৭.৩. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ بَشْرِ بْنِ مَنصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ مَلَأَهُ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ دَعَاةِ اللَّهِ زَادَ وَمَنْ تَرَكَ لَيْسَ ثَوْبٌ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بَشْرٌ أَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضَعَا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ ثَوَجَهُ اللَّهُ تَاَجَ الْمَلِكِ *

৪৭০৩। উক্বা ইবন মুকাররম (র) - - - মুওয়াদ ইবন ওয়াহাব (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবীর পুত্র ছিলেন, তার পিতা থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : নবী ﷺ অর্থাৎ “আল্লাহ তাকে ডাকবেন”, এ শব্দের পরিবর্তে : مَلَأَ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا অর্থাৎ “আল্লাহ তাকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন”- বলেন।

এরপর রাবী এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উত্তম বস্ত্র পরিধান করবে না এবং নম্রতা দেখাবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের-চাদর পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন নিঃস্ব ব্যক্তিকে বিবাহ করাবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন শাহী মুকুট পরাবেন।

৪৭.৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

التَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ الصَّرْعَةَ فِيكُمْ قَالُوا الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ قَالَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ *

৪৭০৪। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কাকে শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলে মনে কর ? সাহাবীগণ বলেন : যাকে কেউ ধরাশায়ী করতে পারে না, তাকে। তখন তিনি বলেন : না বরং সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা, যে রাগের সময় তার ক্রোধকে সম্বরণ করতে পারে।

৪. بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

৪. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় কি বলবে- সে সম্পর্কে

৪৭.৫. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى يَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى خِيلَ إِلَى أَنْ أَنْفَهُ يَتَمَرَّغُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْلَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاذٌ يَأْمُرُهُ فَأَبَى وَمَحَكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَبًا *

৪৭০৫। ইউসুফ ইবন মুসা (র) - - - মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার দু'ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সামনে পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি করে। ফলে একব্যক্তি এরূপ রাগান্বিত হয় যে, আমার মনে হয় রাগের কারণে তার নাক ফেটে যাবে। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : আমি এমন একটা কথা (কালিমা) জানি, যদি কেউ তা রাগের সময় বলে, তবে তার ক্রোধ চলে যাবে। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেটি কি ? তিনি বলেন : (অর্থ) হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই। মুআয (রা) তাকে এ দু'আ পাঠ করতে বললে, সে অস্বীকার করে। যার ফলে তাঁর ক্রোধ আরো বেড়ে যায়।

৪৭.৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَرْدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَجْرُ عَيْنَاهُ وَتَنْفُخُ أَوْدَاجَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا

لَهَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بَيْنِي مِنْ جُنُونٍ *

৪৭০৬। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - সুলায়মান ইবন সারাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা দু'ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সামনে পরস্পর গালাগালি করে ; ফলে তাদের এক-জনের চোখ লাল হয়ে যায় এবং গলার রং ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি এমন একটা দু'আ জানি, যদি কেউ রাগের সময় তা পাঠ করে, তবে তার ক্রোধ চলে যায়। তা হলো : “আউযু বিল্লাহে মিনাশ শয়তানির রাযীম” অর্থাৎ আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই। তখন সে ব্যক্তি বলে : আপনি কি আমাকে পাগল মনে করেন ?

৪৭.৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالْأَفْلَاحُ فَلْيَضْطَجِعْ *

৪৭০৭। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন : যদি তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল ; নয়তো সে শুয়ে পড়বে।

৪৭.৮. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ *

৪৭০৮। ওয়াহাব ইবন বাকীরা (র) - - - বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আবু যার (রা)-কে উক্ত হাদীছসহ প্রেরণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : দু'টি হাদীছের মধ্যে এটি অধিক সহীহ।

৪৭.৯. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى قَالَ نَا ابْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبُو وَائِلٍ الْقَاصُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارَ بِالنَّارِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ *

৪৭০৯। বকর ইবন খালফ (র) - - - আবু ওয়ায়েল কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা উরওয়া ইবন মুহম্মদ সা দী (রা)-এর নিকট যাই। সে সময় তাঁর সাথে কোন এক ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, যাতে তিনি রাগান্বিত হন। তখন তিনি উঠে যান এবং উযু করেন এবং বলেন : আমার

পিতা, আমার দাদা আতীয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : শয়তানের কারণে রাগের সৃষ্টি হয়, আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পানি দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন উষ্ম করে।

৬৭. بَابُ فِي الْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ

৫. অনুচ্ছেদ : দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা সম্পর্কে

৬৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا أَنْتَقِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا *

৪৭১০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে দু'টি কাজের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি তা থেকে সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকতো। আর যদি তা গুনাহের কোন কাজ হতো, তবে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। তবে যদি কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোন হারাম কাজে লিপ্ত হতো, তখন তিনি আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তাকে সে গুনাহের জন্য শাস্তি দিতেন। (যেমন - যিনার জন্য রজন এবং চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তি ইত্যাদি।)

৬৭১১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ *

৪৭১১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় তাঁর কোন গোলাম বা স্ত্রীকে মারপিট করেননি।

৬৭১২. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حُذِّ الْعَفْوَ قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ *

৪৭১২। ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ আয়াতে : (অর্থ) হে নবী! আপনি ক্ষমা করুন এবং জাহিলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন", - নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে লোকদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. بَابُ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ

৬. অনুচ্ছেদ : সৎভাবে জীবন-যাপন করা সম্পর্কে

৪৭১৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي الْحُمَانِي نَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ مَابَالُ فَلَانٍ يَقُولُ وَلَكِنْ يَقُولُ مَابَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا *

৪৭১৩। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখনই নবী করীম ﷺ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু অবহিত হতেন, তখন তিনি এরূপ বলতেন না যে, ঐ ব্যক্তির কি হয়েছে ? বরং তিনি বলতেন : লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এরূপ বলে !

৪৭১৪. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا سَلَمُ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَّ مَا يُوَاجِهُهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنَتِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَلَمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يَبْصُرُ فِي النُّجُومِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَى رُؤْيَاةِ الْهَلَالِ فَلَمْ يُجْزُ شَهَادَتُهُ *

৪৭১৪। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এমন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়, যার শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তিনি কারো সামনে এরূপ কোন কথা বলতেন না, যাতে সে তা খারাপ মনে করে। এরপর সে ব্যক্তি তাঁর নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি ﷺ বলেন : যদি তোমরা সে ব্যক্তিকে তার দেহ থেকে হলুদ রং মুছে ফেলতে বলাতে, তবে খুবই ভাল হতো।

৪৭১৫. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرَّافَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ غَرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيمٌ *

৪৭১৫। নাসর ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি ভদ্র ও মন ভোলা হয় এবং পাপী ব্যক্তি ধোঁকাবাজ ও হীন-প্রকৃতির হয়।

৪৭১৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلٌ الْعَشِيرَةُ ثُمَّ قَالَ اسْأَلْتُهُ فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ الْقَوْلُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْتُ لَهُ الْقَوْلُ وَقَدْ قُلْتُ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ وَدَّعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ *

৪৭১৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলে, তিনি বলেন : সে খারাপ বংশের লোক। এরপর তিনি ﷺ বলেন : তাকে আসতে দাও। সে ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করলে তিনি তার সাথে নরম-ভদ্র ব্যবহার করেন। তখন আইশা (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি তার সাথে ভদ্র ব্যবহার করলেন, অথচ ইতোপূর্বে আপনি তার সম্পর্কে এরূপ উক্তি করলেন ? তখন নবী ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক ঘৃণিত হবে, যার দুর্ব্যবহারের কারণে লোকজন তার সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করে।

৪৭১৭. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فَقَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ مَرَارِ النَّاسِ الَّذِي يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ *

৪৭১৭। আব্বাস আন্বারী (র) - - - আইশা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ তাকে বলেন হে আইশা। নিকৃষ্ট লোক তারা, যাদের মুখের ভয়ে অন্য লোকেরা তাদের সম্মান করে।

৪৭১৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو قَطْنٍ أَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا اتَّقَمَ أُذُنَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُنْحِي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يُنْحِي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدَعُ يَدَهُ *

৪৭১৮। আহমদ ইব্ন মানী (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এরূপ কখনই দেখিনি যে, কোন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কানে কানে কথা বলার সময় তিনি তাঁর মাথা সরিয়ে নিয়েছেন, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি তার মাথা সরিয়ে নেয়। আর এরূপ ও কখনো দেখিনি যে, মুসাফাহ করার সময় কেউ তাঁর হাত ধরলে, সে ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিতেন।

৪৭১৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا اسْتَأْذَنَ قُلْتُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ *

৪৭১৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসার জন্য অনুমতি চাইলে, তিনি বলেন : সে খারাপ বংশের লোক। এরপর সে ব্যক্তি প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং কথাবার্তা বলেন। সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে ব্যক্তি অনুমতি চাইলে আপনি বলেন, সে খারাপ বংশের লোক, আর সে প্রবেশ করলে আপনি তার সাথে সদ্যবহার করেন, (এর কারণ কি ?) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আইশা! ককর্শভাষী দুই লোককে আল্লাহ পসন্দ করেন না।

৭. بَابُ فِي الْحَيَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ : হায়া বা শরম সম্পর্কে

٤٧٢. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ *

৪৭২০। কানাবী (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ একজন আনসার সাহাবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পান যে, সে তার ভাইকে লজ্জাবোধ করতে নিষেধ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাকে যেতে দাও; কেননা হায়া বা লজ্জা হলো ঈমানের অংশ।

٤٧٢١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَثُمَّ بِشِيرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بِشِيرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ وَمِنْهُ ضَعْفٌ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ فَأَعَادَ بِشِيرُ الْكَلَامَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ

وَقَالَ أَلَا أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ كُتُبِكَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ إِتَاهُ *

৪৭২১। সুলায়মান ইবন হারব (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমি ইমরান ইবন হুমায়ন (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, আর তখন সেখানে বাশীর ইবন কা'ব (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ইমরান (রা) হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শরমের সবটুকুই ভাল অথবা লজ্জার সবই উত্তম। তখন বাশীর ইবন কা'ব (রা) বলেন : আমি কোন কিতাবে পেয়েছি যে, এক ধরনের লজ্জা শাস্তি ও সম্মান স্বরূপ এবং কিছু লজ্জা দুর্বলতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। ইমরান (রা) এ হাদীছ আবার উল্লেখ করলে বাশীর (রা)ও তার কথা পুনরায় বলেন। তখন ইমরান (রা) এত রাগান্বিত হন যে, তার চোখ লাল হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন : তুমি কি বুঝ না, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীছ বর্ণনা করছি, আর তুমি এক কিতাবের কথা উল্লেখ করছো ?

রাবী বলেন : এ অবস্থা দেখে আমি ইমরান (রা)-কে বলি : হে আবু নুজায়দ ! শান্ত হন, শান্ত হন।

٤٧٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا شُعْبَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ *

৪৭২২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলাম (র) - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ববর্তী নবীদের যে কথা লোকদের স্মরণ আছে, তা হলো : যখন তোমার শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা- তা কর।

৪. بَابُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

৮. অনুচ্ছেদ : সদাচার ও সদ্যবহার সম্পর্কে

٤٧٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْأَسْكَندَرَانِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ *

৪৭২৩। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একপ বলতে শুনেছি : মু'মিন ব্যক্তি তার সদাচারের জন্য রোযাদার ও সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে থাকে।

৪৭২৪. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا ح وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَادَانِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ سَمِعْتُ عَطَاءَ الْكَيْخَادَانِي *

৪৭২৪। আবু ওয়ালীদ ইবন কাছীর (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : মীযানে (পাল্লায়) ওয়নের সময় সদাচারের চাইতে অধিক ওয়নবিশিষ্ট আর কিছু হবে না।

৪৭২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ قَالَ نَا أَبُو كَعْبٍ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِيزَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَارِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ *

৪৭২৫। মুহাম্মদ ইবন উছমান (র) - - - আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী ঘরের যিম্মাদার, যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করে। আর যে ব্যক্তি হাসি-তামাসার মধ্যেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের উচ্চস্থানে একটি যিম্মাদার হব। আর যে ব্যক্তি সদ্যবহার করে, তার জন্য আমি জান্নাতের উচ্চতম স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার।

৪৭২৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَاطُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ *

৪৭২৬। আবু বকর ও উছমান (র) - - - হারিছ ইবন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধোঁকাবাজ, কৃপণ, বেহুদা বাক্যলাপকারী, বিদ্রোহী, অহংকার এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৯. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الرِّفْعَةِ فِي الْأُمُورِ

৯. অনুচ্ছেদ : কাজ-কর্মে অহংকার প্রদর্শন গর্হিত হওয়া সম্পর্কে

৪৭২৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لَا تَسْبِقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قُعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الْأَعْرَابِيُّ فَكَانَ ذَلِكَ شُقٌّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ *

৪৭২৭। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর উট 'আযবা' কখনো দৌড়ে পেছনে পড়তো না। একবার একজন বেদুঈন আরব একটা নওজওয়ান উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসে এবং আযবা-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, যাতে সে প্রথম হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ এতে ব্যথিত হলে তিনি বলেন : এটাই আল্লাহর বিধান যে, কোন জিনিস বেড়ে গেলে, তিনি তা কমিয়ে দেন।

৪৭২৮. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرُنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ *

৪৭২৮। নুফায়লী (র) - - - আনাস (রা) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেন : ইহা মহান আল্লাহর বিধান যে, দুনিয়ার কোন জিনিস যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি তা কমিয়ে দেন।

১. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ التَّمَادُحِ

১০. অনুচ্ছেদ : তোশামোদের অপকারিতা সম্পর্কে

৪৭২৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمَانَ فِي وَجْهِهِ فَأَخَذَ الْمُقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ ثُرَابًا فَجَثَا فِي وَجْهِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيتُمْ الْمَدَاحِينَ فَاحْثُوا فِي وَجُوهِِهِمُ التُّرَابَ *

৪৭২৯। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি এসে উছমান (রা)-এর সামনে তার প্রশংসা করতে থাকে। তখন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) এক মুঠো মাটি নিয়ে তার মুখে নিক্ষেপ করে বলেন ; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি প্রশংসাকারীর সাথে মিলিত হবে, (অর্থাৎ কেউ যখন তোমার প্রশংসা করবে), তখন তুমি তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।

৪৭৬৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَثْنَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتُ عَنْقَ صَاحِبِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لَا مُحَالَاةَ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَلَا أُزَكِّيهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى *

৪৭৩০। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে, তিনি তিনবার এরূপ বলেন : তুমি তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে। এরপর তিনি ﷺ বলেন : যখন তোমরা কেউ অপর কারো প্রশংসা করতে চাবে, তখন এরূপ বলবে : আমি তাকে এরূপ মনে করি, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাকে নির্দোষ বলে ধারণা করি না।

৪৭৩১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضُ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجِرْ يَنْكُمُ الشَّيْطَانُ *

৪৭৩১। মুসাদ্দাদ (র)- - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা বলেছেন : আমি বনু আমিরের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযিন হয়ে বলি : আপনি আমাদের নেতা। জবাবে নবী ﷺ বলেন : সায়েদ বা নেতা তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তখন তারা বলে : আপনি আমাদের মাঝে সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি। তিনি বলেন : তোমরা আমাকে যা বলে থাক - অর্থাৎ নবী বা রাসূল - তা বলবে। আর এরূপ যেন না হয় যে, শয়তান তোমাদের উকিল বানিয়ে নেয়।

১১. بَابُ فِي الرِّفْقِ

১১. অনুচ্ছেদ : নরম ব্যবহার সম্পর্কে

৪৭৩২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعَنْفِ *

৪৭৩২। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ হলেন নরম ব্যবহারকারী, তিনি নরম ব্যবহার পসন্দ

করেন। আর তিনি নরম ব্যবহারকারী যে ছাওয়াব দেন, কঠোর ব্যবহারকারীকে তা দেন না।

৪৭৩৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالُوا نَا شَرِيكَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْدُوهُ إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَى نَاقَةٍ مُحْرَمَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ ارْفِقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا رَأَاهُ وَلَا يُزْعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ مُحْرَمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ *

৪৭৩৩। উছমান ও আবু বকর (র) - - - মিকদাল ইবন শুয়াইহ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একবার আমি আইশা (রা)-কে জংগলে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মাঝে এ জংগলের দিকে যেতেন। একদা তিনি জংগলে যাওয়ার ইচ্ছা করলে, আমার কাছে এমন একটা উট পাঠান, যাতে কেউ আরোহণ করিনি ; আর তা ছিল সাদাকার উট। এরপর তিনি বলেন : হে আইশা! নরম ব্যবহার করবে। কেননা, যার মধ্যে এ স্বভাব থাকে, তা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়। আর যার মধ্যে এ স্বভাব থাকে না, তা তাকে ক্রটিযুক্ত করে।

৪৭৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ *

৪৭৩৪। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নরম - স্বভাব হতে বঞ্চিত, সে সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৪৭৩৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ نَا عَفَّانُ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّوَهُُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ *

৪৭৩৫। হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - মুসআব ইবন সা'দ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আখিরাতের কাজ ব্যতীত, অন্যান্য কাজের জন্য তাড়াহুড়া না করাই উত্তম।

১২. بَابُ فِي شُكْرِ الْمَعْرُوفِ

১২. অনুচ্ছেদ : ভাল কাজে শোকর আদায় করা সম্পর্কে

৪৭৩৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ *

৪৭৩৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহর শোকর আদায় করে না।

৪৭৩৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاَحْمَادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتْ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ لَا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ *

৪৭৩৭। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার মুহাজির সাহাবীরা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আনসাররা তো সব ছওয়ারের অধিকারী হলো ? তিনি বলেন : না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য দু'আ করবে এবং তাদের প্রশংসা করবে, (ততক্ষণ তোমরাও ছওয়াব পাবে।)

৪৭৩৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ نَا بِشْرُ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءٌ فَوَجَدَ فَلَيجْزِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ شُرْحَبِيلٍ عَنْ جَابِرٍ *

৪৭৩৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কাউকে কিছু দেয়া হয়, আর সে তার বিনিময় দানে সক্ষম, তখন তার উচিত তার বিনিময় দেয়া। আর যদি তার বিনিময় দানের ক্ষমতা না থাকে, তখন তার উচিত, দাতার প্রশংসা করা। আর যে ব্যক্তি দাতার প্রশংসা করে, সে যেন তার শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি কারো অনুগ্রহকে গোপন রাখে, সে যেন তার না-শোকরী করলো।

৪৭৩৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا جَرِيرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَبْلَى بِلَادًا فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ *

৪৭৩৯। আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কিছু পেয়ে তার কথা উল্লেখ করে, তখন সে যেন তার শোকর আদায় করলো। আর যদি সে তা গোপন রাখে, তবে সে যেন তার না-শোকরী করলো।

১২. بَابُ فِي الْجُلُوسِ بِالطَّرِيقَاتِ

১৩. অনুচ্ছেদ : রাস্তায় বসা সম্পর্কে

৪৭৪০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَدَلْنَا مِنْ مَجَالِسَانِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَبِيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ *

৪৭৪০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা তো রাস্তার উপর বসেই কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তা জরুরী হয়, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! রাস্তার হক কি ? তিনি বলেন : রাস্তার হক হলো : দৃষ্টি নত রাখা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

৪৭৪১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ بَشْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَارْشَادُ السَّبِيلِ *

৪৭৪১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলেন : (রাস্তার হক হলো :) অন্যকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়া।

৪৭৪২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى النِّسَابُورِيُّ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ

وَتَهْدُوا الضَّالَّ *

৪৭৪২। হাসান ইবন ঈসা (র) - - - ইবন হুজায়র আদাবী (র) বলেন : আমি উমার ইবন খাতাব (রা)-কে নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, (রাস্তার হক হলো :) বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং যারা পথ হারিয়ে ফেলে, তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

৪৭৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا مَرَّوَانُ قَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَ نَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ لَهَا يَا أُمُّ فَلَانٍ اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّنِّكَ شِئْتُ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكَ قَالَ فَجَلَسْتُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيْسَى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا وَقَالَ كَثِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ *

৪৭৪৩। মুহাম্মদ ইবন ঈসা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একজন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার নিকট আমার একটু প্রয়োজন আছে। তখন তিনি তাকে বলেন : হে অমুকের মা! তুমি তোমার ইচ্ছামত কোন গলির কোণায় গিয়ে বস, আমি সেখানে গিয়ে তোমার কাছে বসবো। রাবী বলেন : সে মহিলা বসলে, নবী করীম ﷺ তার পাশে গিয়ে বসেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করেন।

৪৭৪৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ بِمَعْنَاهُ *

৪৭৪৪। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একজন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার প্রয়োজন পেশ করে, আর সে ছিল অজ্ঞ। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٤. بَابُ فِي سِعةِ الْمَجْلِسِ

১৪. অনুচ্ছেদ : প্রশস্ত স্থানে বসা সম্পর্কে

৪৭৪৫. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْ سَعُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ *

৪৭৪৫। কানাবী (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি : উত্তম বসার স্থান হলো তা- যা প্রশস্ত। (অর্থাৎ যেখানে বসতে লোকদের কষ্ট হয় না।)

১৫. بَابُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ

১৫. অনুচ্ছেদ : কিছু রোদ ও কিছু ছায়ার মধ্যে বসা সম্পর্কে

৪৭৪৬. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الْفَيْئِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَيُصَارُ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ *

৪৭৪৬। ইবন সারহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুল কাসিম মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ রোদের মধ্যে বসে থাকে, এরপর সেখানে ছায়া পড়ে ; ফলে তার শরীরের কিছু অংশ রোদের মধ্যে এবং কিছু অংশ ছায়ার মধ্যে থাকে ; তবে তার উচিত, সেখান থেকে উঠে যাওয়া।

৪৭৪৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ فَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ *

৪৭৪৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - কায়স (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুত্বা প্রদান করতে দেখেন। এ সময় তিনি রোদের মধ্যে দাঁড়ালে নবী ﷺ তাকে ছায়ায় দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। ফলে তিনি ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান।

১৬. بَابُ فِي التَّحَلُّقِ

১৬. অনুচ্ছেদ : গোল হয়ে বসা সম্পর্কে

৪৭৪৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حُلُقٌ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِيزِينَ *

৪৭৪৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, সাহাবীগণ বিচ্ছিন্ন ভাবে গোল হয়ে বসে

রয়েছে। তখন তিনি বলেন : আমি তোমাদের বিক্ষিপ্তভাবে বসা অবস্থায় দেখছি কেন ?

৪৭৪৭. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا قَالَ
كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ *

৪৭৪৯। ওয়াসিল ইবন আবদু আলা (র) - - - আমাশ (রা) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন : নবী ﷺ একত্রিত হয়ে বসাকে পসন্দ করতেন।

৪৭৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهَنَادُ أَنْ شَرِيكَاً أَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ
بْنِ سَمُرَةَ قَالَ إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي *

৪৭৫০। মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র) - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আমরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে যেতাম, তখন আমরা যেখানে স্থান পেতাম, সেখানে বসে পড়তাম।

১৭. بَابُ الْجُلُوسِ وَسَطَ الْحَلَقَةِ

১৭. অনুচ্ছেদ : হালকা বা বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে বসা

৪৭৫১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي أَبُو مِجَلَزٍ عَنْ
حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ *

৪৭৫১। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হালকার মাঝখানে উপবেশনকারীর উপর লানত করেছেন।

১৮. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

১৮. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ অন্যকে জায়গা দেয়ার জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়- সে সম্পর্কে

৪৭৫২. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى لَالِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ
فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ
ﷺ نَهَى عَنْ ذَاوَنَهَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبٍ مَنْ لَمْ يَكْسِهِ *

৪৭৫২। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - সাঈদ ইবন আবুল হাসান (র) বলেন : একবার আবু বাক্রা (রা) সাক্ষী দেয়ার জন্য আমাদের কাছে আসেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে জায়গা দেয়ার জন্য

নিজের স্থান থেকে উঠলে, আবু বাক্রা (রা) সেখানে বসতে অস্বীকার করেন এবং বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এ-ও নিষেধ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন এমন কোন কাপড় দিয়ে হাত না মুছে, যা তাকে সেজন্য দেয়া হয়নি।

৪৭৫৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَتَنَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ *

৪৭৫৩। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসলে অপর একব্যক্তি তাকে জায়গা দেয়ার জন্য দাঁড়ায়। তখন সে ব্যক্তি সেখানে বসতে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেখানে বসতে নিষেধ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু খুসায়ব (র)-এর নাম ছিল - যিয়াদ ইবন আবদুর রহমান।

১৯. بَابُ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالَسَ

১৯. অনুচ্ছেদ : কার সোহবতে বসা উচিত - সে সম্পর্কে

৪৭৫৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا أَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرِجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الثَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصْبِكْ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِبْرِ إِنْ لَمْ يُصْبِكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ *

৪৭৫৪। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন পাঠকারী মু'মিনের তুলনা ঐ কমলালেবুর মত - যার সুঘ্রাণ আছে এবং খেতে মিষ্টি। আর যে কুরআন পাঠ করে না, সে মু'মিনের উদাহরণ ঐ খেজুরের মত, যা খেতে সুস্বাদু, তবে তাতে কোন সুঘ্রাণ নেই। আর গুনাহ্গার ব্যক্তির কুরআন পাঠের তুলনা ঐ সুগন্ধি ঘাসের ন্যায়, যার স্বাদ তিক্ত এবং যে গুনাহ্গার ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, সে ঐ তিক্ত

গাছের ন্যায় - যা বিশ্বাদ এবং তাতে কোন ঘ্রাণও নেই। আর ভাল লোকের সৌহবতের তুলনা ঐ আতর বিক্রেতার মত, যদি তুমি তার থেকে কিছু না পাও, তবে আতরের খোশবু অবশ্যই পাবে। পক্ষান্তরে, খারাপ লোকের সৌহবত- ঐ চুলার ন্যায়, যার কাল রং থেকে বাঁচা গেলেও তার ধোঁয়া অবশ্যই তোমাকে কষ্ট দেবে।

৪৭৫৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنَى ح وَأَنَا ابْنُ مُعَاذٍ أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْكَلَامِ الْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَثْلَ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَسَاقَ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ *

৪৭৫৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু মুসা (র) নবী করীম ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম থেকে “তার স্বাদ তিক্ত ” পর্যন্ত উল্লেখ করেন। রাবী মাআয (র) অতিরিক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : আনাস (রা) বলেছেন : আমরা বলাবলি করতাম, উত্তম সাথীর উদাহরণ ...। এরপর হাদীছের বাকী অংশ বর্ণিত হয়েছে।

৪৭৫৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثْلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪৭৫৬। আবদুল্লাহ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উত্তম সাথীর উদাহরণ। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪৭৫৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُصَاحِبِ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ *

৪৭৫৭। আমর ইব্ন আওন (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথী হবে না। আর মুক্তাকী ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।

৪৭৫৮. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ

خَلِيلِهِ فَيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مِّنْ يُّخَالِلُ *

৪৭৫৮। ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ব্যক্তি তাঁর বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়। কাজেই, তোমাদের দেখা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।

৪৭৫৯. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ نَا أَبِي نَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ بَرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّخَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ *

৪৭৫৯। হারুন ইবন যায়দ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রুহসমূহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। আর সৃষ্টির শুরুতে যে সব রুহের মধ্যে পরিচয় ছিল, তারা দুনিয়াতে আসার পর - তাদের মাঝে মিল-মহব্বত সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সৃষ্টির সূচনায় যাদের মধ্যে পরিচয় হয়নি, দুনিয়াতে আসার পরও তাদের মাঝে পরিচয় হয় না।

২. بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الْمِرَاءِ

২০. অনুচ্ছেদ : ঝগড়া-ফ্যাসাদি না করা - সম্পর্কে

৪৭৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا *

৪৭৬০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কাউকে কোথাও কোন কাজের জন্য পাঠাতেন, তখন তিনি বলতেন : তোমরা সুসংবাদ দেবে এবং তাদের মাঝে ঘৃণার সঞ্চার করবে না। আর লোকদের সাথে নরম ব্যবহার করবে, কঠোর হবে না।

৪৭৬১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي وَأُمِّي كُنْتُ شَرِيكِي فَنِعَمَ الشَّرِيكَ كُنْتُ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي *

৪৭৬১। মুসাদ্দাদ (র) - - - সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে শুনেছি যে, লোকেরা আমার সম্পর্কে আলোচনা করছে

এবং আমার প্রশংসা করছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু বলেন : আমি তার সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক অবগত। তখন আমি বলি : আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ! আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আমার উত্তম সাথী ছিলেন। আপনি আমার সাথে কোন দিন মারামারি এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদ করেন নি।

২১. بَابُ فِي الْهَدْيِ فِي الْكَلَامِ

২১. অনুচ্ছেদ : কি ভাবে কথা বলা উচিত।

৪৭৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يَكْثُرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ *

৪৭৬২। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু যখন কথাবার্তা বলার জন্য বসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন।

৪৭৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ *

৪৭৬৩। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু কথা বলার সময় ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতেন।

৪৭৬৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ *

৪৭৬৪। উছমান ইব্ন আবু বকর (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু -এর কথাবার্তা এতো স্পষ্ট ছিল যে, যে কেউ তা শুনতো, সে তা বুঝতে পারতো।

৪৭৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ

بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَعَقِيلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا *

৪৭৬৫। আবু তাওবা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর প্রশংসা ব্যতীত যে কথাবার্তা শুরু করা হয়, তা অসম্পূর্ণ থাকে, (অর্থাৎ তাতে কোন বরকত হয় না।)

২২. بَابُ فِي الْخُطْبَةِ

২২. অনুচ্ছেদ : বক্তৃতা সম্পর্কে

٤٧٦٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا عَنِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ نَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ *

৪৭৬৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে খুতবা বা বক্তৃতার মধ্যে তাশাহুদ (অর্থাৎ আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) নাই, তা কর্তিত হাতের মত অর্থাৎ অসম্পূর্ণ।

২৩. بَابُ فِي تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ

২৩. অনুচ্ছেদ : লোকদের স্ব-স্ব মর্যাদায় সমাসীন করা

٤٧٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ أَنَّ عَائِشَةَ مَرْبَهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرْبَهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيَاةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَيْمُونٌ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ *

৪৭৬৭। ইয়াহইয়া (র) - - - মায়মুন ইবন আবু শাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আইশা (রা)-এর কাছে একজন ভিক্ষুক আসলে, তিনি তাকে একটুকরা রুটি প্রদান করেন। এরপর সজ্জিত বেশে সুশ্রী অপর একজন আসলে, তিনি তাকে বসিয়ে আহার করান। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা লোকদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করবে।

৪৭৬৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَانَ نَا عَوْفُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ عَنْ أَبِي كِنَانَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ أَكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَأَكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ *

৪৭৬৮। ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বয়স্ক মুসলমান, যে কুরআনের হাফিজ এবং সে তার অর্থের মধ্যে কোনরূপ কমবেশী করে না - এরূপ ব্যক্তি এবং ন্যায়-পরায়ণ বাদশার সম্মান করা - মহান আল্লাহর সম্মানের ন্যায়।

২৪. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

২৪. অনুচ্ছেদ : অনুমতি ব্যতীত দু'জনের মাঝখানে বসা - সম্পর্কে

৪৭৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَعْنَى قَالَ نَا حَمَّادُ نَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا *

৪৭৬৯। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - ইবন আব্দা (রা) পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির উচিত নয়, দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা।

৪৭৭০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا *

৪৭৭০। সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো জন্য এরূপ করা উচিত নয় যে, দু'ব্যক্তি (যারা একস্থানে বসা), তাদের অনুমতি ব্যতীত পৃথক করে দেয়া।

২৪৭. بَابُ فِي جُلُوسِ الرَّجُلِ

২৫. অনুচ্ছেদ : পুরুষের বসার পদ্ধতি সম্পর্কে

৪৭৭১. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ

مُحَمَّدُ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ *

৪৭৭১। সালমা ইব্ন শাবীব (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বসতেন, তখন তিনি হাঁটু উপরের দিক রেখে, তা হাত দিয়ে পরিবেষ্টন করে বসতেন।

٤٧٧٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتَايَ صَفِيَّةٌ وَدُجَيْبَةُ ابْنَتَا عَلِيَّةَ قَالَ مُوسَى بِنْتُ حَرْمَلَةَ وَكَانَتَا رَبِيبَتَيَّ قِيلَةَ بِنْتُ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةُ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفَصَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَشِعَ وَقَالَ مُوسَى. الْمُتَخَشِّعُ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَاقِ *

৪৭৭২। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - কায়লা বিন্ত মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি নবী করীম ﷺ-কে ‘কারফাসা’^১ অবস্থায় বসতে দেখেন। তিনি আরো বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বিনয়ের সাথে বসতে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হই।

٢٦. بَابُ فِي الْجَلْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ

২৬. অনুচ্ছেদ : দৃষ্টিকটু অবস্থায় বসা

٤٧٧٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدَيَّ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَاتُ عَلَى الْيَمَنِ يَدِي فَقَالَ اتَّقَعْدُ قَعْدَةً الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ *

৪৭৭৩। আলী ইব্ন বাহর (র) - - - শারীক ইব্ন সুওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে এমন অবস্থায় উপবিষ্ট দেখেন যে, আমি আমার বাম-হাত পিঠের দিকে রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে আছি। তখন তিনি বলেন : তুমি তাদের মত বসেছ, যাদের উপর মহান আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।

১. কারফাসাকে - ইহতিবা ও বলা হয়। এর নিয়ম হলো : দু’হাঁটু উপরের দিয়ে উঠিয়ে, পেটের সাথে লাগিয়ে, দু’হাত দিয়ে বেষ্টন করে বসা। (-অনুবাদক।)

২৭. بَابُ فِي السُّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

২৭. অনুচ্ছেদ : ঈশার সালাতের পর কথাবার্তা বলা – সম্পর্কে

৪৭৭৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا *

৪৭৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈশার সালাতের আগে শয়ন করতে এবং এর পরে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। (যাতে ঈশার সালাত ও ফজরের সালাত কাযা না হয়।)

২৮. بَابُ فِي التَّنَاجِي

২৮. অনুচ্ছেদ : কানে-কানে কথা বলা সম্পর্কে

৪৭৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ *

৪৭৭৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তি যেন তাদের তৃতীয় সাথীকে ছেড়ে কোন রূপ কানা-ঘুসা না করে। কেননা, এতে তার মনে কষ্ট হতে পারে।

৪৭৭৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَأَرَبَعَةً قَالَ لَا يَضُرُّكَ *

৪৭৭৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবু সালিহ (র) ইবন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : যদি চার ব্যক্তি হয়, তখন হুকুম কি ? হুকুম কি ? তিনি বলেন : এতে দোষের কিছু নেই।

২৯. بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ

২৯. অনুচ্ছেদ : নিজের স্থান পরিত্যাগের পর, আবার সেখানে ফিরে আসলে সে সম্পর্কে

৪৭৭৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلَامٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ *

৪৭৭৭। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু সালিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার পিতার কাছে বসে ছিলাম এবং সেখানে আর একটি ছেলেও বসেছিল। ছেলেটি সেখান থেকে চলে যাবার পর আবার ফিরে আসে। তখন আমার পিতা আবু হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসবে, তখন সে সেখানে বসার অধিক হকদার।

৪৭৭৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هَيْمٍ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ نَا مُبَشِّرُ الْحَلَبِيُّ عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ كَعْبِ الْأَيْدِيِّ قَالَ كُنْتُ اخْتَلَفْتُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيُثَبِّتُونَ *

৪৭৭৮। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ যখন বসতেন, তখন আমরাও তাঁর পাশে বসতাম। আর তিনি নিজের স্থানে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতে, তখন তিনি সেখানে তাঁর জুতা বা অন্য কোন জিনিস - যা তাঁর কাছে থাকতো, সেখানে রেখে যেতেন। যাতে তাঁর সাহাবীগণ বুঝতে পারতেন যে, তিনি আবার ফিরে আসবেন ; ফলে তাঁরা সেখানে অবস্থান করতেন।

৩. بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى

৩০. অনুচ্ছেদ : কেউ কোন স্থানে বসার পর, সেখান থেকে উঠা পর্যন্ত যদি আল্লাহর যিকির না করে- এর নিন্দা সম্পর্কে

৪৭৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ *

৪৭৭৯। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা কোন মজলিসে বসার পর, আল্লাহর যিকির ব্যতীত সেখান থেকে চলে যায়, তারা যেন মৃত গাধার মত উঠে গেল। কিয়ামতের দিন তাদের এ বৈঠক আফসোসের কারণ হবে।

৪৭৮০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বসার পর, যদি সেখানে সে আল্লাহর যিকির না করে, তবে সে আল্লাহর তরফ থেকে নিন্দিত হবে। আর কোন ব্যক্তি কোথাও শয়নের পর, সে যদি সেখানে আল্লাহর যিকির না করে, তবে সেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নিন্দিত হবে।

২১. بَابُ فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ

৩১. অনুচ্ছেদ : মজলিসের কাফ্ফারা সম্পর্কে

৪৭৮১। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এমন কয়েকটি বাক্য আছে, যদি কেউ তা মজলিস থেকে উঠার সময় তিনবার পড়ে, তবে তা সে ব্যক্তির জন্য ঐ মজলিসের কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়, (অর্থাৎ সেখানে গুনাহের কিছু হলে তা মাফ হয়ে যায়।) আর যে ব্যক্তি তা কোন ভাল মজলিসে বা যিকিরের মজলিসে পড়বে, তা সে ব্যক্তির জন্য মোহর বা সিল স্বরূপ হবে, যা কাগজের বা কিতাবের উপর দেয়া হয়। সেগুলো হলো : সুবহানাকা আল্লাহু ওয়া বে-হামদিকা, লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিৰুকা ওয়া-আতুবু ইলায়কা।

৪৭৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ *

৪৭৮২। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৪৭৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرَانِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخْرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتُ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى قَالَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ *

৪৭৮৩। মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - আবু বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন মজলিস থেকে উঠার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন : সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বে-হামদিকা, আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া- আতুবু ইলায়কা।

তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এমন দু'আ পাঠ করলেন : যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাঠ করেন নি। নবী ﷺ বলেন : এ দু'আ হলো মজলিসের কথাবার্তার ভুল-ত্রুটির জন্য কাফ্যারা স্বরূপ।

৩২. بَابُ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِ

৩২. অনুচ্ছেদ : কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্পর্কে

৪৭৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا الْفَرِّيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْوَلِيدِ وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبْلَغُنِي أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابٍ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرِ *

৪৭৮৪। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যেন আমার কাছে অন্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে। কেননা, আমি পসন্দ করি যে, যখন আমি তোমাদের থেকে প্রস্থান করি, তখন যেন আমার অন্তর পরিষ্কার থাকে (অর্থাৎ কারো প্রতি আমার অন্তরে যেন ঘৃণা না জন্মে।)

২৩. بَابُ فِي الْحَذَرِ مِنَ النَّاسِ

৩৩. অনুচ্ছেদ : লোকদের থেকে সতর্ক থাকা সম্পর্কে

৪৭৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا نُوْحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ الْمُؤَرَّبُ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخَزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ التَّمِسْ صَاحِبًا قَالَ فَجَاءَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَجَلُ قَالَ فَأَنَالَكَ صَاحِبٌ قَالَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا قَالَ فَقَالَ مَنْ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ إِذَا حَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرُهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَخُوكَ الْبِكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنُهُ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَبْوَاءِ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بَوْدَانَ فَتَلَبَّثْ لِي قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أَوْضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهْطٍ قَالَ وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ قَدْ فَتَتْهُ انْصَرَفُوا وَجَاءَنِي فَقَالَ كَأَنَّكَ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ أَجَلُ وَمَضَيْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ *

৪৭৮৫। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন ফাগওয়া খুযাঈ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আহ্বান করেন। আর তিনি ইচ্ছা করেন, আমাকে কিছু টাকা-পয়সাসহ আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠাবেন, যাতে তিনি তা মক্কা বিজয়ের পর কুরায়শদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : তুমি তোমার

সাথে সফরের জন্য একজন সংগী নির্ধারণ কর । এ সময় আমার ইব্ন উমাইয়া যাম্‌রী (রা) এসে বলে : আমি জানতে পারলাম, আপনি মক্কায যাওয়ার ইরাদা করেছেন এবং একজন সফর সংগী খুঁজছেন । আমি বলি : হাঁ । তখন তিনি বলেন : আমি আপনার সংগে যাব । তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলি : আমি একজন সংগী পেয়েছি । তিনি জিজ্ঞাসা করেন : সে ব্যক্তি কে ? আমি বলি : আমার ইব্ন উমাইয়া যাম্‌রী (রা) । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি যখন তার সম্প্রদায়ের দেশে পৌছবে, তখন তুমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে । যেমন কেউ বলেছেন : নিজের আপন ভাই থেকেও শংকাহীন থাকবে না । এরপর আমরা বের হই এবং যখন ‘আবুওয়া’ নামক স্থানে পৌছাই, তখন আমার ইব্ন উমাইয়া যাম্‌রী (রা) বলেন : আমি বিশেষ প্রয়োজনে আমার কাওমের কাছে যাচ্ছি, আপনি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করুন । আমি বললাম : ঠিক আছে, আপনি রাস্তা ভুলে যাবেন না । তিনি চলে যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি আমার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত গতিতে চলে ‘আসাফির’ নামক স্থানে পৌছাই এবং দেখতে পাই যে, আমার ইব্ন উমাইয়া যাম্‌রী তার কাওমের কিছু লোক নিয়ে আমাকে বাঁধা দেয়ার জন্য আসছে । তখন আমি আমার উটকে দ্রুত গতিতে হাঁকিয়ে নিয়ে দূরে চলে যাই । আর তিনি বুঝতে পারেন যে, আমি তার নাগালের বাইরে চলে এসেছি, তখন সে এবং তার সাথীরা ফিরে যায় । অবশেষে তিনি একাকী আমার কাছে ফিরে এসে বলেন : আমার কাওমের লোকদের কাছে আমার কিছু কাজ ছিল । আমি বলি : হাঁ, হতে পারে । এরপর আমি মক্কায পৌছে উক্ত মাল আবু সুফিয়ানের কাছে অর্পণ করি ।

৪৭৮৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ *

৪৭৮৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন মু'মিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না ।

৩৪. بَابُ فِي هَدْيِ الرَّجُلِ

৩৪. অনুচ্ছেদ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চলন সম্পর্কে

৪৭৮৭. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ *

৪৭৮৭। ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়া (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চলতেন, তখন তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতেন ।

৪৭৮৮. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ بْنُ خَلِيفٍ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ
مَلِيحًا إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَهُوِي فِي صُبُوبٍ *

৪৭৮৮। হুসায়ন ইব্ন মুআয (র) - - - আবু তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করি : কেমন দেখেছেন? তিনি বলেন : তাঁর গায়ের রং ছিল শাদা এবং মনোমুগ্ধকর। আর তিনি যখন চলতেন, তখন মনে হতো, তিনি নীচু স্থানের দিকে অবতরণ করছেন।

৩৪৭. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

৩৫. অনুচ্ছেদ : এক পায়ের উপর অন্য পা রাখা সম্পর্কে

৪৭৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ ح وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ
عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضَعَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعُ
الرَّجْلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى زَادَ قُتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ *

৪৭৮৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা রাখতে নিষেধ করেছেন। (কেননা, এতে সতর আলগা হয়ে যেতে পারে।)

৪৭৯০. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مَالِكٌ ح وَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي
الْمَسْجِدِ وَأَضْعَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى *

৪৭৯০। নাফায়লী (র) - - - আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় দেখেন, যখন তার এক পা অন্য পায়ের উপর রাখা ছিল।

৪৭৯১. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ *

৪৭৯১। কানাবী (র) - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) এরূপ করতেন। (অর্থাৎ সতর আলগা হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, এভাবে শোয়াতে দোষ নেই।)

৩৬. بَابُ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ

৩৬. অনুচ্ছেদ : একজনের কথা অপরজনকে না বলা- সম্পর্কে

৪৭৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ أَلْتَفَتَ فِيهِ أَمَانَةٌ *

৪৭৯২। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কিছু বলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তা আমানত-স্বরূপ। (অর্থাৎ সে কথা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা ঠিক নয়।)

৪৭৭৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسُ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ اقْتِطَاعِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ *

৪৭৯৩। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মজলিসে বসে, সে আমানতদার। তবে তিন সময় তা প্রকাশ করা যায়। তা হলো : (১) যেখানে না-হকভাবে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, (২) বিনা কারণে আহত হওয়ার ভয় থাকে, এবং (৩) যেখানে অকারণে কারো সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়ার আশংকা থাকে। (অর্থাৎ এরূপ কারণ ঘটলে তা প্রকাশে দোষ নেই; বরং এতে মুসলমানের জান-মাল রক্ষা পায়।)

৪৭৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَا نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ ابْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الرَّجُلُ يُقْضَى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُقْضَى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا *

৪৭৯৪। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আবদুর রহমান ইবন সা'আদ (র) বলেন : আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় আমানতে খিয়ানত হলো : কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে মিলিত হয়, এরপর সে পুরুষ তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দেয়।

৩৭. بَابُ فِي الْقَتَاتِ

৩৭. অনুচ্ছেদ : চোগলখোর সম্পর্কে

৪৭৯৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ *

৪৭৯৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৩৮. بَابُ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

৩৮. অনুচ্ছেদ : মুনাফিক সম্পর্কে

৪৭৯৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ * وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ *

৪৭৯৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : দু'মুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি (অর্থাৎ মুনাফিক) নিকৃষ্টতম, যে এক পক্ষের লোকের সাথে এক মুখে এবং অপর পক্ষের লোকের সাথে অন্য মুখে কথা বলে।

৪৭৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا شَرِيكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ *

৪৭৯৭। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দু'মুখ বিশিষ্ট (মুনাফিক) হবে, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি মুখ হবে।

৩৯. بَابُ فِي الْغِيْبَةِ

৩৯. অনুচ্ছেদ : গীবত বা পরনিন্দা সম্পর্কে

৪৭৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِعْتَبَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتْهُ *

৪৭৯৮। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! গীবত কি ? তিনি বলেন : তোমার ভাই সম্পর্কে (তার অনুপস্থিতে) এমন কিছু বলা, যা শুনলে সে ব্যথিত হয়। তখন বলা হয় : আমি যে কথা বলি, তা যদি তার মধ্যে থাকে ? (তবে কি গীবত হবে ?) নবী ﷺ বলেন : তুমি যা বলছো, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে ; আর সে দোষ যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তো তুমি তার উপর বৃহতান বা মিথ্যা দোষারূপ করলে, (যা গীবত থেকে অধিক দোষণীয়)।

৪৭৯৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنْ لِي كَذَا وَكَذَا *

৪৭৯৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী করীম ﷺ-কে বলি আপনার জন্য তো যথেষ্ট যে, সুফিয়ার মধ্যে তো এই-এই দোষ আছে। রাবী মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে : তিনি খর্বাকায় ছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেন : (হে আইশা), তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের অথৈ পানিতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাতে সমুদ্রের পানির রং বদলে যাবে ! তখন আইশা (রা) বলেন : আমি একজন থেকে শুনে এরূপ বলেছি। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা আমার কাছে আদৌ পসন্দনীয় নয়, যদিও এর বিনিময়ে এত-এত অর্থ দেয়া হয়। (অর্থাৎ গীবত বা পরনিন্দা করা মোটেও উচিত নয়।)

৪৮০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا أَبُو الْيَمَانِ نَا شُعَيْبٌ نَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ نَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْأَسْطِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ *

৪৮০০। মুহাম্মদ ইব্ন আওফ (র) - - - সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : না-হকভাবে কোন মুসলমানের ইয্যাত নষ্ট করা হলো সব চাইতে বড় আধিক্যতা, (অর্থাৎ বড় গুনাহ।)

৪৮০১. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى نَا بَقِيَّةُ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِيَّ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِّنْ نُخَاسٍ يَّخْمِشُونَ
وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
لَحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ
عَنْ بَقِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهِ أَنْسٌ وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى السَّلْحِيْنِيُّ عَنْ أَبِي
الْمُغِيْرَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى *

৪৮০১। ইবন মুসাফফা (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শবে মি'রাজে যখন আমি আসমানের উপর গমন করি, তখন এমন
কিছু লোকের পাশ দিয়ে তাদের চেহারা ও মুখমণ্ডল আঁচড়াতে ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি :
হে জিব্রাইল ! এরা কারা ? তিনি বলেন : এরা তারা, যারা অন্য লোকের গোশত ভক্ষণ করতো,
(অর্থাৎ গীবত করতো।) এবং মানুষের ইয্যাত নষ্ট করতো।

৪৮.২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا
الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ
وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ *

৪৮০২। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু বারযা আসলামী (রা) বলেন : থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে জনগণ ! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু
অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের ইয্যাতও নষ্ট
করো না। কেননা, যারা মুসলমানদের ইয্যাত নষ্ট করতে চায়, আল্লাহ তাদের ইয্যাত নষ্ট করেন।
আর আল্লাহ যাকে অসম্মানিত করতে চান, তাকে তিনি তার ঘরেই অপদস্থ করেন।

৪৮.৩. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ نَا بَقِيَّةٌ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ
عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ
بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَى ثَوْبًا بِرَجُلٍ
مُّسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَّقَامَهُ سُمْعَةَ وَرِيَاءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةَ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

৪৮০৩। হাইওয়া ইব্ন শুরায়হ (র)- - - মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে কোন লোকমা ভক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ লোকমা জাহান্নাম হতে ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে - কিছু পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সে পরিমাণ জাহান্নামের বস্ত্র পরিধান করাবেন। আর যে কাউকে অন্যায়ভাবে মর্যাদা ও রিয়ার স্থানে পৌছাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ধরনের অপমানকর স্থানে দাঁড় করাবেন।

৪৮. ৪. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ *

৪৮০৪। ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মুসলমানের জন্য প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম, অর্থাৎ তার মাল তার ইয়্যাত ও তার রক্ত এবং কোন ব্যক্তির জন্য এ অন্যায়টুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে নগন্য বলে মনে করে।

৪. بَابُ الرَّجُلِ يَدُبُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ

৪০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ অবলম্বন করা সম্পর্কে

৪৮. ৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَشْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاوِرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أَرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ *

৪৮০৫। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - মুআয ইব্ন আনাস জুহানী (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিকের হাত থেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করে

তা প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ্ জাহান্নামের পুনের উপর ততক্ষণ আটকিয়ে রাখবেন, যতক্ষণ না ঐ কথার (দোষ-ত্রুটির) ক্ষতি পূরণ হয়।

৬. ৪৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا ابْنُ مَرْيَمَ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيَنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ وَيَنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نَصْرَتَهُ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا هُوَ ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مُغَالَةَ وَقَدْ قِيلَ عُبَّةُ بْنُ شَدَّادٍ مَوْضِعَ عُقْبَةَ *

৪৮০৬। ইসহাক ইবন সাব্বাহ (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ ও আবু তালহা ইবন সাহল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে অপদস্থ করে, যেখানে তার ইয্যাত নষ্ট হতে পারে, তবে আল্লাহ্ তাকে এমন স্থানে অপমানিত করবেন, যেখানে আল্লাহ্র সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। অপর পক্ষে, যদি কেউ কোন মুসলমানকে এমন স্থানে সাহায্য করে, যেখানে তার অপদস্থ হওয়ার আশংকা থাকে ; তবে আল্লাহ্ তাকে এর বিনিময়ে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে তাঁর সাহায্য অধিক প্রয়োজন হবে।

৪১. بَابُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيَبَةٌ

৪১. অনুচ্ছেদ : যার গীবত - গীবত নয় - এ সম্পর্কে

৭. ৪৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ قَالَ نَا جُنْدَبٌ قَالَ جَاءَ أَعرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَحْلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَاحِلَتِهِ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَدَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ قَالُوا بَلَى *

৪৮০৭। আলী ইবন নাসর (র) - - - জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক বেদুঈন আরব এসে, তার উটকে বসিয়ে, তাকে বেঁধে রেখে মসজিদে প্রবেশ করে। এরপর সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পেছনে সালাত আদায় করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে সালাম ফিরালেন, সে ব্যক্তি তার উটের কাছে গিয়ে, তার পিঠে সওয়ার হয়ে উঁচু স্বরে বলতে থাকে : ইয়া আল্লাহ ! তুমি আমার ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর রহম কর, আর তুমি এতে অন্য কাউকে শরীক করো না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কি তাকে আহমক মনে কর, না তার উটকে ? তোমরা কি শোননি, যা সে বলছে ? তখন সাহাবীগণ বলেনঃ হ্যাঁ, আমরা শুনেছি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইনি হলেন - ইয়াহুইয়া ইবন সালীম ইবন যায়দ, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। আর ইসমাইল ইবন বাশীর, যিনি মুগালা গোত্রের আযাদকৃত গোলাম। আর কোন কোন স্থানে উক্বা (র) স্থানে উত্বা ইবন শাদ্দাদ (র) বলা হয়েছে।

৪২. بَابُ فِي التَّجَسُّسِ

৪২. অনুচ্ছেদ : অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা- সম্পর্কে

৪৮০৮. حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عُوفٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ نَا الْفَرِّيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتْهُمْ أَوْ كَدَتْ أَنْ تُفْسِدَهُمْ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعَهُ اللَّهُ بِهَا *

৪৮০৮। ঈসা ইবন মুহাম্মদ (র) - - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : তুমি যদি অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ কর, তবে তুমি যেন তার ক্ষতি করলে এবং এর ফলে সে আরো বিগড়ে যেতে পারে, (অর্থাৎ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশের পর, সে তা নির্ভয়ে করতে থাকবে।)

আবু দারদা (রা) বলেন : এটি ঐ হাদীছ, যা মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শ্রবণ করেন। আর আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁকে উপকৃত করেন।

৪৮০৯. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمَصِيُّ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ نَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ وَكَثِيرِ بْنِ مَرْةٍ وَعَمْرٍو بْنُ الْأَسْوَادِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الْأَمِيرَ إِذَا

اِبْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ *

৪৮০৯। সাঈদ ইবন আমর হিমসী (র) - - - আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হাকিম (বিচারক) যখন অনুমানের অনুসারী হবে (এবং শরীআতের বিধানের তোয়াক্কা করে না), এমতাবস্থায় সে লোকদের ধ্বংস করে ফেলবে।

৪৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فَلَانَ تَقْطُرُ لِحَيْتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ قَدْ نَهَيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يُّظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ *

৪৮১০। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এক ব্যক্তিকে ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে হাযির করা হলে, লোকেরা বলে : এতো ঐ ব্যক্তি যার দাঁড়ি থেকে মদের ফোঁটা পড়তো ! তখন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমাদেরকে অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে তারে ত্রুটি প্রকাশ পেলে আমরা তাকে শাস্তি দেব।

৪৩. بَابُ فِي السِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

৪৩. অনুচ্ছেদ : মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা- সম্পর্কে

৪৮১১. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُشَيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسِتْرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَى مَوْتًا * *

৪৮১১। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো দোষ-ত্রুটি দেখার পর তা গোপন রাখে, সে যেন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাকে জীবন দান করে, (অর্থাৎ মৃতকে জীবন দান করা যেমন ছওয়াবের কাজ : কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ঐরূপ ছওয়াবের কাজ।)

৪৮১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُشَيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ جِيرَانَنَا هَؤُلَاءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَإِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرْطُ فَقَالَ دَعُهُمْ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عُقْبَةَ

مُرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ إِنَّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرْطَ قَالَ وَيْحَكَ دَعَهُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْثٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهْدِدْهُمْ *

৪৮১২। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা)-এর লেখক দুখায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কিছু প্রতিবেশী ছিল, যারা শরাব পান করতো। আমি তাদের তা থেকে বিরত থাকতে বলি, কিন্তু তারা তার প্রতি কর্ণপাত করে না। তখন আমি উক্বা ইব্ন আমির (রা)-কে বলি : আমার এসব প্রতিবেশী শরাব পান করে, আমি তাদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তা পরিত্যাগ করে না। এখন আমি কি তাদের এ কাজের জন্য নগরপালকে ডাকবো? তিনি বলেন : তুমি তাদেরকে - তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। পুনরায় আমি উক্বা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলি : আমার প্রতিবেশীরা মদ পান পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করছে। আমি কি তাদের জন্য নগরপালকে ডাকবো? তিনি বলেন : তোমার জন্য আফসোস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাশিম ইব্ন কাসিম - রাবী লায়ছ হতে এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : উক্বা ইব্ন আমির (রা) দুখায়না (র)-কে বলেন : তুমি এ ব্যাপারে কোতয়ালকে অবহিত করো না, বরং তুমি তাদের নসীহত কর এবং ধমক দাও।

৪৪. بَابُ الْمُوَاخَاةِ

৪৪. অনুচ্ছেদ : সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে

৪৮১৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪৮১৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাইস্বরূপ। কাজেই কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে এবং কাউকে যেন বিপদের মধ্যে না ফেলে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব অভিযোগ পূরণ করে, আল্লাহ তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে

ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে গোপন রাখবেন।

৪৪৭. بَابُ الْأِسْتِيبَابِ

৪৫. অনুচ্ছেদ : গালি-গালাজ সম্পর্কে

৪৮১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمُظْلُومُ *

৪৮১৪। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন দু' ব্যক্তি গালি-গালাজ করে, তখন প্রথম গালি-গালাজকারীর উপর সে গুনাহ বর্তায়, যতক্ষণ না মাজলুম ব্যক্তি (অর্থাৎ যাকে দেয়া হয়), কোনরূপ বাড়াবাড়ি করে।

৪৬. بَابُ فِي التَّوَاضُّعِ

৪৬. অনুচ্ছেদ : বিনয় সম্পর্কে

৪৮১৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ *

৪৮১৫। আহমদ ইবন হাফস (র) - - - ইয়ায ইবন হিমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উপর ওয়াহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গৌরব প্রকাশ না করে।

৪৭. بَابُ فِي الْإِنْتِصَارِ

৪৭. অনুচ্ছেদ : প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে

৪৮১৬. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ

وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَأَذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَذَاهُ
الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ جَدْتُ عَلَى يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا
انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذَا وَقَعَ الشَّيْطَانُ *

৪৮১৬। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁর সংগে ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে (কটুক্তি করে) তাঁকে কষ্ট দেয়। আবু বকর (রা) তা শুনে চুপ করে থাকেন। সে ব্যক্তি তাকে দ্বিতীয়বার কষ্ট দিলেও তিনি চুপ করে থাকেন। এরপর সে তৃতীয়বার তাঁকে কষ্ট দিলে তিনি প্রতিশোধ নেন - (অর্থাৎ তিনি তার কটুক্তির জবাব দেন।) আবু বকর (রা) যখন কটুক্তির জবাব দিয়ে প্রতিশোধ নেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যান। তখন আবু বকর (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমার উপর রাগ করলেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আসমান থেকে একজন ফেরেশতা এসে ঐ ব্যক্তিকে তোমার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল। কিন্তু তুমি নিজেই যখন জবাব দিলে, তখন শয়তান সেখানে এসে হাযির হয়ে গেল। আর শয়তান যেখানে আসে, আমি সেখানে বসতে পারি না।

৪৮১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ *

৪৮১৭। আবদুল আ'লা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি-গালাজ করতে থাকে। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪৮১৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ نَا أَبِي ح وَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ
مَيْسِرَةَ نَا مُعَاذُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ نَا ابْنُ عُوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ الْإِنْتِصَارِ
وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ فَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ زَيْدٍ بْنُ
جَدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عُوْنٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَنَا

زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطِنْتُهَا لَهَا
فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلْتُ زَيْنَبُ تَقَحُّمُ لِعَائِشَةَ فَنَهَاها فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِيَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ
سُبِّيْهَا فَسَبَّتْهَا فَاَنْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ وَقَعَتْ بِكُمْ
وَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَاَنْصَرَفَتْ
فَقَالَتْ لَهُمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا قَالَ جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ *

৪৮১৮। উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) - - - ইবন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি ইনতিসার বা প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, যেমন কুরআনে আছে : আর যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের কোন অপরাধ নেই। তখন আমার কাছে আলী ইবন যায়দ ইবন জাদআন তার পিতার স্ত্রী উম্মু মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। ইবন আওন (র) বলেন : লোকদের ধারণা, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন। রাবী বলেন : আইশা (রা) বলেছেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় আমার কাছে আসেন, যখন সেখানে যয়নব বিন্ত জাহাশ (রা) উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে আমাকে চিমটি দিলে, আমি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করি, এমন কি আমি তাঁর হাতকে সরিয়ে দেই। তা দেখে যয়নব (রা) আইশা (রা)-এর প্রতি কটুক্তি করলে নবী করীম ﷺ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু যয়নব (রা)-এর প্রতি কর্ণপাত না করলে নবী ﷺ আইশা (রা) -কে তাঁর কটুক্তি জবাব দেয়ার অনুমতি দেন। তখন আইশা (রা) যয়নব (রা)-এর কটুক্তির জবাব দেন এবং তাঁর উপর বিজয়ী হন। তখন যয়নব (রা) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করেন যে, আইশা (রা) আপনার খান্দান (বনু-হাশিম) সম্পর্কে এরূপ কটাক্ষ করেছেন। যা শুনে ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন (অভিযোগ পেশের জন্য।) তখন নবী ﷺ ফাতিমা (রা)-কে বলেন : কা'বাব রবের কসম! সে (আইশা (রা))। তো তোমরা পিতার খুবই প্রিয় বিবি। (কাজেই, সে যদি কিছু বলে থাকে, তবে তা ভুলে যাও এবং তাকে ক্ষমা কর।) এরপর ফাতিমা (রা) ফিরে গিয়ে বনু হাশিমকে বলেন : আমি নবী ﷺ-কে এরূপ বলায়, তিনি আমাকে এরূপ বলেছেন। এরপর আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন।

৪৮. بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى

৪৮. অনুচ্ছেদ : মৃতদের সম্পর্কে কটুক্তি না করা সম্পর্কে

৪৮১৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا وَكِيعٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقْعُوا فِيهِ *

৪৮১৯। যুহায়র ইব্ন হারব (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কোন সাথী মারা যাবে, তখন তোমরা তার নিন্দাবাদ করবে না এবং তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে না।

৪৮২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ *

৪৮২০। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের গুণাবলী বর্ণনা করবে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে কিছুই বলবে না।

৪৯. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَغْيِ

৪৯. অনুচ্ছেদ : গুনাহ ও অহংকার না করা সম্পর্কে

৪৮২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنُ سُفْيَانَ نَا عَلَى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمُّضُ بْنُ جَوْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِنَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلْنِي وَرَبِّي أَبْعَثْ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يَدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدُ أَكُنْتُ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتُ عَلَى مَا فِي يَدَيَّ قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرِمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاهُ وَأُخْرَتُهُ *

৪৮২১। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : বনু ইসরাঈলের মধ্যে দু'ব্যক্তি সমান সমান ছিল, যাদের একজন সব সময় গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকতো এবং অপর ব্যক্তি ইবাদতে মশগুল থাকতো।

আবেদ লোকটি তাকে গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখে বললো : তুমি এ থেকে বিরত থাক। তখন সে ব্যক্তি বলে : তুমি আমাকে আমার রবের হাতে সোপর্দ কর। আচ্ছা তোমাকে কি আমার পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে? একথা শুনে আবেদ লোকটি বলে : আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন না। এরপর তারা দু'জন মারা গেলে, তাদের রুহকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ আবেদ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে, আর না তুমি আমার উপর কর্তৃত্ববান ছিলে? এরপর আল্লাহ গুনাহ্গার লোকটিকে বলেন : তুমি আমার রহমতে বেহেশতে প্রবেশ কর। আর তিনি আবেদ লোকটি সম্পর্কে বলেন : তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।

রাবী আবু হুরায়রা (রা) বলেন : ঐ আল্লাহর কসম! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! আবেদ লোকটি (অহংকার ভরে) এমন কথা বলেছিল, যার কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়।

৪৮২২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنُ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ *

৪৮২২। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা-বিচ্ছেদ ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নেই, যার শাস্তি আল্লাহ আখিরাতে দেয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে দেন। (কারণ এ দু'টি গুনাহ হলো গুনাহে কারীরা ; যার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ দেবেন।)

৫. . بَابُ فِي الْحَسَدِ

৫০. অনুচ্ছেদ : হাসাদ বা হিংসা সম্পর্কে

৪৮২৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنُ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ *

৪৮২৩। উছমান ইবন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা হিংসা পরিহার কর। কেননা, হিংসা ভাল কাজকে সেরূপ খেয়ে ফেলে, যেসকল আগুন কাঠকে খায় (অর্থাৎ জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।)

৪৮২৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنُ بْنُ أَبِي الْعَمِيَاءِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِيَارِ رَهْبَانِيَّةً وَابْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَاها عَلَيْهِمْ *

৪৮২৪। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতেন : তোমরা তোমাদের জীবনের কষ্ট দেবে না, হয়তো তা তোমাদের কষ্টের কারণে পরিণত হতে পারে। যেমন আগের যুগের একটি কাওম তাদের নিজেদের উপর কঠোরভাবে আরোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের জন্য তা কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দেন, যার নিদর্শন গির্জা ও ঘরের মধ্যে এখনো বিদ্যমান আছে। তা হলো : বৈরাগ্যবাদ, যার প্রচলন করেছিল তারা ; আল্লাহ তাদের উপর তা ফরয করেননি।

৫১. بَابُ فِي اللَّعْنِ

৫১. অনুচ্ছেদ : লা'নত বা অভিসম্পাত সম্পর্কে

৪৮২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمْرَانَ يَذْكُرُونَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُفْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُفْلَقُ أَبُو الْبُهَادُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَالْأُخْرَى رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَّاحُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ وَهُمْ فِيهِ *

৪৮২৫। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু দারদা (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কারো উপর লা'নত করে, তখন তা আসমানের দিকে উত্থিত হয়। কিন্তু তা সেখানে পৌঁছবার আগেই আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর তা ডান দিকে যেতে থাকে, কিন্তু তা সেদিকে কোন পথ না পেয়ে, যার উপর লা'নত উপযোগী হয়, তখন তা তার উপর আপতিত হয় ; অন্যথায় তা লা'নতকারীর উপর গিয়ে বর্তায়।

৪৮২৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامُ نَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَلَا عَنْوًا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ *

৪৮২৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর সাথে, আল্লাহর গযব ও জাহান্নামের সাথে লানত করবে না। (অর্থাৎ এরূপ বলবে না তোমার উপর আল্লাহর লানত ও গযব নাযিল হোক।)

৪৮২৭. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ نَا أَبِي نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ *

৪৮২৭। হারুন ইবন যায়দ (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : লানতকারিগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে না।

৪৮২৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا أَبَانُ ح وَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ الطَّائِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ زَيْدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلًا نَا زَعَتَهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَلْعَنَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ *

৪৮২৮। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একব্যক্তি বাতাসকে লানত করে। ইমাম মুসলিম (র)-এর বর্ণনায় আছে : নবী করীম ﷺ -এর যামানায় কোন এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিলে, সে ব্যক্তি বাতাসের উপর লানত করে। তখন নবী ﷺ বলেন : বাতাসকে লানত করো না, কেননা বাতাস তো (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্দেশিত। আর যে ব্যক্তি এমন কিছুর উপর লানত করে, যা লানতের উপযোগী নয়, এমতাবস্থায় তা তার উপর এসে বর্তায়।

৫২. بَابُ فِيمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

৫২. অনুচ্ছেদ : জালিমের উপর বদ্-দু'আ সম্পর্কে

৪৮২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَاسُفِيَّانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَبِّحِي عَنْهُ *

৪৮২৯। ইব্ন মুআয (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তার কিছু চুরি হয়ে গেলে তিনি এজন্য চোরকে বদ্ দু'আ দিতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তুমি চোরের শাস্তি কমিও না, (অর্থাৎ বদ্-দু'আ করে তার শাস্তি কমিও না।)

৫২. بَابُ فِي هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ

৫৩. অনুচ্ছেদ : ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পর্কে

৪৮৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ *

৪৮৩০। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না, বরং তোমরা আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সময় সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন রাখে।

৪৮৩১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَلْقَئَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا أَوْ يُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ *

৪৮৩১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের অধিক সময় তার ভাইকে পরিত্যাগ করে ; এমন কি যখন তাদের উভয়ের মাঝে দেখা হয়, তখন একজন এদিকে এবং অপরজন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিয়ে কথা বলে।

৪৮৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَآحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْحَسِيُّ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثِ فَيَنْ مَرَرْتُ بِهِ فَوْقَ ثَلَاثِ فَلْيَلِّقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ فَقَدْ اشْتَرَى كَافِي

الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ *

৪৮৩২। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের অধিক সময় তার ভাইকে পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় যদি তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার সাথে দেখা করে সালাম করা উচিত। আর সে ব্যক্তি যদি সালামের জবাব দেয়, তখন উভয়ই ছাওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সে সালামের জবাব না দেয়, তবে সে ব্যক্তি সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে।

মুসলিম (র) বর্ণিত রাবী আহমদ (র)-এর বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত আছে : সালাম দানকারী ব্যক্তি সালাম না দেয়ার গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

৪৮৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَثْمَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ يَعْنِي الْمَدَنِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ *

৪৮৩৩। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করে। এরপর যখন সে তার সাথে দেখা করবে, তখন তাকে তিনবার সালাম করবে। যদি সে একবার ও সালামের জবাব না দেয়, তখন সে সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে।

৪৮৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ *

৪৮৩৪। মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য পরিত্যাগ করবে। আর যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় বিচ্ছিন্ন থেকে মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে।

৪৮৩৫. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفَكَ دَمَهُ *

৪৮৩৫। ইবন সারহ (র) - - - আবু খিরাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে এরূপ বলতে শোনেন : যে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত তার ভাইকে পরিত্যাগ করবে, (অর্থাৎ

তার সাথে কথা-বার্তা বলবে না:) তবে সে যেন তাকে হত্যা করলো।

৪৮৩৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ فَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَإِذَا كَانَتْ الْهَجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَطَّى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ *

৪৮৩৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং এ দু'দিন সে সব বান্দাদের মাফ করা হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শরীক করে না। কিন্তু সে ব্যক্তি, যার সাথে তার ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তাকে মাফ করা হয় না এবং তাদের সম্পর্কে এরূপ ঘোষণা দেয়া হয় : তাদের ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তারা পরস্পর মিলে যায়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : যে ব্যক্তি কারো সাথে আল্লাহর সত্ত্বাষ্টি লাভের আশায় সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে ব্যক্তি উক্ত হাদীছে বর্ণিত শাস্তিরযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন : উমার ইবন আবদুল আযীয (র) এক ব্যক্তিকে দেখে তার মুখ ঢেকে ফেলেন : (কেননা, তিনি তার সাথে কথা বলতে অপসন্দ করতেন।)

৫৪. بَابُ فِي الظَّنِّ

৫৪. অনুচ্ছেদ : কুধারণা পোষণ করা- সম্পর্কে

৪৮৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا *

৪৮৩৭। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে না। কেননা, এরূপ করা- নির্ভেজাল মিথ্যা স্বরূপ। নবী ﷺ আরো বলেন : তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করবে না এবং অপরকেও এরূপ করার সুযোগ দেবে না।

৫৫. بَابُ فِي النَّصِيحَةِ

৫৫. অনুচ্ছেদ : নসীহত বা সদুপদেশ সম্পর্কে

৪৮৩৮. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي

بُنْ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَلَيْهِ ضِيَعَتُهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ *

৪৮৩৮। রাবী ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মু'মিন-অন্য মু'মিনের জন্য দর্পণ-স্বরূপ এবং এক মু'মিন-অপর মু'মিনের জন্য ভাই-স্বরূপ। কাজেই এক মুসলমানের উচিত, অপর মুসলমানের ক্ষতি হতে রক্ষা করা এবং তার অনুপস্থিতিতে- সে ব্যক্তির জান-মাল রক্ষা করা।

৫৬. بَابُ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

৫৬. অনুচ্ছেদ : পরস্পরের মাঝে আপোষ করা- সম্পর্কে

৪৮৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أُخْبِرُكُمْ يَا فَضْلُ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ *

৪৮৩৯। মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদের নামায, রোযা এবং যাকাত হতে উত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বলেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তা হলো - পরস্পরের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। কেননা, পরস্পরের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ লোকদের ধ্বংস করে দেয়।

৪৮৪০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ ح وَنَا مُسَدَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ شَبُوءَةَ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ وَقَالَ أَحْمَدُ وَمُسَدَّدٌ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ أُنْمَى خَيْرًا *

৪৮৪০। নাসর ইবন আলী (র) - - - হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান তাঁর মাতা (উম্মু কুলছুম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের লক্ষ্যে কিছু বাড়িয়ে বলে, মিথ্যা বলে না।

রাবী আহমদ ও মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে : সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মাঝে সন্ধি করে দেয় কিছু ভাল কথা বলে বা কিছু বাড়িয়ে বলে।

৪৮৪১. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِزْيِيُّ نَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا أَعْدُهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا *

৪৮৪১। রাবী ইবন সুলায়মান (র) - - - হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান, তার মা উম্মু কুলছুম বিন্ত উক্বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যা বলার জন্য অনুমতি দিতে শুনেছি। তিনি বলতেন : আমি সে ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না, যে লোকদের মাঝে সন্ধি স্থাপনের জন্য কিছু বলে : যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় (দুশমনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য) কিছু এবং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য, অথবা স্ত্রী-স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য কিছু বলে।

৫৭. بَابُ فِي الْغِنَاءِ

৫৭. অনুচ্ছেদ : গান-বাজনা সম্পর্কে

৪৮৪২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوَّذٍ عَنْ عَفْرَاءٍ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَى صَبِيحَةَ بِنْتِ بِيٍّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جَوِثَرَاتٍ يَضْرِبْنَ بِدِفٍّ لَهْنٌ وَيَنْدُبُنَّ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْذَهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ *

(৪৮৪২। মুসাদ্দাদ (র) - - - রুবাইয়্যা বিন্ত মু'আবিয ইবন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন সকালে আমার নিকট আসেন, যে রাতে আমি আমার স্বামীর সাথে বাসর-রাত যাপন করি। এরপর তিনি আমার বিছানায় উপর এরূপ বসেন যে রূপ আপনি (খালিদ ইবন যাক্বওয়ান) বসেছেন। সে সময় ছোট-ছোট বালিকারা দফ বাজিয়ে গান শুরু করে, যাতে তারা আমাদের সৈসব পূর্ব-পুরুষদের গৌরব কথার উল্লেখ করতে থাকে, যাঁরা বদরের যুদ্ধে

শহীদ হয়েছিলেন। এ সময় একজন বালিকা বলে উঠে : “আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকাল কি ঘটবে – তা জানেন।” একথা শুনে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেন : তোমরা এরূপ বলো না, বরং তোমরা আগে যেরূপ বলছিলে, সেরূপ বলো।

৪৮৪৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقْدُومِهِ فَرَجًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ *

৪৮৪৩। হাসান ইবন আলী (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন মদীনাতে আসেন, তখন হাবশীরা তাঁর আগমনে উল্লসিত হয়ে বল্লম নিয়ে খেলতে (নাচতে) থাকে।

৫৮. بَابُ كِرَاهِيَةِ الْغِنَا وَالزُّمَرِ

৫৮. অনুচ্ছেদ : গান-বাজনার অপকারিতা সম্পর্কে

৪৮৪৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الْغَدَانِيُّ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ مَزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ أَصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَآئٍ عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَرَفَعَ أَصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ *

৪৮৪৪। আহমদ ইবন উবায়দুল্লাহ (র) - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইবন উমার (রা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে তাঁর কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন। তিনি সেখান থেকে দূরে গিয়ে আমাকে বলেন : হে নাফি'! তুমি কি এখনও কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ। আমি বলি : না। তখন তিনি তাঁর কান থেকে আংগুল বের করে বলেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি এরূপ শব্দ শুনে-এরূপ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাদীছটি মুন্কার।

৫৯. بَابُ الْحُكْمِ فِي الْمُخَنَّثِينَ

৫৯. অনুচ্ছেদ : নপুংসকদের হুকুম সম্পর্কে

৪৮৪৫. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ هَذَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَبِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالنَّقِيعِ *

৪৮৪৫। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ এর কাছে একজন নপুংসক আসে, যার দু'হাত ও পা মেহেদী রংয়ে রঞ্জিত ছিল। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : এ ব্যক্তির অবস্থা কী? জবাবে সাহাবীগণ বলেন ; ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের সাজে সেজেছে। তখন তাকে শহর থেকে বের করে দেয়ার হুকুম হলে, তাকে নাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হয়। এ সময় সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বলেন : আমাকে নামাযীদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাবী আবু উছমান (র) বলেন : নাকী স্থানটি মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত। এটা বাকী নামক স্থান নয়।

٤٨٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهِ إِنَّ يَفْتَحَ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَّلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تَقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ *

৪৮৪৬। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ আমার কাছে এমন সময় প্রবেশ করেন, যখন আমার কাছে একজন নপুংসক উপস্থিত ছিল। আর সে তার ভাইকে বলছিল। আগামীকাল মহান আল্লাহ যদি তায়েফের উপর (মুসলমানদের) বিজয় দান করেন, তবে আমি তোমাকে এমন এক স্ত্রীলোকের খবর দেব, যার আসার সময় তার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়; আর যখন সে চলে যায়, তখন তার পেটে আটটি ভাঁজ দেখা যায়। একথা শুনে নবী ﷺ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

٤٨٤٧. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ *

৪৮৪৭। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী

করীম ﷺ নারীবেশ ধারণাকারী পুরুষদের এবং পুরুষবেশ ধারণাকারী নপুংসকদের উপর লানত করেছেন। তিনি ﷺ বলেন : তোমরা এদের ঘর থেকে বের করে দেবে।

৪৮৪৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ *

৪৮৪৮। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ পুরুষবেশ ধারণাকারী নপুংসক এবং নারীবেশ ধারণাকারী পুরুষদের উপর লানত করেছেন। তিনি ﷺ বলেন : তোমরা তাদের তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেবে এবং অমুক অমুক- অর্থাৎ নপুংসকদের ও বের করে দেবে।

৬. بَابُ فِي اللَّعْبِ بِالْبَنَاتِ

৬০. অনুচ্ছেদ : কাপড়ের স্ত্রী পুতুল নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে

৪৮৪৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اللَّعْبُ بِالْبَنَاتِ فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي الْجَوَارِيُّ فَإِذَا دَخَلَ خَرَجَنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلَنَ *

৪৮৪৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কাপড়ের তৈরী স্ত্রী পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এমন সময় আসতেন, যখন অন্যান্য বালিকারা আমার কাছে উপস্থিত থাকতো। আর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তারা চলে যেত এবং যখন তিনি বাইরে যেতেন, তখন তারা আবার আসতো।

৪৮৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتْ نَا حِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعِبَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قُلْتُ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتُ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا

أَجْنَحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ *

৪৮৫০। মুহাম্মদ ইবন আওফ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} তাবুক অথবা খায়বরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, আর এ সময় আমার ঘরে একটা পর্দা ঝুলানো ছিল। বাতাসের কারণে পর্দার এক কোণা খুলে যাওয়ায় আমার খেলার পুতুলগুলো, যা একটি তাকের উপর ছিল, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। তখন তিনি ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেন : হে আইশা! এগুলো কি? তিনি বলেন : এগুলো আমার পুতুল। এরপর নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} তার মধ্যে একটি ঘোড়া দেখতে পান, যার দু'টি ডানা ছিল কাপড় দিয়ে তৈরী। তখন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} জিজ্ঞাসা করেন : এটা কি যা আমি দেখছি? তিনি বলেন : এটা ঘোড়া। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেন : এর উপর এটা কি? তিনি বলেন : দু'টি ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? আইশা (রা) বলেন : আপনি কি শোনেননি, সুলায়মান (আ)-এর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? আইশা (রা) বলেন : আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} হেসে উঠেন, যার ফলে আমি তাঁর সামনের দাঁত স্পষ্টরূপে দেখতে পাই।

৬১. بَابُ فِي الْأَرْجُوحَةِ

৬১. অনুচ্ছেদ : দোলনায় চড়া সম্পর্কে

৪৮৫১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَ نِسْوَةٌ وَأَنَا اللَّعْبُ عَلَى أَرْجُوحَةٍ وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ فَذَهَبَنِي بِي فَهَيَّأْتَنِي وَصَنَعْتَنِي ثُمَّ أَتَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَنَى بِي أَنَا وَبَنَتْ تِسْعَ سَنِينَ *

৪৮৫১। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন মদীনায় আসি, তখন আমার কাছে কয়েকজন মহিলা আসে, আর সে সময় আমি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। এ সময় আমার মাথার চুল ছোট ছিল। তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে সুন্দররূপে সুসজ্জিত করে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর কাছে নিয়ে আসে। এ সময় তিনি আমার সাথে সহবাস করেন, আর তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।

৪৮৫২. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ وَأَنَا عَلَى الْأَرْجُوحَةِ وَمَعِيَ صَوَاحِبَاتِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا فَأِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ *

৪৮৫২। বিশর ইবন খালিদ (র) - - - হিশাম ইবন উরওয়া (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আইশা (রা) বলেন : সে সময় আমি দোলনার উপর ছিলাম এবং আমার

সাথীরাও আমার সাথে ছিল। তারা আমাকে এমন একটি ঘরে নিয়ে যায়, যেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন : কল্যাণ ও বরকতময় হোক !

৪৮৫৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرَّاجِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَلَى أَرْجُو حَةَ بَيْنَ عَذَقَيْنِ فَجَاءَتْنِي أُمِّي فَأَنْزَلَتْنِي وَلِيَّ جَمِيمَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৪৮৫৩। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মদীনাতে আগমনের পর হারিছ ইবন খায়রাজ নামক গোত্রে অবস্থান করি। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি তখন দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম এবং আমার মাথার চুল ছোট ছিল, এ সময় আমার আত্মা এসে আমাকে দোলনা থেকে নামান। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬২. بَابُ فِي النِّهْيِ عَنِ اللَّعِبِ بِالنُّرْدِ

৬২. অনুচ্ছেদ : সতরঞ্চ খেলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

৪৮৫৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنُّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ *

৪৮৫৪। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সতরঞ্চ বা দাবা খেলে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে।

৪৮৫৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنُّرْدِ شِئْرَ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خنزِيرٍ وَدَمِهِ *

৪৮৫৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - বুয়ায়দাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সতরঞ্চ বা দাবা খেলে, সে যেন তার হাতকে শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে প্রবেশ করায়।

৬৩. بَابُ فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

৬৩. অনুচ্ছেদ : কবুতর নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে

৪৮৫৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً *

৪৮৫৬। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কবুতরের পেছনে দৌড়াতে দেখে বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের অনুসরণ করছে।

৬৪. بَابُ فِي الرَّحْمَةِ

৬৪. অনুচ্ছেদ : রহমত সম্পর্কে

৪৮৫৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي قَابُوسٍ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৮৫৭। মুসাদ্দ ও আবু বকর ইবন শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : রহমকারীদের উপর রাহমান অর্থাৎ আল্লাহ রহম করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর রহম কর, তাহলে আসমানের অধিপতি আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন।

৪৮৫৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا ح وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَقُولُهُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ فَقَالَ إِذَا قَرَأَتْهُ عَلَى فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ لَا تُنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ *

৪৮৫৮। হাফসা ইবন উমার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি

আবুল কাসিম সহীহ আল-আদাব -কে বলতে শুনেছি, লোকেরা যাকে সত্যবাদী বলে জানতো, যিনি এই হুযরায় থাকতেন ; তিনি বলতেন : দুর্ভাগা ব্যতীত আর কারো থেকে রহমত কেড়ে নেয়া হয় না।

৪৮৫৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا *

৪৮৫৯। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সহীহ আল-আদাব বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না, অর্থাৎ সম্মান করে না, সে আমাদের হক আদায় করে না, অর্থাৎ সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৬৫. بَابُ فِي النَّصِيحَةِ

৬৫. অনুচ্ছেদ : নসীহত সম্পর্কে

৪৮৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةَ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ أَوْ أئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪৮৬০। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-আদাব বলেছেন : দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত ; দীন হলো নসীহত। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন কোন ব্যক্তিদের জন্য ? জবাবে নবী সহীহ আল-আদাব বলেন : আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমান শাসকের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য।

৪৮৬১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ نَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ فَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوْ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاحْتَرُ *

৪৮৬১। আমর ইবন আওন (র) - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-আদাব -এর নিকট তাঁর কথা শোনা ও তাঁর অনুসরণের জন্য বায়'আত গ্রহণ করি, আর

এজন্যও যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে সদুপদেশ দেব। এ কারণে জারীর (রা) যখন কোন জিনিস বিক্রি করতেন বা খরিদ করতেন, তখন তিনি বলতেন : আমি যা তোমরা নিকট হতে গ্রহণ করছি, এ আমার কাছে তা থেকে অধিক প্রিয়, যা আমি তোমাকে দিচ্ছি। এখন তোমরা ইচ্ছা-বিক্রি করা বা খরিদ করা।

৬৬. بَابُ فِي الْمَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ

৬৬. অনুচ্ছেদ : মুসলমানের সাহায্য করা সম্পর্কে

৪৮৬২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ ح وَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا أَشْبَاطُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ *

৪৮৬২। আবু বকর ও উছমান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমান হতে দুনিয়ার কোন বিপদ দূরীকরণে সাহায্য করে; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সমস্ত বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত ব্যক্তির থেকে তার পাওনা আদায়ে নরম ব্যবহার করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি আসানী করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ সে বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন। যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : উছমান (র) সনদে আবু মুআবিয়ার নাম এবং মতনে অর্থাৎ ভাষ্যে এর উল্লেখ করেন নি তাহলো : আর যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত ব্যক্তি থেকে তার পাওনা আদায়ে নরম ব্যবহার করবে।

৪৮৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ *

৪৮৬৩। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সৎ-কাজই সাদাকা স্বরূপ।

৬৭. بَابُ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

৬৭. অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন করা সম্পর্কে

৪৮৬৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنَا ح وَنَا مُسَدَّدٌ هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ *

৪৮৬৪। আমরা ইবন আওন (র) - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদের ডাকা হবে - তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও পিতার নাম সহকারে। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে।

৪৮৬৫. حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ وَعَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ *

৪৮৬৫। ইবরাহীম ইবন যিয়াদ (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় নাম হলো - আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান।

৪৮৬৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالِقَانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمُّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَامْرَأَةٌ *

৬৭৬৬। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত এবং তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা নবীদের নামে - নাম রাখবে। আর আল্লাহর সব চাইতে প্রিয় নাম হলো - আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান এবং সব চাইতে উত্তম নাম হলো : হারিছ ও হাম্মাম এবং নিকৃষ্ট নাম হলো - হার্ব (যুদ্ধ) ও মুররা (তিক্ত)।

৪৮৬৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَاحِمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ زَهَبَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَلِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي عِبَاءَةٍ

يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَنَاولْتُهُ تَمْرَاتٍ فَالْقَاهُنَّ فِيهِ فَلَا كَهْنَ ثُمَّ فَغَرَفَاهُ فَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ وَسَمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ *

৪৮৬৭। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন তালহার জন্মের পর তাকে নিয়ে নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি তখন আব্বা (বিশেষ জামা) পরিহিত অবস্থায় তাঁর উটের শরীরে ঔষধ লাগাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কাছে খেজুর আছে কি? আমি বলি : হ্যাঁ। তখন আমি তাঁকে কিছু খেজুর দিলে, তিনি তা চিবিয়ে সে বাচ্চার মুখে দেন। ফলে বাচ্চাটি মুখ নাড়াতে থাকে। তখন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেন : আনসারগণ খেজুর পসন্দ করে। এরপর তিনি সে ছেলের নাম রাখেন - আবদুল্লাহ।

٦٨. بَابُ فِي تَغْيِيرِ الْأِسْمِ الْقَبِيحِ

৬৮. অনুচ্ছেদ : খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা সম্পর্কে

٤٨٦٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ *

৪৮৬৮। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু
ইয়াহি়া
আলাইহি
ওয়াসালম</sup> উমার (রা)-এর কন্যা আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে দেন এবং বলেন, তোমার
নাম হলো - জামিলা।

٤٨٦٩. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا بَرَّةً فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الْأِسْمِ سَمَّيْتُ بَرَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ *

৪৮৬৯। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা যায়নব বিন্ত আবু সালামা (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তোমার মেয়ের নাম কি রেখেছে? তিনি বলেন : আমি তার নাম রেখেছি বার্বা। তখন যায়নব (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাঃ আঃ আঃ এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আগে আমার নাম ছিল বার্বা। তখন নবী সাঃ আঃ আঃ বলেন : তোমরা নিজেদের প্রশংসা করো না, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে ভাল তা খুবই

জানেন। তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে : তাহলে আমরা তার কি নাম রাখবো ? তিনি বলেন : তোমরা তার নাম রাখ - যায়নব।

৪৮৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بِشَرِّ حَدَّثَنِي بِشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْذَرِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ اتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةٌ *

৪৮৭০। মুসাদ্দাদ (র) - - - উসামা ইব্ন আখদারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসে, যার মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল - আসরাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমার নাম কি ? সে ব্যক্তি বলে : আমার নাম হলো - আসরাম। তখন নবী ﷺ বলেন : বরং তুমি হলে - যার'আ।

৪৮৭১. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُونَ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكْمُ فَلِمَ تَكْنِي أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ اتَّوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كُلَّ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَالِكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ *

৪৮৭১। বারী' ইব্ন নাফি' (র) - - - হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি যখন তার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আছে, তখন নবী ﷺ শুনতে পান যে, তার কাওমের লোকেরা তাকে 'আবুল হাকাম' বলে সম্বোধন করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বলেন : হাকাম হলেন - আল্লাহ, আর হুকুম তো তাঁরই। কাজেই তোমার নাম আবুল - হাকাম কিরূপে হতে পারে ? তখন সে বলে : আমার কাওমের লোকদের মাঝে যখন ঝগড়া-বিবাদ হয়, তখন তারা আমার কাছে আসলে, আমি তাদের মাঝে এমনভাবে মীমাংসা করে দেই যে, তারা উভয় পক্ষই খুশী হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এতো খুবই উত্তম কথা! এরপর নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার ছেলে সন্তান কয়টি ? সে বলে : (আমার ছেলেদের নাম) শুরায়হ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : এদের মধ্যে বড় কে ? সে বলে, আমি বলি : শুরায়হ। তখন নবী ﷺ বলেন : তা হলে আবু শুরায়হ।

৪৮৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ

حَزَنُ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا السَّهْلُ يُوْطَأُ وَيُمْتَنُّ قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حَزُونَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُ الْعَاصِ وَعَزِيزٌ وَعَثَلَةٌ وَشَيْطَانٌ وَالْحَكَمُ وَغُرَابٌ وَحُبَابٌ وَشِهَابٌ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سَلَمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُتْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفْرَةً اسْمَاهُ خُضْرَةٌ وَشُعْبُ الضَّلَالَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى وَبَنُوا الرِّيبَةَ سَمَّاهُمْ بَنُوا الرُّشْدَةَ وَسَمَّى بَنِي مُغَوِيَّةَ بَنِي رُشْدَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلِاخْتِصَارِ *

৪৮৭২। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - সাঈদ ইবন মুসায়াব (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার নাম কি ? তিনি বলেন : হাযান (অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি)। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি হলে সাহল (অর্থাৎ সহজ বা নরম)। তখন তিনি বলেন : সাহল তো পদদলিত ও অপমানিত হয়ে থাকে!

রাবী সাঈদ (র) বলেন : একথা শুনে আমার মনে হয় যে, আমাদের খান্দানের উপর বাল্য-মসীবত অবশ্যই আসবে। (কেননা, আমার দাদা নবী ﷺ প্রদত্ত নাম কবুল করেননি।)

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : নবী করীম ﷺ 'আস' নাম বদলিয়ে 'আযীয' নাম রাখেন। আবু দাউদ (র) বলেন : সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আমি সনদ বর্ণনা করিনি।

৪৮৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا أَبُو عُقَيْلٍ نَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَاعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ *

৪৮৭৩। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার সাথে উমার ইবন খাত্তাব (রা)-এর দেখা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কে ? আমি বলি : মাসরুক ইবন আজদা'। তখন উমার (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আজদা' হলো - শয়তানের নাম।

৪৮৭৪. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ رَبَّاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَ هُوَ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى *

৪৮৭৪। নুফায়লী (র) - - - সামুরা ইবন জুন্দুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের ছেলেদের নাম - রাবাহ (উপকারী), ইয়াসার (ধনী), নাজীহ (মুক্ত) এবং আফ্লাহ রাখবে না। কেননা, তোমরা যখন জিজ্ঞাসা করবে, এখানে কি অমুক ব্যক্তি আছে? তখন অন্যরা বলবে : না। সামুরা (রা) বলেন : এই চারটি নাম আমি বললাম। এর অধিক সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবে না।

৪৮৭৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسَمَّى رَفِيقُنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا *

৪৮৭৫। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন ; আর তা হলো : আফ্লাহ, ইয়াসার, নাজিহ ও রাবাহ।

৪৮৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَه قَالَ الْأَعْمَشُ وَلَا أَدْرِي أَذْكَرْنَا نَافِعًا أَمْ لَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ أَتُمْ بَرَكَهَ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَهَ *

৪৮৭৬। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যদি জীবিত থাকি, তবে ইনশা-আল্লাহ আমার উম্মতদের নাম - নাজিহ, আফ্লাহ এবং বরকত রাখতে নিষেধ করবো।

রাবী আ'মশ (র) বলেন : আমার মনে নেই, রাবী আবু সুফিয়ান (র) নাজিহ নামটি উচ্চারণ করেছিলেন কিনা। কেননা, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে : এখানে বরকত আছে কি? আর কেউ বলে : না; (তবে এটা শুনতে ভাল লাগে না।)

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ যুবার (র) জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী করীম থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে 'বরকত' নামের উল্লেখ নেই।

৪৮৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَخْنَعُ اسْمُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلاكِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي

الزِّنَادِ بِإِسْنَادٍ قَالَ أَخْنَأُ اسْمُ *

৪৮৭৭। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সে ব্যক্তিই সর্ব-নিকৃষ্ট নামের অধিকারী হবে, যাকে (দুনিয়াতে) লোকেরা “মালিকুল - আমলাক” বা রাজাধিরাজ বলে।

৬৯. بَابُ فِي الْأَلْقَابِ

৬৯. অনুচ্ছেদ : খারাপ উপাধি সম্পর্কে

৪৮৭৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جُبَيْرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَالِثَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا فُلَانُ فَيَقُولُونَ مَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا الْأِسْمِ فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ *

৪৮৭৮। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু জুবায়রা ইবন যাহ্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের - অর্থাৎ সাল্‌মা গোত্রের লোকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। (আয়াতের অর্থ হলো :) “তোমরা একে অন্যকে খারাপ উপাধিতে আহ্বান করো না। কেননা, ঈমান আনার পর খারাপ নামে ডাকা খুবই অন্যায়।”

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন আমাদের মাঝে এমন কেউ-ই ছিল না, যার দুই-তিনটা নাম না ছিল! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো নাম ধরে ডাকেন : হে অমুক! তখন তারা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি থামুন। এ নামে ডাকলে সে ব্যক্তি নাখোশ হয়। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : তোমরা একে অন্যকে খারাপ উপাধিতে আহ্বান করো না।

৭০. بَابُ فِي مَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي عَيْسَى

৭০. অনুচ্ছেদ : আবু ইসা কুনিয়াত বা উপনাম রাখা সম্পর্কে

৪৮৭৯. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرْقَاءِ نَا أَبِي نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ ابْنَاهُ يُكْنَى أَبَا عَيْسَى وَإِنَّ الْمَغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُكْنَى بِأَبِي عَيْسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكْنَى

جَابِرٌ وَسُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنْسِ
بْنِ مَالِكٍ *

৪৮৮১। মুসাদ্দাদ (র) - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার নামে - নাম রাখ; তবে আমার উপনামে তোমরা নাম রেখো না।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু সালিহ (র) এ ভাবেই আবু হুরায়রা (রা) জাবির (রা) থেকে; সালিম ইবন আবু আবুদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে ; ইবন মুন্কাদির (র) জাবির (রা) থেকে এবং আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭৩. بَابُ فِي مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

৭৩. অনুচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নাম ও কুনিয়াত এক সাথে না রাখা সম্পর্কে

৪৮৮২. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ يُسَمِّي بِاسْمِي فَلَا يَكْنِي بِكُنْيَتِي وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِي
فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى بِهَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَنِ الرُّوَايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَ فِيهِ رِوَاةُ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ
سَيَرِينَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى
الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ *

৪৮৮২। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে - নাম রাখবে, সে যেন আমার উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনাম রাখে, সে যেন আমার নামে - নাম না রাখে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইবন আজলান (র) তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এভাবেই আবদুর রহমান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে মতভেদসহ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি ছাওরী এবং ইবন জুরায়হ (র) আবু যুবায়র (রা) -এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুগাফ্ফাল (র) ইবন সীরীন (র) -এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুসা ইবন ইয়াসার এবং আবু হুরায়রা (রা) -এর বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে এতে হাম্মাদ ইবন খালিদ ও ইবন আবু ফুদায়ক (র) মতভেদ পোষণ করেন।

৭৪. بَابُ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

৭৪. অনুচ্ছেদ : কুনিয়াত ও নাম এক সাথে রাখা সম্পর্কে

৪৮৮৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ فِطْرِ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أَسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ *

৪৮৮৩। উছমান ও আবু বকর (র) - - - মুহাম্মদ ইবন হানাফীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (র) বলেছেন : একদা আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ইনতিকালের পর যদি আমার ঔরসে কোন সন্তান জন্ম নেয়, তবে আমি তার নাম ও কুনিয়াত আপনার নাম ও কুনিয়াতের অনুরূপ রাখতে পারবো কি। তিনি বলেন : হ্যাঁ।

রাবী আবু বকর (র) তার বর্ণনায় : “আমি জিজ্ঞাসা করি” নবী করীম ﷺ -কে”, আলী (রা)-এর এ উক্তিটির উল্লেখ নেই।

৪৮৮৪. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِّرَ لِي أَنْكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي *

৪৮৮৪। নুফায়লী (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একজন মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটি ছেলে হয়েছে, আমি তার নাম রেখেছি মুহাম্মদ এবং কুনিয়াত রেখেছি আবুল কাসেম। লোকেরা আমাকে বলেছে, আপনি নাকি এটা অপসন্দ করেন? জবাবে তিনি বলেন : যখন আমার নামে - নাম রাখায় আপত্তি নেই, তখন আমার কুনিয়াতে - কুনিয়াত রাখা হারাম হবে কেন?

৭৫. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَكْنَى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

৭৫. অনুচ্ছেদ : ছেলে সন্তান না থাকা সত্ত্বেও কুনিয়াত রাখা- সম্পর্কে

৪৮৮৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا يَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِيَّ أَخٍ صَغِيرٍ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ

نَغْرُ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَاهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ فَقَالُوا مَاتَ نَغْرُهُ فَقَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ *

৪৮৮৫। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন, আর আমার একটা ছোট ভাই ছিল- যার কুনিয়াত ছিল আবু উমায়র। তার ছোট একটা পাখী ছিল, যা নিয়ে সে খেলা করতো। হঠাৎ পাখিটি মারা যায়। তখন নবী ﷺ একদিন তার কাছে এসে তাকে চিন্তিত দেখে বলেন : তার কি হয়েছে ? লোকেরা জবাব দেয় : তার চড়ুই পাখিটি মারা গেছে। তখন তিনি বলেন : হে আবু উমায়র! তোমার নুগায়র অর্থাৎ চড়ুই পাখির খবর কী ?

৭৬. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تُكْنَى

৭৬. অনুচ্ছেদ : মেয়েদের কুনিয়াত রাখা- সম্পর্কে

٤٨٨٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى قَالَ نَاحِمَادُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى قَالَ فَاكْتَنَى بِابْنِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَكَانَتْ تُكْنَى بِأَمِّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ قِرَانُ بْنُ تَمَامٍ وَمَعْمَرُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ وَرَأَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ *

৪৮৮৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সব সখীদের কুনিয়াত আছে। তখন তিনি বলেন : তুমি ও তোমার ছেলে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নামের সাথে কুনিয়াত রাখ। অর্থাৎ তুমি তোমার কুনিয়াত রাখ উম্মু - আবদুল্লাহ।^১

৭৭. بَابُ فِي الْمَعَارِضِ

৭৭. অনুচ্ছেদ : ইশারা-ইংগিতে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে

٤٨٨٧. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

১. উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন - আইশা (রা)-এর বোন আস্মা (রা)-এর পুত্র। নবী করীম (সা) পরোক্ষভাবে তাঁকে আইশা (রা)-এর পুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। (-অনুবাদক)।

سُفْيَانُ بْنُ أُسَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ *

৪৮৮৭। হাযওয়া ইবন শুরায়হ (র) - - - সুফিয়ান ইবন উসায়দ হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : বড় চুরী এই যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে এমন ভাবে কথা বললে, যা সে সত্য মনে করে, অথচ তুমি তা মিথ্যা হিসাবে বলছো। (অর্থাৎ ইশারা-ইংগিতে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যা শ্রোতা সত্য মনে করে, আর বক্তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু।)

৭৮. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ زَعَمُوا

৭৮. অনুচ্ছেদ : যে বলে- “লোকদের ধারণা এরূপ” এ সম্পর্কে

٤٨٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِئْسَ مَطِيَّةَ الرَّجُلِ زَعَمُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ حَذِيفَةُ *

৪৮৮৮। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : অথবা আবু আবদুল্লাহ (র) আবু মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে “লোকদের ধারণা এরূপ”-এ উক্তি সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এ ধরনের উক্তি খুবই খারাপ।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু আবদুল্লাহ (র)-এর নাম হলো - হুযায়ফা।

৭৯. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ أَمَّا بَعْدُ

৭৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার বক্তৃতায় বলে : আম্মা বা‘দ- এ সম্পর্কে

٤٨٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ *

৪৮৮৯। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - য়াদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ লোকদের সামনে খুত্বা পেশের সময় বলেন-“আম্মা বা‘দ”-অর্থাৎ এরপর বক্তব্য হলো।

سَيِّدِي وَمَوْلَايَ *

৪৮৯২। ইবন সারহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর উল্লেখ না করে বলেন : দাস-দাসী তাদের মনিবদের এরূপ বলবে : আমার নেতা, আমার মাওলা।

৪৮৯৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ اسْخَطْتُمْ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৮৯৩। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুনাফিকদের সর্দার বলবে না। কেননা, তোমরা যদি তাদের সর্দার বল, তবে তোমরা তোমাদের মহান রবকে অসন্তুষ্ট করবে।

৮২. بَابُ لَا يُقَالُ خَبِثَتْ نَفْسِي

৮২. অনুচ্ছেদ : নিজের নাফসকে খাবীছ না বলা- সম্পর্কে

৪৮৯৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَيْقُلْ لَقَسْتُ نَفْسِي *

৪৮৯৪। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - সাহল ইবন হুনাযফ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমার নাফস খাবীছ হয়ে গেছে : বরং (প্রয়োজন) বলবে : আমার দিল পেরেশান হয়েছে।

৪৮৯৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاسَتْ نَفْسِي *

৪৮৯৫। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমার দিল তড়পাচ্ছে, বরং বলবে : আমার দিল পেরেশান।

৪৮৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ

قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانٌ *

৪৮৯৬। আবু ওয়ালীদ তায়ালিসী (র) - - - ছায়াফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা এরূপ বলবে না যে, যদি আল্লাহ্ চান এবং অমুক ব্যক্তিও চান : বরং তোমরা বলবে : যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, এরপর যদি অমুক ব্যক্তির মরযী হয়।

৪৮৯৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ أَوْ قَالَ اذْهَبْ فَبَيَّسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ *

৪৮৯৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সামনে খুতবা দেয়ার সময় বলে : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অনুসরণ করে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি তাদের নাফরমানী করে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি থাম, অথবা তিনি বলেন : তুমি চলে যাও ! তুমি নিকৃষ্ট খুতবাদানকারী!

৪৮৯৮. حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَاءَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَثَرْتُ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعَسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَا تَقُلْ تَعَسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَازَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ *

৪৮৯৮। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - আবু মালীহ (র) একব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে একই উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। এ সময় উটটি লাফালাফি করতে থাকলে আমি বলি : শয়তান মরুক! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি এরূপ বলো না যে, শয়তানের সর্বনাশ হোক! কেননা, তুমি যখন এরূপ বলবে, তখন শয়তান অহংকারে ফুলে ঘরের মত হয় এবং বলে : আমি খুবই শক্তিমান। বরং তুমি বলবে : বিস্মিল্লাহ্! কেননা যখন তুমি এরূপ বলবে, তখন শয়তান ছোট হয়ে মাছির মত হয়ে যায়।

৪৮৯৯. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ وَقَالَ مُوسَى إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلْكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ

قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاعُورًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ *

৪৮৯৯। কানাবী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তুমি কাউকে এরূপ বলতে শোনবে : সব লোক ধ্বংস হয়ে গেছে, (তখন তুমি মনে করবে যে,) তাদের মাঝে সে ব্যক্তিই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : মালিক (র) বলেছেন : দীনের করুণ অবস্থা দেখে ব্যথাহত হৃদয়ে যদি কেউ এরূপ উক্তি করে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। তবে যদি কেউ অহংকারভরে, অন্যকে নিকৃষ্ট মনে এরূপ উক্তি করে, তবে তা মাকরুহ। আর এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪৮. بَابُ فِي صَلَوةِ الْعَتَمَةِ

৮৩. অনুচ্ছেদ : ঈশার সালাতকে ‘আত্মা’ বলা অনুচিত সম্পর্কে

৪৯০০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَوتِكُمْ إِلَّا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلَكِنَّهُمْ يَغْتَمُونَ بِالْأَبْلِ *

৪৯০০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আরবের বেদুঈনের তোমাদের সালাতের নামের উপর যেন বিজয়ী না হয়, (অর্থাৎ তাদের থেকে শুনে তোমার ঈশার সালাতকে আত্মা বলবে না।) এ হলো - ঈশার সালাত। আরবের লোকেরা উটের দুধ দোহন করার সময় অন্ধকার হয়ে যেত বলে সালাতকে তারা আত্মা বলতো।

৪৯০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا مِسْعَرُ بْنُ كُدَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ كَانَتْهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا *

৪৯০১। মুসাদ্দাদ (র) - - - সালিম ইবন আবু জা‘আদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একব্যক্তি বলে, আমার মতে সে খুযা‘আ গোত্রের লোক, যদি আমি নামায পড়তে পারতাম, তবে শান্তি পেতাম। লোকেরা তার এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়। তখন সে বলে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে

শুনেছি : হে বিলাল! তুমি সালাতের জন্য ইকামত দিয়ে আমাদের শান্তি প্রদান কর।

৪৯.২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا إِسْرَائِيلُ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صَهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ ائْتُونِي بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أَصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ قَالَ فَاذْكُرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا بِلَالُ اقِمْ فَأَرْحَنَا بِالصَّلَاةِ *

৪৯০২। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন হানাফীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি এবং আমার পিতা নিজের শ্বশুর বাড়ীতে একজন আনসার সাহাবীর সেবার জন্য গমন করি। এ সময় সালাতের ওয়াক্ত হলে, আনসার সাহাবী একজন বালিকাকে ডেকে বলে : আমার জন্য উয়ূর পানি আনো, যাতে আমি সালাত আদায় করে শান্তি পাই।

রাবী বলেন : আমাদের কাছে তার এ বক্তব্য খারাপ মনে হলে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : হে বিলাল! তুমি ইকামত দাও এবং নামাযের মাধ্যমে আমাদের শান্তি প্রদান কর।

৪৯.৩. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ نَا أَبِي نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْسُبُ أَحَدًا إِلَّا إِلَى الدِّينِ *

৪৯০৩। হারুন ইব্ন যায়দ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দীন ব্যতীত অন্য কিছুতে সাথে কোন ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করতে শুনিনি।

৪৮. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ

৮৪. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা বলার ক্ষতি সম্পর্কে

৪৯.৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا *

৪৯০৪। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা, মিথ্যা মানুষকে খারাপ কাজে লিপ্ত করে, আর অপকর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলা শুরু করে, তখন বার-বার মিথ্যা বলার কারণে, আল্লাহর দরবারে তার নামটি 'মিথ্যাবাদী' হিসাবে লিখিত হয়। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সত্য কথা বলবে। কেননা, সত্য মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় এবং কল্যাণ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। আর যখন কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলতে থাকে, তখন সব সময় সত্য কথা বলার কারণে, আল্লাহর দরবারে তার নামটি 'সত্যবাদী' হিসাবে লিখিত হয়।

৪৯.৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا يَحْيَى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ *

৪৯০৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - বাহায ইবন হাকীম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মানুষকে নিছক হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে, তার পরিণাম খুবই খারাপ ! তার পরিণাম খুবই খারাপ !

৪৯.৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ مَّوَالِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بَنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْهِ كَذِبَةٌ *

৪৯০৬। কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমির (র) বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার মা আমাকে ডাকেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমার মা আমাকে বলেন : তুমি এখানে এসো, আমি তোমাকে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তাকে কি দিতে চাচ্ছ ? তখন তিনি বলেন : আমি তাকে খেজুর দেব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার জন্য একটা গুনাহ লেখা হতো।

৪৯.৭. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ نَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ حَفْصُ أَبَا هُرَيْرَةَ *

৪৯০৭। হাফস ইবন উমার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : মানুষের গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তা-ই অন্যের কাছে বলে বেড়ায়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাফস ইবন উমার (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

৪৯. ৮৫. بَابُ فِيمَا يُرَوَّى مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

৮৫. অনুচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান- সম্পর্কে

৪৯.৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لَأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا أَوْ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا *

৪৯০৮। আমর ইবন মারযুক (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার মদীনাতে ভয়ের সঞ্চর হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বের হন। এরপর তিনি ফিরে এসে বলেন : আমি তো ভয়ের কিছুই দেখলাম না ! আর আমি এ ঘোড়াকে দরিয়ার মত পেয়েছি, (অর্থাৎ এর চলন খুবই ভাল!)

৪৯. ৮৬. بَابُ فِي حُسْنِ الظَّنِّ

৮৬. অনুচ্ছেদ : ভাল ধারণা পোষণ করা- সম্পর্কে

৪৯.৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَهْنَأِ أَبِي شَبِيلٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَفْهَمْهُ جَيِّدًا مِنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ نَصْرُ شَتِيرُ بْنُ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَصْرُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ *

৪৯০৯। মূসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : ভাল-ধারণা পোষণ করা হলো - উত্তম ইবাদত।

৪৯১. حَدَّثَنَا خِلَافُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أَرْوَرُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ فَقُمْتُ فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيُقَلِّبَنِي وَكَانَ

مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا *

৪৯১০। খিলাফ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফে থাকাবস্থায় রাতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং কথাবার্তা বলি। এরপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে নবী ﷺ ও দাঁড়ান আমাকে পৌছে দেয়ার জন্য। এ সময় তিনি (সাফিয়া (র)) উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর গৃহে অবস্থান করতেন। পশ্চিমদিকে দু'জন আনসার সাহাবীর সাথে দেখা হয়, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে দ্রুত চলতে থাকেন। তখন নবী করীম ﷺ তাদের বলেন : তোমার স্বাভাবিক গতিতে চল। এ হলো সাফিয়া বিন্ত হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তখন তারা বলে : সুবহানাল্লাহ ! ইয়া রাসূলুল্লাহ ! (আমারা কি আপনার ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা করতে পারি ?) তখন নবী করীম ﷺ বলেন : শয়তান মানুষের দেহে রক্ত প্রবাহের ন্যায় চলাফেরা করে। কাজেই আমার আশংকা, সে হয়তো তোমাদের মনে খারাপ কোন চিন্তার উদ্বেক করতে পারে।

৪৭. بَابُ فِي الْعِدَّةِ

৮৭. অনুচ্ছেদ : ওয়াদা পালন সম্পর্কে

৪৯১১. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو عَامِرٍ نَا ابِرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِي فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ *

৪৯১১। ইব্ন মুছান্না (র) - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এ নিয়তে ওয়াদা করে যে, সে তা পালন করবে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে তা পালন করতে অপরাগ হলে অর্থাৎ ওয়াদা মত আসতে না পারলে, সে গুনাহগার হবে না।

৪৯১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّسَابُورِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نَا ابِرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيتُ لَهُ بَقِيَّةٌ

فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَ ظَرُوكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ *

৪৯১২। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু হামসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবুওয়াতের পূর্বে আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে একটি জিনিস খরিদ করি, যার কিছু মূল্য আমার নিকট পাওনা ছিল। তখন আমি ওয়াদা করি যে, আমি (আগামীকাল) এখানে এসে পাওনা পরিশোধ করে দেব। কিন্তু আমি তা ভুলে যাই এবং তিন দিন পরে এ কথা আমার মনে পড়ে। এরপর আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে, তিনি সেখানে অপেক্ষা করছেন। তখন তিনি আমাকে বলেন : হে যুবক ! তুমি আমাকে কষ্ট দিলে। আমি তো এখানে তোমার জন্য আজ তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছি !

৪৮. بَابُ فِيمَنْ يُتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ

৮৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গর্ব প্রকাশের জন্য এমন কিছু বর্ণনা করে, যা তার কাছে নেই- সে সম্পর্কে

৪৯১৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي جَارَةً تَعْنِي ضَرَّةً هَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطَ زَوْجِي قَالَ الْمُتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ *

৪৯১৩। সুলায়মান ইবন হার্ব (র) - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার একজন সখী আছে। আমি যদি তাকে সে জিনিসের কথা বলি, যা আমার স্বামী আমাকে দেয়নি, তবে কি আমার গুনাহ হবে। তখন নবী ﷺ বলেন : যা তাকে দেয়া হয়নি, তা তাকে দেয়া হয়েছে (গর্ব প্রকাশের জন্য যদি কেউ এরূপ বলে), সে যেন ধোঁকাবাজীর দু'খানা চাদর পরিধান করলো!

৪৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِرَاحِ

৮৯. অনুচ্ছেদ : হাসি-ঠাট্টা করা সম্পর্কে

৪৯১৪. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ نَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اأَحْمِلْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدٍ نَاقَةٍ

قَالَ وَمَا أَضْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقَ *

৪৯১৪। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - অনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বাহন (সওয়ারী) প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি তোমাকে উটের বাচ্চার পিঠে আরোহণ করাব। তখন সে বলে : আমি উটের বাচ্চা নিয়ে কি করবো? একথা শুনে নবী ﷺ বলেন : উটের বাচ্চা তো উট থেকেই হয়!

৪৯১৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَا وَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلَا أَرَكَ تَرْفَعِينَ صَوْتِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُفْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتُنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا ادْخُلَانِي فِي سَلْمِكُمَا كَمَا ادْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا *

৪৯১৫। ইয়াহইয়া ইবন মাদ্বিন (র) - - - নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবু বকর (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে, তিনি আইশা (রা)-কে চিৎকার দিতে শোনেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে আইশা (রা)-কে চড় দিতে চান এবং বলেন : আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর গলাবাজি করতে দেখেছি! তখন নবী ﷺ তাকে তা থেকে বিরত রাখেন। এতে আবু বকর (রা) রাগান্বিত হয়ে চলে যান। আবু বকর (রা) চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ আইশা (রা)-কে ঠাট্টা করে বলেন : দেখলে তো, আমি তোমাকে একজন পুরুষের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করলাম!

রাবী বলেন : এর কিছুদিন পর আবু বকর (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চেয়ে দেখতে পান যে, তাঁদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। তখন তিনি তাঁদের বলেন : আপনারা আমাকে আপনাদের সন্ধির মধ্যে একরূপ শরীক করুন, যে রূপ আপনারা আমাকে আপনাদের ঝগড়ার মধ্যে শরীক করেছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেন : হাঁ, আমরা আপনাকে শরীক করলাম, শরীক করলাম।

৪৯১৬. حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

الْأَشْجَعِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدُّ وَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ أَكَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّكَ فَدَخَلْتُ *

৪৯১৬। মুআম্মাল ইব্ন ফযল (র) - - - আওফ ইব্ন মালিক আশজাজি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসি। সে সময় তিনি চামড়ার তৈরী একটা তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জবাব দেন এবং বলেন : ভেতরে এসো। তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! একদা ভেতরে আসবো? তিনি বলেন : হ্যাঁ, বিলকুল ভেতরে এসো। তখন আমি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি।

৪৯১৭. حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيدُ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ادْخُلْ كُلِّي مِنْ صِغْرِ الْقُبَّةِ *

৪৯১৭। সাফওয়ান ইব্ন সালিহ (র) - - - উছমান ইব্ন আবু আতিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আওফ (রা) এ কারণে এরূপ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁবুটি ছিল খুবই ছোট।

৪৯১৮. حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا ذَا الْأَذْنَيْنِ *

৪৯১৮। ইবরাহীম ইব্ন মাহদী (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ আমাকে ঠাট্টা করে বলেন : হে দুই কানের অধিকারী ব্যক্তি!

৯. بَابُ مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ مِنْ مَزَاحٍ

৯০. অনুচ্ছেদ : ঠাট্টাচ্ছলে কোন জিনিস নেয়া সম্পর্কে

৪৯১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى ح وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًا وَقَالَ سُلَيْمَانُ لِعِبَّاءُ وَلَا جَدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا لَمْ يَقُلْ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنُ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৯১৯। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ (র) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতো শোনেন : তোমাদের কেউ যে তার ভাইয়ের কোন জিনিস ঠাট্টাচ্ছলে না নেয়। সুলায়মান (র) বলেন : জেনে-গুনে যেন না নেয়। আর যে তার ভাইয়ের লাঠি চেয়ে নেয়, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।

৬৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا *

৪৯২০। মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ﷺ এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তারা এক সফরে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তাদের থেকে এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে গেলে, অপর একব্যক্তি রশি নিয়ে তার কাছে যায়, যা ধরার কারণে সে (সাপ মনে করে) ভয় পায়। তখন নবী ﷺ বলেন : কোন মুসলমানের উচিত নয়, অন্য মুসলমানকে ভয় দেখানো।

৯১. بَابُ فِي التُّشْدُقِ فِي الْكَلَامِ

৯১. অনুচ্ছেদ : কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি করা সম্পর্কে

৬৯২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْبَلِیْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلَّلَ الْبَاقِرَةَ بِلِسَانِهَا *

৪৯২১। মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ সে সব লোকদের অপসন্দ করেন, যারা তড়বড় করে কথা বলে। তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের জিহ্বাকে গরুর জাবর কাটার মত দ্রুত চালায়।

৬৯২২. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا *

৪৯২২। ইবন সারহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যের দিলকে (সৎপথ) থেকে ফিরাবার উদ্দেশ্যে ভাল ভাল কথা শিক্ষা করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার ফরয ও নফল কোন আমলই কবুল করবেন না।

৬৯২৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ يَعْزِي لِبَيَانِهِمَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا *

৪৯২৩। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার দু'ব্যক্তি পূর্ব দিক থেকে আসে, যাদের বক্তৃতা শুনে লোকেরা তাজ্জব হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব থাকে।

৪৯২৪. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ عِيَّاشٍ وَحَدَّثَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ
يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَاكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرُو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ
الْجَوَّازَ هُوَ خَيْرٌ *

৪৯২৪। সুলায়মান ইবন আবদুল হামীদ (র) - - - আবু জাবীরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমর ইবন আস একজন দীর্ঘ বক্তৃতা দানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন : যদি সে মধ্যম ধরনের বক্তৃতা দিত, তবে খুবই ভাল করতো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : আমি এটা ভাল মনে করি এবং আমাকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন বক্তৃতা দেয়ার সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করি। কেননা, মধ্যম-পন্থাই হলো - উত্তমপন্থা।

৯২. بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

৯২. অনুচ্ছেদ : কবিতা সম্পর্কে

৪৯২৫. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بَلَفَنِي عَنْ عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجْهُهُ أَنْ
يَمْتَلِيَ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَذَكَرَ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ
الْغَالِبُ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِيًا مِنَ الشَّعْرِ وَإِنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا
قَالَ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْدَحَ الْإِنْسَانَ فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى

يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَذْمُهُ فَيَصْدُقُ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الْآخِرِ فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِينَ بِذَلِكَ *

৪৯২৫। আবু ওয়ালীদ তায়ালিনী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো পেট বমির দ্বারা পূর্ণ হওয়া, কবিতার দ্বারা পূর্ণ হওয়ার চাইতে উত্তম। (অর্থাৎ এমন কবিতা পাঠ না করা, যাতে ঈমান নষ্ট নয়।)

রাবী আবু আলী (র) বলেন : আবু উবায়দ (র) থেকে জানতে পেরেছি, যিনি বলেছেন : এ হাদীছের মর্ম হলো : সে ব্যক্তি কুরআন-হাদীছ ও আল্লাহর যিকির বাদ দিয়ে কেবল কবিতার চর্চায় লিপ্ত থাকে। যদি সে ব্যক্তি কুরআন ও দীনি-ইল্ম অধিক শিক্ষা করে এবং কবিতার চর্চা কম করে, তবে সে ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর ঐ উক্তি যে, “কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব আছে”, এর অর্থ হলো : যে ব্যক্তির বর্ণনা এ স্তরে পৌঁছবে যে, সে কারো প্রশংসা এতো বাড়িয়ে ও সুন্দরভাবে করে, যাতে লোকদের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর যদি সে তার বদনাম করে, তখন লোকদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। কাজেই, এ ধরনের বর্ণনার মধ্যে যাদুকরী প্রভাব থাকে।

৪৯২৬। حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَادِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً *

৪৯২৬। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - উবায়্যা ইবন কা'ব (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কোন কোন কবিতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

৪৯২৭। حَدَّثَنَا مُسَدَّدُنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا *

৪৯২৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একজন বেদুঈন আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে লালিত্যপূর্ণ ভাষা ও ছন্দে কথা বলতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব আছে এবং কোন কোন কবিতা হিকমতপূর্ণ।

৪৯২৮। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا أَبُو تَمِيْلَةَ

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا فَقَالَ صَفْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا فَالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ الْخَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لَا يَعْلَمُ فَيَجْهَلُهُ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمًا فَهِيَ هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالْأَمْثَالُ الَّتِي يَتَّعِظُ النَّاسُ بِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا فَعَرَضُكَ كَلَامُكَ وَحَدِيثُكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَانِهِ وَلَا يُرِيدُهُ *

৪৯২৮। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব আছে; আর কোন কোন জ্ঞান অজ্ঞতার নামান্তর। আর নিশ্চয় কোন কোন কবিতা হিকমতপূর্ণ, আর কোন কোন কথা বোঝাস্বরূপ।

একথা শুনে সা‘সা‘ ইব্ন সাওহান (র) বলেন : নবী করীম ﷺ সত্য বলেছেন। আর তাঁর কথাঃ নিশ্চয় কোন কোন বর্ণনায় যাদুকরী প্রভাব থাকে ; এর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যার উপর অন্যের হক (দেনা) আছে, আর সে লোকদের সামনে এমন ভাবে কথা বলে, যাতে পাওনাদারের দেনা না দেওয়া লাগে।

আর নবী ﷺ -এর কথা : “কোন কোন জ্ঞান অজ্ঞতার নামান্তর”; এর অর্থ হলো : আলিম তার কথাকে এমন ভাবে বর্ণনা করবে, যার অর্থ সে নিজেই জানে না, তখন সে মূর্খের ন্যায় হয়ে যায়।

আর নবী ﷺ -এর বক্তব্য : “কোন কোন কবিতা হিকমতপূর্ণ”, এর অর্থ হলো : সে সব কবিতা নসীহত ও উদাহরণে পরিপূর্ণ, যা থেকে লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

আর নবী ﷺ -এর কথা : “কোন কোন কথা বোঝা স্বরূপ”; এর অর্থ হলো : তুমি অন্যের কাছে তোমার কথা এমনভাবে পেশ করবে, যার যোগ্য সে নয়, আর সে একরূপ কথা শুনতেও চায় না।

৪৯২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَعْنَى قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ

فَلَخِطَا إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْتُ أَنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ *

৪৯২৯। ইব্ন আবু খালফ (র) - - - সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা উমার (রা) হাস্‌সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁর দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকান, যখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন হাস্‌সান (রা) বলেন : আমি মসজিদে সে সময়ও কবিতা আবৃত্তি করতাম, যখন সেখানে আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত ছিলেন।

৪৯৩০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَحَشَى أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجَاذَهُ *

৪৯৩০। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (রা) এরূপ আশংকা করেন যে, যদি তিনি হাস্‌সান (রা)-কে কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেন, তবে সে দলীল পেশ করে বলবে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কবিতা পাঠের অনুমতি দেন।

৪৯৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهَيْثَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ لِحْسَانَ مَنَبْرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ بِهِجُؤًا مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانٍ مَّا نَا فَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৯৩১। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্‌সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর জন্য মসজিদে মিম্বর স্থাপন করতেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করতেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালে বে-আদবী সূচক কথা বলতো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যতক্ষণ হাস্‌সান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ নিয়ে বাক-যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ জিবরাঈল (আ) তার সাথে থাকেন।

৪৯৩২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرِيُّ حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّوَوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَأَسْتَثْنَى وَقَالَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا *

৪৯৩২। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর এ বাণী :

কবিদের অনুসরণ তারা করে, যারা গুমরাহ হয়েছে। এর থেকে ঐ সব ব্যক্তির আলাদা হয়ে গেছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং আল্লাহর যিকির বেশী-বেশী করে থাকে। (অর্থাৎ এরা পথভ্রষ্ট নয়।)

৯৩. بَابُ فِي الرُّؤْيَا

৯৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্ন সম্পর্কে

৪৯৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ زُفَرِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ *

৪৯৩৩। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করার পর বলতেন : আজ রাতে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছে কি? তিনি আরো বলতেন : আমার পরে নবুওয়াতের কোন অংশ বাকী থাকবে না, সত্য স্বপ্ন ছাড়া।

৪৯৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ *

৪৯৩৪। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৪৯৩৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ أَنْ تَكْذِبَ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَالرُّؤْيَا ثَلَاثُ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَأَحِبُّ الْقَيْدِ وَأَكْرَهُ الْغُلِّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتُ الدِّينِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعْنِي إِذَا

اِقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانِ *

৪৯৩৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর যার কথা যত সত্য হবে, তার স্বপ্নও তত সত্য হবে। আর স্বপ্ন হলো তিন প্রকার : (১) সত্য-স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য স্বরূপ : (২) কষ্টদায়ক স্বপ্ন - শয়তানের পক্ষ হতে এবং (৩) ঐ স্বপ্ন যা মানুষ অন্তরের চিন্তা-ভাবনার কারণে দেখে থাকে। আর তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন তার উচিত - উঠে সালাত আদায় করা এবং সে স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা না করা।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি স্বপ্নের মধ্যে পায়ে বেড়ী দেখাকে ভাল মনে করি এবং গলায় বেড়ী দেখাকে খারাপ মনে করি। আর বেড়ী দেখার তাবীর হলো : দীনের উপর দৃঢ় থাকা।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : “সময় নিকটবর্তী” - এর অর্থ হলো : যখন দিন-রাত সমান থাকে; অর্থাৎ বসন্তকাল।

৪৯৩৬। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু রায়ীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ مَّالِمٌ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقْصُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْذَى رَأَى *

৪৯৩৬। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু রায়ীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বপ্ন হলো - পাখীদের পায়ের উপর, যতক্ষণ না এর তাবীর বা ব্যাখ্যা করা হয়। আর যখন এর তাবীর করা হয়, তখন তা সংঘটিত হয়।

রাবী বলেন : আমার ধারণা, তিনি এরূপ বলেন : বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্যের কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করা উচিত নয়।

৪৯৩৭। নুফায়লী (র) - - - আবু কাতাদা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ বলতে শুনেছি : ভাল-স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। কাজেই, তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের ক্ষতি থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। এরূপ করলে, সে স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না।

৪৯৩৭। নুফায়লী (র) - - - আবু কাতাদা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ বলতে শুনেছি : ভাল-স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। কাজেই, তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের ক্ষতি থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। এরূপ করলে, সে স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না।

৪৯৩৮. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَا نَا
الْلَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ
رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَيَتَحَوَّلْ
عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ *

৪৯৩৮। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ হামদানী (র) - - - জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে তিনবার পানাহ চায় - শয়তানের ক্ষতি থেকে। এরপর সে যে পাশে গুয়ে থাকে, সে পাশ পরিবর্তন করে নেবে।

৪৯৩৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقْظَةِ أَوْ فَكَانَمَا
رَأَى فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي *

৪৯৩৯। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে, অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। অথবা তিনি বলেন : সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলো। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধরতে সক্ষম নয়।

৪৯৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا نَا حَمَّادُ نَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
حَتَّى يُنْفَخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَا فِخٍ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَمَنْ اسْتَمَعَ
إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

৪৯৪০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন মূর্তি তৈরী করবে, এর জন্য আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণের সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।

আর যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামতের দিন তাকে নির্দেশ দেয়া হবে দু'টি চুলের মধ্যে গিরা দেয়ার জন্য, (যা অসম্ভব!)

আর যে ব্যক্তি কান পেতে অন্যের কথা শোনে, যা তারা তাকে শোনতে চায় না, কিয়ামতের দিন তার কানে শিশা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হবে।

৪৯৪১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّ فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأُتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَالِبٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ *

৪৯৪১। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি উক্বা ইব্ন রাফি' (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছি, আর আমার সামনে 'ইব্ন-তাব'-এর তাজা খেজুর পেশ করা হয়েছে। আমি তখন এর তা'বীর এভাবে করি যে, দুনিয়াতে আমার জন্য সুউচ্চ সম্মান এবং আখিরাতেও আমার জন্য উত্তম বিনিময় নির্ধারিত আছে। আর আমার দীনও খুবই উত্তম।

৯৪. بَابُ فِي التَّثَاوُبِ

৯৪. অনুচ্ছেদ : হাই তোলা সম্পর্কে

৪৯৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِئِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ *

৪৯৪২। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন তার মুখ বন্ধ করে নেয়। কেননা, মুখ খোলা থাকলে - শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।

৪৯৪৩. حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ *

৪৯৪৩। ইব্ন আলা (র) - - - সুহায়ল (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি আরো বলেন : যখন সালাতের মধ্যে হাই আসে, তখন যথাসম্ভব মুখকে বন্ধ করে রাখবে।

৪৯৪৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ هَاهُ هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ *

অধ্যায় : আদব -

৫৫৭

৪৯৪৪। হাসান ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ হাঁচিকে পসন্দ করেন এবং হাই-তোলাকে অপসন্দ করেন। কাজেই, তোমাদের কারো যখন হাই আসে, তখন তা যথা-সম্ভব প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে এবং হা - হা শব্দ করবে না। কেননা, এ শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে, আর সে এজন্য খুশী হয় এবং হাসে।

৯৫. بَابُ فِي الْعُطَاسِ

৯৫. অনুচ্ছেদ : হাঁচি সম্পর্কে

৪৯৪৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَحْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِئِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَحْيَى *

৪৯৪৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি তাঁর হাত অথবা কাপড় তাঁর মুখে রাখতেন এবং যথাসম্ভব আঁস্টে শব্দ করে হাঁচতেন।

৪৯৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ وَحُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ *

৪৯৪৬। মুহাম্মদ ইবন দাউদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মুসলমানের উপর তার ভাইয়ের জন্য পাঁচটি জিনিস ওয়াজিব। তাহলো : ১। সালামের জবাব দেয়া; ২। কেউ হাঁচি দিলে - তার জবাব দেয়া; ৩। দাওয়াত কবুল করা; ৪। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা এবং ৫। জানাযায় শরীক হওয়া।

৯৬. بَابُ كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

৯৬. অনুচ্ছেদ : কিরূপে হাঁচির জবাব দেবে, সে সম্পর্কে

৪৯৪৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْنُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ فَعَطِسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ

سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتَ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ قَالَ وَإِنَّمَا قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بَيْنَنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطِسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَامِدِ وَلَيَقُلُّ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلِيرُدَّ يَغْنَى عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ *

৪৯৪৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা সালিম ইব্ন উবায়দ (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলে : আস-সালামু আলায়কুম। তখন সালিম (রা) বলেন : সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন : সম্ভবতঃ আমার কথা তোমার কাছে অপ্রিয় মনে হয়েছে। তখন সে ব্যক্তি বলে : আমার এটাই পসন্দ যে, আপনি যদি আমার মা সম্পর্কে কিছু না বলতেন, (তবে ভাল হতো।) তখন সালিম (রা) বলেন : আমি তোমাকে সে কথাই বলেছি, যে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। সে সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলে : আস-সালামু আলায়কুম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি। এরপর তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে : আল-হামদু লিল্লাহ ! এভাবে তিনি প্রশংসার অন্যান্য পদ্ধতিও বলে দেন। আর হাঁচির সময় পাশে যে থাকে, সে যেন বলে : ইয়ারহামুকাল্লাহ। এর জবাবে হাঁচি দাতা যেন বলে : ইয়াগ্‌ফিরুকাল্লাহ লানা ওয়া লাকুম ; অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন!

৪৯৪৮. حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يَوْسُفَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ وَرُقَاءَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَجَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْجَعِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৯৪৮। তামীম ইব্ন মুন্তাসির (র) - - - সালিম ইব্ন উবায়দ আশ্‌যাঈ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৯৪৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَقُولُ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *

৪৯৪৯। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে : আল-হামদু লিল্লাহে আলা কুল্লি হালিন্, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা। আর তার সাথে যেন এরূপ বলে : ইয়ারহামু কুমুল্লাহ্ অর্থাৎ তোমাদের উপর রহম করুন। এরপর হাঁচি দাতা যেন বলে : ইয়াহুদী কুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলেহ্ বালাকুম - অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের মন্দকে ভাল করে দিন।

৯৭. بَابُ كَمْ يُشَمِّتُ الْعَاطِسُ

৯৭. অনুচ্ছেদ : হাঁচির জবাব কতবার দিতে হবে- সে সম্পর্কে

৪৯৫০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ *

৪৯৫০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তুমি তোমার ভাইয়ের হাঁচির জবাব তিনবার দেবে। এরপরও যদি সে হাঁচি দেয়, তবে মনে করবে, তা সর্দির কারণে (তখন এর জবাব দেয়া জরুরী নয়।)

৪৯৫১. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৯৫১। ইসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে হাদীছটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আবু নূ'আয়ম (র) মুসা ইব্ন কায়স (র) থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন আজলান (র) থেকে, তিনি সাঈদ (র) থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৯৫২. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرْفِيِّ عَنْ أَبِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَإِنْ شَبَّتْ أَنْ تَشَمَّتْهُ فَشَمَّتْهُ وَإِنْ

شئت فكف *

৪৯৫২। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - উবায়দ ইবন রিফা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব তিনবার দেবে। এরপর যদি তুমি ইচ্ছা কর, জবাব দিতে পার এবং নাও দিতে পার।

৪৯৫৩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ *

৪৯৫৩। ইবরাহীম ইবন মুসা (র) - - - সালামা ইবন আকু' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে হাঁচি দিলে, তিনি বলেন : ইয়ারহামুকাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এরপর সে ব্যক্তি আবার হাঁচি দিলে নবী ﷺ বলেন : লোকটির সর্দি হয়েছে।

৯৮. بَابُ كَيْفَ يُشْمِتُ الذِّمِّيَّ

৯৮. অনুচ্ছেদ : যিশ্মীর হাঁচির জবাব কিরূপে দেবে ?

৪৯৫৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَعَاطِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُمِ *

৪৯৫৪। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু বুরদা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ইয়াহুদীরা নবী করীম ﷺ -এর কাছে এ জন্য হাঁচি দিত যে, যাতে এর জবাবে তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন। কিন্তু নবী ﷺ বলতেন : আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের দিলকে পরিষ্কার করে দিন।

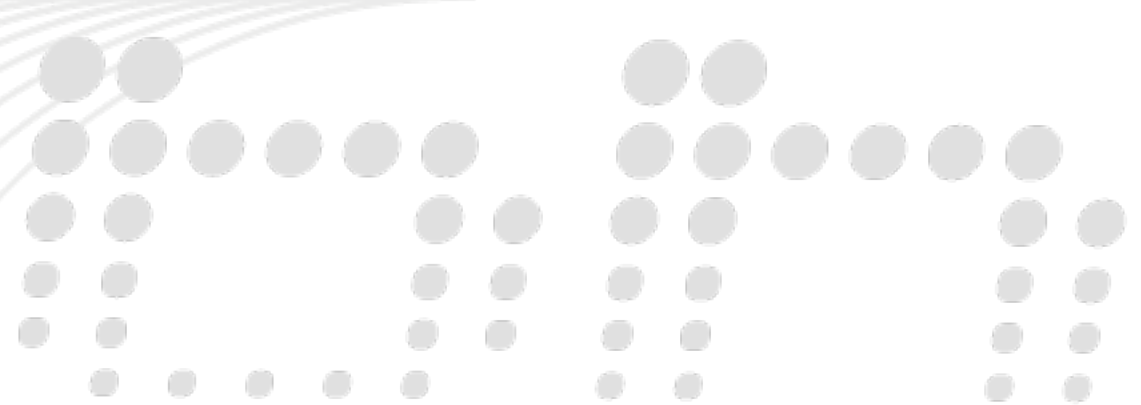
৯৯. بَابُ فِيمَنْ يُعْطَسُ وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ

৯৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল্-হাম্দুল্লিহ' বলে না সে সম্পর্কে

৪৯৫৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ ح نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالَا نَاسِلِيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَانِ عَطَسَا فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمْدُ اللَّهِ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ *

৪৯৫৫। আহমদ ইবন্ ইউনুস (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দুই ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সামনে হাঁচি দেয়। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দেন এবং অন্য ব্যক্তির হাঁচির জবাব দেননি। তখন তাকে বলা হয় : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! দু'জন হাঁচি দিল, অথচ আপনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন ? আর অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন না - ব্যাপার কি ? তখন নবী ﷺ বলেন : এ ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে- 'আল-হাম্দু লিল্লাহ্' বলায় আমি তার হাঁচির জবাব দিয়েছি। আর অন্য ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর 'আল-হাম্দু লিল্লাহ্' বলেনি : (কাজেই আমি তার হাঁচির জবাব দেইনি।)



বাংলা হাদিস

أَبْوَابُ النَّوْمِ

অধ্যায় : নিদ্রা সম্পর্কীয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ النَّوْمِ

অধ্যায় : নিদ্রা সম্পর্কীয়

১. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ

১. অনুচ্ছেদ : উপুড় হয়ে শোয়া সম্পর্কে

৪৯৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَشِيْشَةٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلَ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِّنَ اللَّبَنِ فَشَرَبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرَبْنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ شِئْتُمْ نُمْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ قَالَ فَانْظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৯৫৬। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - তাখফা ইবন কায়স গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা 'আসহাবে সুফ্ফার'^১ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আমার সাথে আইশা (রা)-এর গৃহে চলো। তখন আমরা তাঁর সংগে যাই। এরপর তিনি বলেন : হে আইশা ! আমাদের খাবার দাও। তিনি সামান্য হায়সা (এক ধরনের খাবার) নিয়ে

১. 'আসহাবে সুফ্ফা' হলেন সে সব সাহাবী, যারা দুনিয়ার ব্যস্ততা পরিহার করে সব সময় মসজিদে নববীতে, নবী করীম (স.)-এর সোহবতে থাকতেন এবং সালাত, যিকির, অজিফায় সময় কাটাতেন। (অনুবাদক।)

আসেন, যা আমরা খাই। এরপর নবী ﷺ তাকে বলেন : আমাদের পান করাও, হে আইশা ! তখন তিনি বড় এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসেন, যা আমরা পান করি। এরপর নবী ﷺ বলেন : হে আইশা ! আমাদের পান করাও। তখন তিনি ছোট এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসেন, যা আমরা পান করি। এরপর তিনি বলেন : তোমরা চাইলে এখানে ঘুমাতে পার, আর যদি তোমরা চাও – মসজিদে চলে যাও। আমার পিতা বলেন : আমি একদিন ভোরের দিকে উঁপুড় হয়ে মসজিদে গিয়েছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি পা দিয়ে আমাকে গুতা দিয়ে বলে : এভাবে গুলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। রাবী বলেন : তখন আমি তাকিয়ে দেখি, তিনি হলেন – রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম !

২. بَابُ فِي النُّؤْمِ عَلَى السُّطْحِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ

২. অনুচ্ছেদ : এমন ছাদে শয়ন করা, যেখানে বেষ্টনী নেই

৪৯০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا سَالِمٌ يَعْنِي ابْنَ نُوحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَنْفِيِّ عَنْ وَعْلَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ *

৪৯০৭। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - আলী ইবন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন ছাদের উপর শায়, যার বেষ্টনী নেই, তার উপর থেকে যিম্মাদারী উঠে যায়। (কেননা, এরূপ ছাদ থেকে ঘুমের মধ্যে পড়ে গিয়ে, সে মারা যেতে পারে !)

৩. بَابُ فِي النُّؤْمِ عَلَى طَهَارَةٍ

৩. অনুচ্ছেদ : পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে

৪৯০৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرٍ فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فَلَانَ لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَقُولَهَا حِينَ أَنْبَعْتُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا *

৪৯৫৮। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - মুআয ইব্ন জাবাল (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যে মুসলমান রাতে পবিত্র অবস্থায় যিকির করতে করতে শোয়, এরপর ঘুম ভেঙে গেলে সে আল্লাহর কাছে দু'আ করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মংগলের জন্য, তখন আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

৪৯৫৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ يَعْنِي بَالٌ *

৪৯৫৯। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে পেশাব করার পর হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়েন, অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়েন।

৪. بَابُ كَيْفَ يَتَوَجَّهُ الرَّجُلُ عِنْدَ النَّوْمِ

৪. অনুচ্ছেদ : শোবার সময় কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে শোবে সে সম্পর্কে

৪৯৬০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ الْإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ *

৪৯৬০। মুসাদ্দাদ (র) - - - উম্মু সালামা (রা)-এর বংশের কেউ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর বিছানা এভাবে বিছানো হতো, যেন কোন মানুষকে কবরে রাখা হচ্ছে। আর মসজিদ থাকতো তাঁর মাথার দিকে।

৫. بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ

৫. অনুচ্ছেদ : ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়তে হয় সে সম্পর্কে

৪৯৬১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَّاءٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْبَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৪৯৬১। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শোয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান হাত ডান গালের নীচে রেখে নীচের দু'আটি তিনবার পড়তেন : হে আল্লাহ ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন, সেদিন আপনার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবেন।

৪৯৬২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَاثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ فَإِنْ مِتُّ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ سَأَتَذْكُرُهُنَّ فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

৪৯৬২। মুসাদ্দাদ (র) - - - বারাব ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : যখন তুমি শোবে, তখন সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে। এরপর তুমি তোমার ডান-পাশে শুয়ে নীচের দু'আটি পড়বে : হে আল্লাহ ! আমি আমাকে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম : আমার সব কাজ আপনার উপর ন্যস্ত করলাম : আমি আপনার উপর ভরসা করলাম— শান্তির ভয়ে, সাওয়াবের প্রত্যাশায় : আপনার থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই, আপনার কাছে ছাড়া : আমি ঈমান আনলাম আপনার কিতাবের উপর, যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবীর উপর, যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন। এরপর তিনি বলেন : এ অবস্থায় যদি তুমি মারা যাও, তবে স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর মারা যাবে। আর সব শেষে তুমি এ দু'আ পাঠ করবে। বারাব ইবন আযিব (রা) বলেন : আমি দু'আটি মুখস্থ করার সময় আমার মুখ দিয়ে “ওয়া বে-রাসূলিকাল্লাজী আরসালতা” বের হলে, তিনি বলেন : এরূপ নয়, বরং তুমি বলবে : ওয়া বে-নাবীয়েকাল্লাজী আরসালতা : অর্থাৎ “রাসূলিকা” না বলে, “নাবীয়েকা” বলবে।

৪৯৬৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَتَوَسَّدَ يَمِينَكَ ذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪৯৬৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - বারাব ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : যখন তুমি পবিত্র অবস্থায় তোমার বিছানায় শুতে যাবে, তখন তুমি তোমার ডান হাতকে বালিশ বানিয়ে নেবে। এরপর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪৯৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَالِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِذَا أَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا وَقَالَ الْآخَرُ تَوَضَّأَ
وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ وَسَاقَ مَعْنَى مُعْتَمِرٍ *

৪৯৬৮। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক (র) - - - বারা' (রা) নবী করীম ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী সুফিয়ান (র) বলেন : দু'জন রাবীর একজন বলেছেন যে, “যখন তুমি পবিত্র অবস্থায় তোমার বিছানায় ঘুমাতে যাবে”। আর অপর রাবী বলেছেন : শোবার আগে তুমি সালাত আদায়ের ন্যায় - উষু করবে।

৪৯৬৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ
أَحْيَى وَأَمُوتُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ *

৪৯৬৯। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন নবী ﷺ শুতে যেতেন, তখন বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নাম নিয়ে জাগ্রত হই এবং শয়ন করি। আর তিনি যখন ঘুম থেকে জাগতেন, তখন বলতেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাকে নিদ্রারূপ মৃত্যুর পর জীবিত করলেন, আর তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

৪৯৭০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا هَيْرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ
عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنْبِي وَبِكَ
أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ
الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ *

৪৯৭০। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুমাবার জন্য বিছানায় যাবে, তখন সে যেন তার কাপড় দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা, সে জানে না তার অজ্ঞাতে সেখানে কি এসে পড়েছে। এরপর সে যেন ডান কাতে শয়ন করে এ দু'আ পড়ে: হে আমার রব! আপনার নাম নিয়ে আমার

পার্শ্বদে (অর্থাৎ দেহ) বিছানায় রাখছি এবং আপনার নাম নিয়ে একে উঠাবো। আপনি যদি আমার প্রাণ হরণ করেন, তবে এর উপর রহম করবেন। আর যদি একে ফিরিয়ে দেন, তবে আপনি এর হিফাযত করবেন, যেমন আপনি আপনার নেককার বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।

৪৭৬৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ أَخِذْ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ زَادَ وَهَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ *

৪৯৬৭। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী ﷺ শয়নের উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি নীচের দু'আটি পাঠ করতেন হে আল্লাহ্ ! যমীন ও আসমানের রব ! সব কিছুর প্রতিপালনকারী, বীজ থেকে অংকুর নির্গতকারী, তাওরাত, ইনযীল ও কুরআনের অবতরণকারী। আমি আপনার সাহায্য চাই অনিষ্টকারী সব কিছুর অনিষ্ট হতে, যারা আপনার নিয়ন্ত্রণে। আপনি-ই আদি, আপনার আগে আর কিছু নেই ; আপনি-ই অন্ত, আপনার পরে আর কিছুই নেই। আপনিই প্রকাশ্য, আপনার থেকে প্রকাশ্য আর কিছুই নেই। আর আপনিই অপ্রকাশ্য, আপনার চাইতে গোপন আর কিছুই নেই, আপনি আমার করয বা দেনা আদায় করে দেন এবং আমাকে মুখাপেক্ষীতা থেকে ধনী বানিয়ে দেন।

৪৭৬৮. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَظِيمِ نَا الْأَحْوَصُ يَعْنِي ابْنَ جَوَابٍ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ وَأَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجِعِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَاِلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزِمُ جُنْدُكَ وَلَا يَتَخَلَّفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ *

৪৯৬৮। আব্বাস ইবন আজীম (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শোবার সময় বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার সম্মানিত চেহারার অসিলায় সব কিছু থেকে

পানাহ্ চাচ্ছি, আর আপনার পরিপূর্ণ কালিমার অসিলায় অনিষ্টকর সব কিছু থেকে নাজাত চাচ্ছি, যা আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে। হে আল্লাহ্ ! আপনিই করয আদায় করে থাকেন এবং গুনাহ্ মাফ করে দেন। হে আল্লাহ্ ! আপনার বাহিনী পরাজিত হবার নয় এবং ওয়াদা ভংগ হয় না। আর কোন বিত্তবানের বিত্ত আপনার সামনে কাজে আসবে না। আপনি পবিত্র মহান, আর সব প্রশংসা আপনারই।

৪৭৬৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا نَافِكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤَدِي *

৪৯৬৯। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন নিজের বিছানায় শয়ন করতেন, তখন এরূপ বলতেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এমন অনেকেই আছে, যার কেউ রক্ষাকারী নেই, আর নেই কোন আশ্রয়দাতা।

৪৭৭. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ نَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَثْمَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسَا شَيْطَانِي وَفُكْ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي الْبُندِيِّ الْأَعْلَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو هَمَّامٍ الْأَهْوَزِيُّ عَنْ ثَوْرِ قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ الْأَثْمَارِيُّ *

৪৯৭০। জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র) - - - আবু আয্হার আত্মারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বিছানায় যখন শয়ন করতে যেতেন, তখন তিনি বলতেন : আল্লাহর নাম নিয়ে আমি বিছানায় শয়ন করছি। ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি আমার গুনাহ মাফ করে দেন এবং আমার শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দেন, আমার দেনা পরিশোধ করে দেন, আর করে দেন আমাকে উত্তমদের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) সাথী, যারা আসমানে বসবাস করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ হাম্মাম আহওয়াযী (র) ছাওর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪৭৭১. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرُ نَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَلٍ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَمَ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا

بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ *

৪৯৭১। নুফায়লী (র) - - - নওফল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি শোবার সময় সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করবে। কেননা, এ সূরা শিরক থেকে মুক্তকারী।

৪৯৭২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا الْفَضْلُ يَعْنِيَانُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتِطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৪৯৭২। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক রাতে তাঁর বিছানায় শয়নের আগে নিজের দু'হাতের তালু একত্রিত করতেন, এরপর দু'হাতের তালুতে - সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে - ফুঁ দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর, মাথা, চেহারা সম্বন্ধে সব কিছুই তিনবার মাসেহ করতেন।

৪৯৭৩. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَابِقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَقَالَ فِيْهِنَّ آيَةُ أَفْضَلُ مِنَ أَلْفِ آيَةٍ *

৪৯৭৩। মুআম্মাল ইবন ফযল (র) - - - ইরবায় ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শোবার আগে ঐ সব সূরা পাঠ করতেন, যার আগে 'সাব্বিহ' বা 'ইউসাব্বিহ' রয়েছে। আর তিনি বলতেন : এর মধ্যে এমন আছে, যা এক হাজার আয়াতের চাইতেও উত্তম।

৪৯৭৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ بُرَايْدَةَ عَنْ بَنٍ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَأَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَأَسْقَانِي وَالَّذِي مَنُّ عَلَى فَأَفْضَلَ وَلَادِيٍّ أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ *

৪৯৭৪। আলী ইবন মুসলিম (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয়ন করতেন, তখন নীচের দু'আটি পড়তেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর
জন্য, যিনি আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আমাকে আশ্রয় দেন, খাওয়ান এবং পান করান।
আপনি আমার উপর সব চাইতে বড় ইহসান করেছেন ; আপনি আমাকে অনেক কিছু দান
করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য সর্বাবস্থায়। হে আল্লাহ ! আপনি সব কিছুর প্রতিপালনকারী,
সব কিছুর মালিক এবং সব কিছুর ইলাহ। আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।

৪৯৭৫. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ
فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ
إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

৪৯৭৫। হামিদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শয়নের সময় আল্লাহর যিকির করে না, কিয়ামতের দিন সে
এজন্য আফসোস করবে। আর যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসে যদি আল্লাহর যিকির না করে, তবে সে
কিয়ামতের দিন এজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

৬. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ

৬. অনুচ্ছেদ : রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কি দু'আ পড়বে, সে সম্পর্কে

৪৯৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ نَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَقِظُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
ثُمَّ دَعَا رَبَّ اغْفِرْ لِي قَالَ الْوَالِيدُ أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيبْ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ
صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ *

৪৯৭৬। আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতে যখন কারো ঘুম ভেঙে যায়, তখন সে জাগ্রত হয়ে যেন এ দু'আ পাঠ করে : আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী তাঁরই, আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান। পবিত্র-মহান আল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ্ মহান, সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্র। এরপর বলবে : হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন।

রাবী ওয়ালীদ (র) বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : আর দু'আ করলে, তা কবুল হবে। এরপর যদি সে ব্যক্তি উঠে উযু করে, তারপর সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত কবুল হবে।

৪৯৭৭. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَاسَعِيدٌ يُعْنِي ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزِرْ قَلْبِي بَعْدَ إِزْهَادِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ *

৪৯৭৭। হামিদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন ঘুম থেকে জাগতেন, তখন তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ! পবিত্র - মহান আপনি, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই : আমি আমার গুনাহের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ; আমি আপনার রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে অধিক জ্ঞান দান করুন। আর হিদায়েতের পর আপনি আমাকে গুমরাহ করবেন না। আর আপনার খাস রহমত আমাকে দান করুন। কেননা, আপনিই তো একমাত্র দানকারী।

৭. بَابُ فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

৭. অনুচ্ছেদ : শোবার সময় তাসবীহ পাঠ- সম্পর্কে

৪৯৭৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَثْنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْمَعْنَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مُسَدَّدٌ ثَنَا عَلِيُّ قَالَ شَكُنْتُ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا تَلَقَّى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَى بِسَبِي فَاتَتْهُ تَسْأَلُو فَلَمْ تَرَهُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ فَاتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ

بَرَدَقَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ إِلَّا أَدْلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِّمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا
مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ *

৪৯৭৮। হাফস ইবন উমার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে এ মর্মে অভিযোগ পেশ করেন যে, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে ফোঁসকা পড়ে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু যুদ্ধ বন্দী আসলে, ফাতিমা (রা) তা থেকে একটা দাসী চাওয়ার জন্য আসেন। কিন্তু নবী ﷺ-এর সংগে দেখা না হওয়ায়, তিনি ব্যাপারটি আইশা (রা)-কে জানিয়ে যান। পরে নবী ﷺ সে সময় আমাদের কাছে আসেন, যখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলে, তিনি বলেন : তোমরা দু'জন শুয়ে থাক। এরপর তিনি এসে আমাদের মাঝখানে বসে পড়েন, এমন কি আমি তাঁর পায়ের ঠাণ্ডা আমার বুকের মধ্যে অনুভব করতে থাকি। তারপর তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে এর চাইতে উত্তম বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যা তোমরা চেয়েছো-তার চাইতে? আর তা হলো : যখন তোমরা শয়ন করবে, তখন সুবহানাল্লাহ-৩৩ বার, আল-হামদুলিল্লাহ-৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার-৩৪ বার পাঠ করবে। এটি তোমাদের জন্য দাস-দাসী থেকেও উত্তম।

٤٩٧٩. حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَابْنِ أَعْبَدٍ إِلَّا أُحَدِّثَكَ عَنِّي
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِ الْيَةِ وَكَانَتْ عِنْدِي
فَجَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرَتْ بِيَدِهَا وَاسْتَقَّتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَتْ فِي نَحْرِهَا
وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْ قَدَّتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكَنْتْ ثِيَابُهَا
فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرٌّْ فَسَمِعْنَا أَنْ رَفِيقًا أَتَى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَوَأْتَيْتِ
أَبَاكَ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا يَكْفِيكَ فَاتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدًّا فَاسْتَحْيَتْ فَرَجَعَتْ
فَغَذَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَادْخَلَتْ رَأْسَهَا فِي اللَّفَاعِ
حَيَاءً مِّنْ أَبِيهَا فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتَكَ أَمْسِ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ
فَقُلْتُ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ هَذِهِ جَرَّتْ عِنْدِي بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرَتْ
فِي يَدِهَا وَاسْتَقَّتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَتْ فِي نَحْرِهَا وَكَسَحَتْ الْبَيْتَ حَتَّى

اَغْبَرْتُ ثِيَابَهَا وَأَوْقَدَتِ الْمِقْدُرَ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا وَبَلَّغْنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَاكَ رَقِيقٌ أَوْ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيهِ خَادِمًا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَمِ وَأَتَمَّ *

৪৯৭৯। মুআম্মাল ইবন হিশাম (র) - - - আবু ওরদ ইবন ছুমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) ইবন আবুদ (র)-কে বলেন যে, আমি কি তোমাকে আমার ও ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু-এর ঘটনাটি বলবো না ? যিনি তাঁর পরিবারের মধ্যে, তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিলেন, আর যিনি আমার কাছে থাকতেন, (অর্থাৎ আমার স্ত্রী ছিলেন।) যাঁতায় গম পেষার কারণে তাঁর হাতে ফোঁসকা পড়েছিল এবং মশকে পানি ভরার কারণে বুকে ব্যথা হয়েছিল, আর ঘর ঝাড়ু দেয়ার কারণে তাঁর কাপড়-চোপড় ধূলা-বালিতে ভরে যেত, আর রান্না-বান্না করার কারণে তাঁর কাপড় কাল হয়ে গিয়েছিল। এ সব কাজ নিজে করার কারণে তাঁর খুবই কষ্ট হতো। আমি শুনতে পাই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু-এর নিকট কিছু দাস-দাসী এসেছে। তখন আমি ফাতিমাকে বলি : তুমি যদি তোমার পিতার কাছে যেতে এবং তাঁর কাছে একটা দাস চেতে, তবে তোমার খিদমতের জন্য সে যথেষ্ট হতো। এ কথা শুনে ফাতিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু-এর কাছে যায়, কিন্তু সে তাঁকে লোকদের সাথে কথাবার্তা বলতে দেখে, লজ্জায় কিছু না বলে ফিরে আসে। পরদিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু আমাদের কাছে আসেন, আর এ সময় আমরা লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলাম। তিনি ফাতিমা (রা)-এর মাথার কাছে বসেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : হে মুহাম্মদের পরিবার! গতকাল তুমি কিসের প্রয়োজনে আমার কাছে গিয়েছিলে ? ফাতিমা (রা) দু'বার এ কথা শুনে চুপ থাকে। তখন আলী (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছে বর্ণনা করবো। আমার ঘরে যাঁতায় গম-পেষার কারণে তাঁর হাতে ফোঁসকা পড়ে গেছে, মশক ভরে পানি টানতে টানতে তাঁর বুকে ব্যথা হয়েছে, ঘর ঝাড়ু দেয়ার কারণে তাঁর কাপড় ময়লা হয়ে গেছে এবং রান্না-বান্না করার কারণে তাঁর বস্ত্র কাল হয়ে গেছে। আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনার কাছে কিছু দাস-দাসী এসেছে ; তাই একটা দাসী চাওয়ার জন্য আমি তাকে আপনার কাছে পাঠাই। এরপর তিনি হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৪৯৮০. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُونَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ شَبْثِ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَيْلَةً صَفِيْنًا فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا *

৪৯৮০। আব্বাস আন্বারী (র) - - - আলী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমু হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা

প্রসঙ্গে বলেন : আমি একথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন বর্ণনা করতে শুনেছি, তখন থেকে তা পাঠ করতে ভুলিনি, তবে সিয়ফীনের-যুদ্ধের^১ রাতে তা পড়তে ভুলে যাই। কিন্তু শেষ রাতে স্মরণ হওয়ায়, তখন আমি তা পাঠ করি।

৪৯৮১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصَلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ أَوْ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَآلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَآلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي مَنَامِهِ يَعْنِي الشَّيْطَانُ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ وَيَأْتِيَهُ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا *

৪৯৮১। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি বিষয় এমন, যদি কোন মুসলমান সব সময় তা হিফায়ত করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ দু'টি ব্যাপার (কাজ) খুবই সহজ, কিন্তু এর উপর আমলকারীর সংখ্যা খুবই কম! তা হলো : প্রত্যেক সালাতের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আলহাম্দুলিল্লাহ, এবং ১০ বার আল্লাহু আকবর পাঠ করা। যা সারা দিনে মোট ১৫০ বার হয়ে থাকে মুখে পাঠ করাতে। আর কিয়ামতের দিন এর ছাওয়াব মীযানে ১,৫০০ বার পাঠের সম-পরিমাণ হবে।

(তিনি আরো বলেন :) আর শয়নকালে আল্লাহু-আকবর- ৩৪ বার, আল- হাম্দুলিল্লাহ-৩৩ বার এবং সুবহানাল্লাহ- ৩৩ বার মুখে ১০০ বার পাঠ করার বিনিময়, কিয়ামতের দিন মীযানে ১০০০ বার পাঠের ছাওয়াবের অনুরূপ হবে।

রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন : আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তাসবীহ তাঁর হাতের আংগুলে আদায় করতেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এদু'টি কাজ তো সহজ, কিন্তু এর আমলকারীর সংখ্যা কম কেন হবে ? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শয়নকালে শয়তান তোমাদের কাছে আসে এবং তা পাঠের আগেই সে তোমাদের তদ্রাচ্ছন্ন করে দেয়। আর

১. আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর সিয়ফীনের যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। যাতে অনেক সাহাবী শাহাদতবরণ করেন। (-অনুবাদক।)

সালাত আদায়কালে সে নামাযীর কাছে উপস্থিত হয়ে ঐ তাসবীহগুলো পাঠের আগেই তাকে কোন কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (যার ফলে সে আর তা পাঠ করতে পারে না।)

৪৯৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنِ الضَّمَّرِيِّ أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتِي الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبِيًّا فَذَهَبَتْ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلَنَاهُ أَنْ يَأْمُرَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ التَّسْبِيحِ قَالَ عَلَى أَثَرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ *

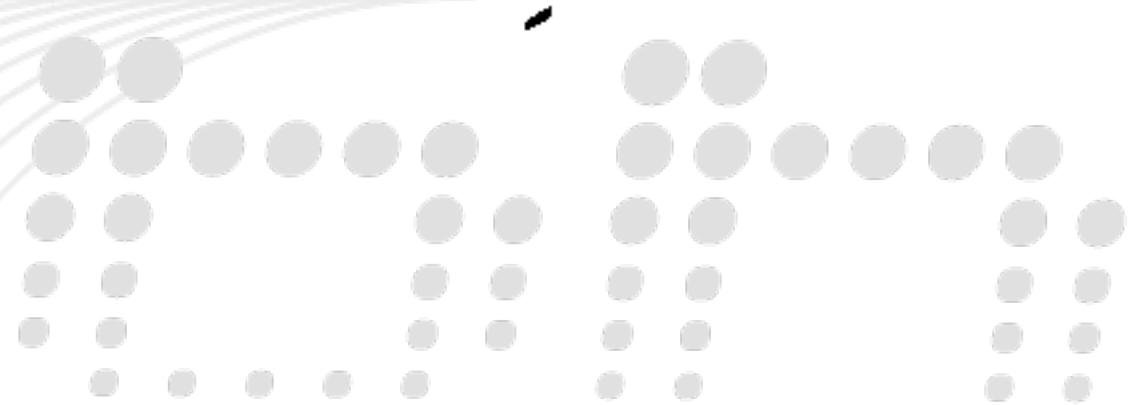
৪৯৮২। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - উম্মু হাকাম অথবা দুব্বাআ বিন্ত যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। এঁদের একজন বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু বন্দী আসে। তখন আমি, আমার বোন এবং ফাতিমা বিন্ত নবী ﷺ-রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাই এবং আমাদের কষ্টের কথা তাঁকে বলি। আমরা তাকে আমাদের জন্য অনুরোধ করি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের আগে বদর যুদ্ধে শহীদ সাহাবীদের ইয়াতীম মেয়েরা এসেছিল ; (তাদের মধ্যে সব বন্টিত হয়ে গেছে।) এরপর তাসবীহ পাঠের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন : এ হাদীছে প্রত্যেক সালাতের পর তাসবীহ পাঠের বিষয় উল্লেখ হয়েছে, তবে শোবার সময় তাসবীহ পাঠের বিষয়টি এখানে উল্লেখ নেই।

৪. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

৮. অনুচ্ছেদ : সকাল বেলা কোন দু‘আ পড়বে- সে সম্পর্কে

৪৯৮৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرْنِي بِكَالِمَاتِ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٍ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ *



বাংলা হাদিস

উপনীত হয়েছি। আমি আপনাকে ও আপনার ‘আরশ-ই ফেরেশতাকে এবং আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখছি যে, আপনি-ই আল্লাহ্ এবং আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল”----- আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের এক-চতুর্থাংশ আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, আর যে ব্যক্তি এ দু’আ দু’বার পড়বে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের অর্ধেক শাস্তি থেকে নাজাত দেবেন। আর যে ব্যক্তি এ দু’আ তিনবার পাঠ করবে। আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের তিন-চতুর্থাংশ আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি দু’আটি চারবার পড়বে, মহান আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের পূর্ণ আযাব থেকে নাজাত দেবেন।

৬৯৮৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُ نَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ حِينَ يُمْسِي اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ *

৪৯৮৬। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - ইবন বুরায়দা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু’আ পাঠ করবে : “ হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব! আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার সাথে যা ওয়াদা করেছি, আমি তার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং আমার সাধ্যমত আপনার অঙ্গীকার পালন করছি। আমি যে অন্যায় করেছি, আমি তা থেকে আপনার পানাহ চাচ্ছি এবং আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করছি। আমি আমার গুনাহের কথা স্মরণ করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই,” সে যদি-ঐ দিনে বা রাতে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬৯৮৭. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ أَعْيُنُ نَاجِرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَرٍّ عَنْ سُؤَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ زَادَ فِي حَدِيثِهِ جَرِيرٌ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ

مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكُفْرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيُّضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي رَاهِيْمٍ عَنْ سُؤَيْدٍ قَالَ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُوءَ الْكُفْرِ *

৪৯৮৭। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সন্ধ্যার সময় এ দু'আ পাঠ করতেন : আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহর বাদশাহী সন্ধ্যা বেলা ও আছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। বাদশাহী তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান। হে আমার রব! এ রাতে এবং এর পরে যে কল্যাণ আছে, আমি তা আপনার কাছে চাই। আর এ রাতে এবং এর পরে যে অকল্যাণ আছে, আমি তা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আমার রব! আমি অলসতা ও বৃদ্ধ বয়সের অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব! আমি জাহান্নামের শাস্তি এবং কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। আর নবী ﷺ যখন সকালে উপনীত হতেন, তখন বলতেন : আমি সকালে উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহর বাদশাহী সকাল বেলা ও আছে।

রাবী আবু দাউদ (র) বলেন : শো'বা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে “সুইল কিবার অর্থাৎ “বৃদ্ধ বয়সের অনিষ্টতা” বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ হাদীছে “সুইল কুফর” অর্থাৎ “কুফরীর অনিষ্টতা-এর উল্লেখ নেই।

৪৯৮৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمَّصَ فَمَرُّ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا خَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرَّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْضِيَهُ *

৪৯৮৮। হাফস ইবন উমার (র) - - - আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি হিমসের মসজিদে বসে ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে চলে যায়। তখন লোকেরা বলে : ইনি নবী ﷺ-এর একজন খাদিম। আবু সালামা (র) তাঁর কাছে চলে যান এবং বলেন : আপনি আমার কাছে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করুন, যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে

শুনেছেন এবং এ বর্ণনার মধ্যে তিনি ও আপনার মাঝে আর কোন মাধ্যম নেই। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করবে যে, “আল্লাহ্ রব হওয়ার ব্যাপারে-আমি সন্তুষ্ট, ইসলাম-দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল হিসাবে।” আল্লাহ্ তার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন।

৪৯৮৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ وَأَسْمَعِيلُ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَبَسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ تَصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَكَالْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ آدَى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ آدَى شُكْرَ لَيْلَتِهِ *

৪৯৮৯। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন গান্নাম বায়াযী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি সকালে বলবে : সকালে আমার কাছে যে নিয়ামত আছে, তা আপনিই দিয়েছেন। আপনি একক, আপনার কোন শরীক নেই। সমস্ত প্রশংসা ও শোকর আপনারই, তবে সে যেন সেদিনের শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে যেন সে রাতের শোকর আদায় করলো।

৪৯৯০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ نَا وَكِيعٌ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى نَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا عَبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْغَزَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَفِي دُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَقَالَ عُثْمَانُ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخَسْفَ *

৪৯৯০। ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র) - - - ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ কখনই পরিত্যাগ করতেন না। ইয়া আল্লাহ্ ! আমি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার কাছে সুস্থতা চাই। ইয়া আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে দীন ও দুনিয়ার ক্ষমা ও কল্যাণ চাই ; আর

আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের জন্য ও কল্যাণ চাই। ইয়া আল্লাহ্! আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন এবং আমার অন্তরে শান্তি প্রদান করুন। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা করুন-আমার ডান দিক হতে, বাম দিক হতে, সামনে হতে, পেছন হতে এবং উপর ও নীচের দিকের ক্ষতি থেকে। রাবী ওয়াকী (র) বলেন : যমীনের মধ্যে ধসে যাওয়া যাওয়া থেকে।

৬৯৯১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْفَرَّاءُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ تَخْدُمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بِنْتَ النَّبِيِّ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلَمُهَا فَيَقُولُ قَوْلِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لِقُوَّةِ الْإِلَهِ بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَانَّهُ مَنْ قَالَ هُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حِفْظٌ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَ هُنَّ حِينَ يُمْسِي حِفْظٌ حَتَّى يُصْبِحَ *

৪৯৯১। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবদুল হামীদ (রা), যিনি বনু হাশিমের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তার মা নবী করীম ﷺ-এর কোন কন্যার সেবিকা ছিলেন এবং তিনি বলেছেন : নবী করীম ﷺ তাকে সকালে এরূপ বলতে শিক্ষা দেন যে, পবিত্রতা আল্লাহরই, তাঁর প্রশংসা সহ : আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর কারো কোন শক্তি নেই; আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়, আর তিনি যা চান না, তা হয়না। আমি জানি-আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান এবং নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। যে ব্যক্তি সকালে এ কথাগুলো বলবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত এরূপ বলবে, সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে।

৬৯৯২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ أَنَا ح وَنَا الزُّبَيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ الْبُخَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ رَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ هُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ قَالَ الرَّبِيعُ عَنْ اللَّيْثِ *

৪৯৯২। আহমদ ইবন সাঈদ হামদানী (র) - - - ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সকালে এরূপ বলবে : পবিত্র-মহান আল্লাহ সকালে ও সন্ধ্যায়, প্রশংসা তাঁরই আসমান ও যমীনে সন্ধ্যায় ও দুপুরে, এভাবেই তোমাদের মৃত্যুর পর যমীন থেকে বের করা হবে-সে ব্যক্তি সেদিনের সমস্ত পরিত্যক্ত ছাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে ব্যক্তি সে রাতের পরিত্যক্ত সমস্ত ছাওয়াব পাবে।

৪৯৯৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ وَوَهَيْبٌ نَحْوُهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عِيَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطُّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فِي حَدِيثٍ حَمَّادٍ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَبَا عِيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عِيَّاشٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُوسَى الزَّمْعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ *

৪৯৯৩। মূসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু আয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল বেলা বলবে : আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান,” -সে ব্যক্তি ইসমাইল (আ)-এর বংশের একটা গোলাম আযাদ করার ন্যায় ছাওয়াব পাবে। আর তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে, সে শয়তানের ক্ষতি থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে সকাল পর্যন্ত এরূপ ছাওয়াব পাবে।

রাবী হাম্মাদ (র) বলেছেন : এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আবু আয়্যাশ (র) আপনার থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন, (ইহা কি সত্য ?) তিনি বলেন : আবু আয়্যাশ সত্য বলেছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এ হাদীছ ইসমাইল ইবন জা'ফর, মূসা রফঈ, আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (র) সুহায়ল (র) থেকে ; তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবন আইশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪৯৯৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَسْرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مَتَّعْتَنِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مِتُّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسْرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَحْنُ نَخْصُ إِخْوَانَنَا بِهَا *

৪৯৯৪। ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - মুসলিম ইবন হারিছ তামিমী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ গোপনে তাকে বলেন যে, যখন তুমি মাগরিবের সালাত শেষ করবে, তখন সাতবার এ দু'আ পাঠ করবে : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে পানাহ দিন। কেননা, সন্ধ্যায় যদি তুমি এ দু'আ পাঠ কর এবং সে রাতে মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে। আর ফজরের সালাত আদায়ের পর যদি তুমি এরূপ বল, আর তুমি যদি সেদিন মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

আবু সাঈদ (র) বলেন যে, হারিছ ইবন মুসলিম (র) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে আমার কাছে এজন্য এ দু'আ প্রকাশ করেন, যাতে আমি আমার ভাইদের কাছে এটা বিশেষ ভাবে প্রচার করি।

৪৯৯৫. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ قَالُوا نَا الْوَلِيدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْوُهُ إِلَى قَوْلِهِ جَوَارٌ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا قَبْلَ أَنْ تَكْلِمَ أَحَدًا قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ فِيهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي وَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّيْنِ فَقُلْتُ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحَرَّزُوا فَقَالُوا فَلَا مَنِي أَصْحَابِي فَقَالُوا أَحْرَمْتَنَا الْغَنِيمَةَ

فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَنَ لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّا نَسِيتُ الثَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ بِالْوَصَاةِ بَعْدِي قَالَ فَقَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مُسْلِمٍ بْنَ الْحَارِثِ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ *

৪৯৯৫। আমরা ইবন উছমান হিমসী (র) - - - হারিছ ইবন মুসলিম তামিমী (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, যে রূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেন : ফজর ও মাগরিবের সালাত আদায়ের পর, কারো সাথে কথা বলার আগে-এ দু'আ পাঠ করবে।

রাবী আলী ইবন সাহল (র) বলেন : তার পিতা তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই তখন আমি আমার ঘোড়াকে দ্রুতবেগে চালিয়ে আমার সাথীদের থেকে আগে চলে যাই, যার ফলে সেখানকার লোকেরা চীৎকার দিতে থাকে। তখন আমি তাদের বলি, তোমরা বল : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; তাহলে তোমরা নিস্তার পাবে। তখন তারা এ কালিমা পড়ে নেয়। এতে আমার সাথীরা আমার দোষারূপ করে বলে : তুমি আমাদের গনীমতের মাল থেকে বঞ্চিত করলে। এরপর তারা যখন ফিরে আসে, তখন তারা এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে অবহিত করে, যা আমি করে ফেলি। তখন নবী ﷺ আমাকে ডাকেন এবং আমার এ কাজের জন্য আমাকে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন : মহান আল্লাহ তোমার এ কাজের জন্য সে গোত্রের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে এত-এত পরিমাণ ছাওয়াব দান করেছেন। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন : তিনি যে পরিমাণ ছাওয়াবের কথা উল্লেখ করেন, তা আমি ভুলে যাই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি তোমার জন্য একটা অসীয়তনামা লিখে দেব। তিনি বলেন : নবী ﷺ এ অসীয়তনামা লিখে, সীল করে, আমাকে দেন।

৪৯৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْتُ

مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ *

৪৯৯৬। মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন খুবায়ব (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমরা ঝড়-বৃষ্টিপূর্ণ এক অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্ধান পেয়ে হই, যাতে তিনি আমাদের নামায পড়ান। আমরা তাঁর সন্ধান পেলে, তিনি বলেন : বল। তখন আমি কিছু বলিনি। তিনি আবার বলেন : বল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি বলবো। তিনি বলেন : তুমি বল- কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বে-রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বে-রাব্বিন্নাস। তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এ তিনটি সূরা তিনবার পাঠ করলে, তা তোমাকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হবে।

৪৯৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِكَلِمَةٍ تَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلِكُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنْ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّكَهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ *

৪৯৯৭। মুহাম্মদ ইবন আবু ওফ (র) - - - আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের এমন একটা দু'আ শিখিয়ে দেন, যা আমরা সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে শোবার সময় পড়তে পারি। তখন তিনি তাদের এ দু'আ পড়ার নির্দেশ দেন : হে আল্লাহ! আপনি স্রষ্টা যমীন ও আসমানের, আপনি প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা, আপনি সব কিছুর রব। আর ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমরা আমাদের নাকসের অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অভিশপ্ত শয়তানের ক্ষতি থেকে ও তার সাথীদের অনিষ্ট থেকে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। আর আমরা যেন কোন গুনাহ

না করি এবং এবং কোন মুসলমানকে যেন গুনাহে লিপ্ত হতে না দেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) এরূপ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সকাল বেলায় উপনীত হয়, তখন সে যেন বলে : আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহর বাদশাহীর সব কিছু সকালে পৌছেছে, যিনি রব সারা জাহানের। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হিদায়াত চাচ্ছি; আর আমি আপনার কাছে এ দিনের অনিষ্টতা থেকে এবং এর পরের ক্ষতি থেকে সাহায্য চাচ্ছি। এরপর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তুমি এরূপ বলবে।

৪৯৯৮. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِنَا بِقِيَّةِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جُعْثَمٍ قَالَ نَا الْأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيقُ الْهُوزَنِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَّا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمْدَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَأَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ *

৪৯৯৮। কাছীর ইবন উবায়দ (র) - - - শরীক হযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলবে, একবার আমি আইশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে জাগার পর কোন দু'আ পড়তেন? তিনি বলেন : তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, যে সম্পর্কে এর আগে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি যখন রাতে ঘুম থেকে জাগতেন, তখন আল্লাহ আকবার- ১০ বার ; আল- হাম্দুলিল্লাহ- ১০ বার; সুবহানাল্লাহে ওয়া-বেহামদিহি-১০ বার ; সুবহানাল মালিকুল কুদুস- ১০ বার, আস্তাগফিরুল্লাহ- ১০ বার এবং লা-ইলাহা- ১০ বার পড়তেন। এরপর তিনি এ দু'আ ১০ বার পড়তেন- (অর্থঃ) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা থেকে সাহায্য চাই। এরপর তিনি সালাত আদায় করতেন।

৪৯৯৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَاسْتَحَرَّ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَاءِهِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ صَاحِبِنَا فَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِذَا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ *

৪৯৯৯। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন, তখন এ দু'আ পাঠ করতেন : শ্রবণকারী আল্লাহর প্রশংসা শোনে তার নিয়ামত ও উত্তম পরীক্ষার সাথে-আমাদের উপর। আল্লাহ আমাদের সাথে, ইহসান বা অনুগ্রহ করুন আমাদের উপর, আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই জাহান্নাম থেকে।

৫... ৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُمْسِيَ قَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَى فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا *

৫০০০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - উছমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার পড়বে, সকাল পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না। দু'আটি হলো : “বিসমিল্লাহিল্লাহী লা-ইয়াদুররু মা'আ ইসমূহ শায়উন ফিল আরদে ওয়ালা ফিস সামায়ে ওয়া-হুয়াস সামিউল আলীম।” অর্থাৎ আমি গুরু করছি সে আল্লাহর নাম নিয়ে, যার নাম নিলে যমীন ও আসমানের কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

আর যে ব্যক্তি সকালে এ দু'আ তিনবার পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না। ঘটনাক্রমে এ হাদীছের বর্ণনাকারী আবান ইবন উছমানের দেহের একাংশ অবশ হয়ে যায়, তখন এক ব্যক্তি, যিনি তার থেকে এ হাদীছ শোনে, তিনি সংশয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। তখন আবান (রা) বলেন : তুমি আমার কি দেখছো, আল্লাহর শপথ! আমি তো উছমান (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেন নাই এবং উছমান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মিথ্যা অপবাদ দেন নাই। বরং ব্যাপার হলো : যেদিন আমার দেহের অর্ধাংশ অবশ হয়, সেদিন আমি রাগান্বিত থাকায় এ দু'আ পড়তে ভুলে যাই। (ফলে, আমার এ পরিণতি হয়েছে।)

৫... ১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ نَا أَنَسُ بْنُ عِبَّاضٍ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ

يَذْكُرُ قِصَّةَ الْفَالِجِ *

৫০০১। নসর ইব্ন আসিম (র) - - - উছমান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবান (রা)-এর অর্ধাংশ অবশ্য হওয়ার ঘটনার উল্লেখ নেই।

৫০০২. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي فَتَدْعُو بِهِنَّ فَأَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوا فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ *

৫০০২। আব্বাস ইব্ন আবদুল আজীম (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকরা (র) একদা তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন : হে আমার পিতা ! আমি আপনাকে প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আটি তিনবার পাঠ করতে শুনি, এর কারণ কি ? দু'আ হলো : “ইয়া আল্লাহ্ ! আমার দেহকে রোগমুক্ত রাখুন, আমার কান ও চোখকে রোগমুক্ত রাখুন, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।” জবাবে তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছি ; আমি তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করতে পসন্দ করি।

রাবী আব্বাস (র) এক বর্ণনায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “ইয়া আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে কুফরী ও মুহতাজী থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই। আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।” তিনি এ দু'আ তিনবার পাঠ করতেন-সকালে এবং সন্ধ্যায়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছি; আমি তার সুন্নাতের উপর আমল করতে পসন্দ করি।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হলো : ইয়া আল্লাহ্ ! আমি আপনার বহমতের প্রত্যাশী, আপনি আমাকে আমার নাফসের (প্রবৃত্তির) হাতে সমর্পণ করবেন না এক মুহূর্তের জন্য। আর আপনি আমার সব ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দিন। আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

কোন কোন বর্ণনাকারী শব্দের মধ্যে বেশী-কম করে বর্ণনা করেছেন।

৫০০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى *

৫০০৩। মুহাম্মদ ইব্ন মিন্‌হাল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ একশো বার পাঠ করবে, সমস্ত মাখলূকের মধ্যে তার সমান মর্যাদার অধিকারী আর কেউ হতে পারে না।

৯. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ

৯. অনুচ্ছেদ : নতুন চাঁদ দেখার পর যে দু'আ পড়বে

৫০০৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا قَتَادَةُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ أَمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا *

৫০০৪। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন এ দু'আ পাঠ করতেন : এ চাঁদ উত্তম এবং পথ প্রদর্শক, এ চাঁদ উত্তম এবং পথ প্রদর্শক, এ চাঁদ উত্তম এবং হিদায়াত। আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তিনবার এ দু'আ পাঠের পর বলতেন : সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি অমুক মাস নিয়ে গেছেন এবং এমাস এনেছেন।

৫০০৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ *

৫০০৫। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

১০. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

১০. অনুচ্ছেদ : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ

৫০০৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫০০৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় আমার ঘর থেকে বের হওয়াকালে আকাশের দিকে মুখ করে এ দু'আ পাঠ করতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার পানাহ চাই গুমরাহ হওয়া থেকে অথবা গুমরাহ করা থেকে ; পদস্থলন হওয়া থেকে অথবা পদস্থলন করা থেকে; জুলুম করা থেকে বা মাজলুম হওয়া থেকে; মূর্খতা থেকে অথবা মূর্খের আচরণ থেকে।

৫০০৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِّيتَ وَوُقِّيتَ فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ شَيْطَانُ أَخْرُكَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هَدَى وَكُفِيَ وَوُقِيَ *

৫০০৭। ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “যখন কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়ে : আল্লাহর নামে শুরু করছি, ভরসা করছি আল্লাহর উপর, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা নেই।” তখন ফেরেশতা তাকে বলে : তুমি হিদায়াত পেয়েছ, তোমাকে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এ দু'আ তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন শয়তান তার থেকে আলাদা হলে যায়, আর অন্য শয়তান তাকে বলে : এখন তুমি তার কি ক্ষতি করতে পার? যে হিদায়াত পেয়েছে, এ দু'আ তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তাকে সমস্ত বালা-মসীবত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

১১. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

১১. অনুচ্ছেদ : ঘরে প্রবেশকালে পাঠের দু'আ

৫০০৮. حَدَّثَنَا ابْنُ عُوفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ ابْنُ عُوفٍ وَرَأَيْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمُضٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا
وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ *

৫০০৮। ইব্ন আওফ (র) - - - আবু মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে : ইয়া
আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কল্যাণ প্রার্থনা
করছি। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছি।
আমি আল্লাহর উপর, যিনি আমাদের রব তাঁর ভরসা করছি। এরপর সে যেন তার পরিবার-
পরিজনদের উপর সালাম করে।

১২. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ

১২. অনুচ্ছেদ : ঝড়-বাতাসের সময় যে দু'আ পাঠ করবে

৫০০৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَسَلَمَةُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا
رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُّوْا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِذُّوْا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا *

৫০০৯। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম -কে এরূপ বলতে শুনেছিঃ বাতাস আল্লাহর এক হুকুম, তা কখনো রহমত নিয়ে
আসে, আবার কখনো আযাব নিয়ে আসে। তুমি যখন বাতাসকে দেখবে, তখন তাকে মন্দ বলবে না,
বরং আল্লাহর কাছে এর থেকে কল্যাণ চাবে এবং এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে।

৫০১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَا عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ
حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ
يَتَبَسَّمُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ
عُرِفَتْ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقُلْ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ
عَذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطِّرُنَا *

৫০১০। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এত জোরে হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখা যেতো, বরং যখন তিনি হাসতেন, তখন মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ বা জোরে বাতাস প্রবাহিত হতে দেখতেন, তখন তাঁর চেহারায় অস্থিরতা প্রকাশ পেতো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মানুষেরা এজন্য মেঘ দেখে খুশী হয় যে, এখনই বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু আমি দেখি যে, যখনই আপনি মেঘ দেখেন, তখনই আপনার চেহারায় অস্থিরতা ফুটে উঠে? তখন তিনি ﷺ বলেন : হে আইশা! আমার ভয় হয়, না জানি এতে আযাব আছে কি না? কেননা, পূর্ববর্তী এক কাওমের উপর বাতাসের আযাব এসেছিল। অপর এক কাওম (ছামূদ) মেঘ দেখে বলেছিল : এ মেঘতো আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে! (কিন্তু তা থেকে তাদের উপর আযাব স্বরূপ পাথর বর্ষিত হয়েছিল।)

৫.১১. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا رَأَى نَا شَيْئًا فِي أَفْقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّهَا فَإِنْ مَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا *

৫০১১। ইবন বাশ্শার (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ আকাশের কিনারায় যখন মেঘ উঠতে দেখতেন, তখন সব কাজ পরিত্যাগ করতেন। সে সময় যদি তিনি নফল নামায পড়তেন, তবে তা পরিত্যাগ করে এ দু'আ পড়তেন : ইয়া আল্লাহ! আমি এর অকল্যাণ হতে আপনার কাছে পানাহ চাই। আর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! বরকতপূর্ণ বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

১২. بَابُ فِي الْمَطَرِ

১৩. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি বর্ষণ সম্পর্কে

৫.১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَا نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَارٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدَ رَبِّي *

৫০১২। মুসাদ্দাদ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে থাকাবস্থায় বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলেন, যাতে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে পড়ে। তখন আমরা

তাকে জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এরূপ কেন করলেন। তখন তিনি বলেন : এ বৃষ্টি এখনই তার রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছে।

১৪. بَابُ فِي الدِّيكِ وَالْبَهَائِمِ

১৪. অনুচ্ছেদ : মোরগ ও অন্যান্য পশু-পক্ষী সম্পর্কে

১৩. ৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْبُوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ *

৫০১৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মোরগকে মন্দ বলো না, কেননা সে সকালে সালাতের জন্য জাগিয়ে দেয়।

১৪. ৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا *

৫০১৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে করুণা ভিক্ষা করবে। কেননা, এরা রহমতের ফেরেশতাদের দেখে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে। কেননা, সে শয়তানকে দেখে ডাক দেয়।

১৫. ৫. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهْيَقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرِينَ مَا لَا تَرَوْنَ *

৫০১৫। হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রাতে যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে। কেননা, তারা যা দেখে, তোমরা তা দেখ না।

১৬. ৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

هَلَالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ
 الدِّمَشْقِيُّ نَا أَبِي نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ
 عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ
 هَذَاةِ الرَّجُلِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى دَوَابَّ يَبْتُهْنُ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ مَرْوَانَ فِي تِلْكَ
 السَّاعَةِ وَقَالَ فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيرِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِي
 حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي شُرْحُبِيلُ بْنُ الْحَاجِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ *

৫০১৬। কুতায়বা ইবন সাদ্দ ও ইবরাহীম ইবন মারওয়ান (র) - - - হুসায়ন ইবন আলী (রা)
 থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতে লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হওয়ার
 পর, তোমরা খুব কমই বাইরে যাবে। কেননা, মহান আল্লাহর এমন কিছু জানোয়ার আছে, যাদের
 তিনি এসময় ছেড়ে দেন। রাবী আরো বলেন : আল্লাহর এমন কিছু সৃষ্টি আছে, যাদের তিনি এ
 সময় ছেড়ে দেন। এরপর তিনি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক সম্পর্কীয় হাদীছের ন্যায়
 হাদীছ বর্ণনা করেন।

১৫. بَابُ فِي الْمَوْلُودِ يُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ

১৫. অনুচ্ছেদ : নব-জাতকের কানে আযান দেয়া- সম্পর্কে

১৭. ৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
 عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ
 الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رَض) حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ *

৫০১৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফি' (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন।
 তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আযান দিতে দেখেছি হাসান ইবন আলী (রা)-এর কানে,
 যখন ফাতিমা (রা) তাকে প্রসব করেন, নামাযের আযানের ন্যায়।

১৮. ৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ح وَنَا يُونُسُ بْنُ
 مُوسَى نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَدْعُو لَهُمَا بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُونُسُ وَيُحَنِّكُهُمَا
 وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ *

৫০১৮। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে বাচ্চাদের আনা হলে, তিনি তাদের বরকতের জন্য দু'আ করতেন।

রাবী ইউসুফ (র) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেতেন।
এ হাদীছে বরকতের জন্য দু'আ করতেন, এর উল্লেখ নেই।

৫.১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَزِيرِنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَى أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فَيُكْمُ الْمُغْرَبُونَ قُلْتُ وَمَا
الْمُغْرَبُونَ قَالَ الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجَنُّ *

৫০১৯। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাদের কেউ কি 'মুগাররিবদের' দেখেছ ? তখন
আমি বলি : মুগাররিব কি ? তিনি বলেন : মুগাররিব তাদের বলা হয়, যাদের সাথে জিনের
শরীক থাকে।

১৬. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَعِيذُ مِنَ الرَّجُلِ

১৬. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা- সম্পর্কে

৫.২০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَانَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ
نَا سَعِيدٌ قَالَ نَصْرُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَهْيِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكَمُ بِوَجْهِ اللَّهِ
فَاعْطُوهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْ سَأَلَكَمُ بِاللَّهِ *

৫০২০। নাসর ইবন আলী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পানাহ চায়, তাকে পানাহ দেবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর
ওয়াস্তে কিছু চায়, তাকে দেবে।

৫.২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَانَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ نَاجِرِيُّ الْمَعْنَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكَمُ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَقَالَ سَهْلٌ
وَعُثْمَانُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ثُمَّ اتَّفَقُوا وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ

قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ *

৫০২১। মুসাদ্দাদ ও সাহল ইবন বাক্কার (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাছে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় চায়, তখন তাকে আশ্রয় দেবে। আর যখন তোমাদের কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাবে, তখন তোমরা তাকে দেবে।

রাবী সাহল ও উছমান (র) বলেন : যখন তোমাদের কেউ দাওয়াত করে, তখন তোমরা তার দাওয়াত কবুল করবে। এরপর সব রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি তোমাদের উপর ইহুসান (অনুগ্রহ) করবে, তোমরা তার অনুগ্রহের বিনিময় প্রদান করবে।

রাবী মুসাদ্দাদ ও উছমান (র) বলেন : তোমরা যদি ইহুসানের বিনিময় দিতে না পার, তবে তোমরা তার জন্য দু'আ করবে এবং মনে করবে যে, তোমরা তার বিনিময় প্রদান করলে।

১৭. بَابُ فِي رَدِّ الْوَسْوَسةِ

১৭. অনুচ্ছেদ : সন্দেহ দূর করা- সম্পর্কে

৫০২২. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ نَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عِكْرِمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ نَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي شَيْءٌ مِّنْ شَكٍّ قَالَ وَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَا أَحَدٌ مِّنْ ذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئِلَ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ الْآيَةَ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا وَجَدْتُ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *

৫০২২। আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - আবু যামীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : আমি আমার অন্তরে যা অনুভব করি, তা কি? তিনি বলেন : সেটি কি? আমি বলি : আল্লাহর শপথ! আমি সে সম্পর্কে কিছু বলবো না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তা কি সন্দেহ? রাবী বলেন; এরপর তিনি হাসেন এবং বলেন : এ থেকে কেউ-ই নিস্তার পায়নি। এমন কি মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : যদি তোমার সন্দেহ থাকে, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি-তাতে; তবে তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর, যারা কিতাব পড়ে, তোমার আগে। রাবী বলেন : তখন ইবন আব্বাস (রা) আমাকে বলেন : যখন তুমি তোমার অন্তরে সন্দেহের কিছু অনুভব করবে, তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করবে : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই অপ্রকাশ্য। আর তিনি সব কিছুই জানেন।

৫.২৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَهُ أَنَسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ نَعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوْ الْكَلَامَ بِهِ مَا تُحِبُّ أَنْ لَنَا وَإِنَّا تَكَلَّمْنَا بِهِ قَالَ أَوْ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ *

৫০২৩। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কিছু সাহাবী তাঁর কাছে এসে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু সন্দেহ অনুভব করি, যা বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা চাইনা যে, এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হোক এবং আমরা তা বর্ণনা করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমাদের মধ্যে কি এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয়? তারা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন : এ হলো স্পষ্ট ঈমানের নিদর্শন।

৫.২৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ بْنُ أَعْيُنٍ قَالَا ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِّنْصُورٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ يُعْرِضُ بِالشَّيْءِ لَأَنْ تَكُونَ حُمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَدَّ أَمْرَهُ مَكَانَ رَدَّ كَيْدَهُ *

৫০২৪। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কারো অন্তরে এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়, যা বর্ণনা করার চাইতে জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া উত্তম মনে হয়। তখন তিনি বলেন : আল্লাহ আকবর! আল্লাহ আকবর! সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি শয়তানের ধোঁকাকে সন্দেহে পরিণত করেছেন। ইবন কুদামা (র) বলেন : শয়তানের ধোঁকাকে তার কাজে পরিণত করেছেন।

১৮. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

১৮. অনুচ্ছেদ : আপনজন বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করলে সে সম্পর্কে

৫.২৫. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ أَذْنًاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ
فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ
ﷺ قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَثْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ أَيُّمَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْفَى الْإِسْلَامِ يَعْنِي سَعْدُ
بْنَ مَالِكٍ وَالْآخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِي بَضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ
فَذَكَرَ فَضْلًا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ قَالَ النَّفِيلِيُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهَذَا
الْحَدِيثِ وَاللَّهُ إِنَّهُ عِنْدِي أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَعْنِي قَوْلَهُ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي قَالَ
أَبُو عَلِيٍّ وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَهْلِ
الْكُوفَةِ نُورٌ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانُوا تَعْلَمُوهُ مِنْ شُعْبَةَ *

৫০২৫। নুফায়লী (র) - - - সাআদ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার দু'কান শুনেছে এবং অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জেনে শুনে, যে ব্যক্তি তার পিতা নয়, এরূপ ব্যক্তির সাথে নিজের পিতার সম্পর্ক স্থাপন করে : তার জন্য জান্নাত হারাম।

রাবী বলেন : এরপর আমি আবু বাক্রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে, এ হাদীছে তাঁর কাছে বর্ণনা করলে, তিনিও বলেন : আমার দু'কান শুনেছে এবং অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ এরূপ বলেছেন। রাবী আসিম (র) বলেন : আমি উছমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি : আপনার কাছে দু'ব্যক্তি এ হাদীছ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এরা দু'জন কেমন লোক ? তিনি বলেন : এদের একজন এমন, যে সর্ব প্রথম আল্লাহর রাস্তায় অথবা ইসলামে তীর নিক্ষেপ করেছিল- অর্থাৎ সাআদ ইবন মালিক (রা)। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে তায়েফ থেকে বিশ জনের ও অধিক লোকের সাথে হেঁটে চলে আসে। এরপর তিনি তার মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

রাবী আবু আলী (র) বলেন : আমি ইমাম আবু দাউদ (র)-কে বলতে শুনেছি : যখন নুফায়লী এ হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তিনি বলেন যে, আল্লাহর শপথ! এ হাদীছ আমার কাছে মধুর চাইতে ও মিষ্টি মনে হয়। রাবী আবু আলী (র) আরো বলেন : ইমাম আবু দাউদ (র) আহমদ (র)-কে বলতে শুনে : কূফাবাসীদের বর্ণিত হাদীছে নূর নেই, (কেননা, তারা সনদ ঠিকভাবে বর্ণনা করে না।) ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন : আমি বসরাবাসীদের চাইতে উত্তম লোক দেখিনি ; কেননা, তারা শোবা (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, (যিনি তাদের হাদীছ বর্ণনার ধারা উত্তমরূপে শিক্ষা দেন।)

৫০২৬. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ نَا مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو نَا زَائِدَةُ عَنْ

الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْلًا
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ *

৫০২৬। হাজ্জাজ ইব্ন আবু ইয়াকুব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নিজের মনিবের বিনা অনুমতিতে অন্যের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সব মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয় ও নফল কোন ইবাদতই কবুল হবে না।

৫.২৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ نَاعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَنَحْنُ
بَبَيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى
غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ *

৫০২৭। সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বানায় অথবা নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে মনিব বানায়, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে লা'নত বর্ষিত হবে।

১৯. بَابُ فِي التَّفَاخُرِ بِالْأَحْسَابِ

১৯. অনুচ্ছেদ : বংশ গৌরব করা- সম্পর্কে

৫.২৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرُّقِّيُّ نَا الْمُعَاوِيَةَ ح وَبَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ
الْهَمْدَانِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ
عَنْكُمْ عُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ مُؤْمِنُ تَقَى وَفَاجِرُ شَقَى أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ
وَأَدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيْدَ عَنْ رِجَالٍ فَخَرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ
لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّشْنَ *

৫০২৮। মূসা ইব্ন মারওয়ান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার এবং বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করাকে দূর করেছেন। মু'মিন হলো- নেক-বখত এবং ফাসিক হলো- বদ-বখত। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদম (আ)-কে মাটি থেকে তৈরী করা হয়। কাজেই লোকদের উচিত, তারা যেন নিজের কাওমের উপর গর্ব করা পরিহার করে। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। কাজেই তোমরা যদি গর্ব পরিহার না কর, তবে তোমরা ঐ গোবরে পোকার চাইতেও আল্লাহ নিকট অসম্মানিত হবে, যে তার নাক দিয়ে পায়খানা ও গোবর ঠেলে নিয়ে যায়।

২. بَابُ فِي الْعَصَبِيَّةِ

২০. অনুচ্ছেদ : না-হক পক্ষপাতিত্ব করা- সম্পর্কে

৫০২৯. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَىٰ فَهُوَ يَنْزَعُ بِذَنْبِهِ *

৫০২৯। নুফায়লী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তার কাওমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে, তার উদাহরণ এরূপ যে, যেমন কারও উট গর্তে পড়ে গেছে, আর সে তার লেজ ধরে টানছে। (অর্থাৎ সে উটকে উদ্ধার করা যেমন সম্ভব নয়, এরূপ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোও কঠিন।)

৫০৩০. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَامِرٍ نَا شُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ أَدَمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৫০৩০। ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সে সময় হাযির হই, যখন তিনি একটি চামড়ার তৈরী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

৫০৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ نَا الْفَرِيَابِيُّ قَالَ نَا سَلَمَةُ بْنُ بَشْرِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ بِنْتٍ وَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعَيِّنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ *

৫০৩১। মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - ওয়াহিলা ইবন আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন। একদা তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'আসাবিয়া' কী? তখন তিনি সাহায্য
আলাইক
ও হা সালাম বলেন : তা হলো- তুমি যদি তোমার কাওমকে জুলুম করার জন্য সাহায্য কর।

৫.৩২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الشَّرْحِ نَا أَبُو أَيُّوبَ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدَلَجِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَالَمْ يَأْتُمْ *

৫০৩২। আহমদ ইবন আমর (র) - - - সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শুম মুদলাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাইক
ও হা সালাম আমাদের খুত্বা দেয়ার সময় বলেন : তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি উত্তম, যে তার কাওমের উপর জুলুম হতে দেয় না, যতক্ষণ সে গুনাহে লিপ্ত না হয়।

৫.৩৩. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَيْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ *

৫০৩৩। ইবন সারহ (র) - - - জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাইক
ও হা সালাম বলেছেন : সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে গোড়ামীর কারণে অন্যদের সাথে যুদ্ধ করে, আর যে ব্যক্তি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে মারা যায়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।

৫.৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِحْرَاقٍ عَنْ أَبِي كِنَانَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

৫০৩৪। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাইক
ও হা সালাম বলেছেন : কোন কাওমের ভতিজা, সে কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫.৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا فَضَرَبْتُ

رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَالتَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فَهَلَّا قُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ *

৫০৩৫। মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - আবু উক্বা (র) থেকে বর্ণিত, যিনি পারস্যের কোন এক ব্যক্তির আবাদকৃত গোলাম ছিলেন, তিনি বলেন : আমি উহদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে উপস্থিত ছিলাম। এ যুদ্ধে মুশরিকদের কোন এক ব্যক্তির উপর আক্রমণকালে আমি বলি : এ আঘাত আমার পক্ষ হতে এবং আমি পারস্যের গোলাম। এসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার প্রতি তাকিয়ে বলেন : তুমি কেন এরূপ বললে না যে, এ আঘাত আমার তরফ থেকে গ্রহণ কর, আমি একজন আনসারীর গোলাম।

২১. بَابُ إِخْبَارِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِمُحَبَّتِهِ إِيَّاهُ

২১. অনুচ্ছেদ : যাকে ভালবাসবে, তাকে সে খবর দেবে- এ সম্পর্কে

৫.৩৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَّا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ وَقَدْ كَانَ أَذْرَكَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ *

৫০৩৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - মিকদাম ইবন মা'দীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে বলে : আমি তোমাকে ভালবাসি।

৫.৩৭. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَّا الْمُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ نَّا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّبَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَعَلِمْتَهُ قَالَ لَا قَالَ أَعَلِمْتَهُ قَالَ فَدَحِقَهُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ أَحَبُّكَ الَّذِي أَحَبَّبَنِي لَهُ *

৫০৩৭। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে বসে ছিল, এসময় সেখান দিয়ে এক ব্যক্তি যাবার সময় বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে ভালবাসি। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি কি তাকে এ খবর জানিয়েছে? সে ব্যক্তি বলে : না। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি তাকে এ খবর জানাও। সে তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলে : আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি। তখন সে ব্যক্তি বলে : তুমি যার জন্য আমাকে ভালবাস, সে যেন তোমাকে ভালবাসে।

২২. بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى خَيْرٍ يَرَاهُ

২২. অনুচ্ছেদ : কোন নেকীর কারণে কাউকে ভালবাসা

৫.৩৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا سَلِيمَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ قَالَ فَإِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫০৩৮। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! একব্যক্তি কোন কাওমকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের অনুরূপ আমল করে না। তখন তিনি বলেন : হে আবু যার! তুমি তাদের সাথে হবে, যাদের সাথে তুমি মহব্বত রাখবে। তখন আবু যার (রা) বলেন : আমি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। নবী ﷺ বলেন : তুমি তার সাথে হবে, যাকে তুমি ভালবাস।

রাবী বলেন : আবু যার (রা) পুনরায় এরূপ বললে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একইরূপ জবাব দেন।

৫.৩৯. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ نَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَأْرَسُوهُ اللَّهُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ *

৫০৩৯। ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়া (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণকে কখনও এরূপ সন্তুষ্ট হতে দেখিনি, যে রূপ তারা সন্তুষ্ট হয়েছিল একথায়, যখন একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! একব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার ভাল কাজের জন্য ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে সে কাজ করতে পারে না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মানুষ তারই সংগী হবে, সে যাকে ভালবাসে।

২৩. بَابُ فِي الْمَشُورَةِ

২৩. অনুচ্ছেদ : পরামর্শ সম্পর্কে

৫.৪০. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ *

৫০৪০। ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার থেকে পরামর্শ নেয়া হয়, সে একজন আমানতদারের মত।

২৪. بَابُ فِي الدَّالِ عَلَى الْخَيْرِ

২৪. অনুচ্ছেদ : ভাল কাজের প্রতি উৎসাহদাতা- সম্পর্কে

৫০৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبْدَعُ بَنِي فَأَحْمِلْنِي قَالَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ أَتَتْ فُلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ *

৫০৪১। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে কোন বাহন নেই, আমাকে একটা বাহন দেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার কাছে কোন বাহন নেই, যার উপর আমি তোমাকে আরোহণ করাতে পারি। তুমি বরং অমুক ব্যক্তির কাছে যাও, সম্ভবত : সে তোমাকে তা দিতে পারে। তখন সে ব্যক্তি তার কাছে গেলে, সে তাকে একটা বাহন প্রদান করে। সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ খবর দিলে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি কাউকে কোন ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে, সে আমলকারীর সমান ছাওয়াব পাবে।

২৫. بَابُ فِي الْهَوَى

২৫. অনুচ্ছেদ : কু-প্রবৃত্তি সম্পর্কে

৫০৪২. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ نَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَبُّكَ الشَّيْءُ يُعْمَى وَيُصِمُّ *

৫০৪২। হাইওয়া ইব্ন শুরায়হ (র) - - - আবু দারদা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কোন জিনিসের ভালবাসা----- তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।

২৬. بَابُ فِي الشُّفَاعَةِ

২৬. অনুচ্ছেদ : শাফাআত বা সুপারিশ সম্পর্কে

৫.৪৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْفَعُوا إِلَيَّ لِتُوجَرُوا وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ *

৫০৪৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার কাছে সুপারিশ কর, যাতে তোমরা ছাওয়াব পাও। আর ফয়সালা তো নবীর যবান থেকে তা-ই হবে, যা আল্লাহর হুকুম হবে।

২৭. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

২৭. অনুচ্ছেদ : চিঠি লেখার সময় প্রথমে নিজের নাম লেখা সম্পর্কে

৫.৪৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يَعْْنِي هُشَيْمًا عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلَاءِ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ *

৫০৪৪। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আলা (র) এর কোন পুত্র থেকে বর্ণিত যে, আলা ইবন হায়রামী (রা) নবী করীম ﷺ -এর তরফ থেকে বাহরায়নের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি যখন নবী ﷺ -এর কাছে পত্র লিখতেন, তখন তিনি নিজের নাম আগে লিখতেন।

৫.৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ *

৫০৪৫। মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - আলা ইবন হায়রামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন নবী করীম ﷺ -এর কাছে পত্র লেখেন, তিনি নিজের নাম আগে লেখেন।

২৮. بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى الذِّمِّيِّ

২৮. অনুচ্ছেদ : বিজাতির কাছে পত্র লেখা- সম্পর্কে

৫.৪৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ

سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَقَالَ ابْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ *

৫০৪৬। হাসান ইবন আলী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যখন (রুমের বাদশাহ) হিরাকলকে এরূপে পত্র লেখেন :

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

অর্থাৎ : এ পত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ থেকে রুমের মহান বাদশাহ হিরাকলের প্রতি। সালাম তার প্রতি যে সৎপথের অনুসরণ করে।

রাবী ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান (রা) তাকে বলেছেন : আমি হিরাকলের কাছে গেলে, তিনি আমাকে তার সামনে বসান। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রখানা চান, যাতে এরূপ লেখা ছিল : আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি রাহমান, রাহীম। এ পত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ থেকে রুমের মহান বাদশাহ হিরাকলের প্রতি। সালাম তার প্রতি যে সৎপথের অনুসরণ করে। এরপর -----।

২৯. بَابُ فِي بَرِّ الْوَالِدَيْنِ

২৯. অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা- সম্পর্কে

৫০৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ *

৫০৪৭। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ছেলেই তার পিতার ইহসানের (অনুগ্রহের) প্রতিদান দিতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তার পিতাকে কারো গোলাম হিসাবে পায়, আর সে তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয়।

৫০৪৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلَّقُهَا *

৫০৪৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার একজন স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু (আমার পিতা) উমার (রা) তাকে খারাপ জানতেন। তিনি আমাকে বলেন : তুমি তাকে তালাক দাও। কিন্তু আমি তা অস্বীকার করি। তখন উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তাকে তালাক দাও।

৫.৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ بِهِزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا اقْرَبَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسْتَلُّ رَجُلٌ مَوْلَاً مِّنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شَجَاعًا اقْرَع *

৫০৪৯। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - বাহয ইবন হাকীম (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কার সাথে সদ্যবহার করবো? তিনি বলেন : তোমার মায়ের সাথে, এরপর তোমার মায়ের সাথে, তারপর তোমার মায়ের সাথে এবং পরে তোমার পিতার সাথে। এরপর তোমার নিকটাত্মীর সাথে সদ্যবহার করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : যে ব্যক্তি তার আযাদকৃত গোলামের নিকট তার অতিরিক্ত মাল থেকে কিছু চায়, আর সে তা দিতে অস্বীকার করে, তবে কিয়ামতের দিন সে মাল তার সামনে বিষধর সাপ হিসাবে আসবে।

৫.৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ نَا كُلَيْبُ بْنُ مَنَفْعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتُكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَنْبَى ذَلِكَ حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَّوْضُوءَةً *

৫০৫০। মুহাম্মদ ইবন ইসা (র) - - - কুলায়ব ইবন মানফাআ (রা) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কার সাথে সদ্যবহার করবো? তিনি বলেন : তোমার মা ও বাপের সাথে, তোমার ভাই ও বোনের সাথে, তোমাকে যিনি আযাদ করেছেন- তার সাথে এবং যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তা আছে - এদের সাথে সদ্যবহার করবে।

৫.৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ *

৫০৫১। মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির জন্য সব চাইতে বড় গুনাহ এই যে, সে তার পিতা-মাতার উপর লা'নত করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় : ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিতা-মাতার উপর মানুষ কিভাবে লা'নত করে, ফলে সে তার পিতার লা'নত করে। একই রূপে সে মাকে লা'নত করায়, সে তার মাকে লা'নত করে।

৫০৫২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالُوا نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُبَيْدِ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ الْوَيْ شَيْءٌ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَلِاسْتِغْفَارٍ لَهُمَا وَالْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصَلَاةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا *

৫০৫৪। ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দী (র) - - - আবু উসায়দ মালিক ইব্ন রাবীআ সাযিদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্যবহার করার কোন সুযোগ আছে কি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগ্ফার করবে, তাদের অসীয়াত পুরা করবে, তাদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখবে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

৫০৫৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو النَّضْرِ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْرَ الْبَرِّ صَلَاةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلَّى *

৫০৫৩। আহমদ ইব্ন মানী (র) - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সব চাইতে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইনতিকালের পর, তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্যবহার করবে।

৫০৫৪. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ

ثَوْبَانَ أَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُورِ إِذَا أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعُهُ *

৫০৫৪। ইবন মুছান্না (র) - - - আবু তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি নবী করীম ﷺ-কে জিরানা নামক স্থানে গোস্বত বণ্টন করতে দেখি। আবু তুফায়ল (রা) বলেন : এ সময় আমি ছোট একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে আসলে, তিনি তাঁর চাদর সে মহিলার জন্য বিছিয়ে দেন, যার উপর সে বসে। তখন আমি জিজ্ঞাস করি : এ মহিলা কে? সাহাবীগণ বলেন : ইনি নবী ﷺ-এর দুধ-মাতা, যিনি তাকে ছোটকালে দুধ পান করান।

৫০৫৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا يَوْمَ فَاَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخِرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ *

৫০৫৫। আহমদ ইবন সাঈদ (র) - - - উমার ইবন সাইব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি জানতে পারেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে তার দুধ-পিতা আসলে তিনি তার বসার জন্য নিজের কাপড়ের এক পাশ বিছিয়ে দেন, যার উপর তিনি বসেন। এরপর সেখানে তাঁর দুধ-মাতা আসলে, তিনি তার জন্য কাপড়ের অপর পাশ বিছিয়ে দেন, যাতে তিনি বসেন। এরপর তাঁর কাছে তার দুধ-ভাই আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সামনে বসান।

৩. بَابُ فِي فَضْلِ مَنْ عَالَ يَتَامَى

৩০. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমদের প্রতিপালনের মর্যাদা- সম্পর্কে

৫০৫৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَدِّهَا وَلَمْ يَهْنِهَا وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ *

৫০৫৬। উছমান ও আবু বকর ইব্ন শায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কোন কন্যা সন্তান থাকবে, আর সে তাকে জীবন্ত কবর দেবে না এবং হয় প্রতিপন্নও করবে না, আর পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য দেবে না, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

৫০৫৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ نَا سُهَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ الْأَعَشِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكَّمَلٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَادَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ *

৫০৫৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনটি কন্যার লালন-পালন করবে, তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করবে, তাদের বিবাহ-শাদী দেবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত।

৫০৫৮. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْأَسْنَادِ بِمَعْنَاهُ قَالَ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ *

৫০৫৮। ইউসুফ ইব্ন মুসা (র) - - - সুহায়ল (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : যার তিনটি বোন বা তিনটি মেয়ে থাকবে, দু'টি বোন বা দু'টি মেয়ে থাকবে তার জন্যও জান্নাত ওয়াজিব।

৫০৫৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفَعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْ مَا يُرِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةٌ أَمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبِسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَا تَوُوا *

৫০৫৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আওফ ইব্ন মালিক আশজাজি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এবং কালো চেহারা বিশিষ্ট (বিধবা মহিলাগণ) কিয়ামতের দিন এরূপ থাকবো। এ সময় তিনি তার সাদা দাঁত ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করেন এবং বলেন : এরা ঐ সব মহিলা, যারা তাদের স্বামীর মৃত্যুর পর, স্বীয় বংশ মর্যাদা ও রূপ-লাবণ্য থাকা সত্ত্বেও (অন্যখানে বিয়ে না করে) তার ইয়াতীম (স্বামীর) বাচ্চাদের প্রতি পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, যতদিন না বাচ্চারা বড় হয়, অথবা সে মারা যায়।

৩১. بَابُ فِي مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا

৩১. অনুচ্ছেদ : যে ইয়াতীমের লালন-পালন করে

৫.৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرْنٌ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْأَبْهَامَ *

৫০৬০। মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) - - - সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমদের যারা লালন-পালন করে, তারা কিয়ামতের দিন এরূপ কাছে থাকবো। এরপর তিনি তার মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল একত্রিত করে ইশারা করেন।

৩২. بَابُ فِي حَقِّ الْجَوَارِ

৩২. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে

৫.৬১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى قُلْتُ لِيُورَثْنَهُ *

৫০৬১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) সব সময় আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। এতে আমার মনে হতে থাকে যে, হয়তো তিনি তাকে মীরাছ দেয়ার নির্দেশ দেবেন।

৫.৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بِشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ *

৫০৬২। মুহাম্মদ ইবন ইসা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একটা ছাগল যবাহু করে বলেন : তোমরা কি আমার ইয়াহুদী প্রতিবেশীদের কাছে এর কিছু পাঠিয়েছ? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : জিবরাঈল (আ) আমাকে সব সময় প্রতিবেশীর হক আদায় করার জন্য নির্দেশ দিতেন। এতে আমার মনে হতে থাকে যে, হয়তো তিনি তাকে মীরাছ দেয়ার নির্দেশ দেবেন।

৫.৬৩. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ نَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ قَالَ أَذْهَبَ فَأَصْبِرْ فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ أَذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ فَطْرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْتَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَّ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ أَرْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ *

৫০৬৩। রাবী ইব্ন নাফি (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলে, তিনি বলেন : তুমি যাও এবং সবর কর। এরপর সে ব্যক্তি আরো দু' তিনবার এসে অভিযোগ করলে নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি যাও এবং তোমার মালপত্র বের করে রাস্তায় রাখ। সে ব্যক্তি তার মাল-পত্র রাস্তায় বের করে রাখলে, লোকেরা তার কাছে এর কারণ জানতে চায়। তখন সে তাদের তার প্রতিবেশীর খবর জানিয়ে দেয়। তখন লোকেরা তার কাছে গিয়ে তাকে গালমন্দ করতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলে : তুমি তোমার ঘরে ফিরে চলো, এখন থেকে আমি তোমার সাথে আর কোন খারাপ ব্যবহার করবো না।

৫.৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَاعَبِدُ الرِّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ *

৫০৬৪। মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নয়তো চুপ করে থাকে।

৫.৬৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بَايَهُمَا أَبَدًا قَالَ بَادَنَاهُمَا بَابًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ *

৫০৬৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, আমি কার সাথে প্রথমে সন্ধ্যাবহার করবো? তিনি বলেন : যার দরজা তোমার নিকটবর্তী-হবে, তার প্রতি ইহসান করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : শূ'বা (র) এ হাদীছে বর্ণনা করেছেন যে, তাল্হা কুরায়শ বংশের লোক ছিলেন।

৩৩. بَابُ فِي حَقِّ الْمَمْلُوكِ

৩৩. অনুচ্ছেদ : দাস-দাসীর হক সম্পর্কে

৫০৬৬। হুহায়র ইবন হার্ব (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল : সালাত, সালাত, (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে), এবং তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

৫০৬৬। যুহায়র ইবন হার্ব (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল : সালাত, সালাত, (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে), এবং তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

৫০৬৭। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - মারুর ইবন সুওয়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু যার (রা)-কে রাব্বা নামকস্থানে মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বসে থাকতে দেখি এবং এ সময় গোলামের গায়ে সেরূপ চাদর ছিল। তখন কাওমের লোকেরা বলে : হে আবু যার! তুমি যদি তোমার গোলামের চাদরটা নিতে, তবে তোমার এক জোড়া চাদর হতো এবং তুমি তোমার চাকরকে অন্য চাদর কিনে দিতে! তখন আবু যার (রা) বলেন : আমি একবার এক ব্যক্তিকে গালি দেই, যার মা ছিল আজমী, আর আমি তার মায়ের নাম নিয়ে গাল-মন্দ করি।

৫০৬৭। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - মারুর ইবন সুওয়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু যার (রা)-কে রাব্বা নামকস্থানে মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বসে থাকতে দেখি এবং এ সময় গোলামের গায়ে সেরূপ চাদর ছিল। তখন কাওমের লোকেরা বলে : হে আবু যার! তুমি যদি তোমার গোলামের চাদরটা নিতে, তবে তোমার এক জোড়া চাদর হতো এবং তুমি তোমার চাকরকে অন্য চাদর কিনে দিতে! তখন আবু যার (রা) বলেন : আমি একবার এক ব্যক্তিকে গালি দেই, যার মা ছিল আজমী, আর আমি তার মায়ের নাম নিয়ে গাল-মন্দ করি।

তখন সে আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করে। তখন নবী ﷺ বলেন : হে আবু যার! তুমি এমন ব্যক্তি, যার থেকে জাহিলী যুগের গন্ধ আসছে! এরপর তিনি বলেন : এরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর ফযীলত দান করেছেন। কাজেই এদের মাঝে যাদের সাথে তোমাদের বনিবনা না হয়, তাদের বিক্রি করে দাও। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেবে না।

৫.৬৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ الرَّبِذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةٌ وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ *

৫০৬৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - মারুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাব্বা নামক স্থানে আবু যার (রা)-এর নিকট গমন করি। এ সময় তাঁর গায়ে একটা চাদর ছিল এবং তাঁর গোলামের গায়ে ও অনুরূপ একটা চাদর ছিল। তখন আমি তাকে বলি : হে আবু যার। তুমি তোমার গোলামের চাদরটা নিতে, তবে তোমার এক জোড়া চাদর হতো, আর তোমার গোলামকে একটা চাদর কিনে দিতে! তখন আবু যার (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি : এরা (দাস-দাসীরা) তোমাদের ভাই (বোন) স্বরূপ, যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই, যার অধীনে তার কোন ভাই থাকবে, তার উচিত- সে যা খায়, তাকে তা-ই খাওয়াবে : সে যা পরে, তাকে তাই পরাবে। আর সে যেন তাকে দিয়ে তার সামর্থের বাইরে পরিশ্রম না করায়। আর যদি সে তাকে দিয়ে অধিক পরিশ্রম করাতে চায়, তবে সে যেন তাকে সাহায্য করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : ইবন নুমায়র (র) আ'মাশ (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

৫.৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا أَعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لَوْجَهُ اللَّهُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوَلِمَ تَفْعَلُ لِلْفِعْتِكِ النَّارُ

وَتَمَسَّتْكَ النَّارُ *

৫০৬৯। মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার এক গোলামকে মারার সময় পেছন দিক থেকে এরূপ শব্দ আসে যে, হে আবু মাসউদ! আল্লাহ্ তোমার উপর এর চাইতে ও ক্ষমতা রাখেন, যেমন তুমি তুমি এর উপর রাখ! তখন আমি ফিরে দেখি যে, তিনি হলেন- রাসূলুল্লাহ্! তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযাদ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তুমি এরূপ না করতে, তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো! তোমাকে দোজখের আগুন জড়িয়ে ধরতো।

৫.৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ
قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرًا لِعِتْقِ *

৫০৭০। আবু কামিল (র) - - - আ'মশ (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাতে এরূপ বর্ণিত আছে : আমি একদিন আমার এক গোলামকে লাঠি দিয়ে মারছিলাম। তিনি হয়ে হাদীছে তাকে আযাদ করার কথা উল্লেখ করেননি।

৫.৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الزَّازِيُّ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ
مُورِقٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَا تَمْكُمُ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ
فَاطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُونَ وَمَنْ لَمْ يَلَانِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبَيْعُوهُ وَلَا
تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ *

৫০৭১। মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের দাস-দাসীদের মাঝে যারা তোমাদের মেযাজের অনুসারী, তোমরা তাদের সে খাদ্য খাওয়াবে, যা তোমরা খাবে এবং তাদের সেরূপ কাপড় পরাবে, যা তোমরা পরবে। আর তাদের মধ্যে যারা তোমাদের মতের অনুসারী নয়, তোমরা তাদের বিক্রি করে দেবে। তবে আল্লাহ্র মাখলুককে কষ্ট দেবে না।

৫.৭২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
زُفَرٍ عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعٍ عَنْ مَكِيثٍ عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ مَكِيثٍ
وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكََةِ
يَمْنٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُومٌ *

৫০৭২। ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) - - - রাফি' ইব্ন মাকায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন : দাস-দাসীদের সাথে সদ্যবহার কথা উত্তম এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা দুভাগ্যের কারণ।

৫.৭৩. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى نَا بَقِيَّةُ نَا عُثْمَانُ ابْنُ زُفَرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمِّنُ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُومٌ *

৫০৭৩। ইব্ন মুসাফ্ফা (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন রাফি' ইব্ন মুকায়ছ (র) তাঁর চাচা হারিছ ইব্ন রাফি' ইব্ন মুকায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। আর রাফি' (রা) জুহায়না গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নবী ﷺ বলেন : দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার-বরকতের কারণ হয় এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার- খারাবের কারণ হয়।

৫.৭৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَهَذَا حَدِيثُ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ قَالَا ثَنَا وَهَبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ إِلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً *

৫০৭৪। আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আব্বাস ইব্ন জুলায়দ হাজারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা গোলামকে কতবার ক্ষমা করবো? নবী ﷺ চুপ থাকলে সে ব্যক্তি আবার একই প্রশ্ন করে। তখনও তিনি চুপ থাকেন। লোকটি তৃতীয়বার একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, নবী ﷺ বলেন : তোমরা তাদের প্রত্যহ সত্তর বার ক্ষমা করবে।

৫.৭৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَاهِيْمٍ بْنُ مُوسَى الرَّازِيِّ أَنَا ح وَنَا مُؤْمِلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نَاعِيسُ بْنُ نَاعِيسٍ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ ﷺ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيٌّ مِّمَّا قَالَ جُلِدَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدَّثَنَا قَالَ مُؤَمِّلٌ نَا عِيسَى عَنْ الْفُضَيْلِ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ *

৫০৭৫। ইবরাহীম ইবন মুসা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমাকে আবুল কাসিম, অধিক তাওবাকারী নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তার দাস-দাসীদের উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ লাগাবে, অথচ সে তা থেকে পবিত্র ; কিয়ামতের দিন তাকে এজন্য বেত্রাঘাত করা হবে।

৫.৭৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ نَافِئٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نَزُولًا فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ وَفِينَا شَيْخٌ فِيهِ حِدَةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ فَلَطَمَ وَجْهَهَا فَمَا رَأَيْتُ سُؤَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ الْأَحْرُ وَجْهَهَا لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مَقْرِنٍ وَمَالَنَا إِلَّا خَدَمٌ فَلَطَمَ أَصْفَرْنَا وَجْهَهَا فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِعِتْقِهَا *

৫০৭৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - হিলাল ইবন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা সুওয়েদ ইবন মুকাররিন (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলাম। এ সময় আমাদের সাথে একজন বদ-মেজাজী বৃদ্ধ ছিল এবং তার সাথে একটা দাসী ও ছিল। লোকটি দাসীর গালে চড় মারলে, সুওয়েদ (রা) ভীষণ রাগান্বিত হন। আর এর আগে আমি কোন দিন তাকে এতো রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি বৃদ্ধ লোকটিকে বলেন : তুমি তাকে আযাদ করা ব্যতীত, আর কিছুতেই এর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। আমি দেখেছি, আমরা মাকরানের সাত সন্তান ছিলাম এবং আমাদের মাত্র একটা গোলাম ছিল। আমাদের মধ্যে যে সব চাইতে ছোট ছিল, সে গোলামটির গালে চড় দেয়। তখন নবী করীম আমাদের সে গোলামকে আযাদ করার নির্দেশ দেন।

৫.৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ نَامِعَاوِيَهُ يَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ أَقْتَصِرْ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرُ بَنِي مَقْرِنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتِقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْتَخْدِمَهُمْ حَتَّى يَسْتَفْتُوا فَإِذَا اسْتَفْتُوا فَلْيُعْتِقُوهَا *

৫০৭৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - মুআবিয়া ইবন সুওয়েদ ইবন মাকরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি আমার এক আযাদকৃত দাসকে চড় মারলে, আমার পিতা আমাকে ও তাকে ডেকে বলেন : তুমি তার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এরপর তিনি বলেন : আমরা মাকরানের সাত পুত্র ছিলাম- নবী করীম ﷺ -এর সময়; আর আমাদের মাত্র একটা দাস ছিল। আমাদের

এক ব্যক্তি তার গালে চড় দিলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তাকে আযাদ করে দাও। তখন তারা বলে : এ ছাড়া আর আমাদের কোন গোলাম নেই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তারা ধনী না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের সেবা করবে, আর যখন তারা সম্পদশালী হবে, তখন তাকে আযাদ করে দেবে।

৫.৭৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكَوَانَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ بَنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُوْدًا أَوْشَيْئًا فَقَالَ مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَوِّي هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَهُ *

৫০৭৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - যাযান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি ইবন উমার (রা)-এর কাছে আসি। তিনি তার একটি গোলাম আযাদ করেছিলেন। এরপর তিনি যমীন থেকে কিছু উঠিয়ে বলেন : আমি একে আযাদ করাতে কোনই ছাওয়াব পায়নি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার গোলামকে চড় মারে, এর কাফফারা হলো- তাকে আযাদ করে দেয়া।

৩৪. بَابُ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

৩৪. অনুচ্ছেদ : দাস-দাসী মনিবের সাথে ভাল ব্যবহার করলে সে সম্পর্কে

৫.৭৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ *

৫০৭৯। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন দাস তার মনিবের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং আল্লাহর ইবাদত উত্তমরূপে করে, তখন সে দ্বি-গুণ ছাওয়াব পায়। (মনিবের সেবার জন্য এবং আল্লাহর ইবাদতের জন্য।)

৩৫. بَابُ فِي مَنْ خَبِبَ مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلَاهُ

৩৫ অনুচ্ছেদ : অন্যের গোলামকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানি দিলে- এর পরিণাম

৫.৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُوَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَبَبَ زَوْجَةً امْرِيٍّ أَوْ مَمْلُوكَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৫০৮০। হাসান ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী বা দাস-দাসীকে, তার স্বামী বা মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৩৬. بَابُ فِي الْأَسْتِئْذَانِ

৩৬. অনুচ্ছেদ : অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে

৫.৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجُرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ مِشَاقِصٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتَلُهُ لِيَطْعَنَهُ *

৫০৮১। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কোন (বিবির) হুজুরাতে উঁকি দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। রাবী আনাস (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তীর নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত হতে দেখছিলাম।

৫.৮২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَوْا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ *

৫০৮২। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে, আর সে তার চোখ কানা করে দেয়, তবে এর কোন বদলা নেয়া হবে না।

৫.৮৩. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ وَلِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الذَّبْيَ ﷺ قَالَ دَخَلَ الْبَصْرُ فَلَا إِذْنَ *

৫০৮৩। রাবী ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যখন দৃষ্টি ঘরের মধ্যে পড়ে, তখন আর অনুমতির প্রয়োজন কী? (অর্থাৎ ভেতরে দৃষ্টিপাতের আগেই গৃহস্বামীর অনুমতি নিতে হবে,)

৫.৮৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ نَا رَوْحُ ح وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ أَنَّ عُمَرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنٍ وَجَدَايَةٍ وَضَغَابِيَسٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَدَخَلَتْ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُسَلِّمَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي ابْنُ صَفْوَانَ بِهَذَا أَجْمَعَ عَنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ أَخْبَرَهُ *

৫০৮৪। ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - কাল্দা ইব্ন হাম্বল (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দুধ, হরিণের গোশত ও কাঁকুড়সহ প্রেরণ করেন। এ সময় নবী করীম ﷺ মক্কার উঁচু ভূমিতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর কাছে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করলে, তিনি বলেন : তুমি ফিরে যাও এবং বল : আস-সালামু আলায়কুম। এ ঘটনা সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরের। উমার (রা) বলেন : এ সব ঘটনা আমাকে ইব্ন সাফওয়ান (র) বলেছেন। তবে এ বর্ণনায় আমি শুনেছি-এর উল্লেখ নেই। রাবী ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) উমাইয়্যা ইব্ন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেননি যে, আমি এ হাদীছ কাল্দা ইব্ন হাম্বল (র) থেকে শুনেছি। রাবী ইয়াহুইয়া (র) এরূপও বলেছেন : কাল্দা ইব্ন হাম্বল (র) আমার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান (র) থেকে তার কাছে বর্ণনা করেছেন।

৫.৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ قَالَ نَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِخَادِمِهِ أَخْرَجَ إِلَى هَذَا فَعَلِمَهُ الْأَسْتِيزَانُ فَقُلْ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ *

৫০৮৫। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - বনু আমেরের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চান, আর সে সময় তিনি তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন সে ব্যক্তি বলে : আমি কি ঘরে প্রবেশ করবো? এ সময় নবী করীম ﷺ তাঁর খাদিমকে বলেন : তুমি এ ব্যক্তির কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে

দাও। আর তাকেঃ “আসসালামু আলায়কুম” বলে অনুমতি চাইতে বল। সে ব্যক্তি একথা শুনে বলে : আসসালামু আলায়কুম, আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলে, সে ভেতরে প্রবেশ করে।

৫.৮৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَوَقَّفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا عَنْكَ وَهَكَذَا فَإِنَّمَا الْأِسْتِذَاذُ مِنَ النَّظَرِ *

৫০৮৬। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - হুযায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে আসে। রাবী উছমান (র) বলেন : তিনি ছিলেন সাআদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাবী উছমান (র) বলেন : তার মুখ ছিল দরজার দিকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : তুমি এভাবে দাঁড়াবে। কেননা। ভেতরে দৃষ্টিপাত করা, অনুমতি চাওয়ার মতই।

৫.৮৭. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৫০৮৭। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - তালহা ইবন মুসাররিফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনু সাআদ-এর জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫.৮৮. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنصُورٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ *

৫০৮৮। হানাদ ইবন সারী (র) - - - বিরঈ ইবন হিরাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমের গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। এরপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : মুসাদ্দাদ (র) আবু উয়ানা (র) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় বনু-আমেরের লোকের কথা উল্লেখ নেই।

৫.৮৯. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ

رَبْعِي عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ
فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخَلَ *

৫০৮৯। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) - - - রিব্বঈ (রা) আমের গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট প্রবেশের জন্য অনুমতি চায়। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এরপর সে বলে ; আমি নবী ﷺ-এর কথা শুনে বলি : আসসালামু আলায়কুম! আমি কি ভেতরে প্রবেশ করবো ?

৩৭. بَابُ كَمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي الْإِسْتِئْذَانِ

৩৭. অনুচ্ছেদ : ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার সময় ক'বার সালাম করবে ?

৫. ৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ نَاسِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِّنْ مُّجَالِسِ
الْأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَرَعَا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْرَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَتِيَهُ
فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي
فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْ
أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ قَالَ لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ فَقَالَ
أَبُو سَعِيدٍ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْفَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ *

৫০৯০। আহমদ ইবন আব্দা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আনসারদের এক মজলিসে বসেছিলাম। এ সময় আবু মূসা (রা) সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাযির হন। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি : আপনার ভয়ের কারণ কি? তিনি বলেন : উমার (রা) আমাকে ডাকেন এবং আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি না দেয়ায় আমি ফিরে এসেছি। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি আমার কাছে কেন আসনি? তখন আমি বলি : আমি গিয়ে তিনবার অনুমতি চেয়েছিলাম : কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আর নবী করীম ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চায়, আর তাকে অনুমতি না দেয়া হয়, তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমার (রা) বলেন : তুমি আমার সামনে তোমার এ বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষী পেশ কর। আবু সাঈদ (রা) বলেন : তোমার সামনে এ সম্পর্কে কাওমের সব চাইতে ছোট ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে। এরপর আবু মূসা (রা)-এর সংগে যান এবং তিনি তার সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

৫. ৯১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَقَالَ يَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى يَسْتَأْذِنُ الْأَشْعَرِيُّ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يَأْذِنْ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ قَالَ اثْنَيْنِ بَيِّنَةٍ عَلَى هَذَا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هَذَا أَبِي فَقَالَ أَبِي يَا عُمَرُ لَا تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৫০৯১। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি উমার (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনবার অনুমতি চান এবং বলেন : আবু মূসা অনুমতি চায়, আশআরী অনুমতি চায়, আবদুল্লাহ ইবন কায়স অনুমতি চায়। কিন্তু তাকে অনুমতি না দেয়ায় তিনি ফিরে যান। এরপর উমার (রা) তাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কেন ফিরে গেলে? তখন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেককে যেন তিনবার অনুমতি চায়। যদি সে অনুমতি দেয়, তবে ভেতরে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে যাবে। তখন উমার (রা) বলেন : তোমার এ বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষী পেশ কর। এরপর তিনি চলে যান এবং ফিরে এসে বলেন : এই যে উবায়্যা ইবন কা'ব, (যিনি এর সাক্ষী।) তখন উমায়্যা বলেন : হে উমার (রা)! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের কষ্ট দেবেন না। উমার (রা) বলেন : আমি আর কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের কষ্ট দেব না।

৫০৯২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ نَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَاَنْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخْفَى عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَلَكِنْ تَسَلَّمْتُ مَا شِئْتُ وَلَا تَسْتَأْذِنُ *

৫০৯২। ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) - - - উবায়দ ইবন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আবু মূসা (রা) উমার (রা)-এর কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি চান। এরপর তিনি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তখন আবু মূসা (রা) আবু সাঈদ (রা)-কে নিয়ে যান, যিনি উমার (রা)-এর সামনে এ হাদীছ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন। এ সময় উমার (রা) বলেন : এ হাদীছ আমার অজ্ঞাত ছিল, আর বাজারের বেচাকেনা আমাকে এ থেকে গাফেল রেখেছিল। এখন তোমরা যখনই চাবে সালাম করে প্রবেশ করবে, অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৫০৯৩. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ نَا عَبْدُ الْقَاهِرِ ابْنُ شُعَيْبٍ نَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى لَمْ

أَتَّهَمَكَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ *

৫০৯৩। যায়দ ইব্ন আখ্যাম (র) - - - আবু বুরদা (র) তার পিতা থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ আছে যে, উমার (রা) আবু মূসা (রা)-কে বলেন : আমি তোমার দোষারূপ করিনি, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার!

৫৯৯৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ عُلَمَائِهِمْ فِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهَمَكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوْلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৫০৯৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - রাবীআ ইব্ন আবু আবদুর রহমান এবং অন্যান্য আলিমদের পক্ষ হতে এ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, তখন উমার (রা) আবু মূসা (রা)-কে বলেন : আমি তোমার কোনরূপ দোষারূপ করছি না, বরং আমি ভয় করছি যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর কথাবার্তা বলছে! (অর্থাৎ তারা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা পরিহার করছে।)

৫. ৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَشَامُ أَبُو مَرْوَانَ الْمَعْنَى قَالَا نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا فَقَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلَا تَأْذَنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَرُهُ يُكْثِرُ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرَدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لَتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ سَعْدٌ بِغَسَلٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَّصْبُوعَةً بِزَعْفَرَانٍ وَوَرَسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْكَبُ فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ قَالَ هِشَامُ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ مُسَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ *

৫০৯৫। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - কায়স ইব্ন সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখা করার জন্য আমাদের ঘরে আসেন। তিনি বলেন : আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। তখন সাআদ (রা) আস্তে সালামের জবাব দেন। রাবী কায়স বলেন : আমি তাকে বলি : আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভেতরে আসার অনুমতি দেবেন না? তিনি বলেন : একটু সবর কর, তিনি আমাদের উপর আরো সালাম দিবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আসসালামু আলায়কুম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ। তখন সাআদ (রা) সালামের জবাব আস্তে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বলেন : আসসালামু আলায়কুম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে যেতে থাকলে সাআদ (রা) তাঁর পিছে এসে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সালামের শব্দ শুনি এবং আস্তে আস্তে জবাব দেই, যাতে আপনি অধিক বার আমাদের উপর সালাম দেন। রাবী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাআদের সাথে ফিরে আসে। সাআদ (রা) তাঁর জন্য গোসলের ব্যবস্থা করে রাখেন, যা দিয়ে তিনি গোসল করেন। তারপর সাআদ (রা) নবী ﷺ-কে যা'ফরান রঙে রঞ্জিত চাদর প্রদান করেন, যা দিয়ে তিনি তাঁর শরীর আচ্ছাদিত করেন। এরপর তিনি দু'হাত তুলে সা'আদের জন্য এরূপ দু'আ করেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি সাআদ ইব্ন উবাদার পরিবারের উপর বরকত ও রহমত নাযিল করুন। রাবী বলেন : তারপর নবী ﷺ সেখানে আহ্বার করেন। এরপর তিনি যখন ফিরে আসার ইরাদা করেন, তখন সাআদ (রা) তাঁর জন্য একটা গাধার ব্যবস্থা করেন, যার পিঠে একটা চাদর ছিল। এরপর নবী ﷺ তার পিঠে আরোহণ করেন। তখন সাআদ (রা) বলেন : হে কায়স! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাও। কায়স (রা) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : তুমি আরোহণ কর। কিন্তু আমি এতে আপত্তি করলে, নবী ﷺ বলেন : হয় তুমি আমার সাথে সওয়ার হও, নয়তো ফিরে যাও। কায়স (রা) বলেন : তখন আমি ফিরে আসি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : উমার ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ও ইব্ন সুমাআ (র) আওয়াঈ (র) থেকে মুরসাল হিসাবে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতে কায়স ইব্ন সাআদ (রা)-এর নাম উল্লেখ নেই।

৯৬. ৫. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ فِي أُخْرَى قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي قَبِيَّةٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَازَا أَتَى

بَابُ قَوْمٍ لَّمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْيَمَنِ أَوْ الْاَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ *

৫০৯৬। মুআম্মাল ইব্ন ফযল (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কাওমের দরজায় আসতেন, তখন তিনি সে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং তিনি দরজার ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন : আস্সালামু আলায়কুম! আস্সালামু আলায়কুম! আর তিনি এরূপ এ জন্য করতেন যে, সে সময় দরজায় কোন পর্দার ব্যবস্থা ছিল না।

২৮. بَابُ دَقِّ الْبَابِ عِنْدَ الْاِسْتِیْذَانِ

৩৮. অনুচ্ছেদ : অনুমতি চাওয়ার সময় দরজায় করাঘাত করা

৫০৯৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بِشْرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ زَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَيْنِ أَبِيهِ فَدَقَّقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ *

৫০৯৭। মুসাদ্দাদ (র) - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে যান তার পিতার দেনা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। এ সময় আমি দরজায় করাঘাত করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন : কে? আমি বলি : আমি। তখন তিনি বলেন : আমি, আমি (কি?)। মনে হয় তিনি এটা অপসন্দ করেন।

৫০৯৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِي أَمْسِكِ الْبَابَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَدَقَّ الْبَابَ *

৫০৯৮। ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র) - - - আবদুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সংগে একটা প্রাচীর ঘেরা অঙ্গনে প্রবেশ করি। তিনি আমাকে বলেন : দরজা বন্ধ করে রাখ। এসময় এক ব্যক্তি দরজায় করাঘাত করলে, আমি জিজ্ঞাসা করি : কে? এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৯. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَدْعِي أَيْكُونُ ذَلِكَ إِذْنُهُ

৩৯. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ ডাকার পরে যায়, তা অনুমতি নয় কি ?

৫০৯৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ وَهَشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ *

৫০৯৯। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যখন কেউ কাউকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠায়, তখন তা-ই তার অনুমতি।

৫১০০. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُقَالُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ *

৫১০০। হুসায়ন ইবন মুআয (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে খাবার জন্য আহবান করা হয়, আর সে আহবানকারীর সাথে আসে, এটাই তার জন্য অনুমতি।

৪. بَابُ الْأَسْتِيزَانِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ

৪০. অনুচ্ছেদ : সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় অনুমতি প্রসঙ্গে

৫১০১. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ح وَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ بَنُ سَفْيَانَ وَابْنُ عَبْدِ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا أَنَا سَفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةُ الْإِذْنِ وَإِنِّي لَأَمْرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ *

৫১০১। ইবন সারহ (র) - - - ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে আয়াতের উপর অধিকাংশ লোক আমল করে না। কিন্তু আমি আমার এ দাসীকে নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন আমার কাছে প্রবেশের আগে অনুমতি চায়।

৫১০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرَى هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي أَمَرْنَا فِيهَا بِمَا أَمَرْنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللَّهِ

تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
 الظَّهْرِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
 جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ قِرَاءَ الْقَعْنَبِيِّ إِلَى عَلِيٍّ حَكِيمٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ رَّحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السِّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِكُمْ
 سِتُّورٌ وَلَا جِعَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى
 أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالِاسْتِيزَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ بِالسُّتُورِ
 وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَحَدًا يَعْمَلْ بِذَلِكَ بَعْدُ *

৫১০২। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার ইরাকের কোন কোন লোক জিজ্ঞাসা করে : হে ইব্ন আব্বাস (রা)! এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যাতে আমাদের তিন সময় অনুমতি চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে ? কিন্তু কেউ-ই এর উপর আমল করে না ? যেমন আল্লাহর বাণী : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যাদের মালিক (দাস-দাসীগণ) এবং ঐ সমস্ত বালকেরা, যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তিনটি সময় তোমাদের কাছে অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হয়। তা হলো : ফজরের সালাতের আগে, দুপুরের সময়-যখন তোমরা কাপড় ছেড়ে থাক এবং ঈশার সালাতের পর। এ তিনটি সময় এমন, যখন সাধারণতঃ সতর খোলা থাকার আশংকা থাকে। এসময়ের পর তোমাদের এবং তাদের (আসাতে) কোন গুনাহ নেই, যারা সব সময় তোমাদের কাছে আসে। রাবী কা'নাবী (র) আলীমুন্ হাকীম-অর্থাৎ তিনি সব জানেন, হিক্মতওয়ালা, আয়াতের এ পর্যন্ত পাঠ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি খুবই সহনশীল ও অনুগ্রহকারী এবং তিনি সতর ডেকে রাখাকে পসন্দ করেন। যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন লোকদের পর্দা বা মশারীর কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই এরূপ অবস্থা হতো যে, কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতো, তখন হঠাৎ সেখানে কোন দাস-দাসী, বালক অথবা ইয়াতীম চলে আসতো। সে জন্য মহান আল্লাহ এ তিন সময় অনুমতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পর্দা খরিদের সামর্থ প্রদান করেন এবং আরো অসংখ্য কল্যাণ ও মংগল তার দান করেন। এরপর ও আমি কাউকে এ আয়াতের উপর আমল করতে দেখি না।

أَبْوَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় : সালাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় : সালাম

١. بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

১. অনুচ্ছেদ : পরস্পর সালাম করার প্রচলন- সম্পর্কে

٥١.٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نَا زُهَيْرُ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَاتَّبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ *

৫১০৩। আহমদ ইবন শু'আয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ যাতের কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে। আর তোমরা ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরের সাথে মহব্বত রাখবে। আর আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে? তা হলো : তোমরা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে? তা হলো : তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে।

٥١.٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ

قَالَ نُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ *

৫১০৪। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করে : ইসলামের কোন পদ্ধতিটি উত্তম। তিনি বলেন : খানা খাওয়ানো এবং প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম দেয়, চাই তুমি তাকে চেন বা না চেন।

২. بَابُ كَيْفِ السَّلَامِ

২. অনুচ্ছেদ : সালামের পদ্ধতি সম্পর্কে

৫১.৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ *

৫১০৫। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলে : আসসালামু আলায়কুম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সে দশটি নেকী পেয়েছে। এরপর একব্যক্তি এসে বলে : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। তিনি তার সালামের জবাব দিলে, সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সে বিশটি নেকী পেয়েছে। এরপর ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিলে সে বসে পড়ে। তখন তিনি বলেন : সে ত্রিশটি নেকী পেয়েছে।

৫১.৬. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ نَائِبُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ *

৫১০৬। ইসহাক ইবন সুওয়েদ রামলী (র) - - - মুআয ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর এক ব্যক্তি আসে এবং বলে : আসসালামু আলায়কুম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া-বারকাতুহ ওয়া-মাগ্ফিরাতুহ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সে ব্যক্তি চল্লিশ নেকী পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এ ভাবেই নেকী বেশী হতে থাকে।

৩. بَابُ فِي فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ

৩. অনুচ্ছেদ : প্রথমে সালাম দানকারীর মর্তবা সম্পর্কে

৫১.৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَهَبٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ الْحِمَصِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ *

৫১০৭। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি শ্রেয়, যে আগে সালাম দেয়।

৪. بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالسَّلَامِ

৪. অনুচ্ছেদ : আগে কাকে সালাম করতে হবে সে- সম্পর্কে

৫১.৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُلَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ *

৫১০৮। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছোট-বড়কে সালাম করবে, গমনকারী-উপবেশনকারীকে এবং অল্প লোক-অধিক লোকদের সালাম করবে।

৫১.৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أَنَا رَوْحُ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ ثَابِعٍ عَنْ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرُّكْبُ عَلَى الْمَاشِي ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ *

৫১০৯। ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি-পদব্রজে গমনকারীকে সালাম করবে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُفَارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقَاهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ

৫. অনুচ্ছেদ : বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মিলিত হলে- সালাম করা প্রসংগে

৫১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ *

৫১১০। আহমদ ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে মিলবে, তখন তাকে সালাম করবে। এরপর যদি উভয়ের মাঝে কোন গাছ, দেয়াল বা পাথরের আড়াল হয়, পরে আবার দেখা হয়, তখন পুনরায় তাকে সালাম করবে।

৫১১১. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا أَسْوَادُ بْنُ عَامِرٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدِخُلْ عُمَرُ *

৫১১১। আব্বাস আন্বারী (র) - - - উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসেন, যখন তিনি তাঁর ঘরের মধ্যে ছিলেন। তখন উমার (রা) বলেন : আস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ! আস-সালামু আলায়কুম। উমার কি ভেতরে আসতে পারে ?

৬. بَابُ فِي السَّلَامِ عَلَى الصَّبْيَانِ

৬. অনুচ্ছেদ : ছোটদের সালাম দেয়া- সম্পর্কে

৫১১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى غُلَامٍ يُلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ *

৫১১২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - অনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খেলায়রত কয়েকটি ছোট ছেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের সালাম করেন।

৫১১৩. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ نَا حَمِيدٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَنْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ فِي الْغُلَامَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي

فَارْسَلَنِي بِرِسَالَتِهِ وَقَعَدَ فِي ظِلِّ جِدَارٍ أَوْ قَالَ إِلَى جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ *

৫১১৩। ইব্ন মুছান্না (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসেন, আর আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। এসময় তিনি আমাদের সালাম দেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে একটা কাজে পাঠিয়ে দেন। আর তিনি একটি দেয়ালের ছায়ায় আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকেন।

৭. بَابُ فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের প্রতি সালাম করা- সম্পর্কে

৫১১৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ أَخْبَرْتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ مَرَّةً عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا *

৫১১৪। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আস্মা বিন্ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের পাশ দিয়ে গমনকালে- আমাদের প্রতি সালাম করেন।

৮. بَابُ فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

৮. অনুচ্ছেদ : যিম্মীদের প্রতি সালাম করা- সম্পর্কে

৫১১৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمْرُؤْنَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لَا تَبْدُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبْدُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ *

৫১১৫। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - সুহায়ল ইব্ন আবু সালিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক আমি আমার পিতার সাথে শামদেশে যাই। তখন লোকেরা নাসারাদের গির্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের প্রতি সালাম করে। এ সময় আমার পিতা বলেন : তোমরা তাদের আগে সালাম করবে না। কেননা, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের আগে সালাম করবে না। আর তাদের সাথে তোমাদের যখন রাস্তায় দেখা হয়, তখন তোমরা তাদের সংকীর্ণ রাস্তায় চলতে বাধ্য করবে।

৫১১৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ فِيهِ وَعَلَيْكُمْ *

৫১১৬। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ইয়াহুদীরা তোমাদের সালাম করে, তখন তারা বলে : আস্-সামু আলায়কুম, অর্থাৎ তোমরা মর , তারা আস্-সালামু আলায়কুম-অর্থাৎ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক বলে না। কাজেই তোমরা এদের সালামের জবাবে বলবে : ওয়া- আলায়কুম- অর্থাৎ তোমরা মর।

৫১১৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي بَصْرَةَ يَعْنِي الْغِفَارِيَّ *

৫১১৭। আমর ইবন মারযুক (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন : আহলে- কিতাবগণ (ইয়াহুদী- নাসারারা) আমাদের সালাম করে, আমরা তাদের সালামের জবাব কি ভাবে দেব ? নবী ﷺ বলেন : তোমরা শুধু ওয়া- আলায়কুম বলবে।

৯. بَابُ فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

৯. অনুচ্ছেদ : মজলিস থেকে উঠার সময় সালাম করা প্রসংগে

৫১১৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَانَا بِشَرِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسْتَأْذِنِ بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ *

৫১১৮। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোন মজলিসে যাবে, তখন সালাম করবে। আর সে উঠে আসবে, তখনও সালাম করবে। কেননা, প্রথমবার সালাম করা, দ্বিতীয় বার সালাম করার চাইতে অধিক জরুরী নয়। (অর্থাৎ উভয় সালামই জরুরী।)

১. بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

১০. অনুচ্ছেদ : আলায়কাস-সালাম বলা অনুচিত

৫১১৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي غِفَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْجُهَيْمِيِّ عَنْ أَبِي جُرَيْ الْجُهَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَوْتَى *

৫১১৯। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আবু জুরাই জুহায়মী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আলায়কাস সালাম। তখন তিনি বলেন : তুমি আলায়কাস সালাম বলবে না। কেননা, আলায়কাস সালাম হলো- মৃতদের সালাম।

১১. بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ الْوَحْدِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

১১. অনুচ্ছেদ : দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট

৫১২০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَدِّيُّ نَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُجْزَى عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ *

৫১২০। হাসান ইব্ন আলী (র) - - - আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : হাসান ইব্ন আলী (রা) এ হাদীছকে মারফু বলেছেন। তিনি বলেন যখন কোন দল কোথাও যায়, তখন তাদের একজন সালাম দিলেই যথেষ্ট হবে। আর বসা লোকদের মধ্য থেকে একজন সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট ; (সকলের সালাম দেয়া বা সালামের দেয়া জরুরী নয়।)

১২. بَابُ فِي الْمُصَافَحَةِ

১২. অনুচ্ছেদ : মুসাফাহ (করমর্দন) করা সম্পর্কে

৫১২১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنْزِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَاسْتَفْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا *

৫১২১। আমর ইবন আওন (র) - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয় এবং মুসাফা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তখন তিনি তাদের মাফ করে দেন।

৫১২২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقَا *

৫১২২। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হওয়ার পর মুসাফা করে, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

৫১২৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ *

৫১২৩। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন ইয়ামানের লোকেরা আসে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কাছে ইয়ামানের লোকেরা এসেছে। আর এরা তারা, যারা সর্ব প্রথম মুসাফা করা শুরু করে।

১৩. بَابُ فِي الْمُعَانَقَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ : মু'আনাকা (আলিগতন) করা সম্পর্কে

৫১২৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ غَنَزَةَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ

حَيْثُ سِيرَ مِنَ الشَّامِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أُخْبِرَكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجُودَ وَأَجَرَدَ *

৫১২৪। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আইউব ইব্ন বাশীর ইব্ন কাআব (র) আনযা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আবু যার (রা) যখন শামদেশ পরিত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁকে বলেন : আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটা হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আবু যার (রা) বলেন : আমি অবশ্যই তোমাকে তা অবগত করবো, কিন্তু যদি তা কোন গোপন ব্যাপার না হয়। তখন আমি বলি : এ কোন গোপন বিষয় নয়। আচ্ছা, যখন আপনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে দেখা করতেন, তখন কি তিনি আপনাদের সাথে মুসাফাহা করতেন? আবু যার (রা) বলেন : আমি যখনই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেছি, তখনই তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান, কিন্তু সে সময় আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি ঘরে ফিরে জানতে পারি যে, নবী ﷺ আমাকে ডেকেছেন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হই, তখন তিনি উঁচু আসনে সমাসীন ছিলেন। এ সময় তিনি আমাকে তাঁর বুকের সাথে মিশান, অর্থাৎ মু'আনাকা করেন। যা খুবই উত্তম ছিল, উত্তম ছিল !

১৪. بَابُ فِي الْقِيَامِ

১৪. অনুচ্ছেদ : সম্মানের জন্য দাঁড়ান- সম্পর্কে

৫১২৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৫১২৫। হাফস ইব্ন উমার (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন বনু কুরায়যার লোকেরা সাআদ (রা)-এর নির্দেশে তাদের দুর্গ পরিত্যাগ করে বাইরে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাআদ (রা)-কে ডাকেন। তিনি একটি সাদা রঙের গাধায় চড়ে সেখানে

উপস্থিত হন। তখন নবী করীম সাব্বাহ তাদের বলেন : তোমরা তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও, অথবা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির দিকে উঠে যাও, এরপর সাআদ (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাব্বাহ -এর পাশে বসেন।

৫১২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ *

৫১২৬। মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - শূ'বা (রা) থেকে একরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি আরো বলেন : সাআদ (রা) যখন মসজিদের কাছে আসেন, তখন নবী সাব্বাহ আনসারদের বলেন : তোমরা তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও।^১

৫১২৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلَاوًا قَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلَامًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَسَنُ السَّمْعَةَ وَالْهَدْيَ وَالِدَلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كُرَّمِ اللَّهِ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَآخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَآخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَاجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا *

৫১২৭। হাসান ইবন আলী ও ইবন বাশশার (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ফাতিমা (রা)-এর চাইতে আর কাউকে কথা-বার্তায় ও চাল-চলনে রাসূলুল্লাহ সাব্বাহ -এর সাথে অধিক মিল দেখিনি। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাব্বাহ -এর কাছে আসতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে চুমা দিতেন এবং তাঁর হাত ধরে নিজের আসনে বসাতেন। একইভাবে যখন নবী সাব্বাহ তাঁর কাছে যেতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকে চুমা দিতেন এবং হাত ধরে তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন।

১৫. بَابُ فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

১৫. অনুচ্ছেদ : নিজের বাচ্চাদের চুমা দেয়া-সম্পর্কে

৫১২৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১. হযরত সাআদ (রা) পায়ে আঘাত পান, সে জন্য তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামাবার জন্য লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাই নবী (সা) আনসারদের বলেন : তোমরা তোমাদের নেতাকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছে যাও। (-অনুবাদক।)

أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْبِلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِّنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ *

৫১২৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হুসায়ন (রা)-কে চুমা দিতে দেখে বলেন : আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি কাউকে এমন আদর করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রহম করে না, তার প্রতি রহম করা হয় না।

৫১২৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ نَاهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ ابْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عَذْرَكَ وَقَرَّ أَعْلَاهَا الْقُرْآنُ فَقَالَ أَبَوَايَ قَوْمِي فَقَبِّلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَيَّاكُمَا *

৫১২৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আইশা (রা) বলেছেন : (অপবাদের ঘটনার পর) নবী ﷺ বলেন : তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। মহান আল্লাহ তোমার কথা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। এরপর নবী ﷺ সে আয়াত পাঠ করে তাঁকে শোনান। তখন আমার বাপ-মা আমাকে বলেন : ওঠো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় চুমা খাও। তখন আমি বলি : আমি মহা-সম্মানিত আল্লাহর শোকর আদায় করছি, তোমাদের নয়। (কেননা, আমার রবই আমার পবিত্রতার কথা তাঁর কালামে বর্ণনা করেছেন। আপনারা নন!)

১৬. بَابُ فِي قُبْلَةٍ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ

১৬. অনুচ্ছেদ : দু' চোখের মাঝখানে চুমা খাওয়া- সম্পর্কে

৫১৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ *

৫১৩০। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) - - - শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা)-এর সাথে মিলিত হয়ে, তাঁর সাথে মু'আনাকা (আলিঙ্গন) করেন এবং তাঁর দু' চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে চুমা দেন।

১৭. بَابُ فِي قُبْلَةِ الْخَذِّ

১৭. অনুচ্ছেদ : গালে চুমা দেয়া- সম্পর্কে

৫১৩১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ دَعْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

৫১৩১। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - ইয়াস ইব্ন দি'ফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু নাযরা (রা)কে ইমাম হাসান (রা)-এর গালে চুমা দিতে দেখেছি।

৫১৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ نَا ابْرَاهِيمَ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بَنِيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا *

৫১৩২। আবদুল্লাহ ইব্ন সালিম (র) - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু বকর (রা) যখন প্রথম মদীনায়ে আসেন, তখন আমি তাঁর সংগে ছিলাম। এ সময় তাঁর মেয়ে আইশা (রা) জ্বরাক্রান্ত হয়ে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর (রা) তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে বলেন : হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি কেমন আছে? এরপর তিনি তাঁর গালে চুমা দেন।

১৮. بَابُ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ

১৮. অনুচ্ছেদ : হাতে চুমা দেয়া- সম্পর্কে

৫১৩৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَدَنَوْنَا يَعْنِي مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلَنَا يَدَهُ *

৫১৩৩। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুমা দেই।

১৯. بَابُ فِي قُبْلَةِ الْجَسَدِ

১৯. অনুচ্ছেদ : শরীরে চুমা দেয়া- সম্পর্কে

৫১৩৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَسِيدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ

وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَنَا يَضْحَكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ
فَقَالَ أَصْبِرْنِي قَالَ اصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَى قَمِيصٍ فَرْفَعُ
النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَقْبَلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ *

৫১৩৪। আমরা ইবন আওন (র) - - - উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একজন
আনসার সাহাবী ছিলেন, একদিন তিনি লোকদের সাথে হাস্য-কৌতুকরত থেকে তাদের
হাসাচ্ছিলেন। এ সময় নবী ﷺ তার পেটে কাঠ দিয়ে গুতা দেন। তখন উসায়দ (রা) বলেন :
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেন। তখন তিনি বলেন : আচ্ছা, তুমি
প্রতিশোধ নিয়ে নেও। উসায়দ (রা) বলেন : আপনি তো জামা গায়ে দিয়ে আছেন, আমার গায়ে
তো জামা ছিল না। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর জামা উপরে উঠালে, উসায়দ (রা) তাঁর পার্শ্ব দেশে
চুমা দিতে থাকে এবং বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটাই আমার মাকসূদ বা উদ্দেশ্য ছিল!

২. بَابُ قُبْلَةِ الرَّجُلِ

২০. অনুচ্ছেদ : পায়ে চুমা দেয়া- সম্পর্কে

৫১৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا مَطْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْتَقُ حَدَّثَنِي أُمُّ
أَبَانَ بْنِتُ الْوَازِعِ بْنِ زِرَاعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ
لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رُؤُوحِنَا فَنُقْبِلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَرَجْلَهُ وَانْتَظَرُ الْمُنْدِرُ الْأَشْجُ حَتَّى آتَى عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبِيَهُ ثُمَّ آتَى
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْإِنَاءَةُ قَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمْ اللَّهُ جَبَلْنِي عَلَيْهِمَا قَالَ بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ *

৫১৩৫। মুহাম্মদ ইবন ঈসা (র) - - - যারি' (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি আবদুল কায়স গোত্রের
অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি বলেন : যখন আমরা মদীনায়ে আসি, তখন আমরা আমাদের উট
থেকে দ্রুত নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ও পায়ে চুমা দেই। রাবী বলেন : মুনযির আশাজ
কিছুটা বিলম্ব করেন। কেননা, তিনি তার গাট্রী থেকে কাপড় বের করে, তা পরিধান করে নবী
করীম ﷺ-এর কাছে আসেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বলেন : তোমার মধ্যে দু'টি গুণ আছে, যা
আল্লাহ পসন্দ করেন। তা হলো : একটি সবর এবং দ্বিতীয়টি শান্ত ভাব। তিনি জিজ্ঞাসা করেন :

ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ দু'টি বিশেষ গুণ কি আমাদের অর্জিত-গুণ, না মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মধ্যে এমন দু'টি জিনিস দান করেছেন- যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পসন্দ করেন।

২১. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ

২১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন এরূপ বলা

৫১৩৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا مُسْلِمٌ نَا هِشَامُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا فِدَاؤُكَ *

৫১৩৬। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ আমাকে বলেন : হে আবু যার! তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত এবং হাযির আছি এবং আমি আপনার জন্য উৎসর্গীত।

২২. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا

২২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তোমার চোখ শীতল রাখুন- এরূপ বলা

৫১৩৭. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعَمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْأَسْلَامُ نُهَيْتُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنُكَ *

৫১৩৭। সালামা ইবন শাবীব (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাহিলী যুগে এরূপ বলতাম যে, “আল্লাহ তোমার চোখকে শীতল করুন। তুমি সকালে শান্তিতে থাক।” কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে আমাদের এরূপ বলতে নিষেধ করা হয়।

রাবী আবদুর রায্বাক (র) বলেন : মুআম্মার (র) বলেছেন : কোন লোকের এরূপ বলা উচিত নয় যে, “মহান আল্লাহ তোমার দ্বারা চোখকে শীতল করুন।” তবে এরূপ বলাতে কোন দোষ নেই যে, “আল্লাহ তাআলা তোমার দু'চোখকে শীতল করুন।”

২৩. بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ حَفِظَكَ اللَّهُ

২৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তোমার হিফাজত করুন- এরূপ বলা

৫১৩৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ النَّصَارِيِّ قَالَ نَا أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَعَطِشُوا فَأَنْطَلَقَ سَرْعًا نَ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظَكَ بِهِ نَبِيُّهُ *

৫১৩৮। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এরবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। এ সময় লোকের তৃষ্ণার্থ হওয়ায় সকলে দ্রুত চলে যায় এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিফাজতের দায়িত্ব পালন করি। তখন তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করুন, যেমন তুমি তাঁর নবীর হিফাজত করলে।

২৪. بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يُعْظِمُهُ بِذَلِكَ

২৪. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ান- সম্পর্কে

৫১৩৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِِيدِ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا امْقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ *

৫১৩৯। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা মুআবিয়া (রা)- ইব্ন যুবায়র ইব্ন আমির (রা)-এর কাছে যান। তখন ইব্ন আমির (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং ইব্ন যুবায়র (রা) বসে থাকেন। তখন মুআবিয়া (রা)- ইব্ন আমির (রা)-কে বলেন : তুমি বস। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এ পসন্দ করে যে, লোকেরা তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

৫১৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنِ الْعَدْلَسِ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُومُوا
كَمَا تَقُومُوا الْأَعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا *

৫১৪০। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আবু উমামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ লাঠি ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসেন। তখন আমরা তার সম্মানে দাঁড়ালে, তিনি বলেন : তোমরা আজমীদের অর্থাৎ অনারবদের মত একে অন্যের সম্মানে দাঁড়াবে না।

২৫. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فَلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

২৫. অনুচ্ছেদ : অন্যের সালাম পৌছান- সম্পর্কে

৫১৪১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ
بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ائْتِهِ فَأَقْرِأَهُ السَّلَامَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي
يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامَ *

৫১৪১। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি হাসান (রা)-এর দরজায় বসে ছিলাম। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে বলে যে, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি আমার দাদা থেকে হাদীছ শুনেছেন। তিনি বলেন : একবার আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠান এবং বলেন : তুমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমার সালাম পেশ করো।

রাবী বলেন : আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলি যে, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তখন তিনি বলেন : তোমার ও তোমার পিতার প্রতি সালাম।

৫১৪২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ زَكَرِيَّا عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِئِيلَ
يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ *

৫১৪২। আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন : জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তখন আইশা (রা) বলেন : তাঁর প্রতি সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

২৬. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُنَادِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ

২৬. অনুচ্ছেদ : কেউ ডাকলে “লাব্বায়ক” বলা- সম্পর্কে

৫১৪৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفُهْرِيَّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَبِيسَتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَاتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدَحَانَ الرُّوَّاحُ فَقَالَ أَجَلٌ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ قُمْ فَتَارِمِنْ تَحْتَ سَمُرَةٍ كَانَ ظِلُّهُ طَائِرٍ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ اسْرُجْ لِي الْفَرَسَ فَأَخْرَجَ سُرْجًا دَفَّتَاهُ مِنْ لَيْفٍ لَيْسَ فِيهِمَا أَشْرٌ وَلَا بَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيثُ *

৫১৪৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) - - - আবু আবদুর রহমান ফিহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হুনায়েনের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমরা এমন এক সময় সফর করি, যখন ছিল প্রচণ্ড গরম। ফলে, আমরা একটি গাছের নীচে অবস্থান করি। এরপর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, তখন আমি আমার লৌহবর্ম পরে, ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসি। তখন তিনি তাঁর তাঁবুর মাঝে অবস্থান করছিলেন। আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম রহমত ও বরকত নাযিল হোক, এখন সফরের সময় উপস্থিত। তখন নবী ﷺ বলেন : হ্যাঁ। এরপর তিনি বলেন : হে বিলাল! উঠ! এ সময় বিলাল (রা) একটা গাছের নীচ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং তার শরীরের ছায়া ছিল পাখীর ন্যায়। বিলাল (রা) বলেন : লাব্বায়ক অর্থাৎ আমি হাযির, সব ধরনের খিদমতের জন প্রস্তুত এবং আপনার জন্য উৎসর্গীত। তখন নবী ﷺ বলেন : আমার ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধ। এরপর বিলাল (রা) জিন বের করেন, যার দু'পাশ খেজুরের পাতায় ভরা ছিল এবং তাতে অহংকার প্রকাশের মত কিছুই ছিল না। তারপর নবী ﷺ সওয়ার হলে, আমরা ও আমাদের বাহনে সওয়ার হই।

২৭. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُلُ لِلرَّجُلِ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنِّكَ

২৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ আপনাকে হাসি মুখে রাখুন এরূপ বলা- সম্পর্কে

৫১৪৪. حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْكِيُّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ

وَأَنَا لِحَدِيثِ عِيْسَى أَضْبَطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنِ السَّرِيِّ يَعْنِي السَّلْمِيُّ
نَا ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ضَحِكَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْعَمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنِّكَ *

৫১৪৪। ঈসা ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন কিনানা (রা) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলে, আবু বকর (রা) অথবা উমার (রা) বলেন : আল্লাহ আপনাকে সব সময় হাসী মুখে রাখুন।

২৮. بَابُ فِي الْبِنَاءِ

২৮. অনুচ্ছেদ : গৃহ নির্মাণ-প্রসঙ্গে

৫১৪৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَفْصٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو قَالَ مَرَّبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَطِيقُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّي فَقَالَ مَا
هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أَصْلَحُهُ فَقَالَ الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ *

৫১৪৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে যান, যখন আসি এবং আমার মা আমাদের একটা দেয়ালে চুনকান করছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : হে আবদুল্লাহ ! এটা কি ? আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! দেয়াল সংস্কার করছি। এ সময় তিনি বলেন : মৃত্যু এর চাইতেও দ্রুত আগমনকারী! (কাজেই প্রয়োজনের চাইতে বিলাসিতার জন্য কিছু না করাই ভাল!)

৫১৪৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ الْمَعْنَى قَالَا أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصَالَنَا
وَهِيَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا خُصٌّ لَنَا وَهِيَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ *

৫১৪৬। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - আ'মশ (রা) একুপই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে যান, যখন আমরা আমাদের একটা পুরাতন ঘর ঠিক করছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : এটা কি ? আমরা বলি : এটা আমাদের একটা পুরাতন ঘর, যা আমরা ঠিক করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার ধারণা মতে মৃত্যু এর চাইতেও দ্রুত আগমনকারী! (কাজেই অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করে লাভ কী?)

৫১৪৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ لِفُلَانِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْأَعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا نَكِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ مَا فَعَلْتَ الْقُبَّةُ قَالُوا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرُنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا يَعْنِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ *

৫১৪৭। আহমদ ইবন ইউনুস (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে একটা উঁচু গম্বুজ দেখতে পান। তখন তিনি বলেন : এটা কি? তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে বলেন : এটা অমুক আনসারের বাড়ী। রাবী বলেন : এ কথা শুনে তিনি চুপ করে থাকেন, কিন্তু বিষয়টি তিনি মনে রাখেন। এরপর সে লোক যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসে এবং তাঁকে মজলিসে সালাম করে, তখন তিনি কয়েকবার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এমন কি লোকটি জানতে পারে যে, নবী ﷺ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন ঐ উঁচু গম্বুজ বানানোর কারণে, আর এ জন্যই তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। লোকটি এ ব্যাপারে তার বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করে এবং বলে : আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অসন্তুষ্ট দেখছি। তখন তারা বলে : নবী ﷺ একদিন বের হয়ে তোমার বালাখানা দেখেন। (মনে হয় এতে তিনি নাখোশ হয়েছেন।) তখন সে ব্যক্তি ফিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলে, এমনকি তা মাটির সমান করে দেয়। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হন এবং সেখানে সে উঁচু গম্বুজ দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন : সে বাড়ীটি কই? সাহাবীগণ বলেন : বাড়ীর মালিক আমাদের কাছে এ ব্যাপারে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে, আমরা তাকে এ ব্যাপারে আপনার অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেই : ফলে, সে তা ভেঙে ফেলেছে। তখন নবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক বিলাস-বহুল বাড়ী তার মালিকের জন্য শাস্তির কারণ হবে, তবে বসবাসের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, এরূপ বাড়ী নির্মাণে কোন ক্ষতি নেই।

২৯. بَابُ فِي اتِّخَاذِ الْغُرَفِ

২৯. অনুচ্ছেদ : প্রাসাদ নির্মাণ-প্রসংগ

৫১৪৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّوَّاسِيُّ نَاعِيسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامُ فَقَالَ يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ فَأَرْتَقَى بِنَا إِلَى عُلْيَا فَاخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ *

৫১৪৮। আবদুর রহীম (র) - - - দুকায়ন ইব্ন সাদ্দ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে খাদ্য-শস্য চাই। তখন তিনি বলেন : হে উমার! তাদের খাদ্য-শস্য দাও। তখন উমার (রা) আমাদের একটা প্রসাদে নিয়ে যান এবং তাঁর ঘর থেকে চাবি নিয়ে-এর দরজা খোলেন।

৩০. بَابُ فِي قَطْعِ السِّدْرِ

৩০. অনুচ্ছেদ : কুল বৃক্ষ কাটা- সম্পর্কে

৫১৪৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبْشَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ *

৫১৪৯। নযর ইব্ন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন হাবাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

৫১৫০. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَرَهُ *

৫১৫০। মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - উরওয়া ইব্ন যুযায়র (রা) নবী করীম ﷺ থেকে উক্ত হাদীছটি মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন

৫১৫১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَا أَنَا حُسَيْنُ

بُنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَالَتْ هِشَامَ بَنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ وَهُوَ مُسْتَنْدٌ اِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ اَتَرَى هَذِهِ الْاَبْوَابَ وَالْمَصَارِيْعَ اِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةَ يَقْطَعُهُ مِنْ اَرْضِهِ وَقَالَ لَابَاسَ بِهِ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِيَ يَاعِرَاقِيُ جِئْتَنِي بِبِدْعَةٍ قَالَ قُلْتُ اِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ *

৫১৫১। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) - - - হুসায়ন ইবন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি হিশাম ইবন উরওয়া (রা)-কে কুল গাছ কাটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, আর এ সময় তিনি উরওয়ার প্রাসাদে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বলেন : তোমরা যে দরজা ও চৌকাঠ দেখছো, তা উরওয়া কুল বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তৈরী করেছেন, আর তিনি তা তাঁর যমীন থেকে কেটে আনেন। এরপর তিনি বলেন : এতে কোন ক্ষতি নেই।

রাবী হামীদ (র) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন হিশাম (রা) বলেন : হে ইরাকী! তুমি আবার কি বিদ'আত নিয়ে আসলে?

রাবী হুসায়ন (র) বলেন : খন আমি বলি : এ বিদ'আত তো আপনাদের তৈরী। কেননা, আমি শুনেছি, মক্কাতে কেউ কেউ এরূপ বলে : যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লানত করেছেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।^১

৩১. بَابُ فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى

৩১. অনুচ্ছেদ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ-সম্পর্কে

৫১৫২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّرْنَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تَنْحِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِيكَ *

৫১৫২। আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু বুরায়দা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানব দেহে

১. হেরেম শরীফের কুল বৃক্ষ বা রাস্তার পাশে ছায়াদানকারী কুল বৃক্ষ এবং ইয়াতীমদের কুল গাছ কাটার ব্যাপারে এ নিষেধাজ্ঞা, অপ্রয়োজনীয় কুল গাছ, নিজের প্রয়োজনের জন্য কাটা নিষিদ্ধ নয়। (-অনুবাদক।)

তিন শত ষাটটি জোড়া আছে। কাজেই, তাদের উচিত প্রত্যেক জোড়ার জন্য কিছু সাদাকা দেয়া। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : হে আল্লাহর নবী ! এরূপ করতে কে সক্ষম? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মসজিদ থেকে খুথু ইত্যাদি পরিষ্কার করা, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো- এ সবই সাদাকা। আর যদি তুমি এরূপ করতে না পার, তবে চাশতের সময় দু'রাকাত সালাত আদায় করলে, তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

৫১৫৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عِيَّادِ بْنِ عَبَّادٍ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ مِنْ وَأَصْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِي شَهْوَتُهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتُمُ قَالَ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الصُّحَى *

৫১৫৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের শরীরের প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটা সাদাকা ওয়াজিব হয়। যে দেখা করে, তাকে সালাম করা- সাদাকা; কাউকে ভাল কাছের নির্দেশ দেয়া- সাদাকা; খারাপ কাজ থেকে মানা করা- সাদাকা; রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা- সাদাকা; এমনকি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও- সাদাকা। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো নিজের কামস্পৃহা পূরণ করে, এটা সাদাকা হবে কিরূপে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি সে তা অবৈধ স্থানে চরিতার্থ করে, তবে কি সে গুনাহগার হবে না? এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ সব কিছুর পক্ষ থেকে চাশতের সময় দু'রাকাত সালাত আদায় করাই যথেষ্ট।

৫১৫৪. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ نَا خَالِدُ بْنُ نُوَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِهِ *

৫১৫৪। ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

৫১৫৫. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَزَعَ رَجُلٌ

لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَ قَطُّ غُصْنٍ شَوْكَ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ فَأَلْقَاهُ
وَإِمَّا كَانَ مُوَضُّوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَادْخَلَهُ الْجَنَّةَ *

৫১৫৫। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার জীবনে কোন ভাল কাজ করিনি, রাস্তা থেকে কাঁটা দার বৃক্ষের একটা শাখা দূর করা ছাড়া। হয় সে তা গাছ থেকে কেটে ফেলেছিল, নয়তো তা রাস্তা থেকে অপসারণ করেছিল। মহান আল্লাহ তার এ ভাল কাজটি পসন্দ করেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করেন।

৩২. بَابُ فِي إطفاءِ النارِ بِاللَّيْلِ

৩২. অনুচ্ছেদ : রাতে আগুন নিভিয়ে রাখা- সম্পর্কে

৫১৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
أَبِيهِ رِوَايَةً وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ
تَنَامُونَ *

৫১৫৬। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - সালিম (রা) তার পিতা ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

৫১৫৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا
أَسْبَاطُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ فَأَخَذَتْ تَجْرُ
الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَالْقَتَهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي
كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهِمٍ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوا
سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِقُكُمْ *

৫১৫৭। সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার একটা ইদুর জ্বলন্ত শলতে টেনে আনে, এবং সে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেজুর পাতার তৈরী বিছানার উপর রাখে, যার উপর তিনি বসে ছিলেন। ফলে, সে বিছানার এক-দিরহাম পরিমাণ অংশ পুড়ে যায়। তখন তিনি বলেন : যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের চেরাগগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা, শয়তান এদেরকে (ইদুর ইত্যাদিকে) এ ধরনের কাজের জন্য প্ররোচিত করে, যা তোমাদের পুড়িয়ে দেয়।

৩৩. بَابُ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ

৩৩. অনুচ্ছেদ : সাপ মারা- সম্পর্কে

৫১৫৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا سَأَلْنَا هُنَّ مَا حَارَبْنَا هُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৫১৫৮। ইসহাক ইবন ইসমাইল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন থেকে আমরা সাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, তখন থেকে আমরা সাপ হতে নিরাপদ নই। কাজেই, যে ব্যক্তি ভীত হয়ে তাকে ছেড়ে দেবে, (অর্থাৎ মারবে না); সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৫১৫৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ بَيَانَ السَّكْرِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَوْسُفَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا *

৫১৫৯। আবদুল মাজীদ (র) - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সব ধরনের সাপ মারবে। যে ব্যক্তি তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে ছেড়ে দেবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৫১৬০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أَرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَأَلْنَا هُنَّ مَنْ تَرَكَ حَارَبْنَا هُنَّ *

৫১৬০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ ভয়ে সাপকে ছেড়ে দেবে যে, সে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। কেননা, যখন থেকে আমরা সাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, তখন থেকে আমরা সাপ হতে নিরাপদ নই।

৫১৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ نَا

১. জাহিলী যুগে- তারা মনে করতো যে, সাপের জোড়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাই তারা সাপ মারতো না। ইসলাম এ প্রথা রহিত করে এবং সাপ মারার নির্দেশ দেয়। কারণ, সাপের দংশনে মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী মারা যায়। (-অনুবাদক।)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّاتِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصَّفَّارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ *

৫১৬১। আহমদ ইবন মানী (র) - - - আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন : আমরা যমযম কূপের চার-পাশ ঝাঁড়ু দিতে চাই ; কিন্তু সেখানে ছোট ছোট সাপ আছে ; (কাজেই আমরা কি করবো?) তখন নবী করীম ﷺ তাদের মারার নির্দেশ প্রদান করেন।

৫১৬২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ *

৫১৬২। মুসাদ্দাদ (র) - - - সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাপ মারবে এবং সেই সাপ, যার পিঠে দু'টি সাদা রেখা আছে এবং যার লেজ নেই। কেননা, এরা বিষধর হওয়ার কারণে- দর্শন শক্তি বিনষ্ট করে দেয় এবং গর্ভস্থিত সন্তান ধবংস করে দেয়। রাবী বলেন : এরপর আবদুল্লাহ (রা) যে সাপ দেখতে পেতেন, তা মেরে ফেলতেন। একদা আবু লুবাবা (রা) অথবা যায়দ ইবন খাত্তাব (রা) তাঁকে একটা সাপ মারতে উদ্যত দেখে বলেন : নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَافِي بُطُونِ النِّسَاءِ *

৫১৬৩। কা'নাবী (র) - - - আবু লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সব সাপ মারতে নিষেধ করেছেন, যারা ঘরে বসবাস করে। তবে তিনি সে সাপ মারার নির্দেশ দেন, যাদের দু'টি মুখ এবং লেজ কাটা। কেননা, এরা বিষধর হওয়ার কারণে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি সাধন করে।

৫১৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ

يَعْنِي إِلَى الْبَقِيعِ *

৫১৬৪। মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমার (রা) আবু লুবাबा (রা) থেকে এ হাদীছ শোনার পর তার ঘরে একটি সাপ দেখতে পান। তখন তিনি তাকে (সাপকে) বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন।

৫১৬৫. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ بَيْتِهِ *

৫১৬৫। ইবন সারহ (র) - - - নাফি' (রা) এ হাদীছ বলেন : আমি সে সাপকে পরবর্তীতে তাঁর ঘরে দেখেছি।

৫১৬৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى أَبِي السَّعِيدِ يَعُودَانِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِينَا صَاحِبَانَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبَلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْهُوَامَ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُحْرِجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّ شَيْطَانَ *

৫১৬৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন- কোন সাপ জিন। কাজেই, কেউ যখন তার ঘরে সাপ দেখে, তখন সে যেন তাকে তিনবার এরূপ বলে : আর বের হবে না, অন্যথায় তোমার কষ্ট হবে। এরপরও যদি সে বের হয়, তবে তাকে হত্যা করবে; কেননা, সে শয়তান।

৫১৬৭. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ صَيْفِيٍّ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحَرِيكَ شَيْءٍ أَتَنَظَّرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُلْتُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَا لَكَ فَقُلْتُ حَيَّةٌ هَهُنَا قَالَ فَتَرِيدُ مَاذَا قُلْتُ أَقْتُلُهَا فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي دَارِهِ تِلْقَاءَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَمِّ لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَأَذِنَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسِلَاحِهِ فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجْتَنِي فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَوِ الْحَيَّةُ فَأَتَى قَوْمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَدِّثُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنَّ بَدَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ *

৫১৬৭। ইয়াযীদ ইব্ন মাওহাব (র) - - - আবু সাই'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে এসে বসি। এ সময় আমি তার চৌকির নীচে কিছু আওয়াজ শুনতে পাই। আমি তাকিয়ে দেখি যে, একটা সাপ! তখন আমি দাঁড়ালে- আবু সাঈদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কি হয়েছে? তখন আমি বলি : এখানে একটা সাপ। তিনি বলেন : তুমি কি করতে চাও? তখন আমি বলি : আমি তাকে মেরে ফেলবো। তখন তিনি তাঁর বাড়ীর একটা ঘরের দিকে ইশারা করে বলেন : এখানে আমার চাচাতো ভাই থাকতো। খন্দকের যুদ্ধের সময় সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়: কেননা, সে তখন নতুন বিয়ে করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দেন এবং বলেন : তুমি তোমার হাতিয়ার নিয়ে যাও। সে সে ঘরে ফিরে তার স্ত্রীকে ঘরের দরজার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তার প্রতি কলম দিয়ে ইশারা করে। তখন তার স্ত্রী বলে : তাড়াহুড়া করো না, এসে দেখ, কিসে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তখন সে ঘরে ঢুকে একটা কুৎসিত সাপ দেখতে পায়। সে তাকে বল্লম দিয়ে হত্যা করে এবং বল্লমে তার দেহ ফুঁড়ে বাইরে নিয়ে আসে।

রাবী বলেন : আমি জানি না, এরপর কে আগে মারা গিয়েছিল- ব্যক্তিটি- না সাপটি! তখন তাঁর কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলে : আপনি দু'আ করুন, যাতে আমাদের সাথী বেঁচে যায়। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমরা তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ কর। এরপর তিনি বলেন : মদীনার একদল জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে; তাই তোমরা যখন তাদের কাউকে দেখবে, তখন তাকে তিনবার ভীতি-প্রদর্শন করবে যে, “আর বের হবে না, অন্যথায় মারা পড়বে।” এরপর যদি সে বের হয়, তখন তাকে মেরে ফেলবে।

৫১৬৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَّا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا قَالَ فَلْيُوزَنَ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ *

৫১৬৮। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন ইজলান (র) থেকে সংক্ষেপে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, “তিনবার তাকে সাবধান করবে। এরপর ও যদি সে বের হয়, তখন তাকে মেরে ফেলবে। কেননা, সে শয়তান।”

৫১৬৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهَيْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ قَالَ فَاذْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ *

৫১৬৯। আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো উল্লেখ আছে যে, তিন দিন পর্যন্ত তাকে তাকে ভয় দেখাবে, এরপর ও যদি সে বের হয়, তখন তাকে মেরে ফেলবে। কেননা, সে শয়তান।

৫১৭০. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ هَاشِمٍ نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ حَيَاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أَنْشِدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْشِدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَنْ لَا تُؤْذُونَا فَإِنْ عُدْنَا فَاقْتُلُوهُنَّ *

৫১৭০। সাঈদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আবু লায়লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘরে বসবাসকারী সাপদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : যখন তোমরা এদের কাউকে তোমাদের ঘরে দেখবে, তখন তোমরা বলবে : “আমি তোমাদের সে অংগীকারের শপথ প্রদান করছি, যা নূহ ও সুলায়মান (আ) তোমাদের থেকে নিয়েছিল যে, তোমরা আমাদের কষ্ট দেবে না।” এরপর যদি তারা বের হয়, তবে তাদের মেরে ফেলবে।

৫১৭১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ فَضَّةٌ *

৫১৭১। আমর ইব্ন আওন (র) - - - ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা রূপার ছড়ির ন্যায় শাদা সাপ ব্যতীত, আর সব সাপকে হত্যা করবে।

২৪. بَابُ فِي قَتْلِ الْأَوْزَاغِ

৩৪. অনুচ্ছেদ : গিরগিট মারা- সম্পর্কে

৫১৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ وَسَمَاءُ فُؤَيْسَقًا *

৫১৭২। আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - সাআদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিট মারার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাকে “ছোট ফাসিক” নামে আখ্যায়িত করেছেন।

৫১৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ مَنْ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ أَدْنَى مِنْ أُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ *

৫১৭৩। মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এক আঘাতে গিরগিট মারবে, সে একপ- একপ নেকী পাবে ; আর যে দুই আঘাতে তাকে মারবে, সে একপ- একপ নেকী পাবে, যা প্রথম বারের চাইতে কম ; আর যে তিন আঘাতে গিরগিট মারবে, সে একপ- একপ নেকী পাবে, যার পরিমাণ দ্বিতীয়বারের চাইতে কম।

৫১৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي أَوْأَخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً *

৫১৭৪। মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : গিরগিটকে প্রথম আঘাতে মারতে পারলে সত্তর নেকী।

২৫. بَابُ فِي قَتْلِ الزُّرِّ

৩৫. অনুচ্ছেদ : পিপড়া মারা- সম্পর্কে

৫১৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي

الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَّ غَتَّهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَحْرَقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةً *

৫১৭৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম পালাইয়া
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেছেন : একবার একজন নবী একটা গাছের নীচে অবস্থান করাকালে তাকে একটা পিঁপড়া কামড়ায়। তখন তিনি সেখান থেকে মালামাল সরিয়ে নিয়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিতে বলেন। ফলে, সব পিঁপড়া পুড়ে মারা যায়। তখন আল্লাহ তাঁর উপর ওয়াহী-নাযিল করেন যে, “তুমি কেন একটা পিঁপড়াকে শাস্তি দিলে না? (অথাৎ সব পিঁপড়া তো তোমাকে কামড়ায়নি, যে তোমাকে কামড়েছে, তাকে মারলেই পারতে।)।

৫১৭৬। আহমদ ইবন সালিহ (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পালাইয়া
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেছেন : একবার কোন একজন নবীকে একটা পিঁপড়া কামড়ায়। তখন তিনি সেখান থেকে মালামাল সরিয়ে নিয়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিতে বলেন। ফলে, সব পিঁপড়াকে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন আল্লাহ তাঁর উপর ওয়াহী-নাযিল করেন যে, “তোমাকে তো মাত্র একটা পিঁপড়া কামড়েছিল, অথচ তুমি (প্রতিশোধ স্বরূপ) এমন একটা কাওমকে ধবংস করে দিলে, যারা (আমার) তাসবীহ পাঠ করতো!”

৫১৭৭। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম পালাইয়া
আলাইহি
ওয়া সালাম চার শ্রেণীর প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তারা হলো : পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদ-হুদ পাখী এবং চড়ুই পাখী। (কেননা, এরা কারো ক্ষতি করে না, বরং উপকার করে।)

৫১৭৮। আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম পালাইয়া
আলাইহি
ওয়া সালাম চার শ্রেণীর প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তারা হলো : পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদ-হুদ পাখী এবং চড়ুই পাখী। (কেননা, এরা কারো ক্ষতি করে না, বরং উপকার করে।)

اسْحَقُ الشَّيْبَانِي عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رَدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرِيَةً نَمْلٌ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ *

৫১৭৮। আবু সালিহ্ মাহবুব (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তিনি ﷺ তাঁর প্রয়োজনে বাইরে গেলে, আমরা সেখানে একটা চড়ুই পাখী দেখতে পাই, যার দু'টি বাচ্চা ছিল। তখন আমরা তার বাচ্চা দু'টি নিয়ে আসলে, সে আমাদের উপর আছড়ে পড়ে। এ সময় নবী ﷺ এসে বলেন : কে এর বাচ্চা এনে একে কষ্ট দিচ্ছ! এর বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি একটা পিঁপড়ার গর্ত, যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, দেখে বলেন : এদের কে জ্বালিয়ে দিয়েছে? তখন আমরা বলি : আমরা। তখন নবী ﷺ বলেন : আগুনের রব ছাড়া আর কারো জন্য উচিত নয় যে, সে অন্য কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেবে।

৩৬. بَابُ فِي قَتْلِ الضَّفَدِ

৩৬. অনুচ্ছেদ : বেঙ মারা- সম্পর্কে

৫১৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا *

৫১৭৯। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন উছমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার একজন চিকিৎসক নবী ﷺ-কে ঔষধের মধ্যে বেঙ ব্যবহার করার কথা জিজ্ঞাসা করলে, নবী করীম ﷺ তাকে বেঙ মারতে নিষেধ করেন।

৩৭. بَابُ فِي الْخَذَفِ

৩৭. অনুচ্ছেদ : কংকর নিক্ষেপ- প্রসংগে

৫১৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ إِنَّهُ لَا يُصِيدُ صَيْدًا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ *

৫১৮০। হাফস ইবন উমার (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন : এর দ্বারা না শিকার করা যায়, আর না শত্রু নিহত হয়। বরং এর আঘাতে চোখ কানা হতে পারে এবং দাঁতও ভাঙতে পারে।

২৮. بَابُ فِي الْخِتَانِ

৩৮. অনুচ্ছেদ : খাতনা করা- সম্পর্কে

৫১৮১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا نَا مَرْوَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَا تُنْكِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَاسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ *

৫১৮১। সুলায়মান ইবন আবদুর রহমান (র) - - - উম্মু আতীয়া নামক জনৈকা আনসারী থেকে বর্ণিত যে, মদীনাতে একজন মহিলা মেয়েদের খাতনা করতো। তখন নবী করীম ﷺ তাকে বলেন : তুমি মেয়েদের লিংগাংত্র বেশী গভীর করে কাটবে না। কেননা, এটা মেয়েদের শরীরের এমন একটা অংশ, যা পুরুষদের কাছে খুবই প্রিয়।

২৯. بَابُ فِي مَشْيِ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ

৩৯. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের রাস্তায় চলা- সম্পর্কে

৫১৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ

الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَخْفِقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرَأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنْ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ *

৫১৮২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) - - - আবু উসায়দ আনসারী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বর্ণনা করতে শুনেছেন; যখন তিন মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পান যে, পুরুষেরা রাস্তার মাঝে মহিলাদের সাথে মিশে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের বলেন : তোমরা অপেক্ষা কর! তোমাদের রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করা উচিত নয়, বরং তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যাবে। এরপর মহিলারা দেয়াল ঘেষে চলাচল করার ফলে অধিকাংশ সময় তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে আটকে যেত।

৫১৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَّمَ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ يَغْنَى الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرَاتَيْنِ *

৫১৮৩। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ কোন পুরুষ লোককে দু'জন মহিলার মাঝখানে চলতে নিষেধ করেছেন।

৪. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْبُ الدَّهْرَ ১

৪০. অনুচ্ছেদ : সময়কে গালি দেয়া- সম্পর্কে

৫১৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنْ ابْنِ

১. 'দাহর' বা সময়ের মধ্যে যা কিছু হয়, সবই আল্লাহর নির্দেশে হয়ে থাকে। সময় কিছুই করতে পারে না, বরং সময়ের মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হয়, সবই আল্লাহর হুকুমে হয়। কাজেই সময়কে গালি দেয়ার অর্থ হলো- আল্লাহর নির্দেশের সমালোচনা করা এবং আল্লাহকেই মন্দ বলা, যা খুবই গর্হিত কাজ। আর দিন-রাতের পরিবর্তন আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে। কাজেই, একে গাল-মন্দ করা উচিত নয়। বরং এসময়ে যদি কারো উপর বিপদাপদ হয়, তবে তার সবর করা উত্তম এবং নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া দরকার, যাতে তার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। (-অনুবাদক।)

الْمُسَيَّبُ كَانَ سَعِيدٍ *

৫১৮৪। মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেন : বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয় ! অথচ আমিই সময়, আমার নিয়ন্ত্রণে সব কিছুই ; আমিই রাত-দিনকে (চক্রাকারে) আবর্তিত করি।

রাবী ইব্ন সারহ্ (র) ইব্ন মুসায়্যাব (র)-এর স্থলে- সাঈদ (র)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে “সুনানে আবু দাউদ-এর”
বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত হলো। আল্-হাম্দুলিল্লাহ! -----

ইফাৰা—২০০৬-২০০৭ প্র/৯৬৬৭(উ)-৫২৫০